ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌-গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবতম্)
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ (শ্রীগীতা)
ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা
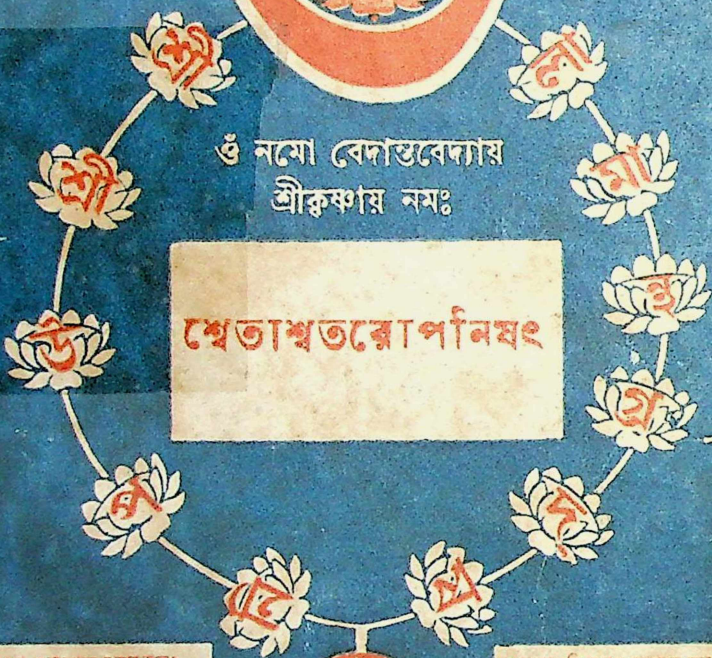
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতা

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচ্যাদি সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা' নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যায়া সহ তেনৈব সম্পাদিতা।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত নিত্য গোপাল

পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-

সমখ্যায়া টীকয়া সমন্বিতা।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাব-বাসর

গৌরাব্দ—৪৮৫, বাংলা—১৩৭৮ সাল, ইংরাজী—১৯৭১ সাল।

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত **সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,** 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-বাসর

গৌরাব্দ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯২ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর

বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন।

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্ম্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

(১) ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৯।

(২) সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্রম্

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক - সংরক্ষকপ্রবর -
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর -
শ্রীস্বরূপ -শ্রীসনাতন- শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ- শ্রীবিশ্ব-
বৈষ্ণবরাজসভা - পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-
ন্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থল - শ্রীধামমায়াপুরস্থ
বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য
তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄনাম্
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং
মনোহভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয়
শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন
সম্পাদিতোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা শ্বেতাশ্বতরোপনিষ-
দিয়ং তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যতে—

শ্রীরাধাবির্ভাব-বাসরে,
গৌরাব্দপঞ্চাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরূ ! ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডুক্যনাম্ন্যাঽন্যয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ ।
ভেদাভেদমতান্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি ॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি ।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়াবৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমেশ্বর-তত্ত্ব—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।৭)

শক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিত্রয়ের পরিচয়—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

শুদ্ধা ভক্তির বর্ণন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সংবিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫৮-১৬১)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রতিপাদনী

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যগ্রজং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুমেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াশ্রমস্থাপনকারিণে॥
সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্।
ভক্তিবস্তুদায়কায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রুতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ।
শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত- পূরণ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনামূলে ও স্মরণমূলে তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত ঈশ, কেন ও কঠ-উপনিষৎ-ত্রয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত হওয়ায় নিজেকে কৃতার্থবোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয় ঘোষণা করিতেছি।

মাদৃশ অধম ও সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে এহেন দুরূহ কার্য্য নিতান্তই অসম্ভব, তাহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে উপলব্ধি হইতেছে। তৎসঙ্গে ইহাও অনুভবের বিষয় হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায়ই ইহা সিদ্ধ হইতেছে এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত মহীয়সী!

উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-গ্রন্থে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ একাদশ উপনিষদের সম্পাদনার সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু ইহার সম্পাদনায় ক্রমভঙ্গের কারণ এই যে, সর্ব্বদা জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করিয়াই কোন কোন বিশেষ উপনিষদ্-প্রকাশে অগ্র্যাধিকার প্রদত্ত হইতেছে। যদি হঠাৎ মরণ আসিয়া উপসন্ন হয়, অথবা রোগাক্রান্ত হইয়া কার্য্যক্ষমতা হারাই, তাহা হইলে আর হইবে না ভাবিয়াই, যে কয়টি উপনিষদ্ সম্পাদনের বিশেষ ইচ্ছা, তাহাই সম্পন্ন করিতেছি; আশা করি, সুধী ও ভক্তমণ্ডলী এই ক্রমভঙ্গের নিমিত্ত আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্ব সম্পাদিত উপনিষদাবলীতে ভূমিকায় উপনিষৎ-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রারম্ভিক আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া পুনরুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। উহা তত্তৎস্থানে দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান গ্রন্থের নাম—'শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ'। উপনিষদের নামকরণে দেখা যায় যে, কোথায়ও কোথায়ও গ্রন্থের আদিপদ

ধরিয়া, কোথায়ও বা ঋষির নাম ধরিয়া উপনিষদের নাম প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু **উপনিষদ্ অপৌরুষেয়।** ব্রহ্মজ্ঞ **ঋষি শ্বেতাশ্বতর** এই উপনিষদের দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহারই নামে এই উপনিষৎখানি পরিচিত। তপঃপ্রভাবে ও পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসু অত্যাশ্রমিগণের মধ্যে পরব্রহ্মবিৎ শ্বেতাশ্বতর ঋষি ইহা বিবৃত করেন। সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক উপনিষদ্‌ই শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ নামে প্রথিত হইয়াছে। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ-অধ্যায়ের একবিংশ শ্রুতিমন্ত্র দ্রষ্টব্য।

এই উপনিষদ্‌খানি ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দশোপনিষদের সহিত এই উপনিষদ্‌খানিরও ভাষ্য করিয়াছেন। আনন্দাশ্রমের সংস্করণে ও বঙ্গদেশের মহেশ পালের সংস্করণে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য দৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রীপুরুষোত্তম তত্ত্বের বিষয় ও ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বের বিচিত্রতা-বিষয়ক অনেক মন্ত্র দৃষ্ট হন বলিয়া মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই উপনিষদের কোন ভাষ্য করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীশঙ্কর ভাষ্য করিয়াছেন কিংবা করেন নাই, ইহা লইয়া তর্কের প্রয়োজন মনে করি না; তবে তিনি যে তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মন্ত্র ৫৩ বার উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়েরও কোন ভাষ্য নাই। ইহাও ঠিক নহে। কারণ আমরা আমাদের সম্পাদিত এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সর্ব্বত্রই শ্রীরঙ্গ-

রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যটি সংরক্ষণ করিতেছি। এই ভাষ্যটিও আমরা ২৪পরগণা জিলান্তর্গত খড়দহ-স্থিত শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান (প্রকাশনী বিভাগ) হইতে বঙ্গানুবাদসহ শ্রীশ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-দৃষ্টে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বয়ং উপনিষদের কোন ভাষ্য রচনা না করিলেও শ্রীরঙ্গরামানুজাদি অধস্তন আচার্য্যগণ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমরা অতিকষ্টে শ্রীরঙ্গরামানুজ-ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে যোজনা করিতেছি। কালে কালে এই সকল ভাষ্য দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। যেমন গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-বিরচিত ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য-ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য আদৌ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সহজেই লোকে অনুমান করিবে যে, গৌড়ীয়গণের উপনিষদের উপর কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা-গ্রন্থ নাই। সেই অভাব দূরীকরণ-মানসেই আমরা আমাদের সদ্যঃ-সম্পাদিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার মধ্যে '**শ্রুত্যর্থবোধিনী**' নাম্নী একটি সংস্কৃত টীকা এবং **তত্ত্বকণা**' নাম্নী একটি বাংলা-অনুব্যাখ্যা সংযোজন করিয়াছি। আশা করি, সুধী ও ভক্তসমাজ আমাদের এই প্রচেষ্টা দর্শনে অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

ছয়টি অধ্যায়সংযুক্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে ১৬টি মন্ত্র, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৭টি মন্ত্র, তৃতীয়াধ্যায়ে ২১টি মন্ত্র, চতুর্থাধ্যায়ে ২২টি মন্ত্র, পঞ্চমাধ্যায়ে ১৪টি মন্ত্র এবং ষষ্ঠাধ্যায়ে ২৩টি মন্ত্র আছে। কোন কোন সংস্করণে দুই একটি মন্ত্র-সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে আমরা অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্তসার-বর্ণনে প্রয়াস পাইতেছি।

একসময় কতিপয় ঋষি পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসু হইয়া আলোচনায় রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ কে? আমরা কাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া কাঁহা দ্বারা বাঁচিয়া আছি? প্রলয়কালে আমরা কোথায় যাইব? বা কোথায় থাকিব? এবং সমগ্র জগতের নিয়ন্তা কে? ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানাবিধ বাদানুবাদের পর ধ্যানযোগাবলম্বনে শ্রীভগবৎ-কৃপায় যে তত্ত্বদর্শন ও সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াছিলেন তাহাই এস্থলে বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত-সারমর্ম্মে পাই,—ব্রহ্ম, জীব, কাল ও প্রকৃতিতত্ত্বসমূহ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তিই বিশ্বের কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে পরিদৃষ্ট। ব্রহ্মই জীবসমূহের বৃত্তি বিধান করিয়া থাকেন। অন্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া তিনিই লয়স্থান। অজ্ঞ জীব তাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মচক্রেই পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাই জীবের সংসারাবস্থা। ব্রহ্ম শক্তিমৎ-তত্ত্ব, জীব উহার শক্তি। ব্রহ্ম অংশী, জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। ব্রহ্ম—বিভুচৈতন্য, জীব—অণুচৈতন্য। ব্রহ্ম—নিয়ামক আর জীব তাঁহার নিয়ম্য। জীব ও ব্রহ্মের এই প্রকার ভেদ অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শক্তিমান্ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপ উপাসক উপাস্য-পরব্রহ্মের অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব যে প্রপঞ্চের অতীত, তাহা বেদান্তে উদ্গীত হইয়াছে। জীব, প্রপঞ্চ ও ঈশ্বর পরব্রহ্মেই অবস্থিত আছেন। পরব্রহ্ম

প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও তাঁহার বিকারাদি পরিণাম নাই। সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরকে জানিলে অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা করিলে জীব সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বর, জীব ও মায়া—পরমেশ্বরের বৈভব, ইহা জানিতে পারিলেই জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়। চিৎ বস্তু দুইটি—ঈশ্বর ও জীব। ঈশ্বর যিনি, তিনি বিভুচিৎ আর জীব—অণুচিৎ। ঈশ্বরের জ্ঞান অব্যাহত থাকে বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। জীব অনীশ্বর বলিয়া তাহার জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হয়, সেকারণ চিৎকণ হইয়াও অজ্ঞ। কিন্তু ঈশ্বর ও জীব উভয়েই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তদ্ভিন্ন এক শক্তি আছেন, যিনি ভোক্তা জীবের ভোগসাধন-বিষয়-সকল প্রদান করেন। সেই শক্তির নাম মায়াশক্তি। ইনিও অজ, জীব ও প্রকৃতি এই দুইটিই পরমেশ্বরের অধীন শক্তি।

প্রকৃতি **জড়া বলিয়া** পরিণামিনী। কিন্তু পরমেশ্বর চিন্ময় বলিয়া তাঁহার পরিণাম বা বিকার নাই। দেহের পরিণামে যেরূপ জীবাত্মার পরিণাম হয় না, তদ্রূপ জগতের পরিণামেও পরমেশ্বরের পরিণাম ঘটে না। ঐ পরমেশ্বর স্বপ্রকাশস্বরূপ। প্রকৃতিশক্তি বা জীবশক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করে না। পরমেশ্বর উহাদিগের উভয়কেই নিয়মিত করেন, কার্য্যে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নাই। জীব প্রকৃতিসংসর্গে অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থিত। তিনি যখন ঐ পরমেশ্বরের অভিধ্যান করেন, তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাঁহার মোক্ষ লাভ হয়।

যিনি সদ্গুরুর মুখে শাস্ত্র শ্রবণের ফলে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহার আর দেহ-দৈহিক মমতাপাশ থাকে না। পাশ

না থাকিলে, পাশজন্য ক্লেশও থাকে না অর্থাৎ বন্ধনাভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যু-জনিত ক্লেশও থাকে না। পরব্রহ্মের নিরন্তর স্মরণফলে জীবের লিঙ্গদেহের নাশ হয় এবং লিঙ্গদেহ নাশ হইলে তাঁহার ভাগবতী তনু অর্থাৎ পার্ষদ-দেহ লাভ হয়। ব্রহ্মের বিভূতিতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলেই জীবের জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়।

বহ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ় থাকে, দুইখানি কাষ্ঠের ঘর্ষণে ঐ অগ্নির উদ্ভব হয়। যে কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উদ্গম হয়, ঐ দুই কাষ্ঠের নাম অরণি। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠখানি দ্বারা ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি এবং যাহাকে ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম অধরারণি। এই কাষ্ঠদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণের নাম মন্থন। অগ্নির ন্যায় আত্মাও মন্থনযোগ্য। ভূয়োভূয়ঃ প্রণবের উচ্চারণ করিতে করিতেই জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হয় এবং নির্ম্মল হৃদয়ে আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার প্রকাশেই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিতে করিতে পরমেশ্বরের নামগুণাদি ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা সাধক ঐ নিজ দেহমধ্যেই আত্মাকে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় দর্শন করিবেন। যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তিলে তৈল, মন্থনদণ্ডের সাহায্যে দধিতে ঘৃত, খনিত্রাদির সাহায্যে নদীতে জল এবং মন্থন কাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠবিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ যিনি সত্য, নিষ্ঠা, ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তিনি নিজ আত্মাতেই স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ঘৃত দুগ্ধের সর্ব্বত্র অবস্থান করিলেও মন্থনদণ্ডের সাহায্যে যেমন তাহাকে বাহির করিতে হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সকল দেহে ও বিশ্বের সর্ব্বত্র

ব্যাপিয়া থাকিলেও আত্মবিদ্যা ও উপাসনার দ্বারা তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ স্বরূপের পরিচয় উপনিষদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসারে যিনি উপযুক্ত সাধন করিতে পারিবেন তিনিই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের সারমর্ম্ম অনুধাবন করিলে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বাধ্যায়ে পরমাত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ ধ্যান-বিষয় কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার নিমিত্ত এই অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।

এই মানব শরীর-মধ্যে হৃদয়প্রদেশে পরমেশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা জগৎপ্রসবিতার অনুগ্রহ ব্যতীত অসম্ভব। মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলই সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষের জ্যোতির সাহায্যে বাহ্য-বিষয় দর্শন করিতেছে। জীব-সত্তায়ও প্রকাশকেন্দ্র আছে, তবে উহা স্থুল ও সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আবৃত। পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারাই সেই আবরণসমূহ শিথিল হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র সহায়। জগতে সূর্য্য বা অগ্নিতে যে প্রকাশ-সামর্থ্য দেখা যায় তাহারও মূল পরমেশ্বর। ধ্যানের প্রধান উপকরণ একাগ্রতা। সেই একাগ্রতা লাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে হয়। আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমরা পরমাত্মাতে চিত্ত সংযোজিত করিয়া সুখময় ধাম-লাভে যত্ন করিতে পারি।

কর্ম্মক্ষয়ে স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ (অবিদ্যা, বাসনা)—এই ত্রিবিধ দেহেরই বিনাশ হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তির ফলে প্রাকৃতদেহ বিনষ্ট হইবার পর ভক্তের পার্ষদ-দেহ লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র পরব্রহ্মকে আশ্রয়

করিতে পারিলেই জীবের সর্ব্ববন্ধন মোচন হয়। ভক্তিযোগেই এই আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে।

পরব্রহ্মে মনঃসংযোগের নিমিত্ত প্রাণায়াম-সাধনের উপদেশও কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারাই পরব্রহ্ম চিত্তের অবলম্বন হন। সেই পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিবলে তদীয় শ্রীনাম-রূপাদি আবির্ভূত হইয়া প্রাকৃত দেহ ও মনের অভিমান নাশপূর্ব্বক অপ্রাকৃত দেহ ও মন উদয় করাইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব দৃষ্ট হইলেই ব্রহ্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধিক্রমেই আত্মদর্শন এবং শ্রীভগবানে শরণাগতি লাভ হইয়া থাকে। তখন আর সেই নির্ম্মল-চিত্ত বিষয়াকার ধারণ করে না। চিত্ত যখন বিষয়াকার ধারণ করে না তখনই সে আত্মাকারতা লাভ করে।

জীব স্বরূপতঃ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ, মায়াবদ্ধ হইলে অবিদ্যা-সম্পর্কে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। মৃত্তিকাসংযোগে যেরূপ স্বভাবতঃ নির্ম্মল সুবর্ণাদি ধাতুর মলিনতা ঘটে, জীবেরও অবিদ্যাসংযোগেই মলিনতা ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর অবিদ্যাজনিত মলিনতা থাকে না। ভগবৎ-সাধনার ফলে ভগবৎকৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলেই তাহার দ্বারা নিজের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ-স্বরূপ।

শ্রীভগবানের দয়া না হইলে সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। শ্রীভগবানের কৃপার জন্য তচ্চরণে শরণাগতি একান্ত প্রয়োজন। জড়ীয় বাসনার একান্ত নাশের নিমিত্ত সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বময় শ্রীভগবানের প্রপত্তিই সাধন এবং তাঁহার প্রেমলাভই সিদ্ধি।

তৃতীয়াধ্যায়ের সারমর্ম্মে ইহাই পাওয়া যায়,—পরব্রহ্মই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, মায়াধীশ, সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বলোকপিতা, বিপুলৈশ্বর্য্যময় ইত্যাদি। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা গর্ভোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর উপাসক। সর্ব্বদেব-নমস্কৃত পুরুষাবতারতত্ত্বকে অবগত হইলেই জীব অমরত্ব লাভ করে।

শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তাঁহার শক্তির পরিণতিতেই জগৎ ও জীবসমুদয় প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে পৃথক্ স্বতন্ত্র তত্ত্ব আর কিছু নাই। শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে তিনিই অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। সকলই তাঁহার সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। তিনিই সর্ব্বব্যাপী ও মহান্। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলেই তাঁহার কৃপায় জীব মুক্ত হয়।

তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহাতে বাস করেন। তিনিই মহাপ্রভু। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষবর্জ্জিত শান্তি লাভ হয়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়। সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

পুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়-প্রদেশ। ঐস্থান অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া পুরুষকেও অঙ্গুষ্ঠ বলা হয়। তিনিই আমাদের জ্ঞানের বা বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বর। অন্তঃকরণ-মধ্যে ভক্তিযুক্ত মনন দ্বারাই তাঁহার প্রকাশ হয়। তিনি প্রাকৃত কর-চরণ-শ্রোত্রাদিরহিত হইলেও অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অতএব শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত; এবং উঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহান্

হইতেও মহত্তর। তিনিই সর্ব্বভূতগুহাশয়। তিনি অজর, পুরাণ, সর্ব্বাত্ম, বিভু ও নিত্যবস্তু।

চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীভগবানের তত্ত্ব পুনরায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। এই সংসারে যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে-সকলই শ্রীভগবানের শক্তির প্রকাশ। তিনি স্বশক্তি-মাত্রসহায়ে আদিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃক মধ্যে রক্ষিত এবং অন্ত্যে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ চিদানন্দ-ময় পুরুষ; তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভকরী বুদ্ধি প্রদান করুন,—ইহাই প্রার্থনা। তিনি অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্রমা অর্থাৎ বিশ্বের যাহা কিছু—সকলই তাঁহার বহিরঙ্গের বৈভব। জগৎসৃষ্টিকারিণী মহামায়া তাঁহারই শক্তি। শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির সৃজন-শক্তি।

পরা প্রকৃতিরূপ জীবসমুদয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া প্রকৃতিভোগে লিপ্ত হওয়ায় মায়াবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই বহির্ম্মুখ জীব কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারে, সে-বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগীতাতে যেরূপ সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, এস্থলে শ্রুতিও শরীরকে অশ্বত্থবৃক্ষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে বর্ণন করিয়াছেন, জীবরূপ পক্ষিটি সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল ভোগ করে, আর পরমেশ্বর উহা ভোগ না করিয়া জীবকে ভোগ করান ও সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করেন স্বয়ং চিদানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন।

ভোক্তাভিমানী জীব একই বৃক্ষে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া মায়াভিভূতাবস্থায় অসামর্থ্য-হেতু সংসার-মোহে নিমগ্ন হইয়া শোকের বশীভূত হয়। যখন সেই জীব গুরু-কৃপায় ভক্তগণসেবিত পরমেশ্বরকে দর্শন করে, তখনই শোকরহিত হয় এবং ভগবৎপ্রসাদে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

মায়াই প্রকৃতি এবং মায়াধিষ্ঠাতাই মহেশ্বর। সেই মহেশ্বরের অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরকে সাক্ষাৎকার করিতে পারিলে জীব নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বলোক-নাথ ও সর্ব্বাধিপতি, তাঁহার নিকট শুভবুদ্ধির প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক এবং তিনিই আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পঞ্চমাধ্যায়ে পাওয়া যায় যে, পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। তন্মধ্যে ক্ষর যাহা, তাহাই অবিদ্যা এবং যাহা অক্ষর বা অমৃত তাহাই বিদ্যা। পরমেশ্বর এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, তিনি ইহা হইতে ভিন্ন। শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বজীবাধিষ্ঠাতা এবং তিনি সকলের মুক্তির হেতু। ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ বিষ্ণুর পরমপদ অবগত হইয়াই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম কিন্তু সেই জীব আনন্ত্যধর্ম্মের অধিকারী। জীব বদ্ধাবস্থায় স্থূল-লিঙ্গদেহধারণ পূর্ব্বক তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত হয় কিন্তু তাহা জীবের স্বরূপ পরিচয় নহে। জীব স্বরূপতঃ পরমেশ্বরের নিত্য

কিঙ্কর। সেই স্বরূপগত নিত্যদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম ভুলিয়াই জীব মায়ার অধীন হইয়া শোক-মোহগ্রস্ত হয় মাত্র।

জীবগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তিগ্রাহ্য সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া তাঁহার উপাসনায় রত হন, তাঁহারাই ভগবৎকৃপাবলে প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর-রহিত হইয়া ভগবদ্ধামে ভাগবতী তনু লাভ পূর্ব্বক পার্ষদ্রূপে শ্রীভগবানের নিত্য-সেবা লাভ করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়-পাঠে জানা যায় যে, প্রকৃতি বা কাল বিশ্বের আদি-কারণ নহে। পরমেশ্বরের মহিমাতেই তদধীনে ব্রহ্মচক্র বা বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর ও করণ অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার তিনটি প্রধান শক্তির বিষয় শ্রুত হয়। যথা—জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ইহাদিগকেই তাঁহার পরা শক্তি বলে। ইহারা আবার সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তিরূপে পরিচিত।

সেই পরমদেব অদ্বিতীয়, সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, উপাধি-রহিত ও প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত। যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবের নিয়ামক এবং যিনি এক জীবকে বহুধা বিভক্ত করেন, আত্মস্থ সেই পরমেশ্বরকে যে সকল ধীর ব্যক্তি দর্শন করেন, তাঁহাদিগের নিত্যসুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না। যিনি নিত্য বস্তুসমূহের নিত্যতাবিধায়ক পরম নিত্য, চেতন বস্তুসমূহের চেতয়িতা পরম চেতন এবং যিনি এক হইয়াও

বহুজীবের কাম্যবিষয় বিধান করিয়া থাকেন, সর্ব্বকারণভূত সাংখ্যযোগাধিগম্য সেই পরমদেবকে জানিয়া জীবসকল মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হয়। সেই পরব্রহ্মকে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ও বিদ্যুৎসকল তাঁহাদের দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন না। সেই পরব্রহ্মের দীপ্তিতেই তাঁহারা দীপ্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকেই জানিয়া অর্থাৎ উপাসনা করিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। জীবের পরমপদ-লাভের নিমিত্ত তাঁহার আশ্রয়-ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। তিনিই বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি, তিনি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি ; এবং তিনি সংসারে মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের একমাত্র হেতু।

পরম বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে ও ভগবৎপ্রসাদে পরম পবিত্র ঋষিকুলসেবিত পরব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছিলেন এবং পরে অত্যাশ্রমীদিগকে তাহা বলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকল্পে প্রবর্ত্তিত বেদান্তশাস্ত্রমধ্যে বর্ণিত পরমগুহ্য এই জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে অথবা অযোগ্য পুত্র বা শিষ্যকেও প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ অযোগ্যকে ইহা প্রদান করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই দৃষ্ট হয়।

এই শ্রুতির সর্ব্বশেষে শুদ্ধা ভক্তির কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমনি গুরুতেও পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এক্ষণে সুধী ও ভক্ত পাঠকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই যে, গ্রন্থমধ্যে যে সকল মুদ্রণাশুদ্ধি ও অন্যান্য দোষ-ক্রটী প্রকাশ পাইবে, তাহা যেন তাঁহারা নিজগুণে সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া আমাদিগকে বাধিত ও কৃতার্থ করেন।

আমাদের **শ্রীআসনের** মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় **শ্রীনৃত্য গোপাল পঞ্চতীর্থ, বেদান্তরত্ন,** ভক্তিভূষণ মহোদয় পঞ্চাশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালেও যে ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত অতিশয় পরিশ্রম সহকারে **'শ্রুত্যর্থবোধিনী'** রচনা পূর্ব্বক ভক্তিমান্ সুধী পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার রচিত 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' টীকায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের বিচার খণ্ডিত হইয়া **শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত** তথা **গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের** মহিমা সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা সুধীসমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের স্নেহাস্পদ **'রূপ লেখা প্রেসে'র** স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ **নন্দী** বি, এস্, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহাশয় যেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টাসহকারে মুদ্রণকার্য্য অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার হৃদয়ে একটি প্রবল বাসনা জাগ্রত হইয়াছে যে, আমার জীবিতকালেই তিনি আমার সঙ্কলিত উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিয়া মৎসঙ্কলিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ সম্পূর্ণ করিবেন। তাঁহার এই সাধুপ্রচেষ্টা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। আমার ইহাও মনে হয় যে, তাঁহার এই ইচ্ছার মূলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদবর্গের অনুপ্রেরণা রহিয়াছে। অবশ্য মুদ্রণ-ব্যাপারে এইরূপ একটি সহায়ক না পাইলে গ্রন্থগুলি এত শীঘ্র প্রকাশ পাইতে পারিত না, ইহা ধ্রুবসত্য। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। কত বাধাবিঘ্নের মধ্যে যে, এই মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা একমাত্র জগদীশ্বরই জানেন।

তাঁহারই অনুজ শ্রীমোহন লাল নন্দী মহাশয়ও গ্রন্থগুলির বাইণ্ডিং কার্য্যে যেরূপ সুদক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাও প্রশংসনীয় এবং তিনিও ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমি তাহাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাই, যাহারা আমাকে নানাবিধভাবে গ্রন্থ-প্রকাশ ও গ্রন্থ-প্রচারে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী, শ্রীকালীয়দমন দাসাধিকারী ও শ্রীপবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বোপরি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অপার করুণার কথা সর্ব্ব-শেষে আরও একবার স্মরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। তাই, আদি, মধ্যে ও অন্ত্যে তাঁহাদের কৃপার মহিমার কীর্ত্তন ও স্মরণই আমার প্রধান অবলম্বন। আমার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতেই এখনও গ্রন্থ-সম্পাদন-সেবায় ব্রত থাকিতে পারিতেছি, ইহা সর্ব্বদাই আমার অনুভবের বিষয় হইতেছে। কোথায় অর্থ, কোথায় শক্তি, কোথায় সহায়তা, কি ভাবে যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তাহা একমাত্র ঠাকুরই জানেন। ঠাকুরের এইরূপ অহৈতুকী করুণা মাদৃশ অধমের প্রতি বর্ষিত না হইলে কিছুতেই এই দুরূহকার্য্য সম্পন্ন হইত না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী
ও ঝুলন পূর্ণিমা,
২৯ শ্রীধর, গৌরাব্দ ৪৮৫,
বাংলা ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৮ সাল,
ইং ৬ই আগষ্ট, ১৯৭১,

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু-সেবাপ্রার্থী—
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী
(গ্রন্থ-সম্পাদক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরমারাধ্য মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ** তৎ-সঙ্কলিত উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত **ঈশ, কেন ও কঠ** উপনিষৎ-ত্রয়ের সম্পাদনা সমাপ্ত করিবার পর অত্যল্পকালের মধ্যেই **'শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষৎ'**গ্রন্থখানিও সদ্য সমাপ্ত করিলেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলাম। ইহাতেই মনে হয়, **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের** মহানুগ্রহে ও প্রেরণায় এই মহৎ কার্য্যটি সম্পন্ন হইতেছে। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য **শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত** দশোপ-নিষদ্ভাষ্যের মধ্যে কেবল 'ঈশোপনিষৎ'খানিই অধুনা পাওয়া যাইতেছে। সে-কারণ উপনিষদের উপর গৌড়ীয়গণের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা পাইবার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। এহেন সময়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পরমাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীমহারাজের দ্বারা এইরূপ একটি অভাব পূরণ সত্য-সত্যই বিশ্বের মহোপকার সাধন করিবে, সন্দেহ নাই। এই কার্য্যদ্বারা তিনি পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** একটি মনোভীষ্ট সেবা সম্পাদন করিলেন।

'**শ্রী**'-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক **শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্য** স্বয়ং কোন উপ-নিষদের ভাষ্য না করিলেও বেদান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-বিষয়ক চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন—যথা, (১) বেদার্থসংগ্রহ, (২) বেদান্তসার, (৩) বেদান্তদীপ, (৪) শ্রীভাষ্য। ইহার মধ্যেই তিনি বিশেষ বিশেষ উপনিষদের মন্ত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী

'শ্রী'-বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ এই ব্যাখ্যাসমূহই গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া প্রচার করিয়াছেন।

ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী পরে শ্রী-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্য্য **শ্রীশ্রীরঙ্গরামানুজ মুনি** শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্তাবলম্বনে যে, একাদশ-উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই অধুনা পঠন-পাঠনমুখে **'শ্রী'-সম্প্রদায়ের** প্রচারিত **'বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তের'** শ্রুতি-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইতেছে।

আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ তৎ-সঙ্কলিত একাদশ-উপনিষদের মধ্যে কেবল **ঈশোপনিষদে শ্রীমধ্ব, শ্রীবলদেব** ও **শ্রীভক্তি-বিনোদের** ভাষ্য সংরক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে শ্রীশ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত ভাষ্যটিই সংরক্ষণ করিতেছেন। এই 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ' গ্রন্থখানিতেও পাঠকবর্গ তাহা দেখিতে পাইবেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শ্রীপুরুষোত্তমবাদের ও তচ্ছক্তিতত্ত্বের বিলাস ও বিচিত্রতার পরিপোষক বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেজন্য মায়াবাদিসম্প্রদায়ের অনেকে বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য করেন নাই, সে-বিষয়ের উত্তর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ তদীয় **'প্রতিপাদনী'তে** উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমি আর কিছু লিখিতেছি না।

শ্রীশ্রীরামানুজের অনেক পরে আচার্য্য শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিকৃত ভাষ্যটি 'শ্রী'-সম্প্রদায়ে সাদরে যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন আশা করি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজেও অধিক পরে লিখিত হইলেও পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ-লিখিত 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা এবং আমাদের **শ্রীআসনের** মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ**

বেদান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ মহাশয়ের লিখিত 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী টীকা অবশ্যই আদৃত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূজনীয় স্বামিজী মহারাজ তদ্রচিত 'প্রতিপাদনী'তে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের সারনির্য্যাস যেভাবে চয়ন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকবর্গের গ্রন্থের সারমর্ম্ম অল্পকথায় জানিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে মনে করি। তদ্ব্যতীত গ্রন্থ-মধ্যে সানুবাদান্বয় ও অনুবাদ প্রদান করিয়া মন্ত্রার্থগুলি এরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অল্প সংস্কৃতজ্ঞান লইয়াও যাঁহারা এই গ্রন্থ অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা তৎসঙ্গে 'তত্ত্বকণা' পাঠ করিয়া অনায়াসেই গৌড়ীয়সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রুত্যর্থ বুঝিতে পারিবেন। যদিও শ্রুত্যর্থবোধ সাধারণতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের ভাবধারামতেই হইয়া থাকে, তথাপি স্বামিজীর সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ভাগ্যবানের দৃষ্টিগোচর হইলে উভয় ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।

আশা করি, ভক্ত ও সুধী পাঠকবৃন্দ এই উপনিষদ্-গ্রন্থমালা সংগ্রহ করিবেন ও অধ্যয়ন করিয়া আনন্দিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
(গ্রন্থ-প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রমিক নং	বিষয়	পত্রাঙ্ক

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রমিক নং	বিষয়		পত্রাঙ্ক
৭।	পরমাত্মজ্ঞান হইতে নিত্যসুখ-প্রাপ্তি।	...	৩৫৭—৩৬৩
৮।	পরব্রহ্মের প্রকাশে সকলের প্রকাশ।	...	৩৬৩—৩৬৫
৯।	পরমেশ্বরের স্বরূপের বিশেষরূপে বর্ণন।	...	৩৬৫—৩৭৪
১০।	মুক্তির জন্য ভগবচ্ছরণাগতির উপদেশ।	...	৩৭৪—৩৮০
১১।	পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখ-নিবৃত্তি অসম্ভব।	...	৩৮০—৩৮২
১২।	শ্বেতাশ্বতর-বিদ্যার সম্প্রদায় তথা ইহার অধিকারী নির্ণয়। ...	...	৩৮২—৩৮৫
১৩।	অনধিকারীর প্রতি বিদ্যার উপদেশ নিষেধ।	...	৩৮৫—৩৮৮
১৪।	শ্রীভগবান্ ও গুরুতে পরা ভক্তিযুক্ত শিষ্যের প্রতি উপদেশের সফলতা।	...	৩৮৮—৪০১

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ
সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদক ও 'ঈশাদি'-উপনিষদের 'তত্ত্বকনা' নাম্নী
অনুব্যাখ্যা লেখক।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের বর্ত্ম প্রদর্শক ও শিক্ষাগুরুদেব।
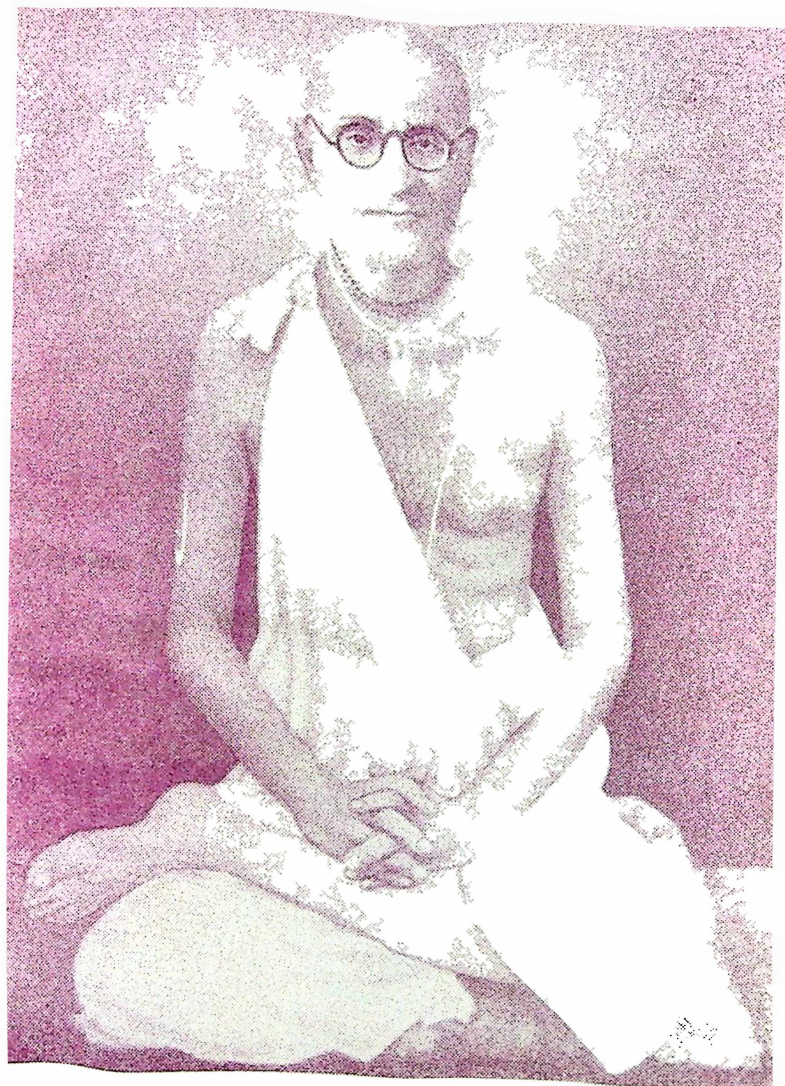
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।
গ্রন্থ-সম্পাদকের শ্রীগুরুদেব।

কলিকাতাস্থিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনে নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—১১

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অনুবাদ—ওঁ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা আমাকে (বক্তা বা গুরুকে) ও শিষ্য (শ্রোতা) উভয়কে মিলিতভাবে রক্ষা করুন অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিদ্যা-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিউন। তিনিই আমাদের উভয়কে পালন করুন। আমরা উভয়ে অধ্যয়নাধ্যাপনাদি-অধ্যবসায় অর্থাৎ বিদ্যাবিষয়ক উৎসাহ যেন মিলিত হইয়া লাভ করিতে পারি। আমাদের অধীত-বিষয় তেজোযুক্ত (তেজস্বী) অর্থাৎ সফল হউক। আমরা পরস্পর যেন বিদ্বেষাচরণ না করি অর্থাৎ স্নেহসূত্রে সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকি। তিনবার 'শান্তি' শব্দ পাঠ আমাদের সকল বিঘ্ন-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। আমাদের সর্ব্বপ্রকারে

শান্তি হউক। শিষ্য ও আচার্য্যের প্রমাদবশতঃ ও অন্যায়রূপে বিদ্যাগ্রহণ ও বিদ্যাদান-নিমিত্ত দোষ-প্রশমন হউক। এসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—'বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্। অসূয়কায় মাং মা দা যেন স্যাং বীর্য্যবত্তমা'। বিদ্যা আচার্য্যকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আমিই তোমার নিধি, আমাকে রক্ষা কর, বিদ্যা বিদ্বেষীর কাছে আমাকে দান করিও না, তাহা হইলেই আমি তেজস্বিনী হইব।

আমাদের ত্রিবিধ তাপ নিবৃত্ত হউক,—এইজন্য আদিতে শান্তিপাঠ কথিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ঐকান্তিক ভক্তগণ অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতিবশে মঙ্গলাচরণে শ্রীভগবানের বন্দনা, স্মরণাদি করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

পূর্ব্বাভাস

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌টি—ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে কারণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে দার্শনিকদিগের মতের বহু বিপ্রতিপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। এককালে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সমবেত হইয়া জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে বহুপ্রকার বাদ—জল্প করেন তন্মধ্যে শ্বেতাশ্বতর নামে এক ব্রহ্মবিদ্ তপঃপ্রভাবে এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পরব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জিজ্ঞাসু আশ্রমিগণের মধ্যে উহা বিশদভাবে বিবৃত করেন। সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপক উপনিষদ্‌ই শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ নামে প্রথিত হইয়াছে। তথাচ প্রমাণং—"তপঃ-প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্"। [শ্বেতাশ্ব…৬ অ…২১ শ্রুঃ]

শ্রুতিঃ—হরিঃ ওম্ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি (ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনারত কতিপয় মুনি জিজ্ঞাসু হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—) ব্রহ্মবিদঃ (হে

ব্রহ্মবিদ্‌গণ !) [কিং কারণমিত্যাদি] কারণম্ কিম্ (জগতের আদিকারণ কি ?) [অথবা জগৎকারণীভূত] ব্রহ্ম [কিম্] (ব্রহ্মই বা কি ?) [অথবা কাল প্রভৃতি কি জগতের উৎপত্তির কারণ ? যদি বল, অনাদি প্রবহমান এই জগৎ, ইহার কেহ কারণ নাই, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইতে পারে না] [বয়ং] কুতঃ জাতাঃ স্ম (আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি) কেন (কাহার দ্বারা) [স্থিতিকালে] জীবাম (আমরা বাঁচিয়া থাকি) ক চ (আর কোথায় বা) প্রলয়কালে সম্প্রতিষ্ঠাঃ (লয় প্রাপ্ত হইব ?) কেন (কাহা কর্তৃক) অধিষ্ঠিতাঃ (নিয়ন্ত্রিত হইয়া অর্থাৎ কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া) সুখেতরেষু (সুখ ও দুঃখে) ব্যবস্থাম্ (নিয়মনে) বর্ত্তামহে (বর্ত্তমান আছি অর্থাৎ কাহার ব্যবস্থানুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছি) [অতএব নিশ্চয় ইহার কোন কারণ আছে ।] ॥১॥

অনুবাদ—এককালে ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনাকারী ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সমবেত হইয়া পরস্পর জগৎ-কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সংশয়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ! এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টির কারণ কে ? উত্তর হইল—ব্রহ্ম, যেহেতু শ্রুতিতে বলা আছে,—যাঁহা হইতে এই সমস্ত পৃথিব্যাদি ভূত ও প্রাণিবর্গ জন্মিয়াছে, জন্মিবার পর যাঁহার দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, যাঁহার দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয়ে লীন হইতেছে, তিনিই জগতের কারণ—ব্রহ্ম। যদি ব্রহ্মই কারণ হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার ? আমরাই বা কাহা দ্বারা উৎপন্ন হইয়া কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি ? বিশেষতঃ আমরা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছি ; তাহা কি ? অন্তে আমরা কাহাতে লয় প্রাপ্ত হইব ? অর্থাৎ কোথায় আমাদের প্রকৃত অবস্থিতি হইবে ? কাহার নিয়মে আমরা সুখদুঃখের বিধান অনুসরণ করিতেছি ? ॥১॥

পরমপূজ্যপাদ শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্যম্।

'অতসীগুচ্ছসচ্ছায় মঞ্চিতোরঃস্থলং শ্রিয়া।
অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্মম গাহতাম্।
ব্যাসং লক্ষ্মণযোগীন্দ্রং প্রণম্যান্যান্ গুরূনপি।
শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রাণাং বিবৃতিং করবাণ্যহম্॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বেতরসমস্তচেতনাচেতনবিলক্ষণপরমাত্মস্বরূপ নির্দ্ধিধারয়িষয়েয়মুপনিষদারভ্যতে, বিগ্যাস্তত্যর্থমাখ্যায়িকামাহ—কিং কারণমিত্যাদি—

ব্রহ্মবদনশীলা মুনয়ো বক্ষ্যমাণ প্রকারেণ বদন্তিস্ম ইত্যর্থ :—

হে ব্রহ্মবিদঃ! জগতঃ কারণং ব্রহ্ম কিং দেবতারূপং? কস্মাদ্‌-ব্রহ্মণোঽস্মাকং জন্ম-স্থিতিশ্চ সম্প্রতিষ্ঠাশব্দিতো লয়শ্চ কেন বা ব্রহ্মণা-ধিষ্ঠিতা স্তৎপরতন্ত্রাঃ সন্তঃ জিহাসিতেষু দুঃখরূপেষু কষ্টরূপেষু জন্মসু বিশিষ্টামবস্থিতিমনুস্থত্য বর্ত্তামহে। সুপ্রতিষ্ঠা ইতি পাঠেঽপ্যয়মেব অর্থঃ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঁ তৎ সৎ।

নত্বা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ তদ্‌ভক্তান্ বৈষ্ণবাংস্তথা।
প্রীণয়িতুং ময়া টীকা শ্রুত্যর্থবোধিনী কৃতা।
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-নির্দ্দেশাদ্ গৌড়ীয়-মতসাধনম্।
সাধবো যদি মোদেরন্ সফলোঽসৌ ততঃ শ্রমঃ।

একদা ব্রহ্মবাদিনো ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং প্রবৃত্তাঃ পরস্পরমনুশীলয়ন্তিস্ম ভো ব্রহ্মবিদঃ! ব্রহ্মজ্ঞাঃ অথবা হে ব্রহ্মতত্ত্ববিদঃ! কারণং ব্রহ্ম কিম্—জগদুপাদানীভূতং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্ম কিং কিং স্বরূপম্?

অথবা কিং ব্রহ্ম কারণম্ উতান্যঃ কালাদিঃ তত্র সংশয়ঃ—নন্থ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসম্বেতি' শ্রুত্যা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি সূত্রেণ চ ব্রহ্ম জগৎকারণত্বেন নির্ণীতং কিং পুনর্জিজ্ঞাস্যং সংশয়াভাবাৎ ইতি সত্যং তথাপি বিপ্রতিপত্তিসত্ত্বাৎ অথবা নিষ্কল-নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মণো-নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তির্ন ঘটতে অথচ তস্য জগৎ-কর্তৃত্বাভাবে বয়ং কুতো জাতাঃস্ম কেন জীবাম ইতি, অয়ং ভাবঃ—যদি ব্রহ্মণ কারণং তর্হি কিং কারণম্ ইতি প্রশ্নঃ, অবশ্যং কেনাপি কারণেন ভাব্যম্ যতো বয়ং জাতাঃ স্ম তথা কেন চ জীবাম, ব্যত্যয়েন বর্তমানে লোট্। জীবনাধায়কং হি চেতনবস্তু তৎ কিমিতি প্রশ্নঃ, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ কিমাশ্রিত্য স্থিতাঃ, অথবা কস্মিন্ লীয়ামহে, নন্থ তদপি ব্রহ্মৈবেতি চেৎ বয়ং সুখেতরেষু সুখেষু দুঃখেষু চ কস্য ব্যবস্থাম্ নিয়মনং বর্তামহে অনুসরামঃ যদি তত্রাপি ব্রহ্মকারণং স্যাৎ তর্হি সুখাত্মকস্য তস্য কেবলং সুখাত্মিকৈব সৃষ্টিঃ স্যাৎ ন দুঃখময়ী, তস্য দুঃখস্রষ্টত্বে নৈর্ঘৃণ্যাপত্তিঃ বৈষম্যঞ্চ প্রসজ্যেত অতঃ ব্রহ্ম ন কারণং পরং কিং কারণমিতি প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে॥১।

তত্ত্বকণা—ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব আর প্রভু-ভগবান্।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
সেই আশাবন্ধে মুই করিনু স্মরণ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও **শ্রীভগবানের** বন্দনামুখে তাঁহাদের **শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মূলে** তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা পূর্ব্বক **শ্রীউপনিষদ্ গ্রন্থমালার** অন্তর্গত **'শ্রীশ্বেতাশ্বতরোপনিষদের'** **"তত্ত্বকণা"**-নাম্নী অনুব্যাখ্যা রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাত ও প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ঐ আলোচনারত কতিপয় জিজ্ঞাসু মুনি পরস্পর আলোচনা করিলেন। কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিলেন—হে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ! জগৎ-সৃষ্টির মূলকারণ কে? শ্রুতিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মই সমস্ত জগৎ-কারণ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্

ব্রহ্মেতি।” (তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩।১।১) সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কীদৃশ? আমরা সকলে কাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং কাঁহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি অর্থাৎ আমাদের জীবনের আধার কে? আর আমাদের পূর্ণরূপে স্থিতিই বা কোথায়? আমাদের পরমাশ্রয় বস্তুই বা কি? আমাদের অধিষ্ঠাতা কে? অর্থাৎ কাহার ব্যবস্থানুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেছি? এই সমগ্র জগতের সুব্যবস্থাকারী ও পরিচালক স্বামী কে? এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন লইয়া এই শ্রুতির আরম্ভ।

এইপ্রকারে পরব্রহ্ম পরমাত্মার অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার মানসে যাহার উৎকট লালসা জাগ্রত হয়, তাহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শ্রীচরণ আশ্রয়পূর্ব্বক বিনীতভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই উপনিষদে প্রথমেই এইরূপ সৎসঙ্গ আশ্রয়করতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরিপ্রশ্নের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

প্রথম মন্ত্রে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা যায়,—

(১) শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই কি পরিদৃশ্যমান বিশ্বের কারণ? অথবা বক্ষ্যমাণ কালাদি কারণ? (২) আমরা কোন্ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি? (৩) উৎপত্তির পর কাঁহার অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতেছি? (৪) প্রলয়কালেই বা আমরা কোন বস্তুতে অবস্থান করি বা লয় প্রাপ্ত হই? (৫) এই জগতের নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক কে? যাহার নিয়মনে—ব্যবস্থানুসারে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই তো জগৎকারণ; ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত ও স্বতঃসিদ্ধরূপে সকল ব্রহ্মবিদ্গণ দ্বারা স্বীকৃত। পুনরায় ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে এরূপ প্রশ্নের উদয় হইল কেন?

তদুত্তরে বলা যায় যে, জগৎকারণ-বিষয়ে নানা মতবাদিগণের নানাপ্রকার মত রহিয়াছে। যেমন—কালজ্ঞ পুরুষগণ কালকেই, লোকায়তিকগণ স্বভাবকেই, মীমাংসকগণ কর্ম্মকেই, কারণ বলেন, কেহ বা জগৎসৃষ্টির কোন কারণ নাই বলেন অর্থাৎ ইহা যাদৃচ্ছিক, অনাদিপ্রবহমান, আবার কেহ কেহ পঞ্চভূতকে বা প্রকৃতিকেও কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার মীমাংসাকল্পেই এইরূপ প্রশ্নের অবতারণা ॥১॥

অবতরণিকা—এক্ষণে কালাদিকে ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রতিপক্ষভূত বিচারের বিষয়রূপে প্রদর্শন করিতেছেন,—

শ্রুতিঃ—কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—[কেহ বলিলেন—] কালঃ (কালশক্তিই) যোনিঃ (কারণ) [অপরে] স্বভাবঃ (পদার্থের নিজনিজশক্তি কারণ), নিয়তিঃ (কেহ বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবের অদৃষ্টই কারণ) যদৃচ্ছা (আবার কেহ বলেন, আকস্মিকী প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বভাব হইতে সব হয়) ভূতানি (আকাশাদিভূতবর্গকে কেহ কেহ কারণ মনে করেন) পুরুষঃ (অথবা জীব কারণ) ইতি (এইরূপে) যোনিঃ (কারণ) চিন্ত্যা (চিন্তনীয়) [কেচিদাহুঃ] এষাং (এইকাল প্রভৃতির) সংযোগঃ (সমষ্টিই কারণ) ন তু আত্মভাবাৎ (স্ব স্ব স্বরূপে নহে, যেহেতু ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, কারণ দেশ, কাল, কর্ম্ম-ব্যতিরেকে কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়

না ; আবার সমষ্টিও কারণ নহে যেহেতু সংহত বস্তুসমুদয় পর প্রয়োজন-সাধক হইয়া থাকে, অতএব আত্মাই তাহাদের উপকার্য্য এজন্য তাহাকেই কারণ বলা যাউক, তাহাও নহে ; যেহেতু) আত্মাপ্যনীশঃ (জীবাত্মাও সৃষ্টিকার্য্যে স্বয়মসমর্থ) [কারণ কি ?] সুখদুঃখহেতোঃ (সুখ-দুঃখের হেতুভূত পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মাধীন, অথবা যখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই সে ভোগ করে তখন সেই জীবও অপরের অধীন, স্বাধীন হইলে কেবল সুখই সৃষ্টি করিত, দুঃখ নহে ; অতএব কারণ কে ?) ॥২॥

অনুবাদ—কাল কি জগতের কারণ ? যেহেতু দেখা যাইতেছে—কালেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইতেছে, অথবা কালকে কিরূপে কারণ বলা যাইতে পারে ? তাহা হইলে কাল সকলের পক্ষেই সমান, এজন্য যে কোন বস্তু হইতে যে কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না কেন ? তবে স্বভাবকে অর্থাৎ প্রতিনিয়ত পদার্থের নিজ শক্তিকে কারণ বলা যাউক, ইহাও নহে ; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বদা সৃষ্টি হয় না কেন ? এবং যাহা একব্যক্তির সুখস্বভাব তাহা অপরের দুঃখের কারণ হইবে কেন ? সুতরাং জীবের অদৃষ্টই কারণ। ইহাও তো যেন মানিলাম কিন্তু অদৃষ্টের তো কোন কৃতিশক্তি নাই যাহা হইতে এই পাঞ্চ-ভৌতিক জগৎ উৎপন্ন হইবে, অতএব যদৃচ্ছা অর্থাৎ আকস্মিক প্রাপ্তিই বলা যাউক, ভাবার্থ এই—জগতের কোন কারণ নাই, আপনিই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই মতও যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু বিনা কারণে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায় না ; অতএব ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই কারণ ? একথাও মানা যায় কিরূপে ? কারণ পঞ্চভূত জড় পদার্থ, তাহার পরিচালক যিনি হইবেন তিনিই কারণ ; অতএব জীবাত্মা জগতের কারণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—

কাল প্রভৃতিকে জগৎকারণ স্বীকার করিলে সংশয় এই—ইহারা কি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে জগৎ সৃষ্টি করে? অথবা মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছে? ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত পৃথক্‌ভাবে উৎপাদকতা বলা যায় না; কারণ দেশ, কাল, নিমিত্ত এগুলি মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। তবে দ্বিতীয়টিই স্বীকার করা যাউক, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; যেহেতু সংহত বস্তুগুলি আর এক জনের কার্য্য সাধন করে তাহা আত্মা, কিন্তু আত্মা অর্থাৎ জীব তাহাও কারণ নহে যেহেতু আত্মা সুখ-দুঃখের হেতুভূত পাপ-পুণ্যের অধীন এজন্য জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনে সামর্থ্যহীন; তবে কারণ কে হইবে? ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নন্থ কারণং ব্রহ্ম সিদ্ধবৎ কৃত্য, কিং দেবতা-রূপমিতি প্রশ্ন এবানুপপন্নঃ তস্যৈবানভ্যুপগন্তব্যত্বাৎ, লোকে হি কালজ্ঞাঃ কালমেবহি সর্ব্বকারণমাচক্ষতে লোকায়তিকাস্তু স্বভাব-হেতুমাচক্ষতে মীমাংসকাস্তু নিয়তিলক্ষণং কর্ম্মৈব হেতুং মন্যন্তে অপরে অহেতুকত্বলক্ষণং যাদৃচ্ছিকত্বং অপরে পঞ্চভূতানি, প্রকৃতিমেব বা কেচিৎ পুরুষং কেচিদাচক্ষতে তেষামন্যতমঃ পক্ষোঽস্তু কিং ব্রহ্মকারণ-বাদাভ্যুপগমেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কালাদীত্যাদি—

কালাদীনি কারণমিত্যেতন্ন যুক্তিসহং দোষাণাং বহূনাং স্ফুরণাৎ, চিন্ত্যং ন নিশ্চেতুং শক্যং, অচেতনানাং চেতনস্য বা প্রত্যেকং হেতু-ত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ, নন্থ এষাং সংযোগো হেতুর্ভবিতুমর্হতি ন চৈষাং সংযোজকাভাবঃ শঙ্কিতব্যঃ তেষাং মধ্যে আত্মনশ্চেতনস্য সংযোজকস্য সদ্ভাবেন সংযোগসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যে সুখভোক্তৃত্বমেব স্যাৎ ন দুঃখভোক্তৃত্বং অতঃ সুখদুঃখানুভবিতুর্জীবস্যাপি ন নিয়ন্তৃত্বং সম্ভবতীত্যাহ। উক্তোর্থঃ ন ত্বাত্মভাবাদিত্যত্র তু শব্দ এবার্থঃ আত্ম-সদ্ভাবাৎ সংযোগঃ সম্ভবতীত্যেতন্নৈবেত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু কালাদীনি ব্রহ্মকারণত্বে প্রতিপক্ষভূতানি সন্তি অতো বিপ্রতিপত্তিনিরাসঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশঙ্ক্য মতভেদা উত্থাপ্যন্তে কাল ইত্যাদিনা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণত্বে সর্ব্বদৈব সৃষ্টিঃ স্যাৎ ঈক্ষণস্যাপি কাদাচিৎকত্বানুপপত্তিরতঃকাল এব কারণম্ তথাচ স্মৃতিঃ 'কালঃ কলয়-তামস্মীতি'—তথা কৃষেবৃ´ষ্টিসমাযোগাদ্ দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ। তাস্তকালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চনেতি, তস্য মুখ্যত্বং 'কালোহি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যত' ইত্যনেন তস্য সর্ব্বসম্প্রতিষ্ঠত্বমুদ্‌ঘোষিতঞ্চ। অতএব যুগান্তকালঃ সৃষ্টিকারণং ভবতীতি। নমু কালো যদি সর্ব্বহেতুস্তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বমুৎপদ্যেত ইত্যতিপ্রসঙ্গবারণায় কশ্চিদাহ—নহি কালমাত্রং কারণম্ কিন্তু স্বভাবোঽপি, পদার্থানাং প্রতিনিয়তাশক্তিঃ অগ্নেরৌষ্ণ্যম্ জলস্য শৈত্যমিত্যাদিবৎ যং খলু বৈশেষিকা বিশেষ ইতি বদন্তি ইত্য-তো নাতিপ্রসঙ্গঃ। এতদপি ন সঙ্গতং তস্যাপি সর্ব্বসাধারণ্যাৎ একস্যাত্মনঃ সুখকালে অন্যস্য দুঃখদৃষ্টেঃ কারণভেদো বক্তব্যঃ তত্রাহ—নিয়তিরিতি দৈবং জীবাদৃষ্টং ভোগবিশেষে কারণম্। অথ জীবাদৃষ্টস্য কারণত্বে কার্য্য-মাত্রং প্রতি তস্য তত্ত্বাৎ কিং সর্ব্বং সর্ব্বদা নোৎপদ্যতে তৎ সমাধাতু-মাহ—যদৃচ্ছেতি যদৃচ্ছা নাম্ আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ ন কস্মাদপি কিমপি ভবতি কিন্তু কারণং কার্য্যরূপেণাভিব্যজ্যতে সাচাভিব্যক্তিভূ´তসাপেক্ষা অত আহ—ভূতানি আকাশাদীনি কারণানি যোনিরিতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। নন্বেতেষাং লয়দর্শনাৎ পুরুষঃ বিজ্ঞানাত্মা কারণমস্তু তত্রাপি কালাদীনাং সংহতানাং পরার্থপরত্বাৎ স্বতো ন কারণত্বং কিন্তু মিলিত-ভাবেন লোকে তথা দর্শনাৎ ইত্যাহ—সংযোগ এষাং ন তু আত্মভাবাদিতি এষাং কালাদীনাং সংযোগঃ মিলনং সমষ্টিরিত্যর্থঃ কারণং, তত্রাপি সংহতপরার্থত্বাৎ শেষিণ আত্মনো বিদ্যমানত্বাৎ স এব কারণমস্তু ইত্যাহ—আত্মাঽপি জীবোঽপি ন কারণম্ যতোঽনীশঃ অপ্রভুঃ সুখদুঃখহেতোঃ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণস্য কর্ম্মণোঽধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ। অত্র বিষয়ে ন্যায়-

কুসুমাঞ্জলিকারস্যোদয়নস্য কারিকা দৃশ্যতে যথা 'হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ। স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বত' ইতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে বিশ্বের কারণ-সম্বন্ধে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-বিষয়ে যে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

কেহ যে কালকে কারণ বলিতেছেন, তাহার হেতু কোন না কোন সময়ে পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায়, জগতের রচনা ও প্রলয় কালের অধীনে সংঘটিত হয়, ইহাও শুনা যায়। আবার কেহ স্বভাবকে কারণ বলিয়া থাকেন, যেহেতু বীজের অনুরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি অর্থাৎ যে পদার্থের যাহা স্বাভাবিক শক্তি, উহা হইতেই উহার কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, অতএব বস্তুগত স্বভাব হইতেই যখন সব সিদ্ধ হয়, তখন স্বভাবই কারণ; কেহ আবার কর্ম্মকেই কারণ বলিয়াছেন, যেহেতু কর্ম্মানুসারেই জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে গমন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হয়; কেহ কেহ আবার আকস্মিক ঘটনাকে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কেহ বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতকেই জগতের কারণ মনে করে; আবার কেহ জীবকেও কারণ বলিয়া থাকেন। এস্থলেই আমাদের বিচার করা দরকার যে বাস্তবিক প্রকৃত কারণ কে? পূর্ব্বোক্ত মতবাদের পশ্চাতে তাহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত নহে এবং শাস্ত্রসঙ্গতও নহে।

কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত যে কারণ বর্ণন করা হইয়াছে, উহা জড় সুতরাং জড় পদার্থ জগৎ-সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। সমস্ত ভূত মিলিত হইয়া বা একক-ভাবে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না কারণ সমস্ত জড়বস্তু চেতনের অধীন, স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার শক্তি জড়ের নাই। জড়ের

মিলনে যাহা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, উহার মূলে চেতন আছে এবং চেতনের ভোগার্থই উহা উৎপন্ন হয়। এমন কি, জীবাত্মা চেতন হইলেও তাঁহাকে জগৎ সৃষ্টির অথবা জগতের কারণ বলা যায় না। যেহেতু জীব সুখ-দুঃখের হেতুভূত প্রারব্ধের অধীন, সে স্বতন্ত্ররূপে কিছু করিতে সমর্থ নহে, কারণ তাহা হইলে সে কখনও নিজের দুঃখ নিজে সৃষ্টি করিত না। অতএব ইহার কারণতত্ত্ব এতদ্ব্যতীত অন্য কেহ, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥" (ভাঃ ২।১০।১২)

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (বেঃ সূঃ ১।১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চ" (ভাঃ ১।১।১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীঃ ১০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥" (চৈঃ চঃ ৬।১৪৩)

অতএব বিভিন্ন মতবাদীর মতাপেক্ষ ব্রহ্ম-কারণবাদের যুক্তিযুক্ততা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কল্পেই বর্ত্তমান মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে ॥২॥

অবতরণিকা—এইরূপে বিভিন্ন মতবাদ নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ প্রমাণান্তরের অগোচর তত্ত্বে অন্য উপায় না দেখিয়া ধ্যানযোগদ্বারা পরম মূলকারণ নিজেরাই দর্শন করিলেন—

শ্রুতিঃ—তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—তে (সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ) ধ্যান-যোগানুগতাঃ [সন্তঃ] (চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ধ্যাতব্য-বিষয় জ্ঞান হয়, সেই উপায় আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাধিস্থ হইয়া) অপশ্যন্ (দর্শন করিলেন) [কি দর্শন করিলেন ?] দেবাত্মশক্তিম্ (দ্যোতনশীল পরমেশ্বরের স্বরূপানুবন্ধিনীশক্তিকে কারণরূপে দর্শন করিলেন) [কীদৃশী সেই শক্তি ?] স্বগুণৈঃ (পরমেশ্বরের স্বকীয় গুণ অর্থাৎ স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা) নিগূঢ়াম্ (সংবৃতা অর্থাৎ আচ্ছাদিতা), [সেই দেব কে ?] যঃ (যিনি) নিখিলানি তানি (সেই সমগ্র) কারণানি (স্বভাব, জীবাদৃষ্ট, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত ও জীবাত্মা) কালাত্মযুক্তানি (কাল ও জীবাত্মার সহিত সংপৃক্ত উক্ত কারণগুলি) একঃ (একাকীই—অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে) অধিতিষ্ঠতি (নিয়মিত করিতেছেন, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মার শক্তিকেই কারণরূপে নির্দ্ধারণ করিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—নানা বিচারের পর ব্রহ্মবিদ্‌গণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের আত্মভূতা অচিন্ত্য শক্তিকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করিলেন, ঐ ভগবচ্ছক্তি শ্রীভগবানের স্বকীয় সার্ব্বজ্ঞ্যাদি প্রভাবের দ্বারা সংবৃতা। যে পরমেশ্বর কাল ও জীবাত্মার সহিত স্বভাব প্রভৃতি নিখিল কারণকে নিয়মিত করিতেছেন। এই নিয়ন্তা পরমপুরুষই সৃষ্টির মূল কারণ। কথিত আছে 'দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া।' পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, জীবের অদৃষ্ট,

কাল, বস্তুস্বভাব ও জীবাত্মা ইহারা সকলেই কারণ হইলেও যাঁহার অধিষ্ঠানতায় কার্য্যক্ষম হয় এবং যাঁহার সম্পর্ক না পাইলে অস্তিত্বহীন অর্থাৎ কার্য্যাক্ষম হইয়া থাকে, তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণোঽপ্যপরিণামিনঃ উপাদানত্বং চ ন সম্ভবতি ইতি—

এবং ধ্যানযোগযুক্তা মুনয়োঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দেবশব্দিত নারায়ণাত্মিকাং কার্য্যোপযোগ্য-পৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণত্বেন শক্তিশব্দিতাং সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণস্বগুণোপেতাং ব্রহ্মণোজগৎকারণত্বনির্ব্বাহিকাং প্রকৃতিং দৃষ্টবন্ত ইত্যর্থঃ, ততঃপরং তচ্ছরীরকং সর্ব্ববিধকারণং সর্ব্বকারণাধিষ্ঠাতারং সমাভ্যধিকশূন্য-পরমাত্মানমপি দৃষ্টবন্ত ইত্যাহ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং কারণপক্ষান্তরেষু অতুষ্যন্তঋষয়স্তত্ত্ব-নির্ণয়ায় ধ্যান-যোগমবলম্বিতবন্তঃ, অথ প্রমাণান্তরাগোচরং পরম-মূলকারণং স্বয়মেব প্রতিপেদিরে ইত্যাহ—তে ধ্যানযোগেতি—তে ব্রহ্মবাদিনঃ, ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা তদেব যোগঃ যুজ্যতেঽনে-নেতি ধ্যাতব্য—প্রাপ্ত্যুপায়স্তমনুগতাঃ—সমাহিতাঃ সন্তঃ অপশ্যন্ নিরূপয়ামাসুঃ কারণমিতিশেষঃ, কিম্? দেবাত্মশক্তিং দেবস্য দ্যোত-নাদিযুক্তস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাম্ অপৃথগ্‌ভূতাং শক্তিং কারণম-পশ্যন্। শক্তিমদেব ব্রহ্মস্বরূপমিতি গোবিন্দভাষ্যম্। কীদৃশীং? পরমেশ্বরস্য স্বগুণৈঃ স্বপ্রভাবৈঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণৈঃ নিগূঢ়াং সংবৃতাম্। যঃ পরমেশ্বরঃ একঃ সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বরূপগতভেদরহিতঃ শক্তি-শক্তিমতোরভেদাদ-দ্বিতীয়ঃ তানি উক্তানি স্বভাবাদীনি নিখিলানি কৃৎস্নানি ন ত্বেকৈকশঃ

কালাত্মযুক্তানি কালেন আত্মনা জীবেন চ সহিতানি অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ পরস্পর যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা স্ব স্ব মত আলোচনা করিতে করিতে যখন পরম কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন তখন সকলে মিলিতভাবে ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মূলতত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, তখন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহারা দর্শন করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারিলেন যে, পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা শক্তিই পরম কারণ, তবে সেই শক্তিকে সকলে জানিতে পারে না যেহেতু তাহা অচিন্ত্য, দিব্যশক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সংবৃতা। জগতে ত্রিগুণাত্মিকা যে মায়া-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা ঐ মূলীভূতা স্বরূপশক্তির ছায়া-স্বরূপা। কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত এবং জীবাত্মা প্রভৃতি কারণসমূহের বিষয় যে পূর্ব্বে নানাবিধ মত বা বিচার উপস্থিত হইয়াছে, উহার কোনটিই মূল-কারণ নহে, উহাদের সকলের অধিষ্ঠাতা বা স্বামী, যাঁহার আজ্ঞা ও প্রেরণাক্রমে এবং যাঁহার শক্তির কোন এক অংশের দ্বারা ইহারা নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় বস্তু, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই সকল কারণের মূলকারণ। তিনিই কাল ও জীবাদি সহিত স্বভাবাদি সমুদয় কারণকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। সুতরাং ঋষিগণের দর্শনে সশক্তিক পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকেই সর্ব্বকারণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে স্থিরীকৃত হইল। যিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

> "স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
> সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥" (ভাঃ ১।২।২৯)

আরও পাই,—

"স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ॥
কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥"

(ভাঃ ২।৫।২০-২১) ॥৩॥

অবতরণিকা—এক্ষণে সেই ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মাভিন্নরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—

শ্রুতিঃ—তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—তম্ (তাঁহারা সেই পরমেশ্বরকে ও তদভিন্নশক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে দর্শন করিলেন) [কিরূপ চক্র ?] একনেমিং (এক কারণাবস্থা প্রকৃতিই যে চক্রের নেমি অর্থাৎ সর্ব্বাধার প্রান্তভাগ) ত্রিবৃতং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে) ষোড়শান্তং (পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যে চক্রের অন্ত অর্থাৎ বিস্তার সমাধি) শতার্দ্ধারং (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই পাঁচ বিপর্য্যয়, আঠাইশটি শক্তি, নয় প্রকার তুষ্টি ও অষ্টসিদ্ধি—পঞ্চাশটি যে চক্রের অর অর্থাৎ ধারণদণ্ড) বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সাকল্যে দশ এবং তাহাদের কার্য্য দশ এই কুড়িটি অরের দৃঢ়তাসম্পাদক কীলক) অষ্টকৈঃ ষড়্ভিঃ (ছয় প্রকার অষ্টক যথা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও সূক্ষ্মপঞ্চ মহাভূতাত্মক

পঞ্চতন্মাত্র,—এই প্রকৃত্যষ্টক ; ত্বক্‌, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই ধাত্বষ্টক ; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা—এই ঐশ্বর্য্যাষ্টক ; ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই ভাবাষ্টক ; ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ—এই দেবাষ্টক ; দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, আয়াসহীনতা, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই গুণাষ্টক ; এই ছয়প্রকার অষ্টক চক্রে যুক্ত বিশ্বচক্র) বিশ্বরূপৈকপাশং (স্বর্গ প্রভৃতি লোক, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি ও অন্নাদি বহুবিধ বিষয়ক কামনা যাহার এক মহাপাশ) ত্রিমার্গভেদং (কর্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তিভেদে বা ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানভেদে ত্রিবিধমার্গে ধাবিত) দ্বিনিমিত্তৈক-মোহম্ (পাপ ও পুণ্য এই দুইটির নিমিত্তীভূত এক দেহেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মাতে আত্মাভিমানরূপ মোহগ্রস্ত সেই বিশ্বচক্র তাঁহারা দর্শন করিলেন।) ॥৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ ধ্যানযোগে সেই পরমাত্মাকে ও তদভিন্নশক্তিকে একটি চক্ররূপে দেখিলেন—যে চক্রের নেমি (প্রান্তভাগ) প্রকৃতির কারণাবস্থা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে আবৃত ; ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন এই একাদশ ; এইরূপ ষোড়শ বিকার যাহার সীমা, (১) পঞ্চমহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই প্রকৃত্যষ্টক ; (২) ত্বক্‌, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র এই ধাত্বষ্টক ; (৩) দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই গুণাষ্টক ; (৪) অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা এই অষ্টসিদ্ধি ; (৫) ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই ভাবাষ্টক ; (৬) ব্রহ্মা,

প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃপুরুষ ও পিশাচ এই দেবাষ্টক ; এইরূপ ষড়ষ্টক চক্রাঙ্গযুক্ত ; তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ বিপর্য্যয় ; একাদশ ইন্দ্রিয়শক্তি, ও তাহাদের বিপর্য্যয় অন্ধত্ব বধিরত্ব প্রভৃতি বাহ্যশক্তি দশ অন্তঃকরণের পুরুষার্থ-যোগ্যতা তুষ্টির বিপর্য্যয়ে আটপ্রকার শক্তি, এইরূপ অষ্টাবিংশতি শক্তি। নয়প্রকার তুষ্টি যথা প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য এই চারিপ্রকার তুষ্টি ও পঞ্চ বিষয়নিবৃত্তি, পঞ্চবিধ প্রকৃত্যুপাদানাদি, চতুর্ব্বিধ তুষ্টি যথা,—কেহ মনে করে প্রাকৃতজ্ঞান হইলে আমি কৃতার্থ, অন্যব্যক্তি সন্ন্যাসের চিহ্ন গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত। অপরে মনে করে কালক্রমে মুক্তি অবশ্যই হইবে এইরূপে তৃপ্ত, চতুর্থ ব্যক্তি ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিতৃপ্ত। বিষয়ের অর্জ্জন, রক্ষণ, সাতিশয়ত্ব, বিষয়-প্রসঙ্গ ও হিংসা—সকল দোষহেতু হইতে উপরতি এই প্রকার পঞ্চ তুষ্টি, আট প্রকার সিদ্ধি, যথা (১) উহসিদ্ধি যথা উপদেশ ব্যতি-রেকেই জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ প্রকৃত্যাদি তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ (২) শ্রাবণসিদ্ধি যথা শব্দের শ্রবণমাত্রে (অভ্যাস ব্যতিরেকেই) জ্ঞানোদয় ; (৩) অধ্যয়নসিদ্ধি যথা শাস্ত্রাভ্যাস-জনিত জ্ঞানলাভ। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের তিতিক্ষা-জনিত নিবৃত্তি—তিনপ্রকার ; সুহৃৎসিদ্ধি—সদ্‌গুরু লাভ হইতে যে জ্ঞানসিদ্ধি ; দানসিদ্ধি যথা আচার্য্যের প্রিয়বস্তু প্রদানে যে বিদ্যাসিদ্ধি, এই অষ্টবিধ সিদ্ধি এইরূপ সম্মিলিত পঞ্চাশপ্রকার প্রতীতিভেদ অথবা ঈশ্বরের যে পঞ্চাশপ্রকার শক্তি যে চক্রের অরকাষ্ঠ অর্থাৎ ধারণদণ্ড, এইরূপ কুড়িটি প্রত্যর অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দশটি বিষয় যে চক্রের অর বন্ধন কীলক ; যে চক্রের এক বন্ধনপাশ কামনানামক নানাপ্রকার কাম। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিভেদে অথবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন পথে যে চক্র ঘুরিতেছে, যে চক্রের পুণ্য ও পাপ এই দুইটির

নিমিত্তীভূত এক আত্মাভিমান মোহ, তাদৃশ বিশ্বচক্রকে ভগবদভিন্নরূপে তাঁহারা দর্শন করিলেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তোর্থঃ চিত্তসৌকর্য্যায় তং চক্রত্বেন রূপয়তি—'তমেকনেমিমিত্যাদি'—

তং পরমাত্মানং প্রকৃত্যাখ্যৈকনেমিযুক্তং সত্ত্বরজস্তমোগুণৈস্ত্রিপ্রকারতয়া ত্রিবৃত্তং ষোড়শসংখ্যাযুক্তান্তঃশব্দিত বিকারোপেতং বাচকভূতাকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণলক্ষণারোপেতং দ্বাদশমাস ষড়ত্ব্যয়নদ্বয়রূপসংবৎসরাত্মকবিংশতি-প্রত্যরযুক্তমিত্যর্থঃ প্রত্যরাভিরিতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ ছান্দসঃ, অরা নেমিমধ্যবর্ত্তিনঃ কাষ্ঠবিশেষাঃ প্রত্যরাশ্চ তদ্দার্ঢ্যার্থনিহিতাস্তন্মধ্যবর্ত্তিনঃ কাষ্ঠবিশেষাঃ; অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্হি অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টকমেকং প্রাচ্যাদি দিগষ্টকমপরং .দিক্পালাষ্টকমেকং 'ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধে'তি গীতোক্তং প্রকৃত্যষ্টকামন্যং ব্রহ্ম প্রজাপতির্দেবা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ। পিতরঃ পিশাচাশ্চেতি দেবাষ্টকমেকম্ অষ্টবসব ইত্যুক্তং বস্বষ্টকং অপহতপাপ্মত্বাদি ব্রহ্মগুণাষ্টকং দয়া সর্ব্বভূতেষু শান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যম্ অস্পৃহা ইতি আত্মগুণাষ্টকমেকং বা এভিঃ ষড়্ভিরষ্টকৈঃ উপেতম্। বিশ্বরূপো বিরাট্ পুরুষঃ স এব মুখ্যঃ, পাশঃ স্বাশ্রিতজগন্নৈশ্চল্যহেতুতয়া বন্ধকপাশবদ্বিরাট্পুরুষরূপ ব্রহ্মচক্রস্য পাশরূপ ইত্যর্থঃ। ত্রিমার্গভেদং দেবযান-পিতৃযান-ক্ষুদ্রজন্তুভবনলক্ষণমার্গত্রয়যুক্তং তত্র চ পিতৃযান ক্ষুদ্রজন্তুভবনলক্ষণমার্গদ্বয়হেতুভূত দেহাত্মৈক্যরূপং মোহমিত্যর্থঃ। অপশ্যন্নিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তং পরমাত্মানং বিশ্বচক্ররূপকেণ দর্শয়তি—তমিত্যাদিনা—তম্ যঃ কালাদীনি নিখিলানি কারণানি অধিতিষ্ঠতি তং পরমেশ্বরং ব্রহ্মবিদোঽপশ্যন্নিতি পূর্ব্বশ্রুতিস্থক্রিয়য়া কর্ত্রা চ সম্বন্ধঃ।

তম্ বিশ্বচক্রমপশ্যন্, কীদৃশং বিশ্বচক্রং? একনেমিং একা কারণাবস্থা নেমির্বিনেমিঃ সর্ব্বাধারো যস্যাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্য, কিঞ্চ ত্রিবৃতং ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈর্বেষ্টিতং, ষোড়শান্তং ষোড়শবিকারাঃ যথা পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ উক্তঞ্চ সাংখ্য-কারিকায়াং 'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি'। তে অন্তঃ কার্য্যক্রমেণাবসানং বিস্তার সমাপ্তির্যস্য চক্রস্যেতি তথা। অথবা প্রশ্নো-পনিষদুক্ত প্রাণাদয়ঃ ষোড়শকলাঃ পর্য্যবসানং যস্য তাদৃশং, তথা শতার্দ্ধারং শতস্য অর্দ্ধং পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদবিপর্য্যয়া অরাঃ চক্রধারক-দণ্ডা যস্য তম্ তে চ যথা পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদাঃ তমো মোহঃ মহামোহঃ তামিস্রোঽন্ধতামিস্র ইতি, শক্তিরষ্টাবিংশতিঃ, তুষ্টির্নবধা, সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ইতি। তত্র তমোনাম অষ্টসু প্রকৃতিষু আত্মাভেদজ্ঞানম্ অষ্টবিধম্, মহামোহস্তাবৎ শব্দাদিবিষয়েষু অভিনিবেশঃ শব্দাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টানু-শ্রবিকভেদেন দ্বিবিধাঃ। তামিস্রোঽপি দৃষ্টানুশ্রবিকেষু দশসু শব্দাদি-বিষয়েষু অষ্টবিধৈরৈশ্বর্য্যৈঃ প্রযতমানস্য তদসিদ্ধৌ যঃ ক্রোধঃ অন্ধ-তামিস্রোঽপ্যষ্টাদশবিধঃ, স চ অষ্টবিধৈশ্বর্য্যে দশসু বিষয়েষু অর্দ্ধভুক্তেষু সৎসু মৃত্যুনা ম্রিয়মাণস্য যঃ শোক উদেতি মহতা ক্লেশেনৈতে ময়া-র্জ্জিতা ন চৈতে উপভুক্তাঃ প্রত্যাসন্নশ্চায়ং মরণকাল ইতি শোকঃ। শক্তিরষ্টাবিংশতিঃ—যথা একাদশেন্দ্রিয়াণাং শক্তয়ঃ মূকত্ববধিরত্বাদয়ো-বাহ্যাঃ অন্তঃকরণস্য পুরুষার্থযোগ্যতা তুষ্টীনাং বিপর্য্যয়েণাষ্টধা ইতি উন-বিংশতিঃ নবধা তুষ্টিশ্চেতি। তুষ্টিশ্চ প্রকৃত্যুপাদানকালভোগ্যাশ্চতস্রঃ বিষয়োপরমাঃ পঞ্চেতি নবধা। অষ্টৌ সিদ্ধয়ো যথা উহোনাম প্রথমা সিদ্ধিঃ সাচ জন্মান্তরসংস্কারবশাৎ প্রকৃত্যাদিবিষয়কং যজ্‌জ্ঞানমুৎ-পদ্যতে। শব্দানামভ্যাসমন্তরেণ শ্রবণমাত্রাদ্ যজ্‌জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ, শাস্ত্রাভ্যাসাদ্ যজ্‌জ্ঞানমুৎপদ্যতে সা অধ্যয়ন-নাম্নী

তৃতীয়া সিদ্ধিঃ, আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধদুঃখপরিহারাত্তিতিক্ষোর্যজ্‌জ্ঞান-মুৎপদ্যতে সা আধ্যাত্মিকাদিভেদেন ত্রিবিধা সিদ্ধিঃ, সুহৃদং প্রাপ্য যা জ্ঞানস্য সিদ্ধিঃ সা সুহৃৎপ্রাপ্তির্নাম সপ্তমী সিদ্ধিঃ। আচার্য্যহিতবস্তু-প্রদানে সতি যা সিদ্ধিঃ সা দানং নামাষ্টমী সিদ্ধিরিতি। এবং পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ পঞ্চাশচ্ছক্তয়ো বা অরা ইব যস্য তং শতার্দ্ধারং বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ—অরাণাং যে প্রতিবিধীয়ন্তে কীলকা দার্ঢ্যায় তে প্রত্যরা উচ্যন্তে তেচ বিংশতিঃ যথা দশেন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়াশ্চ দশ শব্দস্পর্শরূপ-রসগন্ধাঃ বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চেতি প্রত্যরৈরিতি বক্তব্যে ছান্দ-স ঐস্ ভাবাভাবঃ সুপিচেতি দীর্ঘশ্চ, সহার্থযোগে তৃতীয়া। ষড়্‌ভিঃ অষ্টকৈর্যুক্তং তানি চ ষট্ অষ্টকানি যথা প্রকৃত্যষ্টকং তথাহি 'ভূমি-রাপোঽনলোবায়ুঃখং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥' তথাত্বক্-চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণীতি ধাত্বষ্ট-কম্ এবং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যানীতি ভাবা-ষ্টকম্, ব্রহ্মপ্রজাপতিদেবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপিতৃপিশাচা ইতি দেবাষ্টকং, দয়াক্ষান্তিরনসূয়াশৌচানায়াসমঙ্গলাকার্পণ্যাস্পৃহারূপং গুণাষ্টকম্ এভিঃ ষড়্‌ভিরষ্টকৈর্যুক্তম্। বিশ্বরূপৈকপাশং বিশ্বরূপোনানারূপঃ একঃ কামঃ পাশো যস্য স চ স চ ইতি তম্। ত্রিমার্গভেদং ত্রয়ো কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-রূপা বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান রূপা মার্গভেদা অস্যেতি। তথা দ্বিনিমিত্তৈকমোহং দ্বয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্নিমিত্তীভূতঃ একঃ দেহেন্দ্রিয়াদিষু অনাত্মসু আত্মাভিমানো ঽস্য এবং চক্রং তে অপশ্যন্ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে বিশ্বকে একটি চক্রের রূপক দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। স্বরূপভূতা অচিন্ত্য দিব্য-শক্তি সমন্বিতা পরম-দেব পরমেশ্বরের দর্শনকারী ঋষিগণ তাঁহাদের দর্শনীয় বিষয় এইভাবে বর্ণন করিলেন যে, সেটি একটি চক্রের ন্যায়। অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের শক্তিকে একটি চক্রের ন্যায় দেখিলেন।

প্রকৃতির কারণাবস্থাই উক্ত চক্রের নেমি অর্থাৎ প্রান্তভাগ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণ উহার ত্রিবিধ বেষ্টন বা বৃত্ত। পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় উহার ষোড়শ অন্ত। পঞ্চ বিপর্য্যয়, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নবধা তুষ্টি, অষ্টসিদ্ধি,—এই পঞ্চাশটি উহার অর। দশ ইন্দ্রিয় ও দশেন্দ্রিয়ের বিষয় উহার প্রত্যর। ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টক, ত্বগাদি ধাত্বষ্টক, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যাষ্টক, ধর্ম্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টক, দয়াদি গুণাষ্টক, উহার চক্রাঙ্গ। নানাবিধ কামনারূপ কামই একমাত্র বন্ধন রজ্জু। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ মার্গ—উহার তিনটি পথ। এতদ্ব্যতীত পাপ ও পুণ্যের নিমিত্তভূত মোহই একমাত্র পাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্য্যমাণং মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে॥"

(ভাঃ ৮।৫।২৮)॥৪॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বে যাহা চক্ররূপক দ্বারা দর্শিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে নদীরূপক দ্বারা দেখাইতেছেন—

শ্রুতিঃ—পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর নদীরূপে সেই ব্রহ্মশক্তির বর্ণনা করিতেছেন—আমরা নদীরূপিণী ব্রহ্মশক্তিকে ধ্যান করি] পঞ্চস্রোতোঽম্বুং (চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার জলস্থানীয়)

পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্ (নদীতে যেমন ভীষণ বাঁক থাকে সেইরূপ উৎস-ভূত পঞ্চভূত দ্বারা যাহা ভীষণ ও বক্রা), পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং (বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহার তরঙ্গস্বরূপ), পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ (চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্য চাক্ষুষাদি জ্ঞানপঞ্চকের আদিকারণ যে মন তাহাই যে নদীর উৎপত্তিকারণ), পঞ্চাবর্ত্তাম্ (যেরূপ জলভ্রমির মধ্যে জীব পড়িলে ডুবিয়া যায় সেইরূপ শব্দাদি-বিষয় যাহার আবর্ত্ত), পঞ্চদুঃখৌঘবেগাম্ (গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ ও মরণ-দুঃখ এই পাঁচটি দুঃখ যাহার স্রোতের বেগ), পঞ্চাশদ্‌ভেদাম্ (পূর্ব্ব শ্রুতিতে বর্ণিত চক্রের যে পঞ্চাশটি অর বলা হইয়াছে সেই পঞ্চাশ-সংখ্যক-ভেদে বিভিন্ন এই নদী অথবা লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশৎ বুদ্ধি যাহার শাখা প্রশাখাদিস্বরূপ) পঞ্চপর্ব্বাং (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি ক্লেশ যাহার স্তর) অধীমঃ (সেই নদী-রূপিণী ব্রহ্মশক্তিকে স্মরণ করি বা ধ্যান করি) ॥৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে ব্রহ্মশক্তিকে বিশ্বচক্ররূপে নিরূপণ করিয়া পুনশ্চ নদীরূপে তাঁহাকে বর্ণন করিতেছেন—আমরা এই নদীরূপিণী ব্রহ্মশক্তিকে ধ্যান করিতেছি—ইহার জল—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জগতের উপাদান—ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটি তাহার উদ্ভবক্ষেত্র—উৎস, ইহাদের দ্বারা এই নদী ভীষণ হইয়া আছে এবং বক্রগতিতে ধাবিত, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইহার তরঙ্গ, চাক্ষুষাদি পঞ্চজ্ঞানের মূলকারণীভূত মন যাহার মূল অর্থাৎ উৎপত্তিহেতু, শব্দাদি পাঁচটি বিষয় যাহার জলভ্রমির মত দুরুদ্ধর, গর্ভদুঃখ, জন্মদুঃখ, ব্যাধিদুঃখ, জরাদুঃখ ও মরণদুঃখ এই পঞ্চবিধদুঃখ যাহার বেগবান্ প্রবাহ, পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়াদি পঞ্চাশটি প্রত্যয়ভেদ অথবা লজ্জাদি প্রত্যয়ভেদে যাহা বিভক্ত, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার গ্রন্থি-বন্ধনস্থান সেই নদীকে—ব্রহ্মশক্তিকে ও তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং চক্রত্বেন রূপয়িত্বা তচ্ছক্তিত্বেন নির্দ্দিষ্টাং প্রকৃতিং বৈরাগ্যায় নদীত্বেন রূপয়তি।

স্রোতোরূপেণ বিচ্ছিন্নতয়া প্রবর্ত্তমানানি তমোঽক্ষরাব্যক্তমহদহঙ্কাররূপাণি অম্বুস্থানীয়ানি যস্যাঃ সা তথোক্তা মহাভূতোপাদানতয়া যোনিভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণ্যেবোগ্রবক্ত্রাণি প্রবাহমুখরূপাণি যস্যাঃ সা পঞ্চযোন্যুগ্রবক্ত্রা প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চোর্ম্মিস্থানীয়া যস্যাঃ সা পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিঃ বুদ্ধের্জ্ঞানস্য আদিভূতানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মূলং যস্যাঃ সা পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি আবর্ত্তস্থানীয়ানি যস্যাঃ সা পঞ্চাবর্ত্তা পঞ্চমহাভূতানি অত্যন্তপ্রতিকূলতয়া প্রবর্ত্তমানানি ওঘবেগস্থানীয়ানি যস্যাঃ সা পঞ্চদুঃখৌঘবেগা, অকারাদি পঞ্চাশৎবর্ণলক্ষণানাম্ ভেদযুক্তা 'তমোমোহোমহামোহস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্রঃ' ইতি পুরাণপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিধ সৃষ্টিলক্ষণপর্ব্বপঞ্চকযুক্তাং ব্রহ্মাত্মিকাং প্রকৃতিং তদধিষ্ঠাতারং চ পরমাত্মানমধীমঃ স্মরাম ইতি অপশ্যন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং চক্ররূপেণ রূপিতাং ব্রহ্মশক্তিং প্রকৃতিং পুনর্নদীরূপেণ রূপয়তি। বয়ং নদীরূপাং তাম্ অধীম ইত্যন্বয়ঃ, কীদৃশীম্? পঞ্চস্রোতোঽম্বুম্—পঞ্চস্রোতাংসি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অম্বূনি জলরূপাণি যস্যাস্তাম্, পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্—পঞ্চযোনিভিঃ উদ্ভবকারণৈঃকৃৎসস্থানীয়ৈঃ উগ্রা ভীষণা, বক্রাচ বক্রগতিশ্চ তাম্, পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চপ্রাণাঃ বাগাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ঊর্ম্ময়স্তরঙ্গাযস্যাস্তাম্ পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্ পঞ্চানাং বুদ্ধীনাম্ জ্ঞানানাম্ আদিঃ মূলকারণং মনঃ এব মূলং নিদানং যস্যাস্তাম্, পঞ্চাবর্ত্তাম্—পঞ্চশব্দাদয়োবিষয়া আবর্ত্তস্থানীয়া জলভ্রমিরূপা যস্যাঃ তাম্ যথা জলভ্রমৌ পতিতা নিমজ্জন্তি তদ্বৎ এষু বিষয়েষু অনুরক্তা ব্রহ্মজ্ঞানাৎ ভ্রশ্যন্তি। পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং গর্ভবাসদুঃখ-জন্মদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-জরাদুঃখ-মরণদুঃখানি ইতি পঞ্চ ওঘবেগঃ জল-

স্রোতোবেগোযস্যাস্তাং পঞ্চাশদ্ভেদাম্ পূর্ব্বোক্তাঃ পঞ্চবিপর্য্যয়ভেদাঃ, অষ্টাবিংশতিঃ শক্তয়ঃ, নবধা তুষ্টিঃ, অষ্টধা সিদ্ধিরিত্যেতে প্রত্যয়ভেদা অথবা পঞ্চাশল্লজ্জাদয়ো বুদ্ধয় এব ভেদা যস্যাস্তাম্, পঞ্চপর্ব্বাম্ পঞ্চ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপাণি পর্ব্বাণি গ্রন্থয়ঃ বন্ধনস্থানানি বা যস্যাস্তাং নদীরূপাং ব্রহ্মশক্তিং বয়ম্ অধীমঃ ধ্যায়েম। অধিপূর্ব্বকাৎ ইক্‌ধাতোর্ল টিরূপম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে সংসারকে নদীরূপে বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিতেছেন যে, আমরা একটি নদী দেখিলাম। চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উহার জল। যেহেতু এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমাদের সংসার-জ্ঞান জন্মে। এই ইন্দ্রিয়গণ হইতেই সংসার-প্রবাহ। এইজন্য ইন্দ্রিয়কে স্রোতের জল বলা হইল। ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতই ইহার উৎস বা উদ্ভবস্থান। এই পঞ্চ উৎস দ্বারাই এই নদী উগ্র ও বক্র হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু বা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহার তরঙ্গ। ইহার প্রবাহ এত ভয়ঙ্কর যে উহার মধ্যে পতিত হইলে বারবার জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহা হইতে উত্থিত হওয়া বড়ই কঠিন। এইজন্যই এই নদীকে উগ্র ও বক্র বলা হইয়াছে। এই নদীর তরঙ্গমালার উদ্বেলনে জীবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালক মনই উহার মূল। এই মন হইতেই সংসারের সৃষ্টি। সমগ্র জগৎ এই মনেরই কল্পনা। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শাদি বিষয় সমূহই এই সংসাররূপ নদীর আবর্ত্ত। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় আবর্ত্তে পড়িয়াই জীব নানা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। গর্ভবাসজনিত দুঃখ, জন্মজনিত দুঃখ, জরাজনিত দুঃখ, ব্যাধিজনিত দুঃখ, মৃত্যুজনিত দুঃখ এই পাঁচ প্রকার দুঃখই ইহার প্রবাহ। এই প্রবাহজনিত বেগ বড়ই কষ্টপ্রদ। লজ্জা প্রভৃতি পঞ্চাশ

প্রকার বুদ্ধি এই নদীর শাখা ও প্রশাখা। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশই সংসাররূপ নদীর পাঁচটি পর্ব্ব অর্থাৎ বিভাগ বা সোপানাবলি। এই পাঁচ বিভাগপূর্ণ সমুদায় জগৎ সংসারের স্বরূপ। অন্তঃকরণের পঞ্চাশ বৃত্তি হইতেই এই নদীর পঞ্চাশ প্রকার ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই অন্তঃকরণের বুদ্ধি-বৃত্তি লইয়াই সংসারে নানা ভেদ প্রতীতি জন্মে।

আমরা উক্ত নদীরূপ ব্রহ্মশক্তিকে স্মরণ করিতেছি ॥৫॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—হংসঃ (জীবাত্মা), সর্ব্বাজীবে (সকলের জীবনা-ধায়ক) সর্ব্বসংস্থে (সমস্ত বস্তুর আশ্রয়স্থান) বৃহন্তে (বিস্তৃত) অস্মিন্ (এই) ব্রহ্মচক্রে (পূর্ব্ববর্ণিত সংসাররূপ চক্রে) ভ্রাম্যতে (পরমেশ্বর বিমুখতাহেতু অবিদ্যাবশে ভ্রাম্যমাণ হয়) [কিন্তু যখন] আত্মানং (নিজেকে—জীবাত্মাকে) প্রেরিতারং চ (এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) পৃথক্ মত্বা (পরস্পর ভিন্ন মনে করিয়া অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তি-মান্, অংশী, বিভু, নিয়ামক ও আরাধ্য, আর জীব তাঁহার তটস্থা শক্তি-বিশেষ, বিভিন্নাংশ, অণুপরিমাণ, নিয়ম্য ও আরাধক, এইরূপ বিলক্ষণ ধর্ম্মবিশিষ্টত্বরূপে অর্থাৎ তিনি সেব্য অন্য আর আমি সেবক অন্য এই প্রকারে ভিন্ন জ্ঞাত হইয়া) জুষ্টঃ [জুষ্টন্] (তাঁহাকে ভজন করিলে) [সঃ—সেই জীব] ততঃ (তাহার পর তাঁহার প্রসাদে) তেন (তাঁহার দ্বারা) অমৃতত্বং (মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৬॥

অনুবাদ—জীব অনাদিকাল হইতে পরমেশ্বর-বিমুখতাহেতু অবিদ্যাবশে সকলের জীবন-নির্ব্বাহক, সকলের আশ্রয়ভূত এই বিস্তৃত সংসাররূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু যখন সেই জীব ভাগ্যক্রমে নিজেকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পরমেশ্বর সেব্য, জীব সেবক জানিয়া তাঁহাকে ভজনীয় বিচারে ভজন করে, তখন সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই জীবের সংসার-মায়া হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতা ইতি চিন্তায়াং দেবাত্মশক্তিং যঃ কারণানি নিখিলানি ইতি অনেন চ দেবশব্দিত নারায়ণ এব সর্ব্বকারণং অপরিণামিনোঽপি তস্য কারণত্ব-নির্ব্বাহিকা প্রকৃতিরিতি বিস্তারো দর্শিতঃ অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষিতি চিন্তায়াঃ বিস্তারং দর্শয়তি।

সর্ব্বান্ আজীবয়তীতি সর্ব্বাজীবং অনেন জীবামঃ, কেন ইত্যস্যোত্তরং উক্তং ভবতি, সর্ব্বেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ো যস্মিন্ তৎ সর্ব্বসংস্থং অনেন চ ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠা ইত্যস্য উত্তরম্ উক্তং ভবতি, বৃহন্তে বৃহতীত্যর্থঃ অতশ্চ নিরতিশয়বৃহত্বাদেব সর্ব্বসংস্থত্বাদিকং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। তাদৃশে ব্রহ্মরূপে চক্রে হন্তি গচ্ছতি অনেকজন্মসহস্রসঞ্চরণশীল ইতি হংসো জীবঃ পরবশতয়া 'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়ে'ত্যুক্ত-রীত্যা ব্রহ্মচক্রেণ ভ্রাম্যমাণোঽয়ং ভ্রমতীত্যর্থঃ ; এতজ্জ্ঞানস্য ফলমাহ—পৃথগাত্মানং ইত্যাদিনা ইত্যুক্তরীত্যা ভ্রাময়িতৃত্বেন পরমাত্মানং তেন ভ্রাম্যমাণং তচ্ছরীরভূতং চ স্বাত্মানং পৃথক্ মত্বা জুষ্টস্তজ্জ্ঞানপ্রীতেন পরমাত্মনা প্রীত্যা বিষয়ীকৃতঃ সন্ মুক্তিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। ততশ্চামৃতত্বফলপ্রাপ্তিহেতুভূতজ্ঞানবিষয়স্য প্রের্য্যপ্রেরকলক্ষণজীব-পরভেদস্য পরমার্থত্বমুক্তং ভবতি অপরমার্থজ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বা-সম্ভবাদিতি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতাদৃশে ব্রহ্মচক্রে জীবঃ পরমেশ্বরবিমুখতাক্রমেণ সংসরতি, ঈশ্বরো মে আরাধ্যঃ নিয়ন্তা, প্রভুঃ, অহং তস্যাশ্রিতো দাসশ্চেতি বুদ্ধিমতো ভক্তিমতো মুক্তিরীশ্বরকৃপয়া ভবত্যেবেত্যাহ—সর্ব্বাজীব ইত্যা-দিনা—সর্ব্বাজীবে সর্ব্বেষাং জীবনাধায়কে, সর্ব্বসংস্থে সর্ব্বেষাং প্রলয়স্থানে যদ্বা সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে, বৃহন্তে বিশ্বব্যাপিনি, বৃহৎশব্দাৎ সপ্তম্যাং নুমাগমে অকারাগমে চ পৃষোদরাদিত্বাৎ ছান্দসং রূপম্, অস্মিন্ পূর্ব্বোক্তে ব্রহ্মচক্রে সংসার-রূপচক্রে হংসঃ জীবঃ হন্তি গচ্ছতি অধ্বানম্ ইত্যর্থঃ বর্ণবিপর্য্যয়শ্ছান্দসঃ, ভ্রাম্যতে অবিদ্যয়া নানাযোনিষু নিপাত্যতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানাভাবেন পরেশবৈমুখ্যাৎ ইতিশেষঃ। আত্মানং স্বং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ পরমেশ্বরং চ পৃথক্ শক্তিত্ব-শক্তিমত্ত্ব-অংশত্বাং-শিত্বাণুত্ব-বিভুত্ব-নিয়ম্যত্বনিয়ামকত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকতয়া ভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা জুষ্টন্ ভজন্ সঃ ততঃ তদনন্তরং তেন পরমেশ্বরেণ হেতুনা অমৃতত্বং মোক্ষম্ এতি লভতে। জুষ্টম্ ইত্যত্র জুষ্টঃ ইতি পাঠান্তরে তু হংসঃ জীবঃ আত্মানং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারম্ পরমেশ্বরং চ পৃথক্ অত্যন্তভিন্নং মত্বা জ্ঞাত্বা তস্মিন্ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে বৃহতি ব্রহ্মচক্রে সংসাররূপচক্রে ভ্রাম্যতে বিবিধ যোনিষু চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে। তেন পরমেশ্বরেণ জুষ্টঃ সেবিতঃ অনুগৃহীতঃ সন্ ততঃ সঃ অমৃতত্বম্ মোক্ষম্ এতি লভতে ইত্যর্থঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম সকলের বৃত্তিবিধান করেন বলিয়া তাঁহাকে সকলের জীবন-নির্ব্বাহক বৃত্তিস্থান বলা হয় এবং অন্তে সকল সংসার তাঁহাতেই প্রবেশ করে বলিয়া প্রাণিগণের আশ্রয়-স্থান বা লয়-স্থান বলা হয়।

ভগবদ্বিমুখ জীব অনাদিকাল হইতে তাদৃশ বৃহৎ জগদ্রূপ ব্রহ্মচক্রে নিজ কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া থাকে। ইহাই জীবের সংসারাবস্থা। জীব পরব্রহ্মের তটস্থা শক্তি আর পরব্রহ্ম

শক্তিমত্তত্ত্ব। ব্রহ্ম অংশী আর জীব সেই ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ, ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য আর জীব অণুচৈতন্য; ব্রহ্ম নিয়ামক আর জীব তাঁহার নিয়ম্য; জীব ও ব্রহ্ম অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

জীব যখন ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরুর কৃপায় জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাব জ্ঞাত হইয়া শক্তিমান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তখন সেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥

* * * *

কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

* * * *

সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়,
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

কঠোপনিষদেও পাই,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো
বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

(কঠ ২।২।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভবাপবর্গো"
(ভাঃ ১০।৫১।৩৪) শ্লোকও আলোচ্য ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—এতৎ তু (এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব কিন্তু) পরমং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম বলিয়া) উদ্গীতং (বেদান্ত-বাক্যদ্বারা উপদিষ্ট) [অতএব প্রপঞ্চাতীত হইলেও] তস্মিন্ (সেই পরব্রহ্মে) ত্রয়ম্ (জীব, প্রপঞ্চ, প্রেরয়িতা ঈশ্বর—এই তিনই প্রতিষ্ঠিত) [তৎ—তিনি] সুপ্রতিষ্ঠা (সকলের উত্তম আশ্রয়) অক্ষরং চ (অপ্রচ্যুতস্বরূপ ও কূটস্থ) অত্র (এই সংসারে) আন্তরং (প্রকৃত্যাদি প্রপঞ্চের অতিরিক্ত অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত তাঁহাকে) বিদিত্বা (জানিয়া অর্থাৎ সেই তত্ত্ব-জ্ঞানের ফলে) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ) তৎপরাঃ [সন্তঃ] (কেবল তৎপরায়ণ অর্থাৎ তাঁহার সেবানিরত থাকিয়া) [তাহার ফলে] যোনিমুক্তাঃ (গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ভয় হইতে মুক্ত হন) [এবং] ব্রহ্মণি (ব্রহ্মানন্দে) লীনাঃ [ভবন্তি] (নিমগ্ন হন) ॥৭॥

অনুবাদ—এই প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্তে খ্যাত, সেই পরমব্রহ্মে জীব, শব্দাদিবিষয়রূপ প্রপঞ্চ ও প্রেরয়িতা নিয়ামক

ঈশ্বর—এই তিনটিই সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই তিনেরই পরম আশ্রয়। তিনি প্রপঞ্চাদির আশ্রয় হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত অবিনাশী কূটস্থ। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত জানিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হন এবং তাঁহার সেবাফলে গর্ভবাস, জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু এই পঞ্চবিধ দুঃখ হইতে অথবা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতৎ চক্ররূপতয়া প্রাঙ্‌ নির্দ্দিষ্টমেব। "নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ" "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা-অভিবদন্তি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যেষু পরব্রহ্মত্বেন স্বপ্রতিষ্ঠত্বেনাক্ষরত্বেন চোদ্গীতং উচ্চৈর্গীতং, উদ্গীথমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। তস্মিন্‌ স্বপ্রতিষ্ঠাক্ষররূপে ব্রহ্মণি প্রকৃতিপুরুষকালরূপং ত্রয়ং আশ্রিতমিত্যর্থঃ। তৎপরাঃ ব্রহ্মপরাঃ ব্রহ্মপ্রেপ্সবঃ ঈদৃশং প্রকৃতিপুরুষকালানাং বিবেকং তেষাং পরমাত্মনশ্চাপৃথক্‌সিদ্ধতয়াধারাধেয়ভাবলক্ষণমন্তরশব্দিতং ভেদং বিদিত্বা প্রকৃতিবন্ধবিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ পরমং সাম্যং প্রাপ্যাভিন্নতয়া অদর্শনলক্ষণলয়ং গতা ইত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতৎ তু পরমং ব্রহ্ম বেদান্তৈঃ উদ্গীতম্‌ উপদিষ্টম্‌। তস্মিন্‌ ব্রহ্মণি ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি ত্রয়ম্‌ আশ্রিতমস্তি। তৎ এব সুপ্রতিষ্ঠা শোভনঃ আশ্রয়ঃ অক্ষরং ন ক্ষরতি ইতি চ। অত্র সংসারে আন্তরং প্রকৃত্যাদিব্যতিরিক্তং এতৎ পরমং ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীতত্বেন উদ্গীতম্‌ বেদান্তেষু বর্ণিতং তথাচ কার্য্যকারণলক্ষণাৎ প্রপঞ্চাদন্যৎ তদ্‌ ইত্যাদি, যত্তু "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইতিস্মৃত্যা "দ্বা সুপর্ণা সযুজেত্যা"দি শ্রুত্যাচ "অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষস্য" জীবসহযোগিত্বং শ্রূয়তে তত্ত্বস্য অপি পরমাশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণঃ। শ্রীগীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবতা হ্যক্তাঃ "বিষ্টভ্যাহমিদম্‌ কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ" (গীঃ ১০।৪২) "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌" (গীঃ ১৪।২৭) ইত্যাদি বাক্যৈঃ

শ্রীকৃষ্ণস্য পরব্রহ্মত্বম্ উদ্গীতম্ সুনির্দ্দিষ্টমিতি। তস্মিন্ ইত্যাদি অন্যৎ সমানম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বেদান্তে যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রপঞ্চাতীত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্ব। সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে ত্রিভুবন, জীব ও তদন্তর্য্যামী প্রেরয়িতা এবং প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণই সকলের সুপ্রতিষ্ঠা। পরব্রহ্ম প্রপঞ্চের আশ্রয় হইলেও প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারাদি পরিণাম তাঁহার নাই। তিনি অক্ষর অর্থাৎ পরিণাম-বর্জ্জিত, মায়াতীত—কূটস্থ। ব্রহ্মবিদ্ এই প্রকারে পরব্রহ্মকে প্রপঞ্চাতীত জানিয়া তৎপরায়ণ হইলে অর্থাৎ তাঁহার সেবানিরত হইলে সংসার-বন্ধনজনিত গর্ভবাসাদি ক্লেশ হইতে বিমুক্তি লাভকরতঃ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন।

শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১০।৪৮);
"সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ ৭।১৫।৭৫);
"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীঃ ১৪।২৭); এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা-পদস্য তথার্থত্বাৎ।"

শ্রীগীতাতে আরও পাওয়া যায়,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

(গীঃ ১০।৪২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্য্যামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং স্পষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য, অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য, ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য, কারণত্বাৎ স্পষ্ট্বা স্থিতোঽস্মি।"

সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় সেইরূপ পরমাত্মারও অংশী। এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার—"যস্য প্রভাপ্রভবতো" (ব্রঃ সং ৫।৪০) এবং (কঠ ২।২।১৫), (মুণ্ডক ২।২।১০) ও ঈশোপনিষদের "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ" মন্ত্রগুলিও আলোচ্য॥৭॥

**শ্রুতিঃ—সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—ঈশঃ (পুরুষোত্তম পরমেশ্বর) ক্ষরম্ (বিনাশশীল জড়বর্গ) অক্ষরং চ (এবং অবিনাশী জীবাত্মা) ব্যক্তং (কার্য্যস্বরূপ মহদাদি বিকারসমূহ) অব্যক্তং (অবিকারী কারণ) সংযুক্তম্ (পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যকারণাত্মক) এতৎ (এই দৃশ্যমান) বিশ্বম্ (প্রপঞ্চকে) ভরতে (ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন) আত্মা চ (কিন্তু জীবাত্মা) অনীশঃ (প্রকৃতির অধীন পরতন্ত্র অর্থাৎ অবিদ্যা ও অবিদ্যা-

কার্য্য দেহাদি সম্বন্ধযুক্ত হইয়া) ভোক্তৃভাবাৎ (জাগতিক সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে বলিয়া অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অধীনত্ব-নিবন্ধন) বধ্যতে (বদ্ধ হয়) [তাহার মুক্তির উপায়] দেবং (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া উপাসনা করিলে) সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়) ॥৮॥

অনুবাদ—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে বিনাশশীল জড়দ্রব্য-সমূহ আর অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাত্মা উভয়ে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে, পরমেশ্বর জীব ও জরাত্মক বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। জীব কিন্তু জগতের ভোগকারী হওয়ায় শরীরেন্দ্রিয়াদির অধীন এজন্য স্বাধীনতাহীন অর্থাৎ প্রকৃতির অধীন হইয়া সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরকে জানিলে অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত তাঁহার উপাসনা করিলে সর্ব্ববিধ পাশ হইতে মুক্ত হয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নমু প্রকৃতিসম্বন্ধে জীবপরয়োরবিশিষ্টে সতি জীবস্য কুতো বন্ধঃ পরস্য কুতো ন ইত্যত্রাহ—

ঈশঃ পরমাত্মা ব্যক্তাব্যক্তরূপং ক্ষরমচিদ্বর্গমক্ষরং চিদ্বর্গং চ পরস্পরং সংযুক্তং বিভর্তি ন তু বধ্যতে, অনীশো জীবস্তু বধ্যতে কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্বাভিসন্ধিলক্ষণভাবসত্ত্বাৎ, পরমাত্মনস্তু 'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহে'ত্যুক্তরীত্যা তস্য কর্ম্মফলস্পৃহাভাবেণ কর্ম্মলেপা-ভাবাৎ স্বসংযুক্ততয়া প্রকৃতিভরণেঽপি অপহতপাপ্‌মতয়া প্রকৃতিসম্বন্ধ-প্রতিভটস্তৎপ্রতিভটজ্ঞানবিশেষশ্চেতি নিগলিতার্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নমু পরমেশ্বরস্য কথং পৃথক্‌সত্তা জীবপ্রপঞ্চয়ো-রেব দৃশ্যমানত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—কার্য্যকারণাত্মকবিশ্বস্য-পালকত্বেন

স তথা দৃশ্যমানোঽপি সর্ব্বথা স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বেশ্বরঃ তথাহ্যুক্তং ভগবতা "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" ইতি। এতৎ পরিদৃশ্যমানং ব্যক্তং বিকারজাতং ক্ষরং ক্ষরতীতি বিনাশশালি, তথা অব্যক্তং কারণং প্রধানং অক্ষরমবিনাশি জীবাত্মরূপম্ এতদুভয়ং সংযুক্তম্ পরস্পরসম্বন্ধং কার্য্যকারণাত্মকং বিশ্বম্ ঈশঃ পরমেশ্বরো ভরতে বিভর্ত্তি। চ কিন্তু আত্মা জীবাত্মা অনীশঃ অস্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়াদ্যধীনঃ, কথং? ভোক্তৃভাবাৎ সুখদুঃখয়োর্ভোগকর্ত্তৃত্বাদ্ধেতোঃ বধ্যতে, তর্হি কথং তস্য মুক্তিরিতি? তত্রাহ—জ্ঞাত্বা দেবমিত্যাদি দেবং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা উপাস্য সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদি-জনিত স্ত্রীপুত্রবিত্তাদিভির্বন্ধৈর্নির্মুচ্যতে মুক্তো ভবতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে ক্ষর অর্থাৎ বিনাশধর্ম্মযুক্ত জড়বর্গ এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী জীবাত্মা এবং কার্য্য ও কারণ উভয়ই অবস্থিত। ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই আছে। পরমেশ্বর এই উভয়াত্মক বিশ্বের ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর পূর্ণকাম ও স্বতন্ত্র বলিয়া বিশ্বের পালনাদি কার্য্য করিয়াও প্রপঞ্চাতীতই থাকেন। আর জীব শ্রীভগবানের তটস্থা-শক্তি হইয়াও অপূর্ণতাহেতু ভগবদ্বিমুখতাবশে স্বীয় ভোগবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করে এবং তাহার ফলে জড়ীয় সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্বাভিমানে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সংসারে ভ্রাম্যমাণ জীব যদি ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে ভগবৎকৃপায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্যধামে গমন পূর্ব্বক নিত্যসেবার অধিকারী হইতে পারে।

শ্রীগীতায় পাই,—শ্রীকৃষ্ণ ক্ষর ও অক্ষরতত্ত্ব হইতে অতীত পুরুষোত্তমতত্ত্ব।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"
(গীঃ ১৫।১৮)

সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বারাই জীবের উদ্ধার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

" কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

* * *

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
(গীঃ ৭।১৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৭) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মুক্তির কারণীভূত তত্ত্বজ্ঞানার্থ তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন] ঈশনীশৌ (শ্রীভগবান্ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও জীব অনীশ্বর যেহেতু চিৎকণ) জ্ঞাজ্ঞৌ (ইহাদের একজন পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও অপরটি জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞতাশূন্য অল্পজ্ঞ) দ্বৌ (ইঁহারা উভয়ই) অজৌ (জন্মরহিত) [আর] হি একা (অপর এক ঈশশক্তিও) অজা (নিত্যা, প্রকৃতি) [যিনি] ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (ভোক্তা জীবের ভোগের জন্য ভোগ্যদ্রব্য-সংযুক্তা) আত্মা চ (আর পরমাত্মা) অনন্তঃ (দেশতঃ কালতঃ সীমাহীন) বিশ্বরূপঃ (দেব, মনুষ্য, তির্যক্ প্রভৃতি সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত) অকর্ত্তা (পরমেশ্বর স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন) যদ্ (যাহা) ত্রয়ং (এই তিনটি অর্থাৎ ক্ষর, অক্ষর ও প্রকৃতিকে) আবিন্দতে (সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিয়া আছেন) এতৎ ব্রহ্ম (ইনিই পরব্রহ্ম পরমাত্মা) [ইঁহাকে জানিয়া উপাসনা করিলে জীব মুক্ত হয়] [অথবা] যদা (যখন) ত্রয়ং (জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি) এতৎ (এই তিনটিকে) ব্রহ্ম বিন্দতে (ব্রহ্মাত্মক বা পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষ বলিয়া অবগত হয় তখন ব্রহ্মাত্মতা লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়) ॥৯॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা জীবের মুক্তি হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভজন করিলে তাহা সম্ভব, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—চিৎবস্তু দুইটি—পরমেশ্বর ও জীব। ইহাদের মধ্যে পরমেশ্বর বিভু ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আর জীব অণুচিৎ, অনীশ্বরতা-

হেতু মায়াবশযোগ্য। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, উভয়ই নিত্য অবিনাশী, আর একটি তত্ত্ব আছে, যিনি প্রকৃতিস্বরূপা তিনি কিন্তু এক ও নিত্য; ভোক্তৃপুরুষের ভোগ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত, কিন্তু পরমেশ্বর দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদহীন নিঃসীম অনন্ত, বিশ্ব তাঁহার বহিরঙ্গ রূপ, অথবা বিশ্ববাসী সকলের অন্তর্য্যামী তিনি; সেকারণ সকলেই তাঁহার আশ্রিতরূপে পরিচিত। যিনি এই জীব, প্রকৃতি ও পুরুষকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিততত্ত্ব বলিয়া জ্ঞাত হন এবং পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পরব্রহ্মের কৃপায় মুক্ত হন ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরস্পরবৈলক্ষণ্যমেব প্রপঞ্চয়তি—

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একঃ সর্ব্বজ্ঞঃ অতএব ঈশশ্চ, অপরস্ত্বজ্ঞোঽনীশশ্চ উৎপত্তিরাহিত্যং দ্বয়োরপি সমানং ঈশনীশৌ ইতি দীর্ঘাভাবশ্ছান্দসঃ, ভোক্তৃজীবস্য ভোগরূপপ্রয়োজনযুক্তা উৎপত্তিরহিতা। কাচনান্যা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ এবং ত্রিতয়ং উৎপত্তিরাহিত্যেন সমানমপি পরস্পরং বিলক্ষণমিত্যর্থঃ। নন্বু প্রকৃতের্জীবভোগোপকরণত্ববৎ পরমাত্মনোঽপি ভোগার্থত্বং কুতো ন ভবেৎ? প্রত্যুত একৈকশরীরস্থ জীবভোগার্থত্বেন তৎশরীরপরমাত্মভোগার্থত্বে অবর্জনীয়মিত্যত্রাহ—বিশ্বশরীরকস্যাপি পরমাত্মনঃ নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মুচ্যত ইত্যুক্তরীত্যা সত্যকামত্বাত্বনন্তগুণাশ্রয়স্য নিরপেক্ষস্য জীববৎ কর্ম্মফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকং কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ ন তদ্ভোগার্থত্বং প্রকৃতেরিতিভাবঃ। এতাদৃশবৈলক্ষণ্যজ্ঞানস্য ফলমাহ, এতৎত্রয়ং পরস্পরবৈলক্ষণ্যেন দর্শনসমানাকারধ্যানেন যদি বিষয়ীকরোতি তদা ব্রহ্ম ভবতি মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ ব্রহ্মমিতি ছান্দসং রূপং সংযুক্তং ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বু তত্ত্বজ্ঞানান্মুক্তিরিতিবেদান্তসিদ্ধান্তঃ, অথ কানি তানি তত্ত্বানি ব্রহ্মত্বেন জ্ঞেয়ানি তত্রাহ—জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবিত্যাদি জ্ঞাজ্ঞৌ

জানাতীতি জ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ঈশ্বরঃ, অজ্ঞস্তদ্বিপরীতো জীবঃ দ্বৌ উভৌ অজৌ জন্মাদিরহিতৌ জন্মেত্যুপলক্ষণং বিকারান্তরস্য। তথাচ সূত্রং "নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্য"ইতি কৌ তৌ? ঈশনীশৌ ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতি ঈট্‌ নিয়ন্তা ঈশ্বর ইত্যর্থঃ, অন্যশ্চ জীবঃ অনীশঃ নিয়ম্যঃ। অজা প্রকৃতির্যা 'ন জায়তে নিত্যে'ত্যর্থঃ সা একা অদ্বিতীয়া, তস্যাঃ কার্য্যমাহ—ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা—ভোক্তৄণাং সুখদুঃখাদ্যনুভবিতৄণাং জীবানাং যো ভোগঃ সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ তদর্থং তন্নিষ্পত্তয়ে যুক্তা প্রবৃত্তা তথাচ সাংখ্যসূত্রং 'সংহতপরার্থত্বাৎপুরুষস্যে'তি। পুরুষভোগার্থং প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিরিতি। অনন্তশ্চ আত্মা, চোঽবধারণে পরমাত্মা পরমেশ্বরো হি অনন্ত এব অস্যান্তঃ পরিচ্ছেদো দেশতঃ কালতঃ স্বরূপতো ঽপি ন বিদ্যতে অথবা জীব ব্যাখ্যানপক্ষে অনন্তঃ অসংখ্য এব পরমাত্মা বিশ্বরূপঃ বিশ্বং বহিরঙ্গরূপং যস্যেতি, তত্রাপি অকর্ত্তা স্বয়ং অকর্ত্তাঽপি মায়াদ্বারা বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং করোতি। যদা যস্মিন্‌কালে এতত্রয়ং জ্ঞাজ্ঞাজাত্মক জীবেশ্বর-প্রকৃতিত্রয়ং ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মকং) বিন্দতে লভতে জানাতীত্যর্থঃ তথা মুচ্যত ইতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—চিন্ময় বস্তু দুইটি—পরমেশ্বর ও জীব, তন্মধ্যে যিনি পরমেশ্বর, তিনি বিভুচিৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব অণুচিৎ ও অল্পশক্তি। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞান সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে। কিন্তু জীবের ঈশ্বরতার অভাবে তাহার জ্ঞান মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয় বলিয়া জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ শব্দবাচ্য। পরমেশ্বর ও জীবাত্মা উভয়ই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বরের আর একটি শক্তি আছেন, তিনিও নিত্যা অর্থাৎ অজা। তাহার নাম মায়াশক্তি। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে জীবের স্বরূপ তটস্থা শক্তি বা গীতোক্ত মতে পরা প্রকৃতি হইয়াও মায়ার অধীন হয়। মায়াদেবী তখন জীবকে তাহার ভোগার্থ ভোগসাধন দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ফলে জীব

মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ হয়। জীব ও মায়া দুইটিই পরমেশ্বরের শক্তি ও তদধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর স্বয়ং অকর্ত্তা থাকিয়াও তাহাদের দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর অনন্ত ও বিশ্বরূপ। তিনি স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বহিরঙ্গরূপে বিশ্বরূপ হন এবং জীবশক্তি দ্বারা বিভিন্নাংশে অনন্তজীবরূপে অনন্ত হইয়া প্রকাশিত হন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর—তিনের আশ্রয় অর্থাৎ জীব, মায়া ও তন্নিয়ামকরূপে ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের পরম আশ্রয়। সুতরাং এই ত্রিবিধ তত্ত্বই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তদধীনরূপে অবস্থিত। যিনি এই তিনটিকেই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বৈভব বলিয়া জানেন, তিনি মুক্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥"
(ভাঃ ১১।১৩।২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৯।১৮)

'একমেবাদ্বিতীয়ং'—ছাঃ ৬।২।১ অর্থাৎ ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়। সুতরাং দ্বিতীয় ভগবান্ না থাকায় তিনি সজাতীয় ভেদশূন্য। 'ততো বৈ সদজায়ত'—তৈঃ ২।৭ অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ (ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম) উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিজাতীয় ভেদশূন্য।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।" (তৈঃ ৩।১।১) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্‌-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রধানং (প্রকৃতি) ক্ষরং (ক্ষরণশীল, বিপরিণামী) হরঃ (যে ভোগ্যবস্তু নিজের ভোগার্থ হরণ করে, সে 'হর' পদবাচ্য জীব) অমৃতাক্ষরং (মরণরহিত বলিয়া অক্ষর) ক্ষরাত্মানৌ (প্রকৃতি ও পুরুষ—জীবকে) একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (পরমেশ্বর) ঈশতে (নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন), তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানাৎ (পুনঃপুনঃ ধ্যান করিলে অর্থাৎ উপাসনা করিলে) যোজনাৎ (তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে) [তাহার ফলে] তত্ত্বভাবাৎ (তত্ত্বজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তিনিই একমাত্র পরম সত্যবস্তু, সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যসঙ্কল্প, করুণাসাগর, সর্ব্বারাধ্য, এই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তজ্জন্য) অন্তে (দেহান্তে) ভূয়ঃ চ (সর্ব্বতোভাবে) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ (মায়ার সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ জানিতে পারিলে জীবের মায়া নিবৃত্তি হয়, সেই সম্বন্ধে বলিতেছেন —প্রকৃতি—ক্ষরণশীল ও পরিণামিনী, জীব অক্ষর হইলেও প্রকৃতিজাত ভোগ্যবস্তুর ভোক্তৃত্বাভিমানী হইয়া মায়াবদ্ধ। এই প্রকৃতি ও জীব উভয়ই পরমেশ্বরের শক্তি ও তদধীন তত্ত্ব। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় বস্তু ; তিনি প্রকৃতি ও জীবরূপ শক্তিদ্বয়ের নিয়ামক ও অধীশ্বর। জীব যদি এই সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিয়া

তাঁহার উপাসনায় রত হয় এবং পরমেশ্বরের অভিধ্যানফলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ে তত্ত্বের আবির্ভাব হইলে অন্তে মায়ার বন্ধন হইতে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—মন্ত্রনির্দ্দিষ্টক্ষরাক্ষরশব্দার্থং বিবৃণ্বন্ পরস্পরবৈলক্ষণ্য-জ্ঞানমাত্রেণ মুক্তৌ মননিদিধ্যাসনবৈয়র্থ্যমিতি শঙ্কাং চ শময়ন্তি।

প্রধানং প্রকৃতিরিতি প্রধানশব্দিতা প্রকৃতিঃ ক্ষরমিত্যুচ্যতে, ভোগ্য-মাত্মনোভোগার্থং হরতীতি হরো জীবঃ অমৃতাক্ষরং অমৃতত্বাৎ মরণ-ধর্ম্মশূন্যত্বাদক্ষরমিত্যর্থঃ ক্ষরাক্ষরশব্দিত-চেতনাচেতনবর্গেশিতা অপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি নির্দ্দিষ্টো নারায়ণ ইত্যর্থঃ। অভিধ্যানমারস্তণ সংশীলনং যোজনং যোগঃ তত্ত্বভাবস্তত্ত্বাবির্ভাবঃ এতৈরন্তে শরীরাবসানে ভূয়ঃ সমস্ত প্রকৃতিসম্বন্ধনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। ততশ্চ 'ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ' ইতি মন্ত্রোক্তা মুক্তির্ব্রহ্মোপাসীনকান্ ব্রহ্মানুভবরূপ ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রধানেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যং নিরূপ্য তদ্বিজ্ঞানাদ-মৃতত্বং দর্শয়তি ক্ষরমিত্যাদি। প্রধানং প্রকৃতিঃ ক্ষরং বিপরিণামি, হরঃ প্রকৃতিজাতং দ্রব্যাদি ভোগার্থং হরতীতি হরো জীবঃ অমৃতাক্ষরং মরণ-ধর্ম্মরহিতাৎ অমৃতং তদর্থাৎ অক্ষরঞ্চ ব্রহ্মৈব পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। সঃ পরমেশ্বরঃ দেবঃ দ্যোতনাত্মা, ক্ষরাত্মনৌ—প্রকৃতিজীবৌ তৌ স্বস্ব-স্থান্দসঃ, প্রধান-পুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টে নিয়োজয়তি স একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, ঈষ্টে ইতি বক্তব্যে বিকরণলোপাভাবাদ্ ঈশত ইতি। অস্ত তাদৃশঃ পরমাত্মা কিন্তত ইত্যাহ—তস্য পরমেশ্বরস্য অভিধ্যানাৎ চিন্তনাৎ-উপাসনয়েত্যর্থঃ তথা যোজনাৎ তস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণাৎ যদ্বা তস্মিন্

সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং যোজনাৎ যোগাদ্ধেতোঃ তত্ত্বভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ ভক্তিমান্ স্যাৎ অন্তে ততঃ পরং মৃত্যোরনন্তরমিতিবার্থঃ, ভূয়ঃ বাহুল্যেন বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ সুখদুঃখ-মোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়াকার্য্যস্য নিবৃত্তিঃ আত্যন্তিকঃ ক্ষয়ো ভবতি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের মায়ানিবৃত্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন—প্রকৃতি—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, তিনি সর্ব্বদা ক্ষরণশীলা বা পরিণামিনী। আর জীবাত্মা শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি, ভগবদ্বিমুখতাক্রমে মায়াবদ্ধ হইলে প্রকৃতিজাত ভোগ্যপদার্থ ভোগের জন্য গ্রহণ করে, তজ্জন্য জীবকে 'হর'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই 'হর'-শব্দকে জীবের অবিদ্যাহরণকারী বলিয়া পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ বুঝাইতেছেন বলিয়া 'হর'-শব্দে জীবকে বুঝাইলে সমীচীন মনে হয়। এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বর তত্ত্ব অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পান। তিনি পূর্ণ চিদ্বস্তু, সর্ব্বশক্তিমান্, প্রকৃতি ও জীবরূপা শক্তিদ্বয়কে সর্ব্বদা নিয়মিত করেন। সুতরাং প্রকৃতি ও জীবের অধীশ্বর—শ্রীভগবান্। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলেই প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়ে। স্বয়ং প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভগবদ্বিমুখতার ফলেই মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে জন্মজন্মান্তর নানাবিধ তাপাদি ভোগ করে। ভাগ্যফলে তত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গক্রমে শ্রুতির মর্ম্মার্থ যখন জীব জানিতে পারে, তখন বুঝিতে পারে যে, জীব ও প্রকৃতি বা মায়ার অধীশ্বর শ্রীভগবান্। ভগবদ্বিমুখতাফলেই অনাদিকাল হইতে জীব প্রকৃতি-সংসর্গে অজ্ঞানাবস্থায় বিষয়ভোগে মোহিত হইয়া অবস্থিত। এক্ষণে যদি পুনরায় সেই পরমেশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে মায়ামুক্তি হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া' করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥
'সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম'—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

যখন জীব সেই পরমেশ্বরের অভিধ্যান অর্থাৎ প্রকৃতি ও নিজ হইতে ভিন্নজ্ঞানে পরমেশ্বরকে জানিয়া তাহার উপাসনা করিতে করিতে তাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধের যোজনা করিতে সমর্থ হয় তখন তাহার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই জীবের মায়াসম্বন্ধ-জনিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥" (ভাঃ ৮।৩।৩)

অর্থাৎ যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব, আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভূ কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করি ॥১০॥

শ্রুতিঃ—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—দেবং (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিতে পারিয়া) [অতঃপর] তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানাৎ (নিরন্তর ধ্যানবশতঃ) সর্ব্বপাশাপহানিঃ (সর্ব্বপ্রকার মায়া-বন্ধনের নিবৃত্তি হয়) ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ) ক্ষীণৈঃ [সদ্ভিঃ] (ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাহার ফলে) জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ (জন্ম-মৃত্যু-ধারার নিবৃত্তি হয়) দেহভেদে (লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত নাশ হইলে) বিশ্বৈশ্বর্য্যং [ত্যক্ত্বা] (বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক) তৃতীয়ং (তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় পার্ষদ দেহ) কেবলং (যাহা প্রকৃতি-সম্বন্ধরহিত, অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া) [সাধক] আপ্তকামঃ (পূর্ণকাম হয়) ॥১১॥

অনুবাদ—সদ্গুরুর মুখে শাস্ত্র-শ্রবণবশতঃ পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার ধ্যান হইতে দেহগেহ প্রভৃতির উপর অহন্তা মমতা কাটিয়া যায়, জন্মমৃত্যুকৃতক্লেশ আর থাকে না অর্থাৎ জন্মাদি ঘটিলেও তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় তৎকৃত ক্লেশাদি সম্পর্ক হয় না। তাহার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পর লিঙ্গ দেহের ক্ষয় হইয়া যায়, তৎপরে চান্দ্র ও ব্রাহ্ম উভয় লোক হইতে বিভিন্ন তৃতীয় সেই ভাগবত পদ ভগবত্তত্ত্ববিৎ প্রাপ্ত হন, যাহা পূর্ণবিভূতিসম্পন্ন এবং মায়াসম্পর্ক-

রহিত। অতঃপর সেই তত্ত্বজ্ঞ পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সেই পরমেশ্বরের শাস্ত্রীয় জ্ঞানগম্যত্ব ও ভক্তিলভ্যত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জ্ঞানসাধ্যমুক্তিক্রমং দর্শয়তি—

দেবং জ্ঞাত্বা দর্শনসমানাকারজ্ঞানেন বিষয়ীকৃত্য সর্ব্বপাশশব্দিত-পাপহানির্ভবতি 'তদধিগমউত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশাবি'তি সূত্রে দর্শন-সমানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে পূর্ব্বোত্তর-পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণামুপাসনাবসানে ক্ষয়িষ্যে ইতি ভগবৎসঙ্কল্পরূপাশ্লেষবিনাশৌ ভবত ইত্যুক্তেঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশ-সাধনশরীরেন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ জন্মমৃত্যুপ্রাপককর্ম্মণাং ক্ষান্তমিতি সঙ্কল্পরূপা প্রকৃষ্টা হানির্ভবতি সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যা ভাবাদিত্যত্র সকল পুণ্যাপুণ্য-কর্ম্মণাং দর্শনসমানাকারজ্ঞানারম্ভসময়ে ক্ষয়িষ্যে ইতি ভগবৎসঙ্কল্পরূপা প্রকৃষ্টহান্যভ্যুপগমাৎ তস্যাভিধ্যানপরমফলীভূতমপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণং বিশ্বাতিশায়িতৃতীয়ম্ ঐশ্বর্য্যং তু প্রাকৃতদেহভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বময়দেহভেদে ভবতি, কেবলঃ প্রকৃতিসম্বন্ধবিনির্ম্মুক্ত এব দেশবিশেষবিশিষ্টং ব্রহ্ম প্রাপ্যাপ্তকামো ভবতি ন তু প্রকৃতিমণ্ডল ইতি ভাবঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ঈশ্বরোপাসনায়াঃ ফলমাহ—জ্ঞাত্বা দেবমিত্যা-দিনা দেবং দ্যোতনময়ং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা ধ্যাত্বা স্থিতস্য সাধকস্য সর্ব্বপাশাপহানিঃ সর্ব্ববন্ধনক্ষয়ঃ অবিদ্যাদিজনিত-মমতা-নিবৃত্তির্ভবতীতি-শেষঃ, ক্লেশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ ক্ষীণৈঃ বিনষ্টৈঃ সদ্ভিঃ তদ্বিশিষ্টস্য ইত্থম্ভূত-লক্ষণে তৃতীয়া তৎফলরূপা জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহস্য সংসারস্য বিশেষেণ ক্ষয়ো ভবতি। অথ জ্ঞাতযাথাত্ম্যস্য তস্য পরমাত্মনঃ অভি-ধ্যানাৎ নিরন্তর-স্মরণাদ্ধেতোঃ মৃত্যোঃ পরং দেহভেদে লিঙ্গশরীর-নাশে সতি তৃতীয়ম্ অন্যদ্ ভাগবতং পদং যৎ বিশ্বৈশ্বর্য্যং ত্যক্ত্বা পূর্ণবিভূতিকং কেবলং প্রকৃতিসম্পর্করহিতং অপ্রাকৃতং পার্ষদদেহং

তত্ত্বজ্ঞো বিন্দতীতি শেষঃ তত আপ্তকামঃ সফলকামঃ ভবতি পূর্ণনিত্য-সুখজ্ঞানেচ্ছাদিময়ে পরমাত্মনি অবতিষ্ঠতে মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—ভাগ্যবান্ জীব সদ্গুরুর মুখে শাস্ত্র শ্রবণ করতঃ পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর সেই তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে অর্থাৎ উপাসনা করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় দেহ-দৈহিক অহন্তা ও মমতাপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। সেই পাশরহিত হওয়ার পর অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশও রহিত হয় অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ প্রভৃতি আর তাঁর থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞ পাশনির্ম্মুক্ত ব্যক্তি যদি জন্মাদি গ্রহণও করেন তথাপি তাঁহাকে জন্মাদিজনিত কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। অনন্তর উত্তরোত্তর পরমেশ্বরের স্মরণরূপ ভজন করিতে করিতে স্থূলদেহ বিনাশের পর লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভজনশীল পুরুষ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন চান্দ্র ও ব্রহ্মপদাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ তৃতীয় ভাগবত পদ অর্থাৎ পার্ষদ দেহ প্রাপ্ত হন। তাহা প্রকৃতিসম্বন্ধরহিত চিন্ময় শরীর। উহা প্রাপ্ত হইলে সেই সাধক ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন হইয়া পরিপূর্ণকাম হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় নিত্যসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই জীবের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ পূর্ণ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥"

(ভাঃ ২।৩।১২) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—এতৎ (এই পরমেশ্বরস্বরূপ) নিত্যম্ (অবিনাশী, কূটস্থ) আত্মসংস্থম্ এব (সাধকের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত অথবা স্ব-স্বরূপে অন্যনিরপেক্ষভাবে অবস্থিত) জ্ঞেয়ম্ (ইহা জ্ঞাতব্য), হি (যেহেতু) অতঃ পরং (এতদ্ ভিন্ন) বেদিতব্যং (ধ্যেয়) কিঞ্চিৎ (অন্য কিছু) ন (নাই), ভোক্তা (সুখ-দুঃখ-ভোগকারী জীব) ভোগ্যং (প্রাকৃতিক ভোগ্যপ্রপঞ্চ) প্রেরিতারঞ্চ (এবং তাহাদের নিয়ামক ঈশ্বর) এতৎ (এই) প্রোক্তং (পূর্ব্বে বিবৃত) ত্রিবিধং (ভোক্তৃ-ভোগ্য ও নিয়ামক) সর্ব্বং (সমস্তই) ব্রহ্মম্ (ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক) [ইহা] মত্বা (জ্ঞান করিলে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়) ॥১২॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বরতত্ত্ব স্বস্বরূপে অবস্থিত, তাঁহার সত্তা অন্য সত্তা নিরপেক্ষ, তাঁহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হয় না, তিনি সকলের অন্তরেই সর্ব্বদা আছেন। তিনিই জীবের একমাত্র ধ্যেয়, আর সমস্ত বন্ধনের হেতু। পূর্ব্ববর্ণিত তিনটি বস্তু—যেমন ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও ইহাদের নিয়ামক—ঈশ্বর এই তিনটিই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অর্থাৎ অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত, এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে জীব মুক্ত হয় ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবম্ভূতং পরংব্রহ্ম আত্মনি অন্তর্য্যামিতয়া সংস্থিতং জ্ঞেয়ং, জ্ঞানবতশ্চ জ্ঞাতব্যান্তরং নাবশিষ্যতে। ভোক্তৃ-

শরীরকত্বং ভোগ্যশরীরকত্বং অপহতপাপ্মত্বাদিবিশিষ্টসত্যজ্ঞানাদি-স্বরূপত্বমিতি বিধাত্রয়বিশিষ্টং ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিতি বেদার্থসংগ্রহে বর্ণিতম্ ; কেচিৎ ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতেতি এবং ত্রিবিধং প্রোক্তমেতৎ সর্ব্বং মত্বা ব্রহ্ম ভবতি মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ ইত্যুপসংহার ইতি বদন্তি। প্রেরিতেতি বক্তব্যে প্রেরিতারমিতি ছান্দসং রূপং ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যস্মাৎ তস্যাভিধ্যানাৎ আপ্তকামত্বং তস্মা-দেতজ্‌ জ্ঞেয়মিত্যুপদিশতি—এতদিত্যাদি এতৎ পরমেশ্বরতত্ত্বং নিত্যম্ অবিচলিতম্ সর্ব্বদা ইতি বা আত্মসংস্থং স্বাত্মনি এব সংস্থা যস্য তৎ সত্তান্তরনিরপেক্ষস্থিতিকম্ অথবা আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতং নত্বনাত্মনি-স্থিতম্ অতো ন তস্যান্যত্রান্বেষ্টব্যতেতিভাবঃ, জ্ঞেয়ং ধ্যাতব্যং, অতঃপরং পরমেশ্বরধ্যানং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিকং বস্তু বেদিতব্যমস্তি, তদ্‌বেদনাৎ জীবস্য বন্ধশ্রবণাৎ তস্য হেয়ত্বম্ তথাহি শ্রূয়তে "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষামিতি"। জগতি বক্ষ্যমাণমেতৎত্রয়স্য বিদ্যমানত্বাৎ তত্ত্রয়স্য চ ব্রহ্মাভিন্নত্বাবগমান্মুক্তি-রিতি কিন্তৎত্রয়ং ভোক্তা প্রমাতা জীবঃ ভোগ্যং ভুজ্যতে উপভুজ্যতে যৎ তৎ প্রপঞ্চং প্রমেয়মিতি যাবৎ, প্রেরিতারম্ প্রেরয়িতারং নিয়ামকং প্রমাণভূতমিত্যর্থঃ, এতৎ প্রোক্তং পূর্ব্বং বিবৃতং ত্রিবিধং ত্রিধা বিভক্তং সর্ব্বং ব্রহ্মম্ ব্রহ্মাত্মকম্ এব ইতি মত্বা ব্রহ্মণা সহ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্তং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি শেষঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমাত্মা নিত্য বস্তু এবং আত্মসংস্থ অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার সত্তা অন্য কাহারও সত্তাকে অপেক্ষা করে না, পরন্তু তিনি সকল সত্তার আশ্রয়। তিনি আবার সকল জীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। সাধক তাঁহাকে নিজ-হৃদয় মধ্যেই অনুসন্ধান করিবেন। এই পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞাতব্য

বস্তু নাই। ভোক্তা—জীব, ভোগ্যা—প্রকৃতি ও তাহাদের নিয়ন্তা ঈশ্বরের বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়, তাহা সকলই পরব্রহ্মের বিভূতিস্বরূপ বা তাঁহার শক্ত্যাত্মক, ইহাদিগকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে ব্রহ্মাভিন্নরূপে জানিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয়।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভিন্ন; সুতরাং জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া অভিন্ন, আর প্রকৃতি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া তদভিন্নরূপে পরিচিত এবং এতদুভয়ের অন্তর্য্যামী নিয়ামক পরমাত্মা শ্রীভগবানের স্বাংশতত্ত্বরূপে অভিন্ন। এই অভিন্নতা আবার কেবলাভেদ নহে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বরূপেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রুতি তাহাকেই অভিন্ন শব্দে বুঝাইতেছেন কারণ কেবলাভেদ হইলে ত্রিতত্ত্বের অবকাশ হয় না, আবার কেবল ভেদ হইলেও ত্রিতত্ত্বকে অভিন্ন বলার সার্থকতা থাকে না। সুতরাং ভেদাভেদ যুগপৎ সিদ্ধ বলিয়াই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ন্ পরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।১৮)

আরও পাই,—

"নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ"॥

(ভাঃ ৪।৩০।২০)

ব্রহ্মপুরাণেও পাই,—

"ব্রহ্মণাক্তমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ইতি পশ্যেত যো বিদ্বান্ স হি ব্রহ্মাত্মবিন্মতঃ ॥" ॥১২॥

শ্রুতিঃ—বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মধ্যানের অঙ্গ প্রণবোপাসনা—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন] যথা (যেমন) যোনিগতস্য (কাষ্ঠ-মধ্যে নিগূঢ়) বহ্নেঃ (অগ্নির) মূর্ত্তিঃ (স্বরূপ) ন দৃশ্যতে (বাহিরে দৃষ্ট হয় না) লিঙ্গনাশঃ চ এব ন (এবং অরণিকাষ্ঠ-মধ্যে স্থিত অগ্নির লোপ বা অসত্তা নাই, যেহেতু মথনের পর অগ্নির প্রকাশ দেখা যায়, যদি না থাকিত, তবে দেখা যাইত না), [ইহা প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন] সঃ (সেই অগ্নি) ভূয়ঃ এব (বারবার মন্থন দ্বারা) ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ (ইন্ধন—অরণিকাষ্ঠরূপ কারণ দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে), তৎ (সেই) উভয়ং বা (উভয়ের মত অর্থাৎ যেমন মথনের পূর্ব্বে অগ্নি দৃষ্ট হয় না, আবার মথনের পর দৃষ্ট হয় সেইরূপ) [তৎ—বহ্নি-স্থানীয় পরমেশ্বরতত্ত্ব] দেহে (এই পাঞ্চভৌতিক অধরারণি স্থানীয় দেহ-মধ্যে অপ্রকাশ থাকিলেও) প্রণবেন (উত্তরারণি স্থানীয় প্রণব-মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা গ্রহণীয় হয়) বৈ (ইহা নিশ্চিত) ॥১৩॥

অনুবাদ—দেহের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মতত্ত্বের অপ্রকাশহেতু তাঁহার সত্তা নাই, ইহা বলা যায় না, প্রণবোপাসনা করিতে করিতে সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এবিষয়ে উদাহরণ

দেখাইতেছেন—যেমন অগ্ন্যুৎপাদক উত্তরারণি ও অধরারণি কাষ্ঠ-দ্বয়ের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত অগ্নি ঐ উভয় কাষ্ঠের ঘর্ষণের পর প্রকাশ পায় কিন্তু ঘর্ষণের পূর্ব্বে তাহা দৃষ্ট হয় না, তাই বলিয়া তাহার অসত্তা প্রমাণিত হয় না। যেহেতু বারবার অরণি-কাষ্ঠদ্বয়রূপ কারণের মথনের পর অগ্নি দৃশ্য হইয়া থাকে, সেইপ্রকার পরমাত্মাকে অগ্নিসদৃশ জানিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত অধরারণিরূপ দেহে প্রণবরূপ উত্তরারণির উপাসনারূপ মথন সিদ্ধ না হয় তাবৎ পরমাত্মদর্শন ঘটে না, পুনঃপুনঃ প্রণবোপাসনা করিতে করিতে সিদ্ধ হইলে জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হয় এবং স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ও তদাশ্রিত জীবাত্মা প্রকাশ পায় যেমন মলিন দর্পণে বস্তু প্রকাশিত হয় না কিন্তু মল শোধনের পর তাহাতে সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নমু এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থমিত্যনুপপন্নং আত্মসংস্থপরস্যানুপলম্ভাদিত্যাশঙ্ক্য যথারণিগতস্য বহ্নেঃ প্রত্যক্ষেণানু-পলম্ভেঽপি মথনে ধূমোপলম্ভনাৎ ন তৎসত্তাপহ্নবার্হা এবং প্রত্যক্ষাদ্য-গৃহীতস্যাপি আত্মস্থস্য পরমাত্মনঃ প্রণবনির্ম্মথনে উপলভ্যমানত্বান্ন-তৎসত্তাপহ্নবার্হেত্যাহ।

যোনিগতস্য কারণভূতারণিগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ স্বরূপং প্রত্যক্ষেণ ন দৃশ্যতে পশ্চান্মথনে সতি ইন্ধনযোনিতয়া ইন্ধনপ্রভবতয়া গৃহ্যতে তদ্বৎ প্রণবেন পরমাত্মশরীরভূতজীবে শোধ্যমানে পূর্ব্বং প্রতীতস্যান্তর্য্যামিণঃ সূক্ষ্মবস্ত্রাঞ্চলান্তর্গত-মাণিক্যবৎ প্রত্যগ্বস্ত্বন্তর্গতোপলব্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বোভয়মিত্যত্র বা শব্দ ইবার্থঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আত্মনি পরমাত্মধ্যানান্মুক্তিরিত্যুক্তং তচ্চ পরমাত্মতত্ত্বং দেহে অপ্রকাশমেব কুতস্তস্য সন্ধানমিত্যাশঙ্কায়াং প্রণবোপা-সনয়া তৎপ্রকাশো ভবিষ্যতীতি দৃষ্টান্তেনাহ—বহ্নের্যথেতি যথা যোনিগতস্য

অরণিকাষ্ঠান্তর্নিগূঢ়স্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ স্বরূপং ন দৃশ্যতে মথনাৎ প্রাঙ্নোপলভ্যতে তেন চ তস্যাসত্তা নাহুমেয়া ইত্যাহ—নৈব চ লিঙ্গনাশঃ লিঙ্গস্য সূক্ষ্মদেহস্য নাশঃ লোপঃ অসত্ত্বেতি যাবৎ নৈব চ নাস্ত্যেব কিন্তু সোঽস্তি, কুতঃ? যতঃ স নিগূঢ়োঽদৃশ্যোবহ্নিঃ ভূয়ঃ পুনঃপুনঃ মথনাৎ ইন্ধনযোনিগৃহ্যঃ ইন্ধনেন অরণিকাষ্ঠরূপেণ কারণেন গৃহ্যঃ দৃশ্যো ভবতি। যদি নাস্তি তর্হি কথং মথনাৎ পরং দৃশ্যতে 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত'ইতি স্মৃতেঃ। তদ্বভয়ং বা তদ্বভয়ং দৃশ্যাদৃশ্যোভয়স্বরূপমিব তৎ পরমাত্মতত্ত্বং দেহে অধরারণিস্থানীয়ে প্রণবেন ওঙ্কারেণ উত্তরারণিস্থানীয়েন সংকীর্ত্তনাত্মকমথনাৎ গ্রাহ্যং ভবতি। তদ্বাচকঃ প্রণব ইতি প্রণবোপাসনয়া নামসংকীর্ত্তনেন তত্ত্বং প্রকাশতে ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত অর্থাৎ নিগূঢ় থাকে বলিয়া তখন তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা না গেলেও ঐ অবস্থায় অগ্নির নাশ হইয়াছিল, এমত নহে; তখনও অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত ছিল। দুইখানি কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উদ্গম হইয়া থাকে। যে কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উদ্গম হয়, ঐ কাষ্ঠের নাম অরণি। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠখানি ঘর্ষণ করা হয়, তাহার নাম উত্তরারণি এবং যাহাকে ঘর্ষণ করা হয় তাহার নাম অধরারণি। প্রাচীনকালে ঋষিগণ ঐ উত্তরারণি ও অধরারণি ঘর্ষণপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। ঐ ঘর্ষণকে মন্থন বলা হয়। এই অগ্নির ন্যায় আত্মাও মন্থনগ্রাহ্য। উত্তরারণি দ্বারা অধরারণিকে ঘর্ষণ করিলে যেরূপ অগ্নির সাক্ষাৎকার হয়, সেইরূপ পুনঃপুনঃ প্রণবের উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তন করিলে জীবের দেহাভিনিবেশ দূর হইয়া মন নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মল মনে স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার প্রকাশেই জীবাত্মারও প্রকাশ

হইয়া থাকে। সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্যদর্শন হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের কৃপালোকে পরমাত্মস্বরূপ এবং নিজস্বরূপ উভয়ই দর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥"

(ভাঃ ১১।১০।১২)

অর্থাৎ আচার্য্য নিম্নস্থিত মন্থনকাষ্ঠ, শিষ্য উপরিস্থিত মন্থনকাষ্ঠ উপদেশ বাক্য উভয়ের মন্থন এবং ইহাদের সংযোগে সমুৎপন্ন বিদ্যাই অগ্নি তুল্য হইয়াই অজ্ঞানরাশিকে দগ্ধ করিয়া সুখকরী হইয়া থাকে ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—স্বদেহম্ (যোগী নিজদেহকে) অরণিং (অধঃস্থিত অরণিকাষ্ঠের মত) প্রণবং চ (এবং প্রণবমন্ত্রকে) উত্তরারণিং (উপরকার ঘর্ষণ কাষ্ঠস্বরূপ) কৃত্বা (স্থাপনপূর্ব্বক) ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ (পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাসের ফলে) দেবং (সেই পরমদেব পরমাত্মাকে) নিগূঢ়বৎ (কাষ্ঠ-মধ্যে নিগূঢ় [অদৃশ্য] অগ্নির মত) পশ্যেৎ (দর্শন করিবে) ॥১৪॥

অনুবাদ—প্রণবোপাসনার ফল পরমাত্মদর্শন, তাহার প্রকার বিশদভাবে বলিতেছেন—সাধক নিজদেহকে অধরারণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া নিরন্তর প্রণবকেই আত্মমধ্যে উচ্চারণপূর্ব্বক ধ্যানরূপ

মন্থন করিবেন তাহার ফলে কাষ্ঠের মধ্যে নিগূঢ়—অপ্রকাশ অগ্নির মথনাধীন প্রকাশের ন্যায় নিজদেহ-মধ্যেই হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ হয়, প্রণবের পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনাধীন-ধ্যান-অভ্যাসই অরণিমন্থন, তাহা হইতেই সেই পরমেশ্বরকে অরণিমধ্যে নিহিত অগ্নির মত দেখিতে পাইবে ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রণবেন প্রকাশপ্রকারমেব দর্শয়তি।

স্বাত্মনি প্রণবেন ধ্যায়মানে তদন্তর্গত আত্মা নিগূঢ়বৎস্থিতঃ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতদেব বিশদয়তি—স্বদেহমিত্যাদিনা। যোগী স্বদেহমেব অরণিম্ অধরারণিকাষ্ঠমগ্র্যাধারং কৃত্বা তথা প্রণবঞ্চ ওঙ্কারম্ উত্তরারণিং উপরিস্থিতমথনকাষ্ঠং কৃত্বা অর্থাৎ দেহমধ্যে প্রণবমুপাস্য তৎকীর্ত্তনতজ্জপস্তদর্থভাবনমিতি বিধায়, ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাৎ—প্রণবাত্মত্বেন পুনঃপুনরীশ্বরস্য ধ্যানরূপং নির্মথনমরণিঘর্ষণং কৃত্বা দেবং স্বপ্রকাশমীশ্বরং নিগূঢ়বৎ কাষ্ঠমধ্যে নিগূঢ়মগ্নিমিব মথনাৎ প্রকাশ্যং পশ্যেৎ অতঃ দেহে পুনঃপুনঃ প্রণবধ্যানং প্রণবোচ্চারণতঃ স্মরণম্ আত্মতত্ত্বপ্রকাশায় কর্ত্তব্যমিত্যুপদেশঃ। তথাচ ছান্দোগ্যে 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমি'তি ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—সাধক নিজের দেহকে অধরারণিস্থানীয় করিয়া এবং প্রণবকে উত্তরারণিস্থানীয় করিয়া অর্থাৎ প্রণবরূপ ভগবন্নাম জপ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে পরমেশ্বরের নামগুণাদির সংকীর্ত্তনপ্রভাবে ধ্যানরূপ ঘর্ষণের অভ্যাস দ্বারা নিজ দেহমধ্যেই হৃদয়ে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন, যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে নিহিত অগ্নিকে পুনঃপুনঃ মন্থন দ্বারা লাভ করা যায়।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥" (ভাঃ ৭।৯।৪৭)

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥" (গীঃ ৮।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।"

(ভাঃ ২।১।১৭) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—তিলেষু (তিলের মধ্যে) তৈলম্ [ইব] (তৈল যেমন যন্ত্রপেষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়) দধিনি (দধির মধ্যে) সর্পিঃ ইব (ঘৃত যেমন মন্থন দণ্ডের সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়) স্রোতঃসু আপঃ (বাহিরে অদৃশ্য নদীর মধ্যে যেমন ভূমি খনন দ্বারা জল দৃশ্য হয়), অরণীষু চ (এবং অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ সমূহের মধ্যে) অগ্নিঃ [ইব] (নিগূঢ় অগ্নি মথনদ্বারা যদ্রূপ লক্ষিত হয়) এবম্ (এইপ্রকার) অসৌ (ঐ) আত্মা (পরমাত্মা) আত্মনি (শরীরস্থ হৃদয়-মধ্যে) গৃহ্যতে (জ্ঞাত হন) [কাহার দ্বারা ?] যঃ (যে ব্যক্তি) সত্যেন (সত্যনিষ্ঠা দ্বারা) তপসা চ (মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম বা একাগ্রতা দ্বারা) এনং (এই আত্মাকে) অনুপশ্যতি (অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়) ॥১৫॥

অনুবাদ—যেমন তিলের সর্ব্বাংশে অবস্থিত তৈল পেষণ যন্ত্র-সাহায্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, দধির মধ্যে বর্ত্তমান ঘৃত যেরূপ মন্থনদণ্ড-সাহায্যে

প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে, কিংবা যেমন নদীখাতে আপাততঃ অদৃশ্যমান জল ভূখনন করিবার পর উপলব্ধ হয়, অথবা যদ্রূপ কাষ্ঠমধ্যে নিগূঢ় অগ্নি অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা বাহিরে আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ এই দেহে মননের ক্ষেত্র হৃদয়-মধ্যে নেতিনেতি দ্বারা অশেষ অন্নময়াদি কোষের অন্তরতম পরমাত্মা অনুভূত হয়। কে সেই পরমাত্মাকে কিরূপ মন্থনদ্বারা প্রকাশ করে? যে ব্যক্তি ভগবন্নিষ্ঠা ও সর্ব্বভূতহিতসাধনরূপ সত্যদ্বারা ও ধ্যানযোগ দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাহার দ্বারাই তিনি স্বীয় হৃদয়মধ্যে ঐ পরমেশ্বরের দর্শন পান ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেব প্রপঞ্চয়তি।

যথা তিলাদিস্থিতৈতলাদিকং যন্ত্রপীড়নাদিনা উপায়েন গৃহ্যতে এবং সত্যতপোলক্ষণোপায়েন পরমাত্মা গৃহ্যত ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অত্র বহবো দৃষ্টান্তাঃ প্রদর্শ্যন্তে, যথা তিলেষু শস্যবিশেষেষু সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদেন অবস্থিতং তৈলং পেষণযন্ত্রেণ বহিষ্ক্রিয়তে, যথা বা দধিনি দধ্নি ছান্দসোঽনঙাদেশাভাবঃ, সর্পিঃ সর্ব্বতোবর্ত্তমানং ঘৃতম্ ইব আলোড়নেন আবির্ভাব্যতে, যথাচ স্রোতঃসু ভূমধ্যে প্রবহন্তীষু নদীষু অন্তঃ আপ ইব জলমিব ভূখননেন উপলভ্যন্তে, অরণীষু মথনকাষ্ঠেষু চ অগ্নিঃ ইব নিগূঢ়োবহ্নিরিব বহিঃ প্রকাশ্যতে এবম্ তথৈব আত্মনি স্বকীয় হৃদয়মধ্যে নিগূঢ়ঃ অসৌ পরমাত্মা মননেনাশেষান্নময়াদিকোষান্তরতমঃ পুরুষঃ গৃহ্যতে জ্ঞায়তে, কেন তর্হি পুরুষেণায়মাত্মা মননেনাত্মভূতদেহাদিষু অবগম্যতে তত্রাহ যঃ, যঃ সাধকঃ, সত্যেন সত্যস্বরূপ ভগবন্নিষ্ঠয়া যদ্বা ভূতহিতার্থবচনেন ভূতহিতেন 'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তমিতি' 'সর্ব্বভূতহিতেরতা' ইতিচ স্মৃতেঃ। তপসা—ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্র্যলক্ষণেন সাধনেন এনম্ আত্মানং অনুপশ্যতি অন্বিষ্যতি ধ্যায়তীত্যর্থঃ তেন গৃহ্যতেঽসাবিত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—যে প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তিলের মধ্যস্থ তৈল, মন্থন-দণ্ডের সাহায্যে দধির মধ্যস্থিত ঘৃত, খনিত্রাদির সাহায্যে ভূমধ্যগত জলস্রোত এবং মন্থনকাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠবিশেষে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই প্রকার যে সাধক সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা ও ভক্তিমূলক ধ্যানযোগাদির দ্বারা পরমেশ্বরের অনুসন্ধান করেন, তিনি ভগবৎ-কৃপায় নিজ হৃদয়-মধ্যেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।২৬)

শ্রীমহাভারতেও পাই,—

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্॥"

অর্থাৎ পুরুষ তপস্যা-প্রভাবেই সর্ব্বজীবের হৃদয়কন্দরস্থ পর-জ্যোতিঃস্বরূপ অতীন্দ্রিয় ভগবান্ বিষ্ণুকে শীঘ্র লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগজেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

"তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্" (ভাঃ ৮।৩।২১)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগোভক্ত্যাখ্যস্তেন গম্যম্।" ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যা-তপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্॥
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরমিতি॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[যঃ—যে সাধক] সর্ব্বব্যাপিনম্ (প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত) আত্মবিদ্যা-তপোমূলং (আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা প্রাপ্য) আত্মানং (পরমেশ্বরকে) ক্ষীরে (দুগ্ধ-মধ্যে সর্ব্বাংশে) অর্পিতম্ (সাররূপে নিহিত) সর্পিঃ ইব (ঘৃতের মত) [অনুপশ্যতি—অন্বেষণ করে] তদ্ (সেই) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) উপনিষৎ-পরম্ (উপনিষদে পরতত্ত্বরূপে বাচ্য) তৎ উপনিষৎপরম্ (তাহাই উপনিষদ্ বাচ্য পরমব্রহ্ম) ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত॥

অনুবাদ—দুগ্ধ মধ্যে সর্ব্বাংশে অবস্থিত সারভূত ঘৃতের মত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমাত্মা, তিনিই জীবের তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যার মূলকারণ, যেহেতু তিনি যাহাকে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে চান তাহাকেই সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, তাহাকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করেন অথবা তিনি আত্মবিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা প্রাপ্য, বেদান্তবাক্যরূপ উপনিষদ্‌বাচ্য সেই পরব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত সাধনের দ্বারা হৃদয়-মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্বরূপে সাধক উপলব্ধি করে। উপনিষদ্ বেদ্য

পরমতত্ত্বই এই পরমব্রহ্ম। অন্তিমবাক্যের পুনরাবৃত্তি অধ্যায় সমাপ্তির সূচনা ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ক্ষীরার্পিতসর্পিঃসমতয়া সর্ব্বব্যাপ্ত আত্মা পরং-ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মনি বিদ্যয়া তপসা চ বিজ্ঞেয়ম্, উপনিষদাং পরম-প্রতিপাদ্যং তত্ত্বং ব্রহ্ম বিদ্যাদিত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনমাদরার্থমধ্যায়সমাপ্তি-দ্যোতনার্থং চ ॥ ১৬ ॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তদ্দর্শনোপায়ভূতং সত্যং তপশ্চ পূর্ব্বশ্রুতাবুক্তং তচ্চ তচ্চ কথং লভ্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—আত্মবিদ্যাতপোমূলমিতি আত্মবিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে'তিশ্রুতেঃ, তস্যাত্মনঃ সত্যস্য পরব্রহ্মণঃ জ্ঞানমাত্মবিদ্যা তপশ্চ সাধুকর্ম্ম এতয়োর্মূলং কারণং পরমেশ্বরঃ তথাচ শ্রূয়তে 'এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি যমেষ উন্নিনীষতীতি' স্মৃতিশ্চ 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ইতি অথবা আত্ম-বিদ্যাচ তপশ্চ মূলং প্রাপ্তিসাধনং যস্য তাদৃশং তথাচ শ্রুতিঃ 'বিদ্যয়ামৃত-মশ্নুতে' ইতি তথা 'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্ম-চর্য্যেণ নিত্যম্' ইতি। উপনিষৎপরং উপনিষদেব বেদান্তবাক্যমেব পরং প্রধানং বাচকং যস্য তৎ ব্রহ্ম, 'তন্ত্বৌপনিষদং ব্রহ্মাহং পৃচ্ছামীতি'

শ্রুতেঃ আত্মানং সর্ব্বব্যাপিনম্ প্রকৃত্যাদিবিশেষান্তং সর্ব্বং তত্ত্বং ব্যাপ্যাবস্থিতং ন কেবলং দেহেন্দ্রিয়াদ্যধ্যাত্মমাত্রমিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ ক্ষীরে দুগ্ধে অর্পিতং নিহিতং সর্পিরিব ঘৃতমিব স্থিতম্ আত্মানং পরমেশ্বরং যোঽনুপশ্যতি—তেনাসৌ আত্মাত্মনি গৃহ্যত ইত্যন্বয়ঃ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থং দ্বির্ব্বচনম্ ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমাধ্যায়স্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল জীবের হৃদয়ে তথা বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। দুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত ঘৃত যেরূপ মন্থনের দ্বারা বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত পরব্রহ্মকেও আত্মবিদ্যা অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ও তপস্যা অর্থাৎ হরি-ভজনরূপ সাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়। এই পরব্রহ্ম পরমাত্মা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব। এই তত্ত্বের স্বরূপ উপনিষদেই প্রধানরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যিনি ভাগ্যক্রমে উপনিষৎ হইতে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপযুক্ত সাধনের দ্বারা অন্বেষণ করেন, তিনিই নিজ হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।

উপনিষদ্ সমূহের প্রতিপাদ্য বস্তুই পরব্রহ্ম। এই উক্তিটি দুইবার উল্লেখ করার তাৎপর্য্য আদরার্থ এবং অধ্যায়-সমাপ্তির সূচক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥
যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৪।২৫-২৬) ॥১৬॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

অবতরণিকা—পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শরীর-মধ্যে হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর অরণিকাষ্ঠে নিগূঢ় অগ্নির মত ধ্যানরূপ নির্মথন করিতে করিতে প্রকাশিত হন। এই অধ্যায়ে সেই পরমাত্মদর্শনের উপায়রূপে অপেক্ষিত সাধন বলিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—তাহাতে প্রথমে ধ্যানোপায়-সিদ্ধির জন্য জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে কারণ তিনিই পরিদৃশ্যমান এই জগতের মূল। অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন—

শ্রুতিঃ—যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—সবিতা (জগৎ-প্রসবিতা পরমেশ্বর) প্রথমং (ধ্যানারম্ভে) তত্ত্বায় (তত্ত্ব-লাভের জন্য—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য) মনঃ (ধ্যানে প্রবৃত্ত আমার মনকে) [এবং] ধিয়ঃ (বুদ্ধিকে অর্থাৎ সমস্ত বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে তাহা হইতে) যুঞ্জানঃ (পরমেশ্বরে সংযোজিত করিয়া [এবং] অগ্নেঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের) জ্যোতিঃ (প্রকাশনশক্তি) নিচায্য (অনুধাবন করিয়া অর্থাৎ অগ্নির প্রকাশনশক্তি লইয়া) পৃথিব্যাঃ অধি ('পার্থিব অন্যান্য পদার্থের ঊর্দ্ধে নিজের মধ্যে) আভরত (সংযোজিত করুন অর্থাৎ অগ্নির প্রকাশনশক্তির সাহায্যে আমরা যেন পরমাত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারি) ॥১॥

অনুবাদ—এই মানবশরীর-মধ্যে হৃদয়প্রদেশে পরমেশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা জগৎসবিতা তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত অসম্ভব। মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলই সেই চৈতন্যময় পরমপুরুষের জ্যোতির সাহায্যে বাহ্যবিষয় দর্শন করিতেছে অতএব ধ্যানের প্রথমে ভগবান্ বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিজেকে দর্শন করাইবার জন্য তাঁহাতে যোজনা করুন। যে পরমাত্মার জ্যোতিতে অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সকল বস্তুর প্রকাশক, সেই জ্যোতিঃ আমার এই পার্থিব (জড়) শরীর-মধ্যে তিনি আহরণ করুন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মসংস্থপরমাত্মপ্রতীত্যোপায়িকেন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপঃসিদ্ধ্যনুগুণং ভগবৎপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

ধিয়ঃ সবিতা প্রেরকঃ পরমাত্মা পৃথিব্যা অধি ঊর্দ্ধং অগ্নিরূপং জ্যোতির্নিচায্য সংপূজ্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কৃত্বা সাক্ষাৎকারায় পৃথিব্যাদিনিষ্ঠাগ্নির্জ্যোতিঃসদৃশং স্বাত্মনিষ্ঠ পরমাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারায় যুঞ্জানো মনো নিযুঞ্জানোঽভবৎ ভবতু ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শরীর-মধ্যে হৃদয়ে নিগূঢ়ং পরমেশ্বরং সাক্ষাৎকর্ত্তুং প্রকাশন-শক্তিরপেক্ষিতা ভবতি। যদ্যপি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং বিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং শরীরমধ্যে অস্ত্যেব তথাপি সা শক্তির্ব্বহির্মুখী তামন্তর্মুখীং কর্ত্তুমিয়ং সবিতুঃ সমীপে ধ্যানপ্রবৃত্তস্য মে প্রার্থনা। মনোহি-ইন্দ্রিয়ানুগ্রহং সৎ বিষয়ং প্রকাশয়তি অতঃ সবিতা জগৎপ্রসবকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ তত্ত্বায় তত্ত্বং লব্ধুম্ প্রথমম্ আদৌ মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ং ধিয়ঃ বাহ্যবিষয়জ্ঞানাৎ যুঞ্জানঃ তস্মিন্ যোজয়ন্ অগ্নেঃ অগ্নিশব্দ ইতরাসামপি অনুগ্রাহকদেবতানামুপলক্ষকঃ, অতোঽনুগ্রাহকদেবতাসহিতস্য অগ্নেরিত্যর্থঃ, জ্যোতিঃ বস্তুপ্রকাশনশক্তিং নিচায্য দৃষ্ট্বা তৎ পৃথিব্যা

অধি পার্থিবে অস্মিন্ শরীরে জড়ে ইতি যাবৎ, আভরৎ আহরতু ছান্দসোলোটিলেট্ প্রয়োগঃ। সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ, অগ্নেঃ প্রকাশন-শক্তির্জগৎপ্রসবিতুঃ পরমাত্মনোঽধীনা, তাঞ্চ পরমাত্মনঃ শক্তিং বিনা জড়-দেহমধ্যে হৃদয়ে কথং পরমাত্মনঃ প্রকাশঃ স্যাৎ ইত্যতোঽগ্নের্জ্যোতিঃ ভগবৎকৃপাবলেন সংগৃহ্য তত্র সংযোজয়তু ইন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ বহির্বিষয়-প্রকাশনসামর্থ্যং তেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য অন্তর্যোজয়তু ইতি সমুদিতার্থঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বাধ্যায়ে পরমাত্মদর্শনের উপায়স্বরূপে ধ্যানের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ ধ্যানের সাধন বলিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে সবিতা অর্থাৎ জগৎ-প্রসবকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শ্রুতি এই অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র সহায়। জগতে সূর্য্য বা অগ্নিতে যে প্রকাশ-সামর্থ্য দেখা যায়, তাহারও মূল পরমেশ্বর। শ্রুতিতেও পাই,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" জীব সূর্য্যাদির সাহায্যেই জড়ের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকে। অবশ্য জীবের সত্তায়ও প্রকাশকেন্দ্র আছে। তবে বদ্ধাবস্থায় উহা স্থুল ও সূক্ষ্মাবরণে আবৃত। পরমেশ্বরধ্যানের দ্বারাই ঐ আবরণ শিথিল হয়। কিন্তু ধ্যানের প্রধান উপকরণ একাগ্রতা অর্থাৎ ধ্যেয়ের প্রতি মনের অবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগ। উহা পরমেশ্বর—যিনি জগৎ-প্রকাশক তাঁহার কৃপা ব্যতীত সম্ভব নহে। সেইজন্য তাঁহার নিকট কাতর প্রার্থনা। তিনি যদি আমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমাদের চিত্ত পরমাত্মাতে সংযোজিত হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহার অনুগ্রহ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার অনুগ্রহেই আমাদের মন, বুদ্ধি, এমন কি, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি

নিগৃহীত হইয়া অর্থাৎ বহির্ম্মুখভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখ হইতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারি এবং তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ধামেও আশ্রয় পাইতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধ্রুব-স্তবে পাই,—

"যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥
একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্‌গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্বিভাসি॥" (ভাঃ ৪।৯।৬-৭)

অর্থাৎ শ্রীধ্রুব কহিলেন,—যে পুরুষ চক্ষুরাদি—নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, সুতরাং যিনি আমার অন্তঃকরণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার প্রসুপ্ত বাক্‌শক্তি এবং হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, আপনি সেই ভগবান্ অন্তর্য্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার।

হে ভগবন্, একমাত্র আপনিই আপনার বিচিত্র গুণশালিনী মায়ার দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং একই অগ্নি যেমন বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিই উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"ভগবদ্দত্তবেদার্থজ্ঞানস্তুষ্টাব যৎ ধ্রুবঃ। বেদার্থো হি স এবেতি নাত্র সংশেরতে বুধাঃ। অকস্মাদেব স্বীয়বাগাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবদুন্মুখভাবমালক্ষ্য এষামীদৃশমপ্রাকৃতত্বং শ্রীভগবৎকৃতমিতি জানন্ স্বস্মিন্ ভগবতো নিরুপমাং নিরুপাধিকাং তাং কৃপামেব সাক্ষাদনুভবন্নিতি বিস্ময়েন নমস্যতি—য ইতি। স্বেন ধাম্না চিচ্ছক্ত্যা ইমাং মম তদ্দাসস্য বাচং ত্বৎস্বরূপগুণলীলাদিকমেব বর্ণয়িত্রীং প্রসুপ্তাং এতাবৎকালপর্য্যন্তং শয়িতামিব স্থিতাং মৃতামিব সংজীবয়তি যা তু স্বীয়ান্নপানাদি প্রাকৃতভোগবার্ত্তাং বিষয়ীকুর্ব্বতী জাগ্রত্যেব বাগাসীৎ তামত আরভ্য শায়য়তিস্ম নাশয়তি স্মৈবেতিভাবঃ। ন কেবলং বাগিন্দ্রিয়মেব অপিত্বন্যান্..." ॥১॥

শ্রুতিঃ—যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—বয়ং (ভগবল্লাভেচ্ছু আমরা) দেবস্য (লীলাময় পরমদেব) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের) সবে (অনুমতি হইলে, অনুগ্রহ পাইলে) যুক্তেন (পরমাত্মায় সংযোজিত) মনসা (মন দ্বারা) স্বর্গেয়ায় (ভগবল্লোক-প্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের হেতুভূত ধ্যান কার্য্যের জন্য) শক্ত্যা (শক্তি-অনুসারে) [প্রযতামহে—চেষ্টা করিব, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে, সেইজন্য এই প্রার্থনা] ॥২॥

অনুবাদ—যেহেতু সাধক তত্ত্বলাভের জন্য ভগবানের সাহায্যে শক্তি-অনুসারে মনের দ্বারা ধ্যান করিতে পারিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে, সেইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু আমরা সেই প্রকাশময় ভগবানের প্রসাদক্রমে পরমাত্মায় সংযোজিত মন দ্বারা পরমাত্ম-লাভের হেতুভূত

ধ্যান-কার্য্যে যথাশক্তি প্রযত্ন করিতেছি। তাঁহার অনুগ্রহ হইলে পরমানন্দস্বরূপ তল্লোক-প্রাপ্তি ধ্যানদ্বারা হইয়া থাকে সেজন্য তাঁহাতে তাঁহার দ্বারাই সংযোজিত মন দ্বারা আমরা যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছি ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সবিতুঃ প্রেরকস্য পরমাত্মনঃ সবে অনুজ্ঞায়াং সত্যাং যুক্তেন মনসা আত্মপ্রবণেন চেতসা যুক্তা বয়ং সুবর্গশব্দিত-ভগবল্লোকসাধনায় পরমাত্মনিদিধ্যাসাখ্যক্রমেণ শক্ত্যা যুক্তা ভবেম ইত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমাত্মনি মনঃ সংযোজনম্ তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ তচ্চ তদনুগ্রহং বিনা ন সম্ভবতি অত ইয়ং ভগবজ্-জিজ্ঞাসূনাং ভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা যুক্তেনেত্যাদিনা বয়ং ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ দেবস্য দ্যোতনশীলস্য সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তিনঃ পরমেশ্বরস্য সবে অনুমত্যাং সত্যাং অনুগ্রহে সতীত্যর্থঃ যুক্তেন পরমাত্মনি সংযোজিতেন মনসা অন্তরিন্দ্রিয়েণ, সুবর্গেয়ায় স্বর্গেয়ায় ইয়াদিপূরণ ইতি ছন্দঃশাস্ত্রনিয়মাৎ ছন্দোঽনুরোধাৎ স্বঃ পদে বকারস্য উবাদেশঃ, এয় ইতি আপূর্ব্বক ইণ্ ধাতোঃ গত্যর্থকস্য ভাবে অচি রূপম্ স্বর্গস্বরূপঃ অত্র পরমাত্মা তৎ-প্রকরণাৎ তস্যৈব সুখরূপত্বাৎ তথাচোক্তং 'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভিলাষোপনীতং যৎতৎ সুখং স্বঃপদাস্পদমি'তি। শ্রুতিরপি 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'। এবঞ্চ পরমাত্মপ্রাপ্তিহেতুভূতায় তদ্ধ্যানকর্ম্মণে শক্ত্যা শক্ত্যনুসারেণ প্রযতামহে ইতি শেষঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মায় মনঃসংযোগ করিতে হইলে সবিতার অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন। তাঁহারই অনুজ্ঞায় অর্থাৎ

আদেশে আমাদের মনঃ তাঁহাতে সংযোজিত হইয়াছে, সেকারণ আমরা তৎপ্রবণ মনের দ্বারা তাঁহার ধ্যান করিতে আমাদের শক্ত্যনুসারে যত্নবান্ হইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অহং হরে তব পাদৈকমূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগু´ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥"
(ভাঃ ৬।১১।২৪)

অর্থাৎ হে হরে! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব? আমার মন যেন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্শক্তি যেন তোমারই গুণ কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥২॥

**শ্রুতিঃ—যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্য্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—সবিতা (জগৎ-প্রসবিতা সবিতৃ দেব পরমেশ্বর) সুবঃ (স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি) যতঃ (গমনকারী) দেবান্ (ইন্দ্রিয়গুলিকে) মনসা (মনের সাহায্যে) যুক্ত্বায় (পরমেশ্বরে যোজনা করিয়া) ধিয়া (সম্যক্দর্শন দ্বারা অর্থাৎ সম্যক্-উপাসনারূপ জ্ঞানের দ্বারা) দিবং (দ্যোতনস্বভাব প্রকাশাত্মা) বৃহৎ (পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) জ্যোতিঃ (প্রকাশ) করিষ্যতঃ (যাঁহারা করিবেন অর্থাৎ পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মের আবির্ভাব সাধন করিবেন) তান্ (সেই দেবগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে) প্রসুবাতি (অনুমতি করুন, প্রেরণা দিউন) ॥৩॥

অনুবাদ—পুনরায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সহিত তাঁহাতে যোজনা করুন, যে ইন্দ্রিয়গুলি শব্দাদি বাহ্যবিষয় ছাড়িয়া পূর্ণানন্দময় পরমেশ্বরপ্রবণ হইতেছে তাহাদিগকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া যাহাতে তাহারা বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ সম্যক্‌দর্শনদ্বারা পরমচৈতন্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে, সেইরূপভাবে তাহাদিগকে প্রেরণা দিউন। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় ছাড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান-সাহায্যে পূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ লাভে সমর্থ হউক ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মা প্রণিপাতমাত্রেণ কথমনুজ্ঞাং প্রযচ্ছে-দিতি আশঙ্ক্য ভগবদন্তরঙ্গভূতবিষ্বক্‌সেনাখ্যাচার্য্যপ্রণামপূর্ব্বকং ভগবৎ-প্রাপ্তৌ যতমানামনুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি ইত্যাহ—

স্বুবঃ স্বর্গলোকং গতান্ দেবান্ পূর্ব্বাচার্য্যান্ মনসা যুক্ত্বায় মনসা যুক্ত্বায় প্রণম্যেতি যাবৎ দিবং দ্যোতমানং নিরতিশয়বৃহত্ত্বযুক্তং পরমাত্মানং (পরমাত্মরূপং পাঠান্তরম্) জ্যোতিঃ ধিয়া উপাসনরূপজ্ঞানেন করিষ্যতঃ বিষয়ীকরিষ্যতঃ ধ্যাতুং প্রবৃত্তানীতি যাবৎ, তান্ মুমুক্ষূন্ সবিতা প্রেরকঃ পরমাত্মা প্রসুবাতি অনুজানাতীত্যর্থঃ ইতি বয়ং মন্যা-মহে ইতি শেষঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি তত্ত্বপ্রকাশনলাভার্থং জগৎপ্রসবিতা প্রার্থ্যতে যুক্ত্বায়েতি সবিতা পরমেশ্বরঃ তান্ দেবান্ ইন্দ্রিয়াণি প্রসুবাতি অনুজানাতু ব্যত্যয়েন লট্, কীদৃশান্ তান্ স্বুবঃ স্বঃ দ্বিতীয়ৈকবচনান্তম্ অব্যয়ত্বাল্লুক্, পরমানন্দং পরব্রহ্ম, যতঃ গচ্ছতঃ তদভিমুখান্ ইত্যর্থঃ নতু শব্দাদিবিষয়প্রবণান্ ইণ্ ধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়াৎ দ্বিতীয়া বহুবচনে সিদ্ধম্, মনসা যুক্ত্বায় যোজয়িত্বা ছান্দসো যকারাগমঃ, ধিয়া উপাসনারূপ-বুদ্ধ্যা

সম্যগ্ দর্শনেনেতি যাবৎ, দিবম্ দ্যোতনশীলং, বৃহৎ মহৎ ব্রহ্ম পরমেশ্বরম্ জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ আবিষ্করিষ্যতঃ দ্বিতীয়াবহুবচনান্তম্, তান্ দেবান্ প্রসুবাতীত্যন্বয়ঃ যথা ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যো নিবৃত্ত্য মনসা সহ পরমেশ্বরাভিমুখানি স্যুঃ তথা তানি পরমাত্মনি যোজয়িত্বা বুদ্ধ্যা পরমাত্মপ্রকাশমেব যথা কুর্য্যুস্তথা ভগবান্ অনুজানাত্বিতি ভাবঃ ।৩।

তত্ত্বকণা—জগতের উৎপত্তিকারী পরমেশ্বর মন এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে অথবা ইন্দ্রিয় সমূহকে বৈকুণ্ঠলোকে বিচরণকারী দিব্য দ্যোতনস্বভাবশালী পরমচৈতন্য একরস বৃহৎ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন—ইহাই সাধকের প্রার্থনা। শ্রীভগবান্ ইন্দ্রিয়ের মত তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবগণেরও অধিষ্ঠাতা। তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়াই দেবগণ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ের পরিচালন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবান্ অনুগ্রহ করিলেই মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যবিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মপ্রবণ হইতে পারে। ভগবদাজ্ঞায় দেবগণও ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের দিকে যোজনা করিয়া ভগবদ্ধামে গমনের যোগ্য করিবেন।

সাধারণতঃ স্বর্গশব্দে প্রাকৃত স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোককে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাসিত বা প্রার্থিত স্বর্গলোক অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধামকেই বুঝাইয়া দিতেছে।

জীব সাধকদেহে অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরে অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ নহে। সিদ্ধদেহেই তথায় গমন হইয়া থাকে। এবং ঐ সিদ্ধদেহে স্বপ্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্যক্ প্রকারে সাক্ষাৎকার হয়। আন্তর সাক্ষাৎকার সাধকদেহেও হইয়া থাকে। একমাত্র শ্রীভগবানের প্রকটকালেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন সাধকদেহেও হইতে পারে। সম্যক্ প্রকারে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সিদ্ধদেহের

প্রয়োজন এবং সিদ্ধদেহে সাক্ষাৎকারের ফলে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। সাধকদেহে থাকিয়া ভগবদনুগ্রহে মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় সাধন করিতে করিতেই সিদ্ধদেহ পাওয়া যায়। ভগবদনুগ্রহে প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মনে সংযোজন পূর্ব্বক শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধদেহের অনুধ্যানেই সিদ্ধদেহ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—
"সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধিতে পাইবে তাহা।"

শ্রীভগবান্ সাধকের ভজনে সন্তুষ্ট হইয়া সাধকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক দেবগণও উক্ত কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকেন। সেইজন্যই সাধকের শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধকের ইন্দ্রিয় সমূহকে তাঁহার ভাবনায় উন্মুখ করিয়া দিউন, যাহার ফলে সাধক ক্রমশঃ সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিবার যোগ্য হইবে।

ভগবদনুগ্রহ-লাভের দৃষ্টান্ত—শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥" (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের স্তবেও পাই,—

শ্রীঅগ্নিরুবাচ,—

"যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥"

শ্রীদেবা উচুঃ—

"পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ।"

(ভাঃ ৪।৭।৪১-৪২)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।"

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৯২-১৯৩) ।৩।

শ্রুতিঃ—যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো-
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনা বিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[যে] বিপ্রাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) মনঃ যুঞ্জতে (বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমাত্মায় মনঃ যোজনা করেন) উত (এবং) ধিয়ঃ (বুদ্ধির বৃত্তিস্বরূপ অন্যান্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে)

যুঞ্জতে (তাঁহাতে সংযোজিত করেন) [তৈঃ—তাঁহাদের কর্ত্তৃক] বিপ্রস্য (বিশেষরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত) বৃহতঃ (মহৎ—সর্ব্বাধিক) বিপশ্চিতঃ (সর্ব্বজ্ঞ) সবিতুঃ (সকলের উৎপাদক) দেবস্য (দ্যোতনশীল পরমাত্মার) মহী (মহতী) পরিষ্টুতিঃ (আরাধনা) [কর্ত্তব্য]। [কেন না] বয়ুনাবিৎ (জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা সর্ব্ববিৎ) এক ইৎ (এক সবিতাই) হোত্রাঃ (দেবতাদিগের অথবা পরমাত্মার আহ্বানকারিণী ক্রিয়া—যাগযজ্ঞাদি ও স্তুতিনিচয়) বিদধে (বিধান করিয়াছেন) [তাঁহার আরাধনা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য] ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি আমাদের অনুগ্রহ করিতেছেন জগৎপ্রকাশক সেই সবিতৃদেবের স্তুতি বিশেষরূপে করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন—যে সকল ব্রাহ্মণ নিজ নিজ মনকে সেই সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মায় যোজনা করেন এবং জ্ঞানের হেতুভূত ইন্দ্রিয়গুলিকেও তাঁহাতে সন্নিবেশিত করেন, তাঁহারা এইভাবে সেই বিশ্বব্যাপক মহান্ সর্ব্বদর্শী পরম চৈতন্যময়ের আরাধনা করিবেন, কারণ তিনিই প্রজ্ঞা চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বদর্শী, হোমাদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, তিনিই পরমাত্মা তাঁহার উপাসনা করিলেই অনুগ্রহ লাভ হইবে, সেই উপাসনার উপায় তাঁহাতে মন সংযোজিত করা এবং জ্ঞানকরণ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া. তাঁহাতে সংযোজিত করা, এইরূপ করিতে হইলেই সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আবশ্যক ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মনি মনোযোগস্তৎসমারাধনং কর্ম্ম যুগপদেব ভবতীত্যাহ।

'বিপ্রো বিপ্রত্বং গচ্ছতে তত্ত্বদর্শী'ত্যুক্তরীত্যা বিপ্রাস্তত্ত্বদর্শিনঃ পরমাত্মনি মনো নিযুঞ্জতে যোজয়ন্তি ধিয়ঃ ধ্যানানি চ যোজয়ন্তি বিপ্রস্য তু প্রা পূরণে পূর্ণস্য, বৃহতঃ গুণৈর্বৃংহত্বাশ্রয়স্য, বিপশ্চিতঃ

সর্ব্বজ্ঞস্য মহীদেবস্য মহ্যা ভূম্যা সমেতস্য দেবস্য শ্রীভূমিসমেতস্য সবিতুঃ প্রেরকস্য বয়ুনং জ্ঞানং বয়ুনাবিদিতি তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি মহিমবিদিত্যর্থঃ তদাশ্রয় এক ইৎ এক এব পরিষ্টুতিঃ ছান্দসং স্তবস্তং পরিচর্য্যা ইতি যাবৎ হোত্রা ঋত্বিগ্‌ভির্মন্ত্রেণেতি বার্থঃ বিদধে কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মস্বরূপবিদেব তৎপরিচর্য্যাকারী, তেন কৃতমেব ভগবৎপরিচরণং ভগবৎপ্রীণনং ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতশ্চ পরমেশ্বরস্য মহতী আরাধনা পরমানন্দময়স্য তস্যাবিষ্কর্ত্তুং কর্ত্তব্যেত্যাহ—যুঞ্জত ইতি—যুঞ্জত ইতি যে বিপ্রাঃ পরমাত্মনি মনঃ যুঞ্জতে যোজয়ন্তি, উত তথা সমুচ্চয়ার্থে অব্যয়ম্, ধিয়ঃ অন্যান্যপি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি যুঞ্জতে তৈর্বিপ্রৈঃ বিপ্রস্য বিশেষেণ ব্যাপকস্য বৃহতঃ মহতো বিপশ্চিতঃ সর্ব্বদর্শিনঃ সবিতুঃ পরমাত্মনঃ দেবস্য চিদাত্মনঃ মহী মহতী পরিষ্টুতিঃ আরাধনা কর্ত্তব্যা। কীদৃশঃ দেবঃ? বয়ুনা জ্ঞানচক্ষুষা বিদ্ দ্রষ্টা সাক্ষীভূতঃ একোঽদ্বিতীয়ঃ সবিতা ইৎ এব অবধারণার্থকমব্যয়ম্। হোত্রাঃ হবনাত্মিকাঃ ক্রিয়াঃ যজ্ঞাত্যনুষ্ঠানানি ইত্যর্থঃ বিদধে সম্পাদয়ামাস, সবিতৈব প্রজ্ঞাদৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণানাং যজ্ঞাদিক্রিয়াঃ প্রজ্ঞাবলেন সম্পাদয়তি ন খলু ইন্দ্রাদয়ো হোমদেবতাঃ কিন্তু সর্ব্বসাক্ষী স পরমাত্মৈব ইন্দ্রাদীনামাত্মভূতঃ স এক এব সর্ব্বব্যাপী তস্য পরিষ্টুতিঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের সমস্ত পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে—ইহাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমস্ত বস্তুর মূলতঃ উৎপাদক ও প্রকাশক স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর। তাঁহারই শক্তিতে তদ্ বিভূতিস্বরূপ সূর্য্যের প্রকাশন-শক্তি। সেইজন্য মনঃ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইলে সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সাহায্যার্থে তাঁহার স্তব করা কর্ত্তব্য। ইহাই

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। মূল সবিতা—স্বয়ং পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, কারণ তিনি নিখিল জগৎকে প্রসব করিয়া আশ্রয়স্বরূপে সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিনি মহান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সাক্ষিস্বরূপে সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামিস্বরূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্। তাঁহারই প্রজ্ঞাবলে জীবের সমস্ত কার্য্য প্রতিভাসিত হয় এবং তিনিই ঐ সকল ক্রিয়ার নিয়ামক বিধাতা। দেবগণও তাঁহার অধীন ও তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং দেবগণের যে শক্তি পরিলক্ষিত হয়, উহাও সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরেরই শক্তি। পরমেশ্বর সাধকের প্রতি প্রসন্ন থাকিলে দেবতারাও প্রসন্ন হইয়া সাধকের ইন্দ্রিয়বর্গকে ভগবদুন্মুখী করিয়া পরিচালনা করেন। তাই শাস্ত্রে পাই,—"যস্মিন্ প্রীতে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" সেইজন্য মনঃ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগৃহীত করিয়া ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিতে হইলে অন্তর্য্যামী সাক্ষিস্বরূপ সবিতার অনুগ্রহ আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্ল্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥ (ভাঃ ৩।১৩।৪৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

"হরিভক্তি আছে যার, সর্ব্ব দেব বন্ধু তার,
ভক্ত জেনে তারে করেন আদর ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি-
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে ইন্দ্রিয়বর্গ ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ!] বাং (তোমাদিগের স্বামী) পূর্ব্ব্যং (আদিপুরুষ—সনাতন) ব্রহ্ম (পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাকে) নমোভিঃ (আত্মসমর্পণরূপ নমস্কারাদি দ্বারা ও চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা) যুজে (যুক্ত করিতেছি অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি) [অথবা অর্থান্তর এইরূপ—হে আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহাদের পরিচালক দেবগণ! তোমাদিগকে তোমাদের কারণভূত পরমেশ্বরে চিত্তপ্রণিধান ও আত্মসমর্পণ প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত করিতেছি, সমাহিত করিতেছি। কি উদ্দেশ্যে পরব্রহ্মে তোমাদিগকে যোজিত করিতেছি? তাহা বলিতেছেন, সেই—] বিশ্লোকঃ (বিশেষরূপে স্তবনীয় পরমেশ্বর) সূরেঃ (শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের অর্থাৎ সাধু পুরুষের) পথি এব (সাধন পথেই) এতু (আসুন অর্থাৎ উদিত হউন), [অতঃপর প্রার্থনা জানাইতেছেন] অমৃতস্য (সনাতন পরব্রহ্মের) বিশ্বে পুত্রাঃ (সমস্ত পুত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন পুত্রগণ) শৃণ্বন্তু (শ্রবণ করুন, আমার এই প্রার্থনা বাক্যে অবধান করুন) [কে তাঁহারা?] যে (যাঁহারা) দিব্যানি (দিব্য) ধামানি (ধামে) আ তস্থুঃ (অধিষ্ঠান করিয়া আছেন) ॥৫॥

অনুবাদ—ভগবৎসেবাপরায়ণ মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের নিকট ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হন; সেইজন্য প্রার্থনা হইতেছে—হে ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহাদের পরিচালক দেবগণ! তোমাদের নিকট প্রকাশ্য তোমাদের স্বামী সেই শাশ্বত পরব্রহ্মকে আমি একাগ্র মনে ধ্যান করিতেছি। বিশেষরূপে ধ্যেয় সেই ভগবান্ আমার ধ্যানের পথে উদিত হউন।

হে ব্রহ্মের পুত্রগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যাঁহারা দিব্যধামে অবস্থান করিতেছেন এবং পরব্রহ্মের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকাশন-শক্তি লইয়া যাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়ের পরিচালন ভার লইয়া আছেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে আমার ধ্যানের পথে আবির্ভূত হইবার আনুকূল্য করুন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দিব্যস্থানস্থিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রাঃ মৎপ্রার্থনাং শৃণ্বন্তু নিত্যসূরিকর্ত্তৃকস্তুতিপথাদনপেতত্বেন বাং পূর্ব্ব্যং বঃ পূর্ব্ব্যমিত্যর্থঃ বচনব্যত্যয়ঃ ছান্দসঃ তাদৃশং ব্রহ্ম যথা প্রাপ্নোতি এবং যুজে যোগায় ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ সমাদধে ময়া কৃতঃ বিশ্লোকঃ স্তোত্ররূপ এতু প্রাপ্নোতু নিত্যসূরিকৃতাং তাং স্তুতিং যথা ভগবানঙ্গীকরোতি এবং অঙ্গীকরোত্বিত্যর্থঃ। ততশ্চ যোগপ্রবৃত্তেঃ প্রাক্ ভগবতঃ স্তুতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরব্রহ্মলাভার্থম্ মনঃ প্রভৃতীনামিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃদেবানাঞ্চ ব্রহ্মণি নিয়োগং বর্ণয়ন্ প্রার্থয়তে হে করণতদনু-গ্রাহকৌ! করণানি মনঃপ্রভৃতীনি, একাদশেন্দ্রিয়াণাং তদনুগ্রাহ-কাণাং ক্রিয়াশক্তি-সম্পাদকানাং অধিষ্ঠাতারো দেবাশ্চ! বাং যুবয়োঃ প্রকাশিতং পূর্ব্ব্যং যুষ্মৎকারণীভূতং শাশ্বতং পরব্রহ্ম পরমাত্মানং যুজে সমাদধে, সর্ব্বেষাং ধাতূনাং ভৌবাদিকত্বাঙ্গীকারাৎ ন শ্নম্ বিকরণম্। কেন প্রকারেণ যোগ ইত্যাহ নমোভিঃ আত্মসমর্পণ-চিত্তপ্রণিধানাদি-ভির্ব্যাপারৈঃ অতএব বহুবচনোক্তিঃ। অথবা ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বাং যুজে যোজয়ামি যেন বিশ্লোকঃ বিশেষেণ কীর্ত্তয়িতব্যঃ স্তব্যঃ পরমাত্মা সূরেঃ তত্ত্বজ্ঞস্য মম পথি ধ্যান-বিষয়ে এতু আগচ্ছতু উদেতু। অথ ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহকান্ প্রতি প্রার্থনাবাক্যং হে অমৃতস্য পুত্রাঃ! নিত্যস্য ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ শৃণ্বন্তু মম প্রার্থনামবধারয়ন্তু, কে তে? যে দিব্যানি

দ্যোতনাত্মকানি ধামানি স্থানানি তেজাংসি বা আতস্থুঃ অধিষ্ঠিতাঃ। দেবা মম ইন্দ্রিয়াণি তথা প্রেরয়ন্তু যথা ব্রহ্ম মে ধ্যান-বিষয়ো ভবেদিতি ভাবঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশকস্বরূপ হইয়াও প্রকাশস্বরূপ। মানবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক—পরিচালক দেবগণের সহায়তায় ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম নিজে কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারে নিজেকে প্রকাশ করুন, আমি তাঁহার সেই প্রকাশ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক ধ্যান করিতেছি। সেই ধ্যেয় বস্তু কৃপাপূর্ব্বক আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইয়াও আমার হৃদ্দেশে আবির্ভূত হউন। আমি সাধু পথে অর্থাৎ পূর্ব্ব সূরিগণের অনুসরণে তাঁহার স্তব করিতেছি। হে দিব্যধাম-নিবাসী ব্রহ্মের পুত্রগণ, আপনারা আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন এবং আনুকূল্য করুন। শ্রীভগবানের কৃপায় ইন্দ্রিয়গণ ভজনানুকূল হইলে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণকে শ্রীহরিভজনের অনুকূলে পাইবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে ;
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ।
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ ॥

অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥" (ভাঃ ১০।৮০।৩-৪)

গুহ্যকদ্বয়ের প্রার্থনা—

"বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥" (ভাঃ ১০।১০।৩৮)

ভাগবতপ্রবর মহারাজ অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজনের আদর্শেও পাওয়া যায়,—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে……যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥" (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

হরিভজন বিহীন ইন্দ্রিয়গণ যে বৃথা, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"বিলে বতোরুবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।……ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যো ॥ (ভাঃ ২।৩।২০-২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥" ইত্যাদি
(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৩১-৩৪)

শ্রীসূত গোস্বামীর বাক্যে পাই,—

"ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে ॥"
(ভাঃ ২।৪।১১)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকমিতি,—মদ্বাচি স এব স্থিত্বা প্রতিবদত্বিত্যভিপ্রায়েণ। প্রচক্রমে—দেবতা-গুরু-নমস্কারপূর্ব্বকমুপক্রমং কৃতবানিত্যর্থঃ" ॥

শ্রীশুকবাক্যেও পাই,—

"যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যান-সমাধি-ধৌতয়া
ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং
স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥" (ভাঃ ২।৪।২১)

অর্থাৎ একমাত্র যাঁহার শ্রীচরণকমলের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ সমাধিদ্বারা বুদ্ধি শোধিত হইলে অর্থাৎ মনোধর্ম্ম নির্ম্মুক্ত হইলে সূরিগণ নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্য-বলে স্ব-স্ব-রুচি-অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপকে সাকার ও নিরাকার, জীব স্বরূপকে অণুপ্রমাণ বা সর্ব্বগত, বিশ্বকে মিথ্যা, সত্য বা নিত্য যাহা কিছু যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা সকলই মনোধর্ম্ম, কারণ তাঁহাদের বুদ্ধি ঈশাশ্রয়া নহে বলিয়া শোধিত হয় নাই। অতএব তাঁহারা শ্রীভগবানের তত্ত্ব দর্শন করিতে পারেন না। সেই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সেবনোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে যে শ্রীভগবানের প্রকাশ হয়, তাহা শ্রীল রূপপাদ-বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও পাই,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

অর্থাৎ অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—যত্র (যে পুরুষে অথবা যে হৃদয়ে) অগ্নিঃ (অবিদ্যাদির দাহক, তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা) অভিমথ্যতে (পূর্ব্বোক্ত ধ্যান-নির্ম্মন্থন দ্বারা অভিব্যক্ত হন) যত্র (যাহাতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে ধ্যান করিবার অঙ্গরূপে) বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অধিরুধ্যতে (অধিকভাবে পূরক-কুম্ভক-রেচকাত্মক প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ করা হয়) যত্র (যাহাতে) সোমঃ (মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেবযুক্ত মন) অতিরিচ্যতে (সংস্কৃত হয় অর্থাৎ অনেক জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়ার্থ অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা সোম অর্থাৎ মন পবিত্র হইয়া অধিক প্রকাশ পান) তত্র (সেই পুরুষে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবদর্পণসহকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সমাধিদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিতে) মনঃ (মন ভগবদভিমুখী হইয়া) সঞ্জায়তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥৬॥

অনুবাদ—যে পুরুষে অরণিকাষ্ঠ মথনদ্বারা অগ্নির মত দেহ-মধ্যে হৃদয়ে প্রণবের মন্থনে পরমাত্মজ্যোতিঃ মথিত হয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়, ধ্যানের জন্য রেচক, কুম্ভক, পূরক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে মনের বিশুদ্ধিবশতঃ অধিষ্ঠাতা সোমদেবতা সর্ব্বাতিরেকিণী হইয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তিতে ভগবৎকৃপায় গোবিন্দাভিমুখী রতি জন্মিয়া থাকে। কথিত আছে—শত শত জন্মে

অর্জ্জিত তপস্যা, জ্ঞান, শম-দম প্রভৃতি দ্বারা ক্ষীণপাপ ব্যক্তিদেরই শ্রীকৃষ্ণকৃপায় তাঁহাতে ভক্তি জন্মে। অতএব প্রথমে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, পরে প্রাণায়ামাদি সাহায্যে চিত্তের একাগ্রতা-সাধন, শেষে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণববাচ্য অর্থের সাধনের ফলে ভগবৎকৃপায় কৃতকৃত্যতা লাভ হইবে ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগমারভমানস্য শীতোষ্ণদেশঃ পরিহর্ত্তব্য ইত্যাহ।

অভিমথ্যতে অভিতো নিবার্য্যতে, অধিরুধ্যতে বায়ুর্যত্র ন বাতি ইত্যর্থঃ, সোমশব্দেন হিমো লক্ষ্যতে অতিশয়েন রিচ্যতে নিরস্যতে তত্র মনঃ প্রত্যক্‌প্রবণং জায়তে ইত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বু কথমিয়ং প্রার্থনা, গোবিন্দে প্রবৃত্ত্যর্থমিত্যাহ—তথাহ্যুক্তং 'প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদি'তি শ্রুতিঃ। 'অনেক-জন্ম-সংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। তৎক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতি'রিতি স্মৃত্যা "স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ"ইতি পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যা চ তৎপুরুষস্য প্রকাশোপায়দর্শনাৎ। অত আহ—'অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে' ইতি যত্র পুরুষে অগ্নিঃ অগ্নিরিবারণিমথনেন পরমাত্মা অভিমথ্যতে প্রকাশ্যতে। যত্র পুরুষে বায়ুঃ প্রাণবায়ুঃ অধি আধিক্যেন রুধ্যতে পূরক-কুম্ভক-রেচকপ্রকারৈঃ নিরুধ্যতে, যত্র পুরুষে সোমঃ চন্দ্রঃ মন ইত্যর্থঃ 'চন্দ্রমা মনসো জাত' ইতি শ্রুতেঃ কার্য্যকারণয়োরভেদাৎ, অতিরিচ্যতে মনঃ সর্ব্বাধিকং ভবতি বিশুদ্ধং ভবতি তস্মিন্ ভগবদর্পিত-নিষ্কামভাবেনানুষ্ঠিতযজ্ঞদানতপস্যাপ্রাণায়ামসমাধিবিশুদ্ধান্তঃকরণে পুরুষে,

মনঃ গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ সঞ্জায়তে উৎপদ্যতে প্রবর্ত্তত ইতি যাবৎ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মনকে পরব্রহ্মে সংযোগার্থ সবিতা অর্থাৎ জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয় এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহাতে সংযোজিত হয়। কিন্তু তদভাবে যিনি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহার কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। তাহার ফলে তিনি হোমসাধন অগ্নির প্রজ্বালন, বায়ুর নিরোধ, এবং সোমের বর্দ্ধনাদিতেই প্রবৃত্তি লাভ করেন। এইভাবে শত শত জন্মাদি ধরিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণের ফলে জন্মার্জ্জিত পাপ দূরীভূত হওয়ার পর নিষ্কাম-ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিত হইলে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ঘটে, তৎপরে ভগবৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ এবং ভগবত্তত্ত্বে রতির উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥"
(ভাঃ ১১।১৪।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥" (ভাঃ ১।২।১৩)

আরও পাই,—

"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ।" (ভাঃ ১।৫।২২)

শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য্য বলেন যে, যোগারম্ভকারী সাধকের পক্ষে শীতপ্রধান এবং উষ্ণপ্রধান দেশ পরিহার করা উচিত; কারণ সে-স্থলে দেহের ক্লেশের দিকেই মন প্রধাবিত হয় বলিয়া মন স্থিরভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না ।৬।

শ্রুতিঃ—সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যম্ ।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[যেহেতু সবিতার অনুগ্রহলাভ না করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত লোকের কষ্টই হয়, সেইজন্য] প্রসবেন (জগৎ-প্রসবিতা) সবিত্রা (সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মার সাহায্যে) পূর্ব্ব্যং (জগতের আদি-কারণ ও প্রলয়কালেও যিনি বর্ত্তমান) ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে) জুষেত (সেবা করিবে, উপাসনা করিবে) তত্র (সেই পরব্রহ্মে অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে) যোনিং (উপায়—সমাধিনিষ্ঠা) কৃণ্বসে (অনুষ্ঠান কর) [তাহার ফলে] তে (যোগী—তোমার) পূর্ব্বম্ (পূর্ব্ব শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম) ন হি অক্ষিপৎ (একেবারেই ক্ষেপ করিবে না অর্থাৎ সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে না) ।৭।

অনুবাদ—জগৎ-প্রসবিতা সবিতা অর্থাৎ পরমাত্মার অনুগ্রহ ব্যতীত পুরুষের ভোগজনক কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য জগৎ-সৃষ্টিকারী সেই সবিতা—পরমাত্মার প্রেরণায় জগতের আদিকারণ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, তাঁহার উপাসনা কর, সেই পরব্রহ্মে সমাধি স্থাপন কর, তাহার ফলে তোমার পূর্ব্ব শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-সমূদয় আর বন্ধনের কারণ হইবে না ।৭।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং গুরুপ্রণাম-ভগবৎস্তুতিপ্রসন্নেন সবিত্রা-কৃতেন প্রসবেনানুজ্ঞয়া তদনুজ্ঞাতঃ সন্নিতিযাবৎ এবং পূর্ব্ব্যং পূর্ব্বপৃষ্টং ব্রহ্ম জুষেত ব্রহ্ম সেবেত ধ্যায়েদিতি যাবৎ তত্র পরমাত্মনি যোনিং স্থানং মনস ইতি শেষঃ কৃণ্বসে কুরুষ তথা সতি তে পূর্ত্তিং মনোরথপূর্ত্তিং তদ্ব্রহ্ম নাক্ষিপত্ ন ক্ষিপতি ন নিরস্যতীত্যর্থঃ লড়র্থে লঙ্ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরব্রহ্মোপাসনায়া দ্বারীভূতা সবিতুরুপাসনা ইত্যাহ—সবিত্রেতি—প্রসবেন জগৎপ্রসবিত্রা সবিত্রা সবিতৃদেবেন পর-মাত্মনা প্রেরণয়া পূর্ব্ব্যং জগদাদিভূতং সর্ব্বকারণকারণং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং জুষেত সেবেত উপাসীতেত্যর্থঃ তত্র পরব্রহ্মণি যোনিম্ তল্লাভোপায়ভূতাং নিষ্ঠাং সমাধিমিতি যাবৎ, কৃণ্বসে কুরুষ কৃণ্ব্ ধাতো-র্ণিট্বিকারস্যাকারাদেশে শব্বিষয়ে উপ্রত্যয়ে কৃণুষে ইতি বক্তব্যে ছান্দসো বকারস্যাকারাভাবঃ, শব্ বিকরণঞ্চ। লোটোলট্ ব্যত্যয়ো বহুলমিতি। এবং কৃতে কিং স্যাত্তত্রাহ ন হি তে তব পূর্ব্বং শ্রৌত-স্মার্ত্তং কর্ম্ম অক্ষিপৎ—ক্ষিপেৎ বন্ধকং ভবেৎ। লিঙো লেট্ লঙ্ বা ব্যত্যয়েন। ভক্তিযুক্ত-জ্ঞানাগ্নিনা সবীজস্য কর্ম্মণো দগ্ধত্বাদিতিভাবঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সাধক জীবের সম্বন্ধে সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার অনুগ্রহ একান্ত অপেক্ষণীয়। কারণ তিনি নিজের যে তেজ বা শক্তির দ্বারা সাধন করিবেন, পরমাত্মাই একমাত্র সেই তেজের প্রসবিতা। ঐ তেজের নামান্তর অগ্নি, ঐ অগ্নি মূল-প্রকাশক পদার্থ। উহার সাহায্যেই জীব ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। ঐ অগ্নি হইতে শুচি, পবমান ও পাবক—এই ত্রিবিধ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সৌর অগ্নির নাম শুচি, মথনোদ্ভূত পার্থিব অগ্নির নাম পবমান আর বৈদ্যুতাগ্নির নাম পাবক। যদিও শুচি নামক অগ্নিকে সৌর অগ্নি

বলা হয়, কিন্তু সূর্য্যকে শুচি, পবমান, পাবক—এই ত্রিবিধ অগ্নির আশ্রয় জানিতে হইবে। উক্ত অগ্নিকে আবার সূর্য্যের কিরণভেদে সৌর অগ্নির, হোমাদিক্রিয়াভেদে পার্থিব অগ্নির এবং জীবের অন্তরে ও বাহিরে স্থিত্যাদি ভেদে বৈদ্যুতাগ্নির ভেদ করা হয়। বৈদ্যুতাগ্নির যে অংশ মানবের দেহের মধ্যে অবস্থান করে, উহার নাম বৈশ্বানর। দেহান্তর্গত মূলাধার নামক স্থানই বৈশ্বানর অগ্নির মূল বাসস্থান। শ্বাস বায়ু উহার সখা। সবিতার অনুগ্রহে ঐ অগ্নি বা জ্ঞানরূপ তেজ উদ্দীপ্ত হয়। যাহার দ্বারা কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইলে মানবের আর বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি থাকে না। তখন জীব বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত হয়। ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি উদয় না হইলে জীবের কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। সঞ্চিত কর্ম্ম আবার কূট ও বীজরূপে থাকে। কর্ম্ম-বাসনাই কর্ম্মের কূটাবস্থা, উহাই জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম। বাসনা যখন কায়িক, বাচিক বা মানসিক ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই উহা বীজাবস্থা। উহাই ভবিষ্যৎ ফলের বীজস্বরূপ। ঐ বীজানুসারে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে। আরব্ধ ভোগের অবস্থাকেই প্রারব্ধ বলে। প্রারব্ধ স্থূল-শরীরাপেক্ষী আর বীজ সূক্ষ্ম-শরীরাপেক্ষী এবং কূট কারণ-শরীরাপেক্ষী।

অন্নময় কোষের নাম স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের নাম সূক্ষ্ম শরীর। আর আনন্দময় কোষের নাম কারণ-শরীর। কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয়ের প্রয়োজন। কর্ম্ম দ্বারা স্থূল শরীরের ক্ষয়, জ্ঞান দ্বারা

সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষয় এবং ভক্তির দ্বারা কারণ শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই বাসনার ক্ষয় বা কূট—বাসনার অধিষ্ঠানভূত কারণ শরীরের ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রত্যেক কর্ম্মই আবার দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, একাদশ ইন্দ্রিয়ের (মনের) ও বুদ্ধির চেষ্টারূপ দ্বাদশবিধ চেষ্টা ও দৈব—এই পঞ্চ কারণের অধীন। অতএব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম সম্ভব হয় না। কিন্তু ভক্তি উহাকে ত্যাগ করিয়াও সম্ভব। ভক্তি প্রাকৃত বিষয় নহে, প্রাকৃত পদার্থের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। শুদ্ধ আত্মার নিত্যা বৃত্তিই ভক্তি।

ভক্তি স্বয়ং সুখস্বরূপা। উহা চিন্ময়। ভক্তি প্রাকৃত সুখরূপ না হওয়ায়, উহার উদয় হইলেই আনন্দময় বা কারণ-শরীরেরও ক্ষয় হয়। ভক্তি ব্যতীত নিষ্কামভাব শোভা পায় না। ব্রহ্মজ্ঞানেও কর্ম্মক্ষয়াদিতে বাসনা অপরিহার্য্যা। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিকে এবং সেই অনন্যা ভক্তিলভ্য শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় করিতে পারিলেই জীবের সমুদয় বাসনার সহিত সংসার-ক্ষয়ে প্রকৃত পুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধ হয়। অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহা হয় না।

অতএব এস্থলে শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন যে, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রেরণাদাতা জগৎ-প্রসবিতা পরমাত্মা পরমেশ্বর, যাঁহার তেজে বা শক্তিতে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির তেজ বা শক্তি দেখা যাইতেছে, সেই পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই অনুগ্রহ লাভ কর, তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। ইহার ফলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যাহাই হউক না, তাহা তোমাকে আর সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঈশোপনিষদে পাই,—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি……ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরঃ"। (ঈশো—২)
অন্তিম শ্রুতিতেও পাই,—"অগ্নে নয় সুপথা……নম-উক্তিং বিধেম।"
(ঈশো—১৮)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্" ॥
(ভাঃ ৪।২৯।৪৪)

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি" ॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

আরও পাই,—

"এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥"
(ভাঃ ১।২।২০-২২)

শ্রীপদ্মপুরাণে পাই,—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই,—

"কৈবল্যানঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥" (ভাঃ ৬।২।১৭)

শ্রীসনৎকুমারও শ্রীপৃথুমহারাজকে বলিয়াছেন,—

"যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥" (ভাঃ ৪।২২।৩৯) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সেই সমাধি-প্রকার বলিতেছেন] বিদ্বান্ যোগের প্রক্রিয়াবিদ্ সাধক) ত্রিরুন্নতং (যে শরীরে মধ্যদেশ অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীর, মস্তক ও গ্রীবা তিনটি উন্নত থাকিবে তাদৃশ) শরীরং (শরীরকে) সমং (অবক্রভাবে—সোজাভাবে) স্থাপ্য (রাখিয়া) ইন্দ্রিয়াণি (বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি) মনসা (মনের সহিত) হৃদি (হৃদয়ে—হৃৎপুণ্ডরীকস্থিত ব্রহ্মে) সন্নিবেশ্য (নিবিষ্ট করিয়া) ব্রহ্মোড়ুপেন (প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে) ভয়াবহানি (দুঃখজনক,

পতনের কারণ) সর্ব্বাণি স্রোতাংসি (সমস্ত তরঙ্গ কামকর্ম্মাদিবীচি-মালাপূর্ণ সংসাররূপ নদীগুলি) প্রতরেত (সেই প্রণবের দ্বারা উত্তীর্ণ হইবে) ॥৮॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অঙ্গস্বরূপ আসন ও প্রত্যাহার বর্ণনা করিতেছেন। যোগী—যোগ-তত্ত্ববিৎ সাধক প্রথমে শরীরের তিনটি অংশ মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীর, বক্ষঃ স্থল ও মস্তক এই ত্রিধাস্থিত শরীরকে সমভাগে অর্থাৎ স্থির, অবক্রভাবে রাখিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে মনের সহিত হৃদয়পুণ্ডরীকস্থিত পরমাত্মায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবরূপ ভেলাদ্বারা ভয়াবহ সংসারস্রোত অর্থাৎ অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মজনিত উচ্চাবচগতিরূপ ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগদশেতিকর্ত্তব্যতামাহ।

উরঃকণ্ঠশিরঃপ্রদেশেষূন্নতমিতরত্র সমং শরীরং স্থাপয়িত্বা সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি হৃদয়কুহরে সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন প্রাণাদি বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপপ্লবেন ব্রহ্মধ্যানেনেত্যর্থঃ ইতি প্রণবলক্ষণেন প্লবেন সর্ব্বাণি ভয়াবহানি নানাবিধানি জন্মস্রোতাংসি তরেদিত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যোনিং কৃণ্বসে ইত্যুপদিষ্টং সমাধিপ্রকারং কথয়ন্ তদঙ্গত্বেনাসন-প্রত্যাহারৌ বর্ণয়তি ত্রিরুন্নতমিত্যাদিনা—ত্রীণি কায়-গ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ তাদৃশং যস্মিন্ স্থাপনকর্ম্মণি যথা স্যাত্তথা ক্রিয়াবিশেষণম্, কেচিত্তু শরীরবিশেষণমাহুঃ তচ্চিন্ত্যং শরীরস্য উরোবক্ষঃশিরাংসি প্রকৃত্যোন্নতান্যেব অতস্তদ্বিশেষণবৈয়র্থ্যাৎ ত্রিরিতি প্রকারার্থকত্বাসঙ্গতেশ্চ ত্রিঃ ত্রিধেত্যর্থঃ, সমম্ অবক্রম্ অচলং বা যথাতথা শরীরং সংস্থাপ্য সমসূত্রন্যায়েন রক্ষিত্বা তথাচ স্মৃতিঃ 'সমং

কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির' ইত্যাসনোপদেশঃ, তথা ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনসা সহ হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকস্থ-ব্রহ্মণি সন্নিবেশ্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য ব্রহ্মণি সন্নিয়ম্য এতেন প্রত্যা-হারো ধারণা চ উপদিষ্টৌ, ব্রহ্মোড়ুপেন ব্রহ্ম প্রণবঃ তদ্রূপেণ প্রতরণ-সাধনেন উড়ুপেন ভেলকেন ভয়া-বহানি প্রেততির্য্যগূর্দ্ধপ্রাপ্তিকরাণি স্বাভাবিকাবিদ্যাকামকর্ম্ম প্রবর্ত্তিতানি স্রোতাংসি নিম্নগতিকরান্ দুস্প্রতীপান্ তরঙ্গানিত্যর্থঃ প্রতরেত অতিক্রামেৎ তদ্বিপরীতগত্যেতি-ভাবঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—যিনি ধ্যানযোগের সাধন করিবেন, সেই সাধকের পক্ষে কিরূপ করণীয়, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। উন্নত বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তকবিশিষ্ট শরীরকে সমভাবে স্থাপনকরতঃ মনের সহিত অপর ইন্দ্রিয়বর্গকে হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া সাধক ওঁকাররূপ ভেলার সাহায্যে সমুদায় ভয়াবহ সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হইবেন।

শরীর সোজা এবং স্থিরভাবে না রাখিলে শির, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল উন্নত না রাখিলে আলস্য, নিদ্রা ও বিক্ষেপরূপ বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই বিঘ্ন দূরীকরণমানসে এইরূপ আসনের প্রয়োজনীয়তা। বেদান্তসূত্রেও পাই—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" (৪।১।৭)। ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক মনের দ্বারা হৃদয়-মধ্যে নিরোধ আবশ্যক। হৃদয়স্থিত পরমাত্মায় মনের সহিত সমগ্র ইন্দ্রিয় সন্নিবেশিত হইলে ওঁকাররূপ নৌকার আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ ওঁকাররূপ প্রণবের জপ এবং উহার বাচ্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে সংসারের সমুদয় ভয়ানক প্রবাহকে পার হইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন বাসনাক্রমে নানা যোনি ভ্রমণরূপ

যে জন্মমৃত্যুপ্রবাহ—তাহা অতিক্রমকরতঃ শ্রীভগবানের অমৃতময় পরমপদ প্রাপ্তি হইবে।

জীবের অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতার ফলে এই সংসারাবস্থা লাভ হইয়াছে। ইহা কাম্যকর্ম্ম দ্বারা প্রবর্ত্তিত। সংসারাবদ্ধ জীবের কর্ম্মানুসারে নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। ঐ সকল দেহে নানা যাতনা ভোগ করিতে হয়। সেই ভোগের ক্ষয় করিতে হইলে দেহের ক্ষয় আবশ্যক। প্রথমে স্থূলদেহ, পরে সূক্ষ্মদেহের এবং অবশেষে কারণদেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিরতি হইলে স্থূলদেহের, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিরতিতে সূক্ষ্মদেহের এবং বাসনার সমূলে ধ্বংস হইলে কারণ দেহের ক্ষয় হয়।

কিন্তু চিত্তশুদ্ধিতে ত্রিবিধ দেহেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে চাই বাসনার শুদ্ধি। বাসনা বা কামনা শুদ্ধ করিতে হইলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্মুখ হওয়া প্রয়োজন। কেবল নিরবলম্বন চিত্ত দ্বারা বাসনার শুদ্ধি হয় না। কারণ আলম্বনশূন্য চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় কোন না কোন বাসনাকে আশ্রয় করে। যে কোন অবলম্বন হইলেও বাসনার বিশুদ্ধি ঘটে না। সুতরাং অবলম্বনও বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। শ্রীভগবান্ ব্যতীত বিশুদ্ধ অবলম্বন কিছুই নাই। কিন্তু প্রাকৃত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত কখনও অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অপ্রাকৃত পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে কৃপাপূর্ব্বক জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইয়া ভাগ্যবান্ মানবের চিত্তের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু মানবের অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অবস্থায় তাহাও সম্ভব নহে। সেকারণ

এই অবস্থাকে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের নাম-রূপাদি অবলম্বন করিবার জন্য একটি উপায় গ্রহণ করা দরকার। প্রাথমিক অবস্থায় ক্রমিক পন্থায় কর্ম্মযোগই সেই উপায়। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'কর্ম্মে কৌশলই কর্ম্মযোগ'। সেই কৌশল মূলতঃ ভগবদুদ্দেশ্যে ভগবৎপ্রীতি-সাধনেচ্ছায় কর্ম্মের বিনিয়োগ। নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ ঘটে। তখনই জীব জানিতে পারে যে, সে শ্রীভগবানের নিত্যদাস, সেই নিত্যদাস্য ভুলিয়াই মায়ার অধীনতায় তাহার এই দুর্দ্দশা। তখন তাহার মন, প্রাণ শ্রীভগবানে সন্নিবিষ্ট করিবার সহায়ক যোগ আশ্রয় করা দরকার। সেইজন্যই সাধকের প্রতি এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ। ইহাতে আসন, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, প্রাণায়াম ও জপ-ধ্যানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যম, নিয়ম পালন পূর্ব্বক আসন রচনা করতঃ 'প্রাণায়াম-অভ্যাসে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করিতে গেলে ওঁকাররূপ প্রণবের উচ্চারণ ও তদর্থ-চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান উপায়। প্রাণ যে পরিমাণ আয়ত্তে আসে, সেই পরিমাণ চিত্তের স্থিরতা ও অন্তর্মুখতা ঘটিতে থাকে। ক্রমশঃ চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া যখন ব্রহ্মসাম্মুখ্য লাভ করে, তখনই মানবের বাসনার বিশুদ্ধি ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের ক্ষয় হয়। তখন আর তাহাকে এই ভয়াবহ সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। তদবস্থায় তিনি মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারে নিজের অণুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভগবৎকৃপায় তচ্চরণে আত্মসমর্পণের দ্বারা কৃতার্থ হয় অর্থাৎ তখন ভগবৎসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক ভগবৎসেবানন্দে নিমগ্ন হইয়া তদীয় নিত্য সেবায় নিরত থাকেন, তাঁহার আর কখনও সংসার-বাসনার উত্থান হয় না বা চ্যুত হইতে হয় না। বাসনা তাঁহার নিজ প্রাপ্তব্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইল, যে বস্তু নিত্য, পূর্ণ ও আনন্দময়, সুতরাং বাসনার আর

অন্যত্র গতি হয় না। এতদ্ব্যতীত নিরাকার নির্ব্বিশেষের ধ্যান-ধারণা দ্বারা এইরূপ পরা গতি কখনই লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়,—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। ......
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" (গীঃ ৬।১১-১৪)

এই শ্লোকের 'মচ্চিত্তঃ' এবং 'মৎপরঃ' শব্দ দুইটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ॥" (ভাঃ ৩।২৮।৮)

আরও পাই,—

"সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩২)

ওঁকার উপাসনা-সম্বন্ধে শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"
(গীঃ ৮।১২-১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্" (ভাঃ ২।১।১৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪)
" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিধান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্যে পাই,—

" 'প্রণব' ঈশ্বরের নামবিগ্রহ ; উহাই মহাবাক্য ; নামস্বরূপ 'ওঁকার' হইতে এই নশ্বর জগতে থাকাকালেও বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ছাড়িলে অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয় হয়" ॥৮॥

শ্রুতিঃ—প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—ইহ (এই যোগসাধনায়) সংযুক্তচেষ্টঃ (সম্যক্ প্রকারে যুক্তাহার-বিহারশীল হইয়া) প্রাণান্ (পঞ্চপ্রাণবায়ুকে) প্রপীড্য (প্রাণায়ামদ্বারা রোধ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভকযোগে প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া) প্রাণে (সেই প্রাণবায়ু) ক্ষীণে (দুর্ব্বল হইলে পরে) নাসিকয়া (নাসারন্ধ্র দ্বারা) উচ্ছ্বসীত (রুদ্ধ নিশ্বাসবায়ুকে ধীরে ধীরে ছাড়িবে) [অতঃপর] বিদ্বান্ (যোগপ্রকারবিৎ সাধক) অপ্রমত্তঃ [সন্] (প্রণিহিতচিত্ত হইয়া) দুষ্টাশ্বযুক্তম্ (দুর্দ্দম উন্মার্গগামী অশ্বসমন্বিত) বাহম্ ইব (রথের সারথির মত অর্থাৎ সারথি যেমন দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথকে সংযত করিয়া গন্তব্যস্থানে লইয়া যায় সেইরূপ) এনং মনঃ (রথ-স্থানীয় মনকে) ধারয়েত (ধারণ করিবে অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মে স্থির রাখিবে) ॥৯॥

অনুবাদ—যাহার মনের মল রাগদ্বেষাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার মন ধ্যেয় বস্তুতে স্থির হয় না। এজন্য প্রথমে প্রাণায়াম কর্ত্তব্য, প্রাণায়ামের তিনটি অংশ আছে যথা,—পূরক, কুম্ভক ও রেচক; তন্মধ্যে পূরকদ্বারা ইড়ানাড়ীযোগে (বামভাগে প্রবহমান) বায়ু তুলিয়া উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক কর্ত্তব্য, পরে ঐ রুদ্ধবায়ু পিঙ্গলাপথে ধীরে ধীরে দক্ষিণ নাসাপুটে ত্যাগ করিবে, ইহার নাম রেচক। আবার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা পূরক, উভয় নাসাপুট দ্বারা রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক এবং বামনাসাপুটের দ্বারা রেচক; পুনশ্চ সেই পথে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলে মলশোধন হইবে, প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নানের পর ছয়বার করিয়া প্রাণায়াম কর্ত্তব্য, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম প্রথমে কর্ত্তব্য। মধ্যরাত্রে ও প্রত্যহ এইরূপ করিলে নাড়ীশুদ্ধি হইবে। নাড়ীশুদ্ধি হইলে তবে যোগে অধিকার জন্মে। প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের স্থিরতা ও মনের ধারণাশক্তি হয় এজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় সারথি যেমন অশ্বকে সংযত করিয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত করে, সাধক সাবধানে এই মনকে সেইভাবে ধ্যেয়বস্তুতে স্থাপন করিবে ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রাণায়ামপ্রকারমাহ—

'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু' ইত্যুক্তরীত্যা মিতায়াসঃ প্রাণ-বায়ুং নিরুধ্য নিরুদ্ধেষপ্যত্যন্ত-পীড়াপরিহারায় নাসিকয়া রেচনং কুর্য্যাৎ ততশ্চাবহিতঃ সন্ দুষ্টাশ্বযুক্তং রথং যথা সারথিঃ স্ববশীকরোতি তথা মনোনিরোধজ্ঞো মনঃ স্ববশং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ যোগাঙ্গে প্রাণায়ামধারণে নির্দ্দিশতি—ইহ যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সংযুক্তচেষ্টঃ সম্যক্‌প্রকারেণ যথোক্তনিয়মেন যুক্ত-চেষ্টঃ প্রণবোপাসনোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু কর্ম্মসু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা

যস্য তাদৃশঃ 'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তাহারবিহারস্য'প্যুপলক্ষণম্ তেন মিতাহারমিতনিদ্রাজাগরণনিয়তগত্যাদিঃ সন্, উক্তঞ্চ ভগবতা 'যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহেতি' এবংবিধঃ সন্ প্রাণান্ প্রাণবায়ুং প্রপীড্য পূরকানন্তরং কুম্ভকেন রুদ্ধা পশ্চাৎ প্রাণে প্রাণবায়ৌ ক্ষীণে সতি রোধনাদ্ দুর্ব্বলে সতি নাসিকয়া বামনাসিকয়া পিঙ্গলয়া নাড্যা উচ্ছ্বসীত শ্বাসং শনৈঃ শনৈস্ত্যজেৎ অথ দুষ্টাশ্বযুক্তং দুর্দ্দমতুরঙ্গমচালিতং বাহং রথমিব সারথিঃ অপ্রমত্তঃ প্রণিহিতাত্মা যোগী দুষ্টেন্দ্রিয়যুক্তং মনঃ, ধারয়েত মননে পরমাত্মনি বা স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যোগাভ্যাসে আসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও বিধি বলিতেছেন। প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে প্রথমেই শারীরিক চেষ্টাকে সংযত করা দরকার। কারণ শরীর স্থিরতা প্রাপ্ত না হইলে প্রাণকে আয়ত্ত করা যায় না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে আসনের আবশ্যকতা। নানাবিধ আসনের মধ্যে যাহাতে মেরুদণ্ড সরল থাকে, কোন প্রকার ক্লেশ হয় না বরং সুখকরই হয়, সেইরূপ আসনই করা প্রয়োজন। তারপর অর্থাৎ আসনবন্ধের পর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়।

শ্বাসবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক যে পরিমাণ স্তম্ভিত করিলে মনের প্রবলতা রহিত হয়, সেই পরিমাণে স্তম্ভিত করিয়া শাস্ত্রানুসারে ধীরে ধীরে নাসাপথে পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ আকর্ষণ, স্তম্ভন ও ত্যাগকে পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়াম বলা হয়। প্রাণায়ামের অভ্যাসকালে চিত্তের স্থিরতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মন অস্থির হইলে তদধীন ইন্দ্রিয়বর্গও অস্থির হইবে। ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্বের মত এবং মন রশ্মি বা

লাগামের তুল্য। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতই চঞ্চল, মনের স্বভাবও চঞ্চলতা। যদি মন চঞ্চলতার বশে অন্য ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে না পারে, তবে তাহারা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিবে।

অতএব যোগী অপ্রমত্ত হইয়া মনকে স্থির করিবার যত্ন করিবেন। সেই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রণবরূপ উপাসনার আশ্রয়ে ইহা করিতে হইবে। সেইজন্য মনকে শ্রীভগবানের শ্রীনামের জপে ও শ্রীরূপের ধ্যানে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবৎ-কৃপায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত থাকিবে।

শ্রীগীতায় আছে,—"মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (গীঃ ৬।১৪)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য 'মচ্চিত্তঃ' মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। 'মৎপরঃ' মদ্ভক্তিপরায়ণঃ।"

শ্রীগীতায় ইহাও বর্ণিত আছে যে,—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" (গীঃ ৬।১৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্ত-আহার ও যুক্তবিহারশীল, কর্ম্মসমূহে যিনি পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন তাহার যোগ সংসার-ক্লেশনাশক হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার "যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া... ...আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥" (গীঃ ৬।২০-২৫) শ্লোক-সমূহও আলোচ্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণ দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন-করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলি মুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগ-বিষয়ক শাস্ত্র; তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার টীকাকারগণ এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকেই 'মোক্ষ' বলেন, তাহা—অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্যাবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। পতঞ্জলি মুনি কিন্তু তাহা বলেন না; তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতি-শক্তিরিতি।"

অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করিবে না; তখনই চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়; তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তখনই তাহাকে 'চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে পতঞ্জলি চরমাবস্থায় আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না; কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতি-শক্তি' শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারত্ব বিগত হইলে স্বরূপধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম 'আত্মগুণবিকার'। তাহা চলিয়া গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে 'আনন্দ' তাহা লোপ পাইবে,—পতঞ্জলির এরূপ শিক্ষা নয়। প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হয়; সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল। তাহাকেই যে 'ভক্তি' বলে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

সমাধি দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক, সবিচারাদিভেদে বহুবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত, আত্মাকার-বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গযোগে জীবের মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতিরূপ অবান্তর ফললাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম-উদ্দেশ্যরূপ সমাধিসুখ হইতে বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগসাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। ভক্তিযোগে যে সেরূপ আশঙ্কা নাই, তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, যোগী তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ-কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ দ্বারা যে সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করেন এবং দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখ-সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন; সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরমসুখ পরিত্যাগ করেন না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকিবে না, ইহাদের শীঘ্রই বিয়োগ হইবে'—এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগফল লাভ-সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে, কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ-সহকারে যোগের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না, অর্থাৎ যোগফল লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন।

যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, সিদ্ধফলসঙ্কল্প-জনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূরকরতঃ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবেন। 'ধারণা-

রূপ' অঙ্গ হইতে লব্ধ বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবেন ; ইহার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া 'আত্মসমাধি' করিবে, তখন আর জড় বিষয় চিন্তা করিবে না। এবং দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল,—ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য" ॥৯॥

শ্রুতিঃ—সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর যোগের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতেছে] সমে (উচু নীচু নহে—সমতল) শুচৌ (পবিত্র, গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত) শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে (কাঁকর, অগ্নি ও বালুকারহিত) শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ [বিবর্জ্জিতে] (কোলাহল, সর্ব্বপ্রাণি-ভোগ্য জলাশয় ও মণ্ডপাদি আশ্রয়রহিত) মনোঽনুকূলে (মনের অভিমত রুচিকর) ন তু চক্ষুপীড়নে (কিন্তু চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে) [এই প্রকার] গুহানিবাতাশ্রয়ণে (পর্ব্বতগুহাপ্রভৃতি প্রবলবায়ু-প্রবাহ-শূন্যস্থানে) প্রযোজয়েৎ (যোগাভ্যাস করিবে) ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর যোগের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন—যেস্থান সর্ব্বথা অবিষম—উন্নতাবনত নহে অর্থাৎ সমতল, যাহা স্বভাবতঃ সংস্কার দ্বারা পবিত্রীকৃত, যাহা প্রস্তরখণ্ড, বালুকা, অগ্নি এবং দংশ মশকাদির উপদ্রবরহিত, যথায় কোলাহল, সর্ব্বপ্রাণিভোগ্য জলাশয় ও মণ্ডপাদি নাই, মনের প্রসন্নতা-সম্পাদক কিন্তু চক্ষুর পীড়া-

দায়ক নহে, বেশ সৌম্য পর্ব্বতগুহাদি তীব্র বায়ুবেগরহিত আশ্রয়ে যোগী যোগাভ্যাস করিবেন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগানুষ্ঠানযোগ্যং দেশং বিস্তরেণাহ—

নিম্নোন্নতত্বাদিরহিতে পরিশুদ্ধে ক্ষুদ্রপাষাণবহ্নিসিকতারহিতে বায়ু-ধ্বনি-জলাশয়াদীনাত্যন্তসামীপ্যরহিতে মনোনুকূলে চক্ষুঃপীড়ানি-হেতুভূতোল্বাদিরহিতে গুহাদিলক্ষণনিবাতদেশাশ্রয়ণেন যোগমনুতিষ্ঠে-দিত্যর্থঃ।

সূচিতং চৈতৎ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। তত্র হ্যাসীনস্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ চোপাসীতাবিশেষাদিতি পূর্ব্বপক্ষে 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' আসীন-এবোপাসীত তস্যৈবোপাসনস্য সম্ভবাৎ তিষ্ঠতো গচ্ছতশ্চ যত্নসাপেক্ষত্বাৎ শয়ানস্য নিদ্রাপ্রসক্তেশ্চ উপাসনস্য ধ্যানরূপত্বাচ্চ একাগ্রচিত্ততায়া-আসীনস্য এব সম্ভবাৎ চিত্তৈকাগ্র্যস্যাসনসাপেক্ষত্বাচ্চাসীন এব কুর্য্যাৎ, অচলত্বং চাপেক্ষ্য ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরীক্ষমিত্যাদিষু নিশ্চল-ত্বধর্ম্মেণ ধ্যাতৃসাম্যব্যপদেশদর্শনাৎ ধ্যাতুর্নিশ্চলত্বসাপেক্ষিতত্বাৎ আসীন এব কুর্য্যাৎ, স্মরন্তি চ 'উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে' ইতি যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ। সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে ইত্যবিশেষেণ একাগ্রতানুকূলদেশবিশেষস্যৈব অঙ্গত্বকীর্ত্তনাৎ তেনৈব চ ন্যায়েনৈকাগ্রতানুকূলস্য আসনস্যাপেক্ষিতত্বমস্তীত্যবসীয়তে ইতি স্থিতম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং যোগস্য যোগ্যং স্থানং নির্দ্ধারয়তি—সমে অবন্ধুরে নিম্নোন্নতত্বরহিতে শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা পুণ্যদেশে জনসমাগমরহিতে ইতি কেচিৎ, শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শর্করাঃ পাষাণখণ্ডানি, বহ্নিরগ্নিঃ বালুকাঃ মৃত্তিকাচূর্ণানি তাভিঃ বিবর্জ্জিতে

বিশেষেণ রহিতে, তথা শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ বিবর্জ্জিতে শব্দঃ কোলাহলঃ কলহধ্বনিরিত্যন্যে, জলম্ সর্ব্বপ্রাণিভোগ্যং জলম্ ন তু সামান্যতঃ তথাত্বে স্নানাদিবাধাৎ, অধিকজলস্থিতৌ চ বন্যপশূনাং সমাগমেন চিত্তবিক্ষেপাৎ, আশ্রয়ঃ মণ্ডপঃ তদ্রহিতে মনোঽনুকূলে মনসঃ প্রিয়ে, চিত্তপ্রসাদকে ইত্যর্থঃ অতএব প্রশান্তাত্মা-বিগতভীরিত্যেকম্ ন তু চক্ষু-পীড়নে চক্ষুঃপীড়াজনকে দৃষ্টেরাকর্ষণং পুনঃপুনর্যত্রজায়তে তদ্ভিন্নে অন্যথা রম্যে দৃষ্টেরাকর্ষণেন বিক্ষেপঃ স্যাৎ অথবা অসৌম্যে দেশে ক্লেশঃ স্যাদিতি তদ্‌ভিন্নে এবঞ্চেৎ কিংতাদৃশং স্থানং তন্নির্দিশতি গুহানিবাতাশ্রয়ণে পর্ব্বতগুহায়াং নিবাতস্থানে প্রবলবায়ুরহিতে আশ্রয়ণে আশ্রয়ে স্থিত্বা প্রযোজয়েৎ চিত্তং ব্রহ্মণি প্রযুঞ্জীত যোগমভ্যস্যেদিত্যর্থঃ। কেচিত্তু মনঃ প্রযোজয়েৎ ইত্যন্বয়মাহ—তন্ন বিচারসহম্ অনুকূলত্বং মনোভিন্নস্যাপি ভবতি অতঃ সার্থক্যাৎ সম্বন্ধিবিশেষনিবেশস্য ॥১০॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে ধ্যানযোগের উপযুক্ত স্থানের বর্ণন দেখা যায়। ধ্যানযোগের সাধক এরূপ স্থানে নিজের আসন করিবেন যে স্থান সমতল হয় অর্থাৎ উচু-নীচু না থাকে, যাহা সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ, যে ভূমিতে কঙ্করাদি না থাকে, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড-রহিত, অগ্নিশূন্য, বালুকাবর্জ্জিত, কোলাহলশূন্য, আবশ্যকমত যেখানে জল পাওয়া যায় অথচ বৃহৎ জলাশয়শূন্য কারণ বৃহৎ জলাশয় থাকিলেই বহু লোক আসা-যাওয়া করিবে, তদ্রূপশূন্য; যেখানে আসন করিবার নিমিত্ত কুটীরাদি থাকে, যাহা মনের অনুকূল অথচ চক্ষুর পীড়া-দায়ক স্থান না হয়, কোন নির্জ্জন গুহা প্রদেশ যেখানে বায়ুচ্ছাসশূন্য। এরূপ স্থানে আসন স্থাপন পূর্ব্বক চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে হইবে। কারণ এইরূপ স্থানেই পরমাত্মচিন্তন অভ্যাস করা সম্ভব, অন্যত্র চিত্তের অস্থিরতা ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

(গীঃ ৬।১১-১২)॥ ১০॥

**শ্রুতিঃ—নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥১১॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর যোগাভ্যাসে রত পুরুষের ব্রহ্মাভিব্যক্তির চিহ্নগুলি বর্ণিত হইতেছে—] যোগে (যোগ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে) নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং (তুষার যেমন সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা একরূপ চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয়, কখনও বা ধূমের মত আভাযুক্ত চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, পরে সূর্য্যজ্যোতিঃ সদৃশ দৃষ্ট হয়, পরে বায়ুর মত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তাহার পর অগ্নিজ্যোতিঃ সদৃশ উদ্ভূত হয়) [অতঃপর] খদ্যোত-বিদ্যুৎস্ফটিক-শশিনাম্ (খদ্যোতের মত সূক্ষ্মজ্যোতিঃ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়, কিছু পরে বিদ্যুদালোক মাঝে মাঝে অভিব্যক্ত হয়, অনন্তর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ শ্বেতকিরণ প্রকাশ পায়, শেষে পূর্ণচন্দ্রালোক উদিত হয়, এইসকল তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নির এবং খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্রের) এতানি (এই প্রসিদ্ধ) রূপাণি (আকৃতিগুলি) ব্রহ্মণি (ব্রহ্ম-প্রকাশে) অভিব্যক্তিকরাণি (ব্রহ্মাভিব্যক্তির সূচক) পুরঃসরাণি

(প্রথমে প্রকাশ পায়, এইগুলি দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে, অচিরেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন) ॥১১॥

অনুবাদ—যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধকের ব্রহ্ম-প্রকাশের চিহ্নগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায় যথা, প্রথমতঃ যোগীর চিত্তবৃত্তি তুষারের মত বাহ্যবস্তু সমস্ত আবৃত করিয়া রাখায় নির্ম্মল হয়। পরে ধূমের ন্যায় প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন আভা দৃষ্ট হইতে থাকে, অনন্তর সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃপুঞ্জ দৃষ্ট হয়, তৎপরে উষ্ণবায়ু অন্তরে বহিতে থাকে, কিছুকাল পরে অগ্নির প্রকাশে শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়, কখনও বা খদ্যোতখচিত নভোমণ্ডল অন্তরে প্রতীয়মান হয়, ক্রমে বিদ্যুৎপ্রকাশের মত ক্ষণে ক্ষণে সমুজ্জ্বল আলোক লক্ষিত হয়, কখনও স্ফটিকের ন্যায়, তাহার পর পূর্ণচন্দ্র উদয়ের মত স্নিগ্ধ সুশীতল দীপ্তির আবির্ভাব হয়, এইগুলি ব্রহ্ম-প্রকাশের পূর্ব্বরূপ, এইসকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যোগের সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমনুসরামঃ। যোগংব্যবসতো ব্রহ্মাভিব্যক্তি-প্রাচীনানি চিহ্নানি আহ—

প্রথমতো নীহারবৎ স্ফুরতি ততো ধূমার্কানলাদ্যাকারতয়া স্ফুরতি এবং ভূতানি পূর্ব্বপ্রবৃত্তান্যাগামিব্রহ্মাভিব্যক্তিচিহ্নানীত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যোগশাস্ত্রে অলব্ধভূমিকত্বং নৈরাশ্যজনকত্বাৎ চিত্তবিক্ষেপরূপেণ যোগান্তরায়ঃ কথিতঃ, সচাস্মিন্ নাস্তি ইত্যাহ—নীহারেত্যাদিনা। যোগে ক্রিয়মাণে সতি প্রথমতঃ নীহারঃ তুষারস্তৎসমা আবৃত-বাহ্যবিষয়া ইন্দ্রিয়ৈশ্চিত্তবৃত্তিঃ প্রবর্ত্ততে ততো ধূম ইবাভাতি, ততোঽর্কঃ প্রকাশতে, ততো বহ্নিরিবাত্যুষ্ণো বায়ুরন্তঃ প্রবহতীব

প্রতীয়তে, কদাচিৎ অগ্নির্জ্জলতীবাভাতি, কদাচিৎ খদ্যোতখচিতমন্তরীক্ষমিব আলোক্যতে, বিদ্যুদিব রোচিষ্ণু প্রবর্ত্ততে, কদাচিৎ শুদ্ধস্ফটিকাকৃতি কদাচন পূর্ণশশীবম্নিগ্ধালোক উদেতি এতানি নীহারাদীনি প্রসিদ্ধানি রূপাণি আকৃতয়ঃ, ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিষয়ে অভিব্যক্তিকরাণি আশুভাবিব্রহ্ম-প্রকাশসূচকানি পুরঃসরাণি ব্রহ্মজ্ঞানস্য পূর্ব্ববর্ত্তীনি ভবন্তি ॥১১॥

তত্ত্বকণা—যোগাভ্যাসকালে যোগীর নিকট কতকগুলি অভিব্যক্তির চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, যাহা দর্শনে বুঝা যাইবে যে, যোগের সফলতা সাধিত হইতেছে। ঐসকল লক্ষণগুলি, যথা—কখন নীহারের মত, কখনও ধূমের মত, কখনও সূর্য্যের মত, কখনও বায়ুর মত, কখনও অগ্নির মত, কখনও খদ্যোতের মত, কখনও বিদ্যুতের মত, কখনও স্ফটিকের মত, কখনও বা চন্দ্রের মত রূপসমূহ সম্মুখস্থ আকাশে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। এই সকল রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে দেখা দেয়। এই সকল রূপ দেখিতে দেখিতে অবশেষে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই সকল রূপ বা আরও অনেক দৃশ্য যোগসাধনের উন্নতির দ্যোতক। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধকের ধ্যান ঠিক হইতেছে ॥১১॥

শ্রুতিঃ—পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর যোগফল বর্ণন করিতেছেন—] পৃথ্ব্যপ্‌-তেজোঽনিলখে (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ ইহারা সকলেই যোগীর অধীন হইয়া) সমুত্থিতে (স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে)

পঞ্চাত্মকে (পঞ্চসংখ্যক) যোগগুণে (যোগসাধনার ফল পঞ্চভূতের গুণ যথা,—পৃথিবী হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, অগ্নি হইতে রূপ, বায়ু হইতে স্পর্শ ও আকাশ হইতে শব্দ) প্রবৃত্তে (যোগীর দেহে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ যেমন পৃথিবী হইতে গন্ধবতী অবস্থা, এইরূপ জল হইতে রসবতী, তেজ হইতে জ্যোতিষ্মতী, বায়ু হইতে স্পর্শবতী ও আকাশ হইতে দূরবর্ত্তী শব্দ-শ্রবণ-শক্তি উদ্ভূত হইতে থাকিলে) যোগাগ্নিময়ং (যোগজনিত তেজঃ দ্বারা পূর্ণ) শরীরং (শরীরকে) প্রাপ্তস্য (লাভ করিলে) তস্য (সেই যোগীর) ন রোগঃ (কোন রোগ থাকে না) ন জরা (বার্দ্ধক্য আসে না) ন মৃত্যুঃ (মৃত্যুও ঘটে না) [সেই যোগী চিরদিন রোগ, জরা, মরণহীন হইয়া থাকে] ॥১২॥

অনুবাদ—যোগীর যোগ-প্রভাবে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক যোগ-জ্ঞানের ফলে যখন পঞ্চভূত তাহার করায়ত্ত হয় তখন তাহাদের গুণ যোগীর শরীরে ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। যথা—পৃথিবীর গুণ গন্ধ প্রকট হইলে শরীর হইতে দিব্য গন্ধ স্ফুরিত হয়, ইহাকে গন্ধবতী প্রবৃত্তি বলে, আবার জলের গুণ রসের আবির্ভাবে যোগী ছয় রসেরই আস্বাদন করে এবং অপরকে আস্বাদন করায়, ইহাই রসবতী-বৃত্তি, এইরূপ তেজের গুণ জ্যোতিঃ বা রূপ তাহার শরীরে উদ্ভূত হইলে সে অপূর্ব্বকান্তি সমন্বিত দেহ প্রাপ্ত হয়, ইহাই জ্যোতিষ্মতী বৃত্তি, বায়ুর গুণ স্পর্শ তাহার সেবাপরায়ণ হইলে যোগী শীতে উষ্ণস্পর্শ এবং গ্রীষ্মে শীতস্পর্শ অনুভব করে, ইহা স্পর্শবতী বৃত্তির উদয়ের ফলে। সেই প্রকার আকাশের গুণ শব্দগুণের সম্পর্কে দূরবর্ত্তী অতীত-অনাগত শব্দও অনুভূত হয়, এই সব যোগবিভূতি তাহাতে প্রকাশ পায়। এই যোগাগ্নিময় শরীরধারী যোগীর রোগ, জরা, মৃত্যু কিছুই থাকে না।১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগাভ্যাসস্য কায়সিদ্ধফলকত্বমাহ—

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তে সতি যোগমহিম্না সত্ত্বপ্রচুরভূতারব্ধে পাঞ্চ-ভৌতিকে শরীরে সমুপস্থিতে তাদৃশ সর্ব্বরোগাদিদাহসমর্থত্বেনাগ্নি-রূপেণ যোগেনারব্ধশরীরযুক্তস্য পুংসো রোগাদি ন ভবতি ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যোগাগ্নিময়ং যোগপ্রভাবপূর্ণং শরীরং প্রাপ্ত-স্যাধিগতস্য-যোগিনো যোগসিদ্ধিফলং পৃথিব্যাদীনাং তদধীনতয়া প্রবৃত্ত্যা তস্মিন্ স্ব-স্ব-গুণ যোগো ভবতি ইত্যাহ—পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকে সমুত্থিতে স্ব-স্ব-গুণদানে প্রবৃত্তে অতএব পঞ্চাত্মকে পঞ্চস্বরূপে যোগ-গুণে যোগজগুণে যথা পৃথিব্যা গন্ধঃ, জলস্য রসঃ, তেজসো রূপম্, বায়োঃ স্পর্শঃ, আকাশস্য শব্দঃ—তস্মিন্ প্রবৃত্তে যোগিপুরুষে প্রকাশমানে সতি তস্য যোগিনঃ রোগঃ কোঽপি ব্যাধিঃ, বার্দ্ধক্যং পলিতাদিদোষঃ, ন মৃত্যুঃ মরণমপি ন ভবতি তস্য যোগিনো জ্যোতিষ্মতী রসবতী গন্ধবতী স্পর্শবতী চ এতাশ্চতস্রোবৃত্তয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তথাহ্যুক্তং 'জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ। আসাং যোগ-প্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তংপ্রাহুর্যোগিনো যোগ-চিন্তকা' ইতি ॥১২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে যোগাভ্যাসকারীর কায়সিদ্ধিরূপ ফলের কথা বলিতেছেন। ধ্যানযোগের সাধন করিতে করিতে যখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের উত্থান হয় অর্থাৎ যখন সাধকের ঐ পঞ্চ মহাভূতের উপর অধিকার জন্মে, তখন এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যোগবিষয়ক পঞ্চসিদ্ধি প্রকট হয় অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ প্রভৃতি ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যোগীর শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। উহাদের

একটি প্রবৃত্ত হইলেই যোগীকে প্রবৃত্তযোগ বলা যায়। যাহাতে ঐ পঞ্চ গুণই ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে যোগসিদ্ধপুরুষ বলা হয়।

এই সময় যোগসিদ্ধ পুরুষের দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়া নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সেই যোগীর শরীরে রোগ, জরা, এমন কি, মৃত্যুও হয় না। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে শরীর বিনষ্ট হইতেও পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্যকালে বাযাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্॥"
(ভাঃ ২।২।২৮) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে যোগীর প্রথম যোগসিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন, যথা] লঘুত্বম্ (শরীরের লঘুতা অর্থাৎ বায়ুর মত ভারহীনতা যাহাকে অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমা সিদ্ধি বলা হয়) আরোগ্যম্ (রোগশূন্যতা) অলোলুপত্বং (মনের বিষয়বৈমুখ্য) বর্ণপ্রসাদং (শরীরের সমুজ্জ্বল-কান্তি) স্বরসৌষ্ঠবং (স্বরের মাধুর্য্য অর্থাৎ শব্দোচ্চারণে মধুর স্বর-প্রবৃত্তি) শুভঃ (নাসিকা তৃপ্তিপ্রদ প্রিয়) গন্ধঃ (দেহগত সৌরভ) অল্পং (অল্প পরিমাণ) মূত্রপুরীষং (মল-মূত্র) [ইমাং] যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং (ইহাই যোগসিদ্ধির প্রথম লক্ষণ) বদন্তি (পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন) ॥১৩॥

অনুবাদ—যোগসিদ্ধির প্রথম পরিচয় হইতেছে যে, তাহার শরীর হাল্‌কা হইয়া যায়, যেজন্য প্রাণায়ামে শ্বাসরোধের কষ্ট ও বাধা হয় না; তাহার পর সর্ব্বদাই শরীর রোগহীন—সুস্থ থাকে, রোগ একটি যোগের প্রধান অন্তরায়, তাহা তাহার থাকে না; ক্রমে লোভশূন্যতা প্রকাশ পায়, অনেক সময় দেখা যায়—সিদ্ধিবলে যোগী ইচ্ছামত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হয় অথবা অল্প বিভূতি-দ্বারা লোকের চমৎকৃতি জন্মাইয়া আর অগ্রসর হয় না, ইহাও একটি অন্তরায়; কিন্তু ভগবদ্দর্শন-লালসায় যোগ-প্রবৃত্ত ব্যক্তির এসব দোষ থাকে না। তাহার বর্ণপ্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নমূর্ত্তি একটি যোগসিদ্ধির পরিচয়, যাহার ফলে সমস্ত উপসন্ন ব্যক্তির তাঁহার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার শরীর হইতে অলৌকিক মনোরম গন্ধ নির্গত হয় এবং তাঁহার মূত্র ও মল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, ইহা যোগের অনুকূল অবস্থা, এবং আরোগ্যের চিহ্ন, যেজন্য যোগাভ্যাসে কোন বাধা ঘটে না ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্পষ্টোর্থঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বক্ষ্যমাণলক্ষণৈর্যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য যোগিনঃ প্রথমাম্ আদিভূতাং সিদ্ধিং বদন্তি পণ্ডিতাঃ, কানি তানি লক্ষণানি? উচ্যন্তে—লঘুত্বং শরীরস্য ভারহীনত্বং যেন যাদৃচ্ছিকক্রিয়ানুষ্ঠানে নালস্যং জায়তে, আরোগ্যং রোগহীনতা যেন চিত্তবিক্ষেপাৎ যোগান্তরায়ো ন ভবতি, উক্তঞ্চ পাতঞ্জলে 'ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যালব্ধভূমিকত্বা-নবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ' ইতি। অলোলুপত্বং মনসো লোভহীনতা স চ লোভো দ্বিবিধস্তয়োরেকঃ যথাকামং বিষয়ভোগ-স্পৃহাত্মকঃ অন্যশ্চ বিভূতিলাভেন পরবশীকরণাদিজন্যবিত্তাদিবিষয়কঃ তয়োর্দ্বয়োরপি অস্পৃহা, বর্ণপ্রসাদঃ শরীরবর্ণস্য সমুজ্জ্বলত্বং কান্তির্ব্বা, এব

বর্ণপ্রসাদোঽপি দ্বিবিধঃ যথা সৌম্যত্বং সমুজ্জ্বলত্বঞ্চ। স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ—স্বরস্য সৌষ্ঠবং সুষ্ঠুতা বাক্যোচ্চারণে তাদৃশঃ স্বরঃ সমুদেতি যথা সর্ব্ব-ভূতানি আবর্জ্জয়তি স্নেহং প্রকাশয়তি অভীতিং সমুৎপাদয়তি। চকারো ভিন্নক্রমে মূত্রপুরীষমিত্যনেনান্বিতম্, শুভঃ গন্ধঃ শুভঃ নাসিকাতর্পণঃ গন্ধঃ সৌরভম্ শরীরে পরিস্ফুরতি, অল্পং পরিমিতং মূত্রপুরীষম্ মূত্রঞ্চ পুরীষঞ্চ অপ্রাণিজাতিত্বাৎ সমাহারে ক্লীবমেকত্বম্ ভোজ্যস্যাল্পত্বাৎ পরিপাকশক্তের্ব্বৃদ্ধেশ্চাসারাংশস্যাল্পত্বেন তয়োরল্পত্বম্ এভির্লক্ষণৈস্তস্য প্রাথমিকী সিদ্ধিরনুমাতব্যেতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পঞ্চ মহাভূত করায়ত্ত হওয়ার পর ধ্যানযোগে সাধকের আরও অনেক শক্তির উদয় হয়, যথা—উহার শরীর হাল্‌কা হয়, উহাতে আর আলস্যের ভাব থাকে না, সর্ব্বদা নীরোগ থাকে, অর্থাৎ কথনও কোন রোগ প্রকাশ পায় না, ভৌতিক পদার্থে উহার কোন আসক্তি থাকে না, কোন ভৌতিক পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইলেও উহার মনকে আর ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতে পারে না, উহার শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয়, উহার স্বর অত্যন্ত মধুর ও স্পষ্ট হয়, উহার শরীর হইতে খুব সুগন্ধ নির্গত হয়, উহার মল ও মূত্র অল্পপরিমাণ হইয়া থাকে, যোগিগণ বলেন যে, ইহাই যোগ-মার্গের প্রারম্ভিক সিদ্ধি।

দশটি গুণজাত সিদ্ধি এবং পাঁচটি ক্ষুদ্রসিদ্ধির বিষয়ে—

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাঽপ্রতিহতা গতিঃ॥

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ।"
(ভাঃ ১১।১৫।৬-৮)

এতদ্ব্যতীত আরও স্বাভাবিকী অষ্টসিদ্ধির কথা পাওয়া যায়,—

"অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৫।৪-৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু ইহাও পাই,—

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

অর্থাৎ যিনি উত্তম ভক্তিযোগের আচরণে আমার স্বরূপভূত সম্পত্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধিসমূহ বৃথা কালক্ষয়হেতুক বিঘ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"সিদ্ধয়ো হ্যেতা বালস্যৈব চমৎকারকারিণ্যো নত্বভিজ্ঞস্য।

যমাদি-অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গাবলম্বনকারিগণের চিত্ত চঞ্চলতা ত্যাগ না করায় অণিমাদি সিদ্ধি সকল তাঁহাদের পক্ষে চমৎকারকারী। কিন্তু মুকুন্দপাদপদ্মসেবী ভাগবতগণের চিত্ত সেব্যের সেবায় সমাকৃষ্ট থাকায় নিশ্চল ও শান্ত। "কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-

সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত ॥” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) অতএব সেবা-সম্পত্তিপ্রাপ্ত সেবকগণের সেবা ব্যতীত অন্য কামনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

“ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ॥”
(ভাঃ ১১।১৪।১৪)

কারণ শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষে ঐ সিদ্ধিসমূহ ভজন-বিঘ্নরূপ ও বৃথাকালক্ষয়হেতু। অবশ্য ভক্তিযোগের উদয় ব্যতীত জীবের যোগসিদ্ধিতে বিরতি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— “তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো। যাবদ্‌গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ (ভাঃ ৪।২৩।১২)

ভক্ত শ্রীসুদ্‌দামাও বলিয়াছেন,—

“স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভূবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥”
(ভাঃ ১০।৮১।১৯) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যথা এব (ঠিক যেমন) মৃদয়া (মৃত্তিকা দ্বারা) উপলিপ্তং (মাখা মলিনমূর্ত্তি) বিম্বং (সুবর্ণ, রজত বা মণি) [পূর্ব্ব মাসীৎ—পূর্ব্বে ছিল] তৎ (সেই মলাচ্ছন্ন সুবর্ণাদি) সুধান্তং (উত্তম-রূপে ধৌত হইলে বা অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইলে) তেজোময়ং

(পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া—উজ্জলতা প্রাপ্ত হইয়া) ভ্রাজতে (শোভা পায়) দেহী (জীব) তদ্বা (সেই প্রকার মলিন অর্থাৎ পূর্ব্বে অবিদ্যা-সম্পর্কে রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত ও বিষয়োন্মুখ, আচ্ছাদিত-স্বরূপ) আত্মতত্ত্বং (এক্ষণে নির্ম্মল বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ) প্রসমীক্ষ্য (যোগের দ্বারা শুদ্ধ স্বরূপকে সাক্ষাৎকার করিয়া) [দেহী—দেহধারী জীব] একঃ (এক অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইয়া) বীতশোকঃ (সর্ব্ববিধ সংসার-দুঃখরহিত হইয়া) কৃতার্থঃ (কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্ত) ভবতে (ভবতি—হয়) ॥১৪॥

অনুবাদ—অবিদ্যারূপ মল ধৌত হইলে জীবাত্মার যে শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিতেছেন—যেমন মৃত্তিকালিপ্ত সুবর্ণাদি প্রথমে অপ্রকাশ থাকিলেও ধৌত হইবার পর অথবা লৌহাদি পার্থিব ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় অনুজ্জল থাকিলেও অগ্নি-সংযোগে শুদ্ধ হইয়া তেজঃপূর্ণ হয়, সেই প্রকার জীব অবিদ্যামলে আচ্ছন্ন হইয়া নানা বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তখন তাহার যথার্থ স্বরূপ অপ্রকাশ থাকে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর অবিদ্যা নাশ হইলে তখন সেই জীব এক অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্ভাবাপন্ন হয় এবং ধ্যেয়তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধন মুক্ত হয় ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যোগমভ্যস্য ব্রহ্মোপলব্ধিপ্রকারং তৎফলঞ্চাহ—

মৃদা অয়সা বা উপলিপ্তঃ নির্মিতঃ প্রতিমাবিশেষঃ সুধাবিশেষঃ তদ্রঞ্জক দ্রব্যালিপ্তঃ সন্ তেজোময়তয়া (তেজোরূপতয়া ইতি পাঠান্তরম্) দীপ্যতে তদ্বৎ সুধাবিশেষলিপ্ততেজোময় (তেজোবিশেষ ইতি পাঠান্তরম্) প্রতিমাসমং দর্শনসমানাকারধ্যানোপলভ্যঃ কশ্চিৎ পুরুষ ধৌরেয়ো-নিবৃত্তসংসারগন্ধঃ সিদ্ধার্থো ভবতীত্যর্থঃ। তদ্বেত্যত্র বা শব্দ ইবার্থঃ তদ্বৎ স তত্ত্বং প্রসমীক্ষেত, কেচিৎ তু সুধান্তমিতি শব্দ ইত্যপি বদন্তি ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জীবাত্মনোঽবিদ্যামলনিবৃত্তৌ যথা শুদ্ধস্বরূপং প্রকাশতে তদ্ দৃষ্টান্তেনাহ—যথৈব বিম্বমিতি,মৃদয়া মৃত্তিকয়া মৃৎশব্দাৎ 'বহ্নি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ। আপঞ্চৈবহলন্তানামিতিনির্দ্দেশাৎ আপ্ প্রত্যয়ান্তোমৃদাশব্দঃ, তয়া উপলিপ্তং আবৃতস্বরূপং বিম্বং স্বর্ণং রজতং মণির্বাপূর্ব্বমাসীৎতত: সুধান্তং অতিশয়েন ধৌতম্ অগ্ন্যাদিনা সুধ্মাতং বা তৎসুবর্ণাদিকং তেজোময়ং প্রচুরদীপ্তিপূর্ণং সৎ যথৈব ভ্রাজতে শোভতে তথা দেহী জীবঃ আত্মতত্ত্বং আদৌ রাগদ্বেষাদ্যবিদ্যামলযুক্তম্ অপ্রকাশমাত্মস্বরূপং পশ্চাৎ ব্রহ্মবিদ্যয়াঽপগতমলং নির্ণীতস্বভাবং প্রসমীক্ষ্য সাক্ষাৎকৃত্য একঃ ভবতি অবিদ্যয়া কল্পিতনানাপ্রপঞ্চভাবাপগমাৎ কেবলঃ শুদ্ধঃ নির্ভয়ো ভবতীতি যাবৎ 'ভয়ং বৈ দ্বিতীয়াদ্ ভবতী'তি শ্রুতেঃ। 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ' ইতি স্মৃতেশ্চ। অতএব কৃতার্থঃ কৃতঃ সম্পাদিতঃ অর্থঃ অবিদ্যানাশরূপং ফলং যেন তাদৃশঃ বীতশোকঃ বিগতসংসারবন্ধনো মুক্ত ইত্যর্থঃ ভবতে ভবতি ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—জীব স্বরূপতঃ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ, মায়াবদ্ধ হইলে অবিদ্যাসম্পর্কে মলিনতা প্রাপ্ত হয়। তাহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। মৃত্তিকাসংযোগে যেরূপ স্বভাবতঃ নির্ম্মল সুবর্ণাদি ধাতুর মলিনতা ঘটে, জীবেরও অবিদ্যা-সংযোগেই মলিনতা ঘটে। কিন্তু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর অবিদ্যাজনিত মলিনতা থাকে না। অগ্নির দ্বারা বিশোধিত ধাতুর ন্যায় জীব ভগবৎকৃপায় সাধনার দ্বারা স্বীয় স্বরূপ সাক্ষাৎকার পাইলে সেইরূপ স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শোকরহিত হইয়া সংসারবন্ধন মুক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ ॥"

(ভাঃ ১০।৬১।২১) ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[জীবাত্মতত্ত্বজ্ঞান পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারের উপায়, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন] যদা (যে অবস্থায়) যুক্তঃ (পরমেশ্বর-ধ্যানরত সাধক) ইহ (এই হৃদয়মধ্যে) দীপোপমেন (প্রদীপ সদৃশ) আত্মতত্ত্বেন (জীবাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশময় শুদ্ধ আত্মা জ্ঞাত হইলে তাহার দ্বারা) ব্রহ্মতত্ত্বং তু (পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপকেই) প্রপশ্যেৎ (সাক্ষাৎকার করিবেন) [তখন কিরূপ ভগবান্ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন ?] অজং (জন্মরহিত অর্থাৎ জীবের মত প্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করেন না) ধ্রুবং (চিরন্তন অপ্রচ্যুতস্বরূপ অর্থাৎ জীব যেমন শোকে-মোহে আচ্ছন্ন, তিনি তাহা নহেন, নির্ব্বিকার) সর্ব্বতত্ত্বৈঃ (প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি প্রকারতত্ত্ব দ্বারা) বিশুদ্ধং (অসংস্পৃষ্ট, ইহাও জীব হইতে বিলক্ষণ কারণ জীব দেহাদি উপাধিযুক্ত আর ভগবান্ নিরুপাধি, অবিদ্যা ও তৎকার্য্য-সম্বন্ধহীন) দেবং (এইপ্রকার দ্যোতনশীল চৈতন্যময় ভগবান্‌কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া—সাক্ষাৎ করিয়া) সর্ব্বপাশৈঃ (সর্ব্ববিধ বন্ধন, অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, অবিদ্যাকার্য্য—ত্রিবিধ এষণা স্ত্রীপুত্রবিত্তাদিতে আসক্তি হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন, ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন) ॥১৫॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের বন্ধন বিমুক্তির আর কোনও উপায় নাই। আবার তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে হইলে জীবের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। যেমন ঘটাদি পদার্থ অন্ধকারে

আবৃত থাকিলে তাহাকে দীপ প্রকাশ করে সেইরূপ বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর আমাদের অজ্ঞানবশতঃ আমাদের নিকট অসতের মত প্রতীত হইতেছেন কিন্তু তাহা নহে; জীব নিজস্বরূপ জানিলেই শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। জীব যখনই যোগের দ্বারা নিজের চিত্তের মালিন্য বিদূরিত করিতে পারিবে তখনই নিজের শুদ্ধস্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিতে পারে, সেই আত্মানুভবের পরই আত্মজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিবে যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থাকিলেও তিনি জীবের ন্যায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না, তিনি অপ্রচ্যুত স্বভাব, জীব প্রকৃতির কার্য্যে লিপ্ত, নিঃসঙ্গ নহে, কিন্তু পরমেশ্বর অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যের দ্বারা অনাবৃত স্বরূপ, অতএব বিশুদ্ধস্বভাব; তখন জীবের ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপা ভক্তি উপস্থিত হয়, সেই ভক্তির ফলে ঈশ্বরানুগ্রহ, তাহার ফলেই জীব সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদা যোগযুক্তঃ পরমাত্মপ্রতীত্যুপায়ভূতেন প্রণবেন প্রতিপাদিত-পরমাত্মশেষভাবেণ প্রত্যগাত্মনা সাধনেন তৎস্থং পরমনাদিমনন্তং হেয়প্রতিভটং "অস্ত্রভূষাধ্যায়োক্ত"রীত্যা সর্ব্ব-তত্ত্বাত্মকাস্ত্রভূষণোপেতং পরমব্রহ্ম সূক্ষ্মবস্ত্রান্তরিতমাণিক্যবৎ যদা প্রপশ্যেৎ তদা সর্ব্ববন্ধককর্ম্মহানির্ভবতীত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবৎ-সাক্ষাৎকারার্থম্ জীবস্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান-মাবশ্যকং যত স্তৎ তদ্দ্বারভূতমিত্যাহ—যদৈবেত্যাদিনা যদৈব যস্যামব-স্থায়াং যুক্তঃ ভগবতি পরমেশ্বরে প্রণিহিতাত্মা যোগী ইহ জগতি অস্যাং সাধনাবস্থায়াং যদৈব যস্মিন্‌কালে দীপোপমেন প্রদীপসদৃশেন আত্মতত্ত্বেন জীবাত্মস্বরূপজ্ঞানেন করণেন যথা বৈ পূর্ব্বসিদ্ধং বস্তুস্তরং ঘটাদিকম্ অন্ধকারেণাপ্রকাশং দীপঃ প্রকাশয়তি তথা দীপসদৃশেন জীবাত্মতত্ত্বেন

সদপি জীবস্য অবিদ্যাবশাৎ তস্মিন্ অপ্রকাশং পরমেশ্বরং প্রপশ্যেৎ সাক্ষাৎ-কুর্য্যাৎ—দীপং বিনা বস্তুসত্তেব জীবস্য আত্মজ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপানুভবো ন জায়তে অত আদৌ জীবাত্মজ্ঞানমাবশ্যকং তচ্চ নিরুক্তমেব, কীদৃশং পরমেশ্বরম্ জীবভিন্নত্বেন জানীয়াৎ তদাহ—অজং প্রাকৃতিক-জন্মরহিতমুপলক্ষণমেতৎ ষড়্বিকারাণাম্, জীবস্তু ন তথা তস্যাবিদ্যা-কার্য্যভৌতিকদেহধারিত্বাৎ ঈশ্বরস্য তু স্বরূপানুবন্ধিচিদ্দেহবত্ত্বমিতি বিশেষঃ। ধ্রুবম্ অপ্রচ্যুতস্বরূপম্ শোকমোহাদ্যনভিভূতমিতি জীবস্তু হর্ষশোকাদিভিঃ সুখদুঃখাদিমত্ত্বেন প্রতীয়তে অত ঈশ্বরাদ্ভিদ্যতে, তথা সর্ব্বতত্ত্বৈঃ প্রকৃত্যাদিচতুর্ব্বিংশত্যা পদার্থৈঃ বিশুদ্ধম্ অসংস্পৃষ্টম্, জীবস্য প্রাকৃতদেহসম্বন্ধাৎ অশুদ্ধিঃ রাগদ্বেষাদিমলিনত্বাচ্চ কিঞ্চ দেবং দ্যোতন-শীলং চৈতন্যাধায়কং 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' ইতি শ্রুতেঃ। জীবস্য তদধীনচেতনত্বংপরমেশ্বরস্য স্বরূপতঃ পরম চেতনমিত্যেবং ভেদেন জ্ঞাত্বা বিবিচ্য ঈশ্বরং সাক্ষাৎকৃত্য তদনুগ্রহেণ সর্ব্বপাশৈঃ জন্মমরণাদিভিঃ কামসঙ্কল্পাদিভিশ্চাবিদ্যাকার্য্যৈর্মুচ্যতে হীয়তে ইতি। এতাবতা প্রবন্ধেন দ্বৈতবাদ এব শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সূচ্যতে ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন। যখন যোগী সাধনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে, তখন তাহার শুদ্ধচিত্তে নিজের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের দীপস্বরূপ। জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে সে জানিতে পারে যে, জীবের স্বরূপ শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ চিৎকণ। ভগবদ্বিমুখতার ফলে সে মায়াবদ্ধ হইয়া এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে, শ্রীভগবানের দয়া না হইলে, ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। তখন সে শ্রীভগবানের কৃপার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণা-গত হয়, ইহার ফলেই শ্রীভগবানের কৃপা হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন যে.—

"চিৎকণ জীব কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্যকৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ! আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে তারে কৃষ্ণ করেন পার॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥"

শ্রীভগবৎ-কৃপা কোথায়ও সাক্ষাৎ, কোথাও বা ভক্তদ্বারে প্রকাশিত হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার তাঁহার কৃপা ব্যতীত ঘটে না। কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্ব-প্রকাশবস্তু, তিনি কাহারও প্রকাশ্য নহেন। আত্মসমর্পণমূলা ভক্তি-সাধনার ফলে জীবের চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহা আর বিষয়াকার ধারণ করে না। তখন বিশুদ্ধচিত্তই আত্মাকারতা

লাভ করে। সেই আত্মাকার চিত্তই ব্রহ্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনের যোগ্য হইয়া থাকে। বিশুদ্ধচিত্ত জীবের শ্রীভগবৎকৃপায় যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাতে সে জানিতে পারে যে, শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, প্রাকৃত জন্মাদিরহিত, নিত্য ও অপ্রাকৃত, তিনি সর্ব্বদা প্রকৃত্যাদি কর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট। জীবের সহিত সর্ব্বতোভাবে ভেদযুক্ত। যদিও জীবের নিজ চেষ্টায় এরূপ অনুভব করাও অসম্ভব, তথাপি শরণাগতির ফলে ভগবৎকৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয় এবং জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হয়। কঠোপনিষদ্ বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (১।২।২৩)। ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে জীবের আর কোন বন্ধন থাকে না, বন্ধন সমূহ আপনা হইতেই ছিন্ন হয়। জীবের মায়া-বন্ধন ছেদনের ইহাই একমাত্র উপায়। ভক্তিরহিত কর্ম্ম, জ্ঞানাদি উপায় নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদাস্য চিত্তমর্থেষু সমেষিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ।
ন বিগৃহ্ণাতি বৈষম্যং প্রিয়মপ্রিয়মিত্যুত॥
স তদৈবাত্মনাত্মানং নিঃসঙ্গং সমদর্শনম্।
হেয়োপাদেয়রহিতমারূঢ়ং পদমীক্ষতে॥
জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥
এতাবানেব যোগেন সমগ্রেণেহ যোগিনঃ।
যুজ্যতেঽভিমতো হ্যর্থো যদসঙ্গস্তু কৃৎস্নশঃ॥" (ভাঃ ৩।৩২।২৪-২৭)

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌ দ্রষ্টা ভগবান্‌ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥"
(ভাঃ ৩।২৮।৪০-৪১) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপেও জীব হইতে শ্রীভগবানের পার্থক্য বোধ হইবে, যাহার ফলে তাঁহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া জীব তাঁহার সেবায় নিরত হইবে] এষঃ (এই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অজ, ধ্রুব, বিশুদ্ধ-স্বভাব) দেবঃ (চেতনের চেতন পরমেশ্বর) হ (নিশ্চিত) সর্ব্বাঃ প্রদিশঃ (সমস্ত দিক্‌বিদিক্‌ অর্থাৎ সকল স্থান) অনু (লক্ষ্য করিয়া ব্যাপিয়া আছেন) সঃ হ (তিনিই একমাত্র) পূর্ব্বঃ (বিশ্বপ্রপঞ্চের পূর্ব্ববর্ত্তী) জাতঃ (হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন) স উ (এবং তিনিই) গর্ভে অন্তঃ (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত) স এব (সেই পরমেশ্বরই) জাতঃ (প্রথমে উৎপন্ন) সঃ (তিনিই আবার) জনিষ্যমাণঃ (ভাবী প্রলয়ের পর জন্মিবেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবেন) জনান্‌ (জায়মান সমস্ত বস্তুর) প্রত্যঙ্‌ (অভ্যন্তরে) সর্ব্বতোমুখঃ (সর্ব্বদর্শী হইয়া) তিষ্ঠতি (আছেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—এই লীলাময় শ্রীহরিই সকল দিক্‌বিদিক্‌ ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই সকলের আদিপুরুষ কারণাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হইলেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ও বিরাট্‌পুরুষরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান। তিনিই

সৃষ্টির প্রথমে জন্মিয়াছেন, তখন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, আবার তিনিই পরবর্ত্তী যুগে প্রলয়ান্তে জন্মগ্রহণ করিবেন অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবেন, বর্ত্তমানেও তিনিই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, ভূত, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমান—এই তিনকালে তিনিই অদ্বিতীয়রূপে আছেন; দেশতঃ কালতঃ তাঁহার পরিচ্ছেদ নাই ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্য সর্ব্বাত্মকত্বং প্রপঞ্চয়তি—

হে জনাঃ ইতি পরস্পরং মুনীনাং সংবোধনং দিব্যো দেব একো-নারায়ণ' ইতি দেবত্বেন প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মৈব সর্ব্বাঃ প্রদিশঃ প্রকৃষ্ট-দিগ্‌বর্ত্তিপদার্থবিশেষ ইত্যর্থঃ। নু শব্দশ্চ পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভরূপেণোৎ-পন্নোঽপি অয়মেব বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্ববিধগর্ভস্থজন্তুঃ জনিষ্যমাণশ্চ স এব ইত্যর্থঃ। নন্, ভিন্ন ভিন্ন জীবানাং কথং একাত্মকত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"প্রত্যগিতি অহমিতি ভাসমানত্বং প্রত্যক্ত্বং" সর্ব্বেষাং প্রবুদ্ধানাং বামদেবাদীনাং আত্মানমহমিতি প্রতীতৌ পরমাত্মনোঽপি ভাসমানতয়া তস্য সর্ব্বং প্রতি প্রত্যক্ত্বাৎ তস্য সর্ব্বান্ প্রতি আত্মত্বমুপপদ্যতে, ন চাত্মনাং অহং বুদ্ধৌ পরমাত্মনোঽভানাৎ কথং অস্মদাদীন্ প্রতি প্রত্যক্ত্বং ইতি বাচ্যং দোষবশাদভানেঽপি যোগ্যত্বসত্ত্বেনাদোষাৎ ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ কেন প্রকারেণ পরমেশ্বরং জানীয়াত্তমাহ—এষ ইত্যাদিনা এষঃ হ এষ এব দেবঃ দ্যোতনশীলঃ লীলাময়ঃ সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশোবিদিশশ্চ অনু লক্ষ্যীকৃত্য ব্যাপ্যোতি যাবৎ তিষ্ঠতি, সঃ পূর্ব্বঃ সর্ব্বেষামাদিপুরুষঃ হ ইতি প্রসিদ্ধৌ তথাহ্যুক্তং শ্রুত্যা 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি'তি। স উ স এব গর্ভে অন্তঃস্থষ্টব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপেণ হিরণ্যগর্ভরূপেণ বা প্রবিষ্টঃ 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশদি'তি শ্রুতেঃ 'স এব স্ব-প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু

ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টইব ভাব্যসে' ইতি স্মৃতেশ্চ। নম্বু বিরাট্ পুরুষোঽয়ং ন তু পরমেশ্বর ইতি চেন্নৈবং স এব স আদিপুরুষঃ পরমাত্মৈব জাতঃ বিরাড্রূপেণাভিব্যক্তঃ, ন কেবলং জাতঃ কিন্তু জনিষ্যমাণোঽপি সঃ পরবর্ত্তিনি সর্গে হিরণ্যগর্ভাদিরূপেণ উৎপৎস্যমানোঽপি স এব ইত্যতীতানাগতকালবর্ত্তিত্বং তস্য নির্দ্দিষ্টম্ সাম্প্রতমপি তস্য সত্তেত্যাহ—প্রত্যঙ্ জনান্ প্রতি জায়মানান্ পদার্থানঞ্চতি ব্যাপ্নোতি প্রত্যগাত্মরূপেণ, নম্বু কথমেতদীশ্বরস্য সর্ব্বভূতাভিব্যাপনং সম্ভবতি তত্রাহ—অচিন্ত্যশক্তিকত্বাদীশ্বরস্যেতি যতঃ সর্ব্বতোমুখঃ যতঃ স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপী স তথা চ শ্রুতিঃ—'সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলমি'তি তথা 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুতবিশ্বতস্পাদি'তি ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত সেই শ্রীভগবান্ই পরিপূর্ণ বস্তু, তিনিই সর্ব্বময়। তিনিই সকল দিক্, দেশ ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিনিই বিরাট্ পুরুষ। তিনি আবার হিরণ্যগর্ভরূপে নিজ হইতে আবির্ভূত হন। তিনিই বিরাটের গর্ভমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বাস করেন। তিনিই স্বাংশরূপে পরমাত্মা এবং বিভিন্নাংশরূপে জীবাত্মা। বিভিন্নাংশ জীব যেরূপ বিশ্বমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও সকলের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে জাত অর্থাৎ আবির্ভূত হন। বিভিন্ন অবতাররূপেও তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভেও তিনি আবির্ভূত হইয়া নিজ শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অনস্থান করিবেন এবং জীবেরও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বদর্শী হইয়া কর্ম্মফল দাতৃরূপে অবস্থান করিবেন। এক্ষণেও তিনি প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন।

সাত্বত-তন্ত্রেও পাই,—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান॥
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
'জীব'-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ,—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" (ভাঃ ৩।২৬।১৯)

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" (ভাঃ ৩।৫।২৬)

আরও পাই,—

"হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার।
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার'।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥

বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী, তেঁহো—পালনকর্তা, স্বামী॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৯২-২৯৫)॥১৬॥

শ্রুতিঃ—যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর তাঁহার সাক্ষাৎকারের উপায়রূপে উপাসনা-প্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর মধ্যে অন্তর্যামিস্বত্রে তাঁহার অবস্থিতির জ্ঞান আবশ্যক] যঃ দেবঃ (যে ভগবান্) অগ্নৌ (অগ্নির মধ্যে তদন্তর্যামিরূপে আছেন), যঃ অপ্সু (যিনি জলের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে আছেন), যঃ (যিনি) বিশ্বং ভুবনম্ (সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে চেতয়িতা অন্তর্যামিরূপে) আবিবেশ (প্রবিষ্ট হইয়াছেন), যঃ ওষধীষু (যিনি ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য-মধ্যে পালকরূপে প্রবিষ্ট) যঃ বনস্পতিষু (যিনি বৃক্ষলতাদির মধ্যে সংরক্ষকরূপে অবস্থিত) তস্মৈ দেবায় (সেই দেবতাকে, সেই বিশ্বের মূলভূত পরমাত্মাকে) নমো নমঃ (ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি। তাঁহার এই অন্তর্যামিস্বরূপজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহাতে আত্মসমর্পণই উপাসনা)॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত॥

অনুবাদ—ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিলে হয় না, কিন্তু তৎসহ তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করা আবশ্যক। এই শরণাগতির নাম পরা ভক্তি, সাধন ভক্তি হইতে সাধ্য ভক্তির লাভ হয়। সাধন ভক্তির উদয় হয় ভগবৎ-কৃপায় ভজনীয় দেবতার মহিমা-দর্শনে, তাহাই এই শ্রুতিতে ব্যক্ত হইল। তিনি যজ্ঞের অগ্নির অন্তর্যামিরূপে ধ্যেয়, প্রাণীর জঠরে পাচক বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চিন্তনীয়। তিনি জলের মধ্যে রসরূপে লোকের জীবন-রক্ষাকারী, তিনি ধান্য, যব প্রভৃতি শস্য-মধ্যে সংরক্ষক-রূপে আছেন, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির মধ্যে তিনি পালকরূপে বিরাজমান, অধিক কি, তিনি চরাচর প্রপঞ্চের মধ্যে সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামি-সূত্রে বর্ত্তমান। এইরূপ অন্তর্য্যামি-লক্ষণ চিন্তা হইতে তাঁহার অস্তিত্বানুভবে মহিমাবোধে তাঁহাতে যে আরাধ্যবুদ্ধি জন্মে ইহার নামই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধা হইতে ক্রমে সাধন-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে এবং সেই ভক্তি-প্রবণ-হৃদয়ে তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করার নাম উপাসনা। সেইজন্য শ্রুতি তাঁহার অন্তর্য্যামি-স্বরূপের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছেন ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বাত্মত্বং ন তু স্বরূপেণ ইত্যেতৎ-প্রদর্শয়তি—স্পষ্টোর্থঃ ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানসহিতমাত্মসমর্পণমেব তদুপাসনম্ এতদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারণমিত্যভিপ্রেত্য অন্তর্য্যামিতয়া তৎ-সর্ব্বাত্মকত্বজ্ঞানায়াহ—যো দেবোঽগ্নাবিত্যাদি যো ভগবান্ অগ্নৌ অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্ততে। যোঽগ্নির্যাজ্ঞিকানামুপাস্যত্বেন বেদে নির্দ্দিষ্টঃ স খলু যজ্ঞপুরুষস্য শ্রীভগবতঃ এব তেজঃ, উক্তঞ্চ ভগবতা 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্' ইতি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকমিতিচ। এবম্ যঃ অপ্সু জলে রসরূপেণ স্ববিভূত্যা বর্ত্ততে 'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়' ইতি স্মৃতিশ্চ। কিঞ্চ যো বিশ্বং ভুবনম্ চরাচরং জগৎ আবিবেশ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামিরূপেণ তন্মধ্যে স্থিতঃ, যঃ ওষধীষু ব্রীহি-যবাদিষু সংরক্ষকরূপেণ বর্ত্ততে অর্থাৎ অন্নরূপেণ যো জীবান্ বিভর্ত্তি যো বনস্পতিষু অত্র বনস্পতিশব্দো বৃক্ষমাত্রবাচকঃ, ন তু 'বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্ বনস্পতি'রিত্যুক্তলক্ষণঃ। তৃণগুল্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। তন্মধ্যে ফলপুষ্পাদি জননশক্ত্যাধায়ক ইত্যর্থঃ। তস্মৈ এবম্ভূতায় জগদধিষ্ঠাত্রে পরমেশ্বরায় দেবায় চৈতন্যরূপায় লীলাস্বরূপায় নমোনমঃ ভূয়োভূয়ো মে প্রণতিরস্তু, নমঃ শব্দস্য স্বাবধিকোৎকর্ষবোধক-ব্যাপারার্থত্বাৎ আত্মসমর্পণং ধ্যেয়ত্বঞ্চ প্রতীয়তে ॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য
"শ্রুত্যর্থবোধিনী" টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, পূর্ণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলবস্তুর সত্তা ও শক্তির আধানকারী। এইজন্যই শ্রুতি এখানে সেই অন্তর্য্যামীর মহিমা বর্ণন-

মুখে বলিতেছেন যে,—যিনি অগ্নিতে, জলে, সমস্ত জগতে, সকল ওষধিতে ও বনস্পতিতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের সত্তা এবং শক্তির পালন, পোষণ ও আধান করিতেছেন, সেই পরম দেবতা পরমেশ্বরকে বার বার প্রণাম করি।

অন্তর্য্যামিরূপেই পরমাত্মার সর্ব্বাত্মত্ব কিন্তু স্বরূপতঃ নহে, এই শ্রুতির মন্ত্র ইহাই উপদেশ করিতেছেন, তাহা বিশেষ লক্ষণীয়।

শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ॥
যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্॥"

(ভাঃ ৩।৯।৩১-৩২)

শ্রীদেবগণের বাক্যেও পাই,—

"স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সকল-জগৎ-কারণকারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবেশিতঃ।" (ভাঃ ৬।৯।৩৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"স ঈশ্বরঃ কাল উরুক্রমোঽসা-
বোজঃ সহঃ সত্ত্ববলেন্দ্রিয়াত্মা।
স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ
সৃজত্যবত্যত্তি গুণত্রয়েশঃ॥" (ভাঃ ৭।৮।৮)

শ্রীবসুদেবের স্তবেও পাই,—

"স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥"
(ভাঃ ১০।৩।১৪)

শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাঙ্খ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥
অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥"
(ভাঃ ১১।১৫।৩৫-৩৬)॥১৭॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মা পরমেশ্বর অদ্বিতীয় হইলে ঈশিতৃত্ব ও ঈশিতব্য-ভেদ কিরূপে সম্ভব? এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন —তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে সমস্তই সম্ভব] যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) জালবান্ (জগৎরূপ জালের অর্থাৎ মায়ার অধিপতি) ঈশনীভিঃ (স্বীয় স্বরূপভূত স্বশক্তিসমূহের দ্বারা) ঈশতে (সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন) [কাহাকে নিয়মিত করিতেছেন?] ঈশনীভিঃ (স্বকীয় নিয়মনশক্তিসমূহ দ্বারা) সর্ব্বান্ লোকান্ (সমস্ত জগৎকে), ঈশতে (নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করেন) [কখন সেই নিয়মন করেন?] উদ্ভবে (সৃষ্টি-কার্য্যে) সম্ভবে চ (এবং স্থিতি-বিষয়ে) [যদি বল, সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা বিভিন্ন, তাহাও নহে;] য এক এব (যিনি অদ্বিতীয়রূপেই সৃষ্ট্যাদির হেতু; দ্বিতীয় ব্রহ্মাদি তাঁহারই অবতারমূর্ত্তি) যে (যাঁহারা—যে তত্ত্বজ্ঞগণ) এতৎ (এই তত্ত্ব অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, মায়াবী, তাঁহার শক্তিতেই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতি—ইহা) বিদুঃ (অবগত আছেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ ভবন্তি (মরণহীন হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন) ॥১॥

অনুবাদ—অদ্বিতীয় পরমেশ্বর একাই স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তির দ্বারা তদধীন প্রকৃতি, কাল, স্বভাব, জীব ও কর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিয়মন করিতেছেন। সমস্ত চরাচর বিশ্ব তিনিই একাকী স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, বিলোপ করিতেছেন, কারণ তিনিই একমাত্র সৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ত্তমান, প্রলয়কার্য্যেও তাঁহারই মাত্র কর্ত্তৃত্ব, অতএব বিরিঞ্চাদিকে যে উদ্ভবহেতু ও প্রলয়হেতু বলা আছে, উহা তাঁহারই শক্তির কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবাদি তাঁহার শক্তি লইয়াই কার্য্য করেন, সেইহেতু শ্রীবিষ্ণুকেই মূলকারণ জানিতে হইবে। ব্রহ্মা-শিবাদি তদধীন, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আর জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হন না ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তজ্ঞানস্য ফলমাহ—

'অপহতপাপ্‌মা দিব্যো দেব এক' ইতি দেবত্বেন শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা প্রকৃতিশব্দিতমায়ারূপা বা গুণযুক্তঃ সন্ ঈশনসমর্থাভিঃ জ্ঞানক্রিয়াবলশক্তিভিঃ মায়াজালগোচরান্ প্রাকৃতাংশ্চ লোকানীষ্টে তদগোচরান্ অপ্রাকৃতাংশ্চ লোকানীষ্টে, উদ্ভবে উৎপত্তৌ সম্ভবে সমিতি একীকারে লয়াপরপর্য্যায়ে একীভাবে চ ঈষ্টে তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধনং ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নম্ন পরমেশ্বরস্যাদ্বিতীয়ত্বে কথমেকস্যৈব তাবৎ-প্রপঞ্চসৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি অতো নানাকর্ত্তৃস্বীকারো যুক্ত ইতিচেন্ন বিরিঞ্চাদয়স্তস্যৈব শক্তিভূতাবতারবিশেষা ইত্যভিপ্রায়েণাহ—য এক ইত্যাদি—জালবান্ জালং মায়া অস্তি প্রাচুর্য্যেণাস্যেতি জালবান্ মায়াবী স্ব-মায়য়া স্ব-প্রকৃত্যা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিতিভাবঃ উক্তঞ্চ 'স এব স্ব-প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকমি'তি। পরমেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ ঈশনীভিঃ

নিয়মন-শক্তিভিঃ তদধীনপ্রকৃতি-কাল-স্বভাব-কর্ম্মাদিভিঃ বিরিঞ্চরুদ্রে-ন্দ্রাদিভিশ্চ ঈশতে ঈষ্টে ছান্দসো বিকরণলোপাভাবঃ, নিষচ্ছতি শক্তিশক্তিমতোরভেদাদিতি ভাবঃ। অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধঃ। নন্থ আকাশাদিভূতানাং বিরিঞ্চাদীনাঞ্চ সৃষ্টিকর্তৃত্বং শ্রুতি-পুরাণাদিষু শ্রুতং তথাহি—ছান্দোগ্যে 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি' ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ' ইতি স্মৃতিঃ। কথং শ্রীহরেরেকস্য কর্তৃত্বং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ—সর্ব্বানিত্যাদি সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বাণি চরাচরাত্মকানি জগন্তি ঈশনীভিঃ স্বশক্তিভিরাকাশাদি-ভিরিন্দ্রাদিভিশ্চ ঈশতে নিয়ময়তি আকাশাদয়ঃ তস্যৈব পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তিজন্যত্বাৎ বিভূতয়ঃ—নহি বৃক্ষাৎ শাখাপ্রশাখাপুষ্পফলাদীনি ভিদ্যন্তে। তস্যৈব একস্য সর্ব্বনিয়মনে কিং কারণম্? তত্রাহ—য একএব উদ্ভবে সৃষ্টৌ হেতুরিত্যর্থঃ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি'তি। 'স ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়ে'তি চ শ্রুতেঃ। তথা সম্ভবেচ মিলনেচ একরূপেণ পরিণামে চ প্রলয় ইত্যর্থঃ এক এব কর্ত্তা তত্র নান্য উপপদ্যতে আকাশাদীনাং বিরিঞ্চাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং জন্যত্বাৎ তত্রৈব লয়াচ্চ। নন্থ চিত্রমেতৎ যদেকস্য বিততব্রহ্মাণ্ডস্য পরিচালকত্বং, মৈবং, অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ তৎপ্রবৃত্তেঃ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ স্বশক্তিভিঃ সৃজতি নিয়ময়তি সংহরতি চ অতএবোক্তং 'জালবানীশত' ইতি ॥১॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর শ্রীহরি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ। তিনি পরম মায়াবী, তাঁহার নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই লোক সকলকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও

বিনাশের একমাত্র হেতু। ব্রহ্ম-রুদ্রাদি তাঁহার শক্তিতেই শক্তিযুক্ত হইয়া তদাজ্ঞা পালন করেন মাত্র। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। তাঁহারা শ্রীহরির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ লোক ও লোকপাল সকলেই শ্রীহরির শাসনাধীনেই অবস্থিত। যাঁহারা শ্রীহরিকেই সর্ব্বমূলতত্ত্ব জানিতে পারেন, তাঁহাদের আর জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না অর্থাৎ তাঁহারা মুক্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥
ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্‌ভাব্যং সদসদাত্মকম্॥"
(ভাঃ ২।৬।৩১-৩৩)

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ।
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" (ভাঃ ১।২।২৩)

আরও পাই,—

"আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥
যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥"
(ভাঃ ৪।৭।৫১-৫৩)॥১॥

**শ্রুতিঃ—একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ববাক্যার্থই বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন—] হি (যেহেতু) রুদ্রঃ (প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর) একঃ (একাই সমস্ত নিয়মিত করিতেছেন) দ্বিতীয়ায় (পরমেশ্বর-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর জন্য) ন তস্থুঃ (পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ আস্থাবান্ নহেন অর্থাৎ তাঁহারা একমাত্র পরমেশ্বরকেই সর্ব্বকারণকারণরূপে দর্শন করিয়াছেন) [যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার সৃষ্টি বিভিন্ন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন] যঃ (যে পরমেশ্বর) ঈশনীভিঃ (বিরিঞ্চ প্রভৃতি ও কাল, স্বভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি শক্তিদ্বারা) ইমান্ (এই দৃশ্যমান) লোকান্ (সমস্ত বিশ্বকে) ঈশতে (একাকীই নিয়মিত করিতেছেন) জনান্ প্রত্যঙ্ (প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া) তিষ্ঠতি (আছেন), সঃ (তিনি) বিশ্বা (সমস্ত) ভুবনানি (জগৎকে) সংসৃজ্য (সৃষ্টি করিয়া) গোপাঃ (রক্ষাকর্ত্তা) অন্তকালে (প্রলয়ের সময়) সঙ্কুকোপ (কুপিত হইয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত ধ্বংস করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই কেবল নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণরূপে সমস্ত

পদার্থ সৃষ্টি করেন, নিজশক্তি দ্বারা সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, পালন করিতেছেন এবং ধ্বংস করিতেছেন) ॥২॥

অনুবাদ—যিনি এই সমস্ত সংসারকে স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন সেই রুদ্র অর্থাৎ সংসার-রোগ বিদ্রাবণকারী পরমেশ্বর—অদ্বিতীয়ই। ব্রহ্মজ্ঞসকল তাঁহার সম্বন্ধে সজাতীয় দ্বিতীয় স্বীকার করেন না। তিনিই সকল জীবের মধ্যে প্রত্যগাত্মরূপে আছেন। এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহা তিনি পালন করিতেছেন এবং প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ হইবেন অর্থাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে সমস্ত সংহার করিবেন ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—জগৎকারণত্বেন প্রসিদ্ধানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবাদিত্যাশঙ্কাহ—

হে জনাঃ! সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ প্রত্যক্ তিষ্ঠতীতি নির্দ্দিষ্টঃ বিশ্বা ভুবনানি সংসৃজ্য সৃষ্ট্বা অন্তকালে সংচুকোপ সংহৃতবান্ গোপা রক্ষিতা চ যঃ স এক এব রুদ্রঃ সংসাররুজং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ সংসারমোচক ইত্যর্থঃ দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়ত্বায় সহায়তয়া কেঽপি ন তস্থুঃ সহায়তয়া উপায়ান্তরতয়া বা কেঽপি ন স্থিতবন্তঃ মোচকোঽন্যঃ কোঽপি নাস্তি, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ইতি মহাপুরুষং প্রস্তুত্য "তমেবং বিদ্বানমৃতমিহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" ইতি মার্গান্তরনিষেধাৎ অত্র 'রুদ্র' শব্দো রূঢ়ার্থাপেক্ষয়া প্রকৃতোপয়িকস্য মানান্তরাবিরুদ্ধস্য সংসারমোচকত্বলক্ষণযৌগিকার্থস্য মনসি বিপরিবর্ত্তমানস্য শারীরকাপশূদ্রন্যায়েন বলবত্বাৎ অস্যাশ্চোপনিষদো-ভগবৎপরত্বস্য সাধয়িষ্যমানত্বাচ্চ নাত্র চোদ্যাবকাশঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সৃষ্ট্যাদিব্যাপারেষু পরমেশ্বরস্য ন দ্বিতীয়সাপে-

ক্ষত্বমিতি যে ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বার্থদর্শিনস্তএব জানন্তি। কিং জানন্তি? একো রুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায়—সংসাররুজং দ্রাবয়তীতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ তস্যৈব প্রলয়কর্ত্তৃত্বাদ্ রুদ্রত্বমিতি চ স এক এব অন্যনিরপেক্ষ এব, ন দ্বিতীয়ায় ন দ্বিতীয়মুপজীব্য বর্ত্ততে যথা ব্রহ্মাদীনামাকাশাদিভূতানাঞ্চ তদুপজীবিত্বমিতি তস্যৈব সর্ব্বকারণ-কারণত্বাদিতি তথাচোক্তং কাঠকে 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামি'ত্যাদি। এবং তস্থুঃ আস্থিতবন্তঃ কে? যে ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থদর্শিনঃ। কথং পরমেশ্বরস্য একস্য নানাজগৎ কর্ত্তৃত্বম্ তত্রোচ্যতে অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্ত্বাৎ স এব ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে। নমু জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্বমুপলভ্যতে ইতি চেন্ন তস্যৈব পাঞ্চভৌতিকশরীরমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপেণাবস্থানাৎ ইত্যাহ—জনান্ প্রত্যঙ্ প্রতি পুরুষান্ অন্তরঃ প্রত্যগাত্মরূপেণাবস্থিতঃ স এব। নমু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র-ভেদাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ভেদঃ তথাচ স্মৃতিঃ 'স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞেতি", কিমিতি তস্যৈকস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং তদাহ—বিশ্বা বিশ্বানি 'সুপাংসুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণাচ্ ইত্যাদিনা শস্স্থানে আচ্। সংসৃজ্য বহুধা সৃষ্ট্বা গোপাঃ গোপায়তীতি ক্বিপি গোপাঃ রক্ষক ইত্যর্থঃ তথা অন্তকালে প্রলয়সময়ে সঞ্চুকোপ সম্পূর্ব্বক কুপ্ ধাতোর্লিটিরূপম্—ক্রুদ্ধোঽভবৎ সঞ্জহারেত্যর্থঃ অতস্তস্যৈকস্যৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণুরূপত্বাৎ কার্য্য-ভেদাৎ পৃথগ্ ব্যপদেশ ইতিভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই আরও বিশদভাবে বর্ণন করিতেছেন। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি জীবের সংসাররোগ দূরীভূত করেন বলিয়া তাহাকে রুদ্র বলা হয়, শ্রীহরির এক নাম রুদ্র। এস্থলে রুদ্র-শব্দে শ্রীহরিকেই বুঝাইতেছেন। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই নিজশক্তি দ্বারা এই বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব হইতে পৃথক্ দ্বিতীয়—স্বতন্ত্র কোন

তত্ত্ব স্বীকার করেন না। অন্য যাহা কিছু সকলই এই তত্ত্বের অধীন। এই পরমেশ্বর অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন পূর্ব্বক পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিশ্বের সংহারকার্য্য সাধন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥
তয়া বিলসিতেষেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥"

(ভাঃ ১।২।৩০-৩২)

আরও পাই,—

"তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি।
বিশ্বসৃজস্তেঽংশাংশাস্তত্র মৃষা স্পর্দ্ধন্তি পৃথগভিমত্যা॥"

(ভাঃ ৬।১৬।৩৫)

শ্রীভগবান্ সজাতীয়-ভেদরহিত,—

"এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥"

(ভাঃ ১০।৭৪।২১) ॥২॥

শ্রুতিঃ—বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো-
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[তিনিই বিরাট্ পুরুষরূপে অবস্থিত এবং তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব] বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষুঃ অর্থাৎ সকল স্থানে যাঁহার চক্ষুঃ—সর্ব্বদর্শী) উত (এবং) বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বত্র যাঁহার মুখ অর্থাৎ যিনি সহস্রশীর্ষা) বিশ্বতোবাহুঃ (সকলস্থানেই হস্তের কার্য্য যিনি করিতেছেন) উত (এবং) বিশ্বতস্পাৎ (তিনি সহস্রপাৎ) একঃ দেবঃ (অনন্ত শক্তির আধার এক তিনিই) দ্যাবাভূমী (আকাশ ও পৃথিবী) জনয়ন্ (সৃষ্টি করিয়া) বাহুভ্যাং (মনুষ্য প্রভৃতি জীবকে দুইটি বাহুর সহিত) সংধমতি (যোজনা করিতেছেন) পতত্রৈঃ (এবং পক্ষ দিয়া পক্ষি প্রভৃতি আকাশচারিগণকে) সং [ধমতি] (যোজনা করিতেছেন) ॥৩॥

অনুবাদ—তিনিই বিরাট্ পুরুষরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাঁহার দৃষ্টি, মুখ, বাহু, চরণ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। জীব যাহা কিছু দেখে, তাহা চক্ষুর সাহায্যে, সেই দৃষ্টি-শক্তি তাঁহার কৃপায়; যাহা কিছু বলে, শোনে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে তাহা সমস্তই তাঁহার শক্তিতে। বাহুর কার্য্য ধারণশক্তি তাহা তাঁহারই, চরণ-কার্য্য বিহরণ তাহা তাঁহারই শক্তিবশে। এজন্য তিনিই সকলের জ্ঞানশক্তি এবং কর্ম্মশক্তির অধিষ্ঠাতা। অতএব তিনি অনন্তদৃষ্টি, বিশ্বতোমুখ, সর্ব্বতোবাহু ও বিশ্বব্যাপিচরণ-বিশিষ্ট। তিনি লীলানন্দময় এজন্য একাই লীলাবশে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পাদচারী জীবদিগের পাদ দিয়া বিহার

করাইতেছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়া তথায় বিচরণকারীদিগকে পক্ষ দিয়া উড়াইতেছেন।—এই তাঁহার লীলা ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রমিত্যুক্তরীত্যানন্তনয়নানন্ত-পাণিপাদাদিযুক্ত নিত্যদিব্যবিগ্রহযুক্ত অসহায় এব দ্যুপৃথিব্যাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চনির্ম্মাতা জীবান্ বাহুভ্যাং পতত্রশব্দিতৈঃ পত্তিশ্চ সংধমতি সংযোজয়তি করণকলেবরসংযোগং করোতীত্যর্থঃ, সর্ব্বেষাং শরীরে-ন্দ্রিয়সম্বন্ধং কুর্ব্বন্ স্বয়ং অনন্যাধীনানন্তশরীরেন্দ্রিয়বানিত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স এব বিরাড়্রূপেণ বিশ্বং সৃজতি। একস্য বিশ্বস্রষ্টৌ চক্ষুরাদীনামনন্তত্বং বক্তব্যং তদাহ—বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যাদিনা বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ চক্ষুঃ দৃষ্টির্যস্য সঃ সর্ব্বদর্শীত্যর্থঃ জীবানাং দৃষ্টি-শক্তিস্তদধীনেতিভাবঃ, উপলক্ষণমেতৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণামিতি ধ্যেয়ম্। কেবলাদ্বৈতবাদিনস্তু সর্ব্বেষাং লোচনান্যেব তস্য লোচনানি, মুখানি, বাহবশ্চরণাশ্চ ইত্যাহুঃ তন্ন যুক্তমিতি উত তথা বিশ্বতোমুখঃ—মুখপদং শিরসি বর্ত্ততে সহস্রশীর্ষা ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতির্বক্ষ্যতে 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদি'ত্যাদি 'সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতী'তি স্মৃতিশ্চ সর্ব্বং মুখকার্য্যং বচনাদি তেনৈব বাগিন্দ্রিয়শক্তিদাতৃরূপেণ নিষ্পাদ্যতে ইতি ভাবঃ, বিশ্বতোবাহুঃ সর্ব্বতোবাহুঃ সর্ব্বেষাং বাহুকার্য্যং ধারণং তস্য শক্ত্যা এব করোতি তস্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাদিতি। বিশ্বতস্পাৎ—বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ পাদৌ যস্য সঃ, বহুব্রীহৌ পাদস্য অকারলোপঃ। পাদকার্য্যং বিহরণং তদধীনমিতিজ্ঞেয়ম্। এক এব দেবঃ লীলাময়ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দ্যাবাভূমী দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তে অন্তরীক্ষ পৃথিব্যৌ জনয়ন্ রচয়ন্ বাহুভ্যাং মনুষ্যাদীন্ ধমতি প্রেরয়তি সংযোজয়তীতি কেচিৎ, ইতি তু ভূমৌ লীলা এবম্ আকাশে খেচরান্ পতত্রৈঃ পক্ষৈর্যোজয়ন্ ক্রীড়তি ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমদেব পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষুঃ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পাদ। তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যদিগকে বাহু দ্বারা এবং আকাশচারী পক্ষী প্রভৃতিকে পক্ষ দ্বারা যোজনা করেন।

তিনি সমস্ত জগতে স্থিত সমুদয় জীবের কর্ম্ম আর বিচার তথা সমস্ত ঘটনা নিজ দিব্য শক্তিদ্বারা নিরন্তর দর্শন করেন, উঁহার অজ্ঞেয় কোন কিছুই থাকে না।

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীঃ ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতির্ব্বিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্য্যকারণাতীতত্বেঽপি শক্তি-শক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ—সর্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাং পাণিপাদবৃন্দৈঃ সর্ব্বত্রদৃষ্টৈরেব তদ্ব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বতোঽক্ষীত্যাদি।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈত সমীপে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ" শ্লোকের পাঠ-সংশোধন,—

"প্রভু বলে,—'সর্ব্বপাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে॥

সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ'—এই পাঠ নড়ে॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদস্তৎ'—এই সত্য পাঠ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১২৮-১৩০)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষ্যে পাই,—"নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষ-বাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যা-ত্ববাদের পক্ষ-গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষুঃ-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারে বহি-র্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্যরূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনো-পযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাবসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ-স্বরূপের স্থূল-শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদের পরম সূক্ষ্ম দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমা-ঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবাবিমুখতা-জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধ জীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্য আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ

ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্ম-বাদী তাহার অনর্থ থাকাকালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট্ রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। তাহার নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধ জীবে আনন্দ-রাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই—"সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"কিরণসমূহ যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত অনন্ত জীবের অবস্থান স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে তাঁহা হইতেই সমুদয় সৃষ্টি বর্ণন করিয়া শ্রুতিদেবী তাঁহার নিকট সদ্‌বুদ্ধি প্রার্থনার উপদেশ করিতেছেন—] যঃ (যিনি, পরমেশ্বর) দেবানাং (ইন্দ্রাদি দেবগণের) প্রভবঃ চ (উৎপত্তি-

কারণ) উদ্ভবঃ চ (এবং সেই সৃষ্ট ইন্দ্রাদিদেবে বিভূতির সংযোজক) বিশ্বাধিপঃ (এই ইন্দ্রাদিদ্বারা তিনি বিশ্বের পালক) রুদ্রঃ (রুদ্ররূপে তিনিই সংহর্ত্তা) মহর্ষিঃ (মহাতপস্বী, সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানসম্পন্ন) পূর্ব্বং (বিশ্ব-সৃষ্টির প্রথমে) হিরণ্যগর্ভং (তেজোময় অণ্ডমধ্যে হিরণ্যগর্ভবিরিঞ্চকে) জনয়ামাস (সৃষ্টি করিয়াছেন) সঃ (সেই পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগকে অর্থাৎ বিষয়াসক্ত জীবকে) শুভয়া (শুভজনক অর্থাৎ বিষয়াসক্তিহীন যাহা তত্ত্বদর্শনের উপায়—এইরূপ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুনক্তু (যোজিত করুন, যাহাতে আমরা তদভিমুখী ভক্তিবৃত্তি লাভ করিতে পারি সেইরূপ মতি প্রদান করুন ॥৪॥

অনুবাদ—যিনি ইন্দ্রাদিদেবতাগণের উৎপত্তিহেতু, সেই উদ্ভূত দেবতাতে যিনি শক্তির যোজক, সৃষ্ট ইন্দ্রাদিদ্বারা যিনি বিশ্বপালক, রুদ্ররূপে যিনি প্রলয়কর্ত্তা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। সৃষ্টির প্রথমে যিনি হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন, যাহাতে তাঁহার উপাসনায় আমরা মতি লাভ করিতে পারি ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমাত্মোপলব্ধিপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি বৃহদারণ্যকোক্তরীত্যা ইন্দ্রবরুণরুদ্রাদীনামুদ্ভবঃ উদ্ভব-ত্যস্মাৎ রুদ্র ইতি শ্রীভগবতো নামোক্তেঃ প্রকর্ষেণ ভবতি অস্মাদিতি প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবনং দেবাধিপতিত্বাদিরূপেণ প্রভবনং অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চেতি কর্ম্মফলদায়িত্বলক্ষণপ্রভুত্বস্য ভগবদ্ধর্ম্মত্বেন প্রজাপতি-পশুপতিত্বাদি পদপ্রাপকত্বলক্ষণস্য প্রভবনস্য ভগবদধীনত্বাদিতি দ্রষ্টব্যং বিশ্বাধিকঃ 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি'ত্যুক্তরীত্যা বিশ্বস্য সর্ব্বস্যাপি তদেকদেশৈকদেশতয়া তস্য বিশ্বাধিকত্বং, সংসাররুজোদ্রাবকতয়া রুদ্রত্বং নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞত্বা-

দিযুক্ততয়া মহর্ষিত্বং চ ভগবতো যুজ্যতে এবংভূতো ভগবান্ যন্নাভি-পদ্মাদভবন্মহাত্মা প্রজাপতির্বিশ্বসৃগ্ বিশ্বরূপঃ 'তত্র ব্রহ্মা চতুর্মুখোঽজায়ত' 'নারায়ণাদ্ব্রহ্মাঽজায়ত' 'নারায়ণাদ্রুদ্রোঽজায়ত' ইত্যুক্তরীত্যা হিরণ্য-গর্ভং সর্ব্বেষাং দেবানাং সৃষ্টেঃ প্রাক্ জনয়ামাস, দেবঃ পরমবিষয়তয়া শুভয়া বুদ্ধ্যা নো যোজয়তু ইত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তত্ত্বজ্ঞানং বিনা মুক্তির্নভবতি তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ পর-মেশ্বরস্বরূপজ্ঞানং তচ্চ প্রপঞ্চ-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তৃত্বং তদপি তস্যানুগ্রহং বিনা ন সম্ভবেদিতি যো দেবানামিত্যাদিনা তত্ত্বমাহ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি তটস্থলক্ষণং তদেবাহ যো দেবানাং প্রভবঃ উৎপত্তিকারণম্, যৈ-র্বিরিঞ্চ্যাদিভি র্দেবৈর্জগৎ সৃজ্যতে তেষামুৎপত্তিকারণং স এব। তেষাং সৃষ্টিশক্তেরপি কারণং স এব তত্রাহ—উদ্ভবশ্চ বিভূতের্যোজয়িতা, এবং বিশ্বাধিপঃ বিশ্বপালকঃ, রুদ্রঃ প্রলয়কর্ত্তাচ যতঃ স মহর্ষিঃ মহাংশ্চাসৌ ঋষিশ্চ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ অন্যথা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ। তথা শ্রুতিশ্চ 'স তপোঽতপ্যত' 'তপস্তপ্ত্বা অসৃজৎ' ইতি 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চা-ভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়তেতি' চ এবং সৃষ্ট্যর্থং দ্বারভূতং লোকপিতামহ-জননং প্রাথমিকমাহ—হিরণ্যগর্ভং হিরণ্যং স্বর্ণবৎ তেজোময়মণ্ডং গর্ভঃ উৎপত্ত্যাধারো যস্য তং তথাচ মনুঃ 'তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহ' ইতি। সঃ সৃষ্টিস্থিতি-লয়-কর্ত্তা শ্রীহরিঃ নঃ অস্মান্ শুভয়া নির্ম্মলয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেনেতি-যাবৎ সংযুনক্তু যোজয়তু ইতি তদনুগ্রহঃ প্রার্থ্যতে ॥৪॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ববিষয় জানা আবশ্যক। সেইজন্যই এই অধ্যায়ারম্ভে শ্রুতিমন্ত্রসমূহ সেই সৃষ্টিরহস্য বর্ণন করিতেছেন। যাহারা জগন্মিথ্যাত্ববাদী ও বিবর্ত্তবাদী তাহারা বেদান্ত-

সূত্রে বর্ণিত "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) সূত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। সেইজন্য এই শ্রুতিমন্ত্রে উপদেশ দিতেছেন যে, ভগবজ্-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনা করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি এবং তিনিই ঐসকল দেবতাতে শক্তি আধান করিয়া থাকেন। দেবগণের স্বতন্ত্র শক্তি নাই। দেবগণের মধ্যে যে শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই বিভূতি।

তিনিই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং রুদ্ররূপে সংহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-রুদ্রাদির উৎপত্তি ও উদ্ভব—সকলই পরমেশ্বর হইতে। যাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী তাঁহারা দেবগণের স্বতন্ত্র-ঈশ্বরত্বের যে কল্পনা করেন, তাহা তত্ত্ববিরুদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।১৪২)

দেবগণ যে শ্রীভগবানের বিভূতি, সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রহ্মা ভবো ভবন্তশ্চ মনবো বিবুধেশ্বরাঃ।
বিভূতয়ো মম হ্যেতা ভূতানাং ভূতিহেতবঃ॥"
(ভাঃ ৬।৪।৪৫)

দেবগণের স্তবেও পাই,—

"য এক ঈশো নিজমায়য়া নঃ
সসর্জ্জ যেনাসৃ সৃজাম বিশ্বম্।

বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ
পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ ॥" (ভাঃ ৯।৬।২৫)

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,—

"ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতির্বিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥"
(ভাঃ ১০।৩৭।১১-১২) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] রুদ্র! (সংসাররোগ-বিদ্রাবক পরমেশ্বর!) তে (তোমার) যা (যে) শিবা (মঙ্গলময়ী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা) অঘোরা (অভয়ঙ্করী সৌম্যা) অপাপকাশিনী (পুণ্যাভিব্যঞ্জিকা) তনূঃ (মূর্ত্তি আছে) [হে] গিরিশন্ত! (গিরিতে থাকিয়া মঙ্গলপ্রদ! অথবা হে গিরিশ! হে অন্ত সর্ব্বজ্ঞ! তুমি) তয়া (সেই) শন্তময়া (অতিশয় শান্তময়ী) তনুবা [তন্বা] (শরীর দ্বারা) নঃ (আমাদিগকে) অভিচাকশীহি (কৃপাপূর্ব্বক নিরীক্ষণ কর অর্থাৎ শ্রেয়োযুক্ত কর) ॥৫॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ রুদ্ররূপধারিন্ পরমেশ্বর! তুমি গিরিতে অর্থাৎ হৃদয়গুহায় থাকিয়া জীবের মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাক। তোমার সচ্চিদানন্দঘনা, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, পুণ্যাভিব্যঞ্জিকা যে মূর্ত্তি আছে, সেই সুখতমা মূর্ত্তিতে আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত কর অর্থাৎ আমাদের মঙ্গলবিধান কর। আমরা যেন সর্ব্বথা পবিত্র হইয়া তোমাকে সেবা করিবার যোগ্য হইতে পারি ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে, তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস' ইত্যুক্তরীত্যা দিব্যমঙ্গলবিগ্রহবিশিষ্টতয়া ভগবৎপ্রকাশপ্রার্থনামন্ত্রমাহ—

হে রুদ্র ! সংসাররুজাদ্রাবক ! প্রসিদ্ধরুদ্র ব্যাবর্ত্তনায় তং বিশিনষ্টি গিরিশন্ত ইতি গিরিশং তনোতীতি গিরিশন্তঃ রুদ্রস্য স্রষ্টা ইত্যর্থঃ যা শিবা অঘোরা চ পাপকাশিনী পাপকর্ম্ম-কশিতুং শীলমস্যা ইতি পাপকাশিনী পাপদাহিকা বৈষ্ণবী সাত্ত্বিকী তনূঃ তাদৃশ্যা শন্তময়া সুখপ্রদয়া অত্যন্তানুকূলতয়া তন্বা বিগ্রহেণ অভিচাকশীহি প্রকাশতু ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্যৈতে দ্বে তনুবৌ তনূ শক্তী শরীরিণাং বন্ধমোক্ষকরী ঘোরা অন্যা শিবা অন্যা, তয়োর্ম্মধ্যে ঘোরা অবিদ্যারূপা তয়া মূর্ত্ত্যা জীবস্যামঙ্গলং সংসারবন্ধনং সাধয়তি, অন্যাচ শুভা বিদ্যারূপিণী তয়া শুভং বিধত্তে 'বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে' ইতি শ্রুতেঃ। তত্র রুদ্রস্য পরমাত্মনঃ পরবিদ্যাদায়িনী মূর্ত্তিং প্রকাশয়িতুং স প্রার্থ্যতে হে ভগবন্ রুদ্র ! জ্ঞানপ্রদ ! হে গিরিশন্ত ! গিরৌ হৃদয়-স্থিতঃ শংকন্দরেমঙ্গলং তনোতি যস্তৎসংবোধনে, তে তব শিবা মঙ্গলময়ী অবিদ্যানাশিনী, অঘোরা ন ঘোরা ভীষণা ভবতি তাদৃশী সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ, অপাপকাশিনী সুকৃতফলদাত্রী তনূঃ মূর্ত্তিরস্তি শন্তময়া অতিশয়েন শংরূপয়া তয়া তনুবা তন্বা ইয়াদিপূরণ ইতি ছন্দোঽনুরোধাৎ বকার উবাদেশঃ, নঃ অস্মান্ অভি অভিলক্ষ্য চাকশীহি প্রকটো ভব। চকাশ্ধাতোরীড়াগমঃ ব্যত্যয়াৎ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে পরমেশ্বরের এক নাম রুদ্র, কারণ তিনি সংসাররূপ রোগের বিদ্রাবক। সেই রুদ্রদেব পরমেশ্বরকে সংবোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন, হে রুদ্রদেব পরমেশ্বর !

আপনি গিরিতে থাকিয়া অথবা জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থান পূর্ব্বক জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনার এক নাম গিরিশ বা গিরিশন্ত অর্থাৎ যিনি গিরিশকে বিস্তার করেন তিনি গিরিশন্ত অর্থাৎ রুদ্রের স্রষ্টা। আপনার যে সচ্চিদানন্দময়ী আহ্লাদকরী পাপনাশিনী পুণ্যাভিব্যঞ্জিকা সৌম্যা মূর্ত্তি আছে, সেই সুখতমা পরা বিদ্যারূপিণী মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করুন। আমরা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আপনার সেবার যোগ্যতা লাভ পূর্ব্বক পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারি।

শ্রীভগবানের তনু অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ বিশুদ্ধসত্ত্বময়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥" (ভাঃ ৪।৩।২৩)

আরও পাই,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥" (ভাঃ ১০।২।৩৪)

শ্রীভগবানের প্রাকট্য দর্শন করিতে হইলে তাঁহার কৃপাই একমাত্র উপায়। যাহা কঠোপনিষদে "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ···বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" (কঠ ১।২।২৩) মন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বদেবগণের অধীশ্বর,—

"স হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরঘ্নিড়্ গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্ম্মুখাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তিরূপে বিদ্যা ও অবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় যে,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥"
(ভাঃ ১১।১১।৩)

অবিদ্যায় মায়াবন্ধন এবং বিদ্যাবৃত্তিতে মায়ামুক্তি হয়।

শ্রীব্রহ্মাও নারদকে বলিয়াছেন,—

"সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ২।৬।২১)

কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র পরা বিদ্যারূপিণী ভক্তি হইতে শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তি হয়॥৫॥

**শ্রুতিঃ—যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—হে গিরিশন্ত! (পর্ব্বতে থাকিয়া মঙ্গলপ্রদ!) [ত্বং—তুমি] অস্তবে (প্রাণীদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য অর্থাৎ বদ্ধ জীবের উপর প্রয়োগের জন্য) যাং ইষুং (যে বাণ অর্থাৎ যে মায়ারূপ অস্ত্র) হস্তে (হাতে) বিভর্ষি (ধারণ করিতেছ) হে গিরিত্র! (হে গিরিত্রাণকারিন্) তাং (সেই বাণকে) শিবাং (মঙ্গলময়ী) কুরু (কর অর্থাৎ তোমার মায়া শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর)

[তয়া—সেই বাণে অর্থাৎ মায়াশক্তি দ্বারা] পুরুষং (দেহমধ্যে অবস্থিত জীবাত্মাকে) [এবং] জগৎ (অস্থায়ী নশ্বর বিশ্বকে) মা হিংসীঃ (ধ্বংস করিও না, মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিও না অর্থাৎ জীবসমুদয়রূপ জগৎকে মায়াভিভূত করিও না, ইহাই প্রার্থনা) ॥৬॥

অনুবাদ—হে গিরিশন্ত! দুর্ব্বোধতত্ত্বে স্থিত মঙ্গলময় ভগবন্! তুমি আমাদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য যে বাণ অর্থাৎ মায়া-শক্তি তোমার হাতে অর্থাৎ পুত্র-কলত্র বিষয়ে ধরিয়া রাখিয়াছ; হে গিরিত্র! দুরধিগম্য গিরিসদৃশ সেই বিষয় হইতে রক্ষাকারিন্! সেই বাণরূপিণী মায়া শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর, আমাদিগকে তোমার অভিমুখী কর অর্থাৎ বিষয়-প্রবণতা রোধ করিয়া আমাদিগের মতি ত্বৎপ্রবণা কর, এই শরীর-মধ্যে যে জীবাত্মা আছে, তাহাকে আর অভিভূত করিও না, তাহাকে মোহমুক্ত কর। তোমার সৃষ্ট জগৎকেও মঙ্গলময় কর ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—গিরিত্র গীর্ব্বেদান্তঃ তত্র ত্রায়তে পাল্যতে প্রতিপাদ্যতে ইতি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ত্বম্। গিরিত্রশব্দার্থঃ গিরিশন্তেত্যস্য পূর্ব্ববদর্থঃ হে গিরিত্র গিরিশন্ত তে হস্তে শিবাং যামিষুং বিভর্ষি যদায়ুধং বিভর্ষীত্যর্থঃ তামিষুং অস্তবে ক্ষেপে মদ্ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধিক্ষেপায় কুরু, গচ্ছতীতি জগৎ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণং পুরুষং মা হিংসীঃ সংসারান্ধকূপপতিতং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরমি'তি-শ্রুত্যা পরমেশ্বরস্য মায়াধীশ্বরত্বমবগম্যতে তয়া মায়য়াচ্ছন্নোঽজীবো মায়িকং জগৎ সুখময়ং কল্পতে বস্তুতস্তু তয়া মায়য়া জীবস্য মোহাৎ তত্ত্বজ্ঞানং তৎ-প্রবৃত্তিশ্চ নশ্যতি অতস্তামপসারয়িতুং ভগবন্তং প্রার্থয়তে যামিষুমিত্যাদিনা হে গিরিশন্ত! ত্বম্ অতিদুর্গে গিরৌ তিষ্ঠন্নপি জীবস্য শং বিতরসি

অতো হে সর্ব্বকল্যাণময় দুর্জ্ঞেয়! যাম্ ইষুং বাণমিচ্ছাশক্তিমিত্যর্থঃ অস্তবে নিক্ষেপ্তুং জীবে প্রযোক্তুং হস্তে করে মায়াবিষয়ীভূত-স্ত্রী-পুত্র-বিত্তাদিষু বিভর্ষি ধারয়সি স্ত্রী-পুত্রাদিবিষয়রূপেণ বহির্ম্মুখ-জীবং মায়য়া শক্ত্যা অভিভবিতুমিচ্ছসি ইত্যর্থঃ হে করুণাময় গিরিত্র! গিরেঃ দুর্ভেদ্যমায়াবিষয়াৎ ত্রাণকারিন্ তাং মায়াশক্তিং বাণরূপাং শিবাং মঙ্গলময়ীম্ অবিমোহিনীং কুরু, তয়া ইষ্বা পুরুষং জীবং মা হিংসীঃ মা অভিভূঃ তথা জগদপি মা হিংসীঃ মা মোহময়ং কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—হে গিরিশন্ত! গিরিত্র! গীঃ শব্দের অর্থ—বেদান্ত। যিনি এই শব্দরূপ বেদান্তের দ্বারা ত্রাণকারী, অথবা প্রতিপাদিত হন, সেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বস্তু। আর গিরিশন্ত শব্দের অর্থেও শ্রীরঙ্গরামানুজ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, যিনি গিরিশকে বিস্তার করেন, তিনি গিরিশন্ত অর্থাৎ রুদ্রের স্রষ্টা। সেই পরমেশ্বরকে গিরিশন্ত ও গিরিত্র-শব্দে সংবোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, তুমি গিরিতে অথবা জীবের হৃদয়গুহাতে থাকিয়া জীবের সুখ বা মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাক অর্থাৎ তোমার আশ্রিত সাধুগণকে রক্ষা করিয়া থাক। সেই তোমার হস্তেই একটি লোকক্ষয়কর অস্ত্র রহিয়াছে। যদিও ঐ অস্ত্র প্রলয়কালে লোকক্ষয়ের নিমিত্তই ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার হস্তস্থিত কল্যাণময় অস্ত্রের দ্বারা জীব ও জগতের কল্যাণ কর অর্থাৎ জীব ও জগতের সমগ্র অকল্যাণ বিনাশ পূর্ব্বক তাহাদের কল্যাণ প্রদান কর। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রগীতেও পাওয়া যায়,—

"ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।

মহানহং খং মরুদগ্নিবার্দ্ধরাঃ
স্বুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥" (ভাঃ ৪।২৪।৬৩)

আরও পাই,—

"অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥" (ভাঃ ৪।২৪।৬৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"বিপশ্চিতাং গতিরসি, ন ত্ববিপশ্চিতাং, যতো বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তং বিশ্ববর্ত্তিনোঽজ্ঞা জীবাঃ কলিভয়ধ্বস্তা এবেত্যর্থঃ।" ॥৬॥

শ্রুতিঃ—ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—ততঃ (সেই জীবযুক্ত জগৎ হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি জগতের কারণ) [শুধু ইহাই নহে] ব্রহ্মপরং (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ) [যেহেতু] বৃহন্তম্ (তিনি বৃহৎ, বিশ্বব্যাপক) [তাহাই দেখাইতেছেন] যথানিকায়ং (যেমন যেমন শরীর, তদনুসারে) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়-মধ্যে) গূঢ়ম্ (গুপ্ত, অন্তর্য্যামিরূপে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত) [কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বহু নহেন] একং (এক অদ্বিতীয়) বিশ্বস্য (জগতের আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত জগতের) পরিবেষ্টিতারং (পরিবেষ্টনকারী ব্যাপক) [তাহার প্রমাণ] ঈশং (তিনি নিয়ন্তা, সর্ব্বপরিচালক) তং (সেই পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিতে পারিলে অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে অবগত হইলে) [জনাঃ] অমৃতা ভবন্তি (জীবগণ মরণহীন হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে) ॥৭॥

অনুবাদ—পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনারূপ নিরন্তর ধ্যান-বলেই জীবের মুক্তি হয়, এই উদ্দেশ্যে শ্রুতি তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। তিনি সেই জীবযুক্ত জগতের এবং জগদাত্মা বিরাট্ পুরুষের কারণ, সেইহেতু তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম, বিভিন্ন প্রকার জীব-দেহের অন্তরের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। এই বিশ্বকে তিনি সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি বিশ্বব্যাপক, তিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়তত্ত্ব। তাঁহা হইতেই সকল উদ্ভূত। তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিলে সকলেই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উক্তপ্রকারেণ তৎপ্রার্থনানন্তরং বৃহন্তং নিরতিশয়-বৃহত্ত্বাশ্রয়ং অতএব যথানিকায়ং মশকমাতঙ্গাদি শরীরানুরূপ্যেণ সর্ব্বভূতেষনুপ্রবিশ্যান্তর্য্যামিতয়া বর্ত্তমানং পরং ব্রহ্ম বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতং তমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বকারণ-কারণস্য সর্ব্বব্যাপকস্য সর্ব্বনিয়ন্তৃ-র্জ্ঞানাৎ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা মোক্ষো ভবতীত্যভিপ্রেত্য সজীব-জগৎ-কারণাত্মনা স্থিতস্য পরমাত্মনঃ স্বরূপং বর্ণয়তি। ততঃ পরমিত্যাদিনা ততঃ জীব-যুক্তাৎ জগতঃ পরং কারণত্বাৎ শ্রেষ্ঠম্। নন্থ জগৎকারণং কার্য্যব্রহ্মৈব কথমেতদুচ্যতে তত্রাহ—ব্রহ্মপরং ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ পরমতীতং কুতঃ ? তৎস্রষ্টৃত্বাৎ যতো বৃহন্তং ব্যাপকং, তদপি কুতঃ ? যথানিকায়ং নিকায়ং শরীরম্ অনতিক্রম্য বিভিন্নশরীরানুসারেণ, সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু অন্তঃ বিভিন্নাংশরূপেণ জীবেন তথা অন্তর্য্যামিতয়া পরমাত্মরূপেণ গূঢ়ং প্রচ্ছন্নভাবেন অন্তরবস্থিতম্, নন্থ তেঽপি জীবাত্মান এব কুতস্তদতীতস্য পরমাত্মনোঽস্তিত্বমিতিচেত্তত্রাহ—বিশ্বস্য চরাচরাত্মকজগতঃ পরিবেষ্টিতারং সর্ব্বমন্তঃকৃত্বা স্বাত্মনা ন তু সজাতীয়েন বিজাতীয়েন বা দ্বিতীয়েন

স্বরূপেণ সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতং তমেবাহ—একম্ অদ্বিতীয়ম্, কথং বেষ্টনম্ তৎপ্রকারমাহ—ঈশং নিয়ন্তারং ব্রহ্মাদিজগন্নিয়ন্তৃত্বমেব তদ্বেষ্টনমিত্যর্থঃ, এবং রূপং তং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা বিদিত্বা জনা অমৃতা ভবন্তি মরণরহিতা-মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে শ্রুতি পরমেশ্বরতত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন—জীবসহিত সমগ্র জগৎ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনি সকলের কারণ-স্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। তিনি সর্ব্বপ্রাণীর বিভিন্ন দেহের মধ্যে বিভিন্নাংশে জীবরূপে এবং তদন্তর্য্যামিরূপে পরমাত্মস্বরূপে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। তিনি অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তাঁহার শক্তির পরিণতিতে জগৎ ও জীবসমুদয় প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে পৃথক্ আকরতত্ত্ব কিছু নাই। শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে তিনিই অদ্বিতীয়তত্ত্ব। তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও মহান্। এইভাবে পরমেশ্বরের তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিলে, তাঁহার কৃপায় জীব অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়।

শ্রীভগবানের জীবান্তর্য্যামিত্ব-বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥" (ভাঃ ২।২।৮)

শ্রীভগবান্ জীব-জগদাদি সকলের মূল, অদ্বিতীয় তত্ত্ব—

"নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩)

বিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" (বিঃ পুঃ ১।২২।৫২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১১) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই পরব্রহ্মতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ উপাসক বলিতেছেন] অহম্ (আমি) এতং (সেই পূর্ব্ববর্ণিতস্বরূপ) মহান্তং (বিশ্ব-ব্যাপক) পুরুষং বেদ (পরমেশ্বরকে জানিয়াছি এবং ধ্যান করিতেছি) [কিভাবে জানিয়াছ ?] আদিত্যবর্ণং (তিনি সূর্য্যের মত স্বয়ং-প্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়) তমসঃ (অজ্ঞান তিমিরের অথবা মায়ার) পরস্তাৎ (অতীত, মায়াদ্বারা অসংস্পৃষ্ট) [এই পরমাত্মাকে কি উদ্দেশ্যে ধ্যান করিতেছ ?] তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) বিদিত্বা এব (জানিতে পারিলেই অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া উপাসনা করিলেই) মৃত্যুং (মৃত্যু অর্থাৎ দুঃখ-বহুল সংসার) অতি এতি (অতিক্রম করে, মুক্ত হয়েন) অয়নায় (সংসার পার হইবার অথবা পরমপদ প্রাপ্তির) অন্যঃ (এতদ্ভিন্ন অপর যাগযজ্ঞাদি কোনই) পন্থাঃ (পথ, উপায়) ন বিদ্যতে (নাই) [সেই কারণ তাঁহাকেই ধ্যান পূর্ব্বক উপাসনা করিতেছি] ॥৮॥

অনুবাদ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আত্মানুভূতি-প্রামাণ্যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের উপর মুক্তিলাভের দৃঢ়তা স্থাপন করিতেছেন। আমি জানিয়াছি—সেই এই বিশ্বব্যাপী মহাপুরুষ সূর্য্যের মত স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়। তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অর্থাৎ মায়ার অতীত। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলেই অর্থাৎ জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলেই মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পরমপদপ্রাপ্তির তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বমুক্ত্বা ইতরস্য তন্নিষেধতি।

জ্যোতিঃ মহাপুরুষং নারায়ণং বিদিত্বা মৃত্যুশব্দিতং সংসারমতিক্রামতি অয়নায় তৎপ্রাপ্তয়ে অন্যো মার্গো নাস্তি এতমর্থমহং বেদ জানামি অস্মিন্নর্থে বিবাদো নাস্তীতি মুনীনাং পরস্পরং বচনমিদম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মুক্ত্যুপায়ং তত্ত্বসারং স্বয়মেবানুভূয় তত্ত্বদর্শী পুরুষঃ তৎপথায় পরান্ প্ররোচয়তি বেদাহমিতি—অহম্ মন্ত্রদর্শী ঋষিঃ জানে অনুভবামি, কিম্? এতং উক্তস্বরূপং পরমাত্মানম্ এব পুরুষম্ প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণম্ মহান্তম্ সর্ব্বাত্মত্বাৎ পরিপূর্ণং তথা আদিত্যবর্ণং আদিত্যস্যবর্ণ ইব বর্ণোঽস্যেতি জ্যোতির্ম্ময়ং স্বপ্রকাশস্বভাবমিত্যর্থঃ কিঞ্চ তমসঃ অজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ উপরি মায়াতীতত্বাৎ। অনুভূতবানস্মি, কিন্তজ্-জ্ঞানফলং তত্রাহ—তম্ পরমেশ্বরং বিদিত্বা উপাসনাদ্বারেণ অনুভূয়ৈব মৃত্যুং মরণধর্ম্মাণং সংসারম্ অত্যেতি অতিক্রামতি মুক্তো ভবতি। কিঞ্চ ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ কর্ম্ম ন মুক্তিকারণং তদেবাহ—অন্যঃ এতদ্ব্যতিরিক্তঃ পন্থাঃ উপায়ঃ—কস্মৈ? অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে ভবাব্ধিতরণায় ন বিদ্যতে এতদপি জ্ঞাতবান্ ইতি যাগাদীনাং তমোঽন্তঃ-পাতিত্বাৎ ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ যজ্ঞপুরুষস্য পরমেশ্বররূপত্বাচ্চ স এব ধ্যেয় ইত্যুপদেশঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—কোন তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমমহান্ পুরুষ পরমেশ্বরকে আমি জানিয়াছি। তিনি অবিদ্যারূপ অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ মায়ার অতীত এবং সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়-তত্ত্ব। তিনি স্বীয় ধামে স্বস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে অর্থাৎ স্বরূপতঃ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া তাঁহার উপাসনা দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহশীল সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় অর্থাৎ মুক্ত হওয়া যায়। তিনি কৃপা পূর্ব্বক জীবকে উদ্ধার না করিলে জীবের স্বচেষ্টায় তাহা সম্ভব নহে। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলেই তাঁহার কৃপায় তৎপদপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হয়। শ্রীগীতায়ও পাই,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গীঃ ৭।১৪) এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার স্তবেও পাই,—

"য একবর্ণং তমসঃ পরং তদলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ॥
ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং, যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং নমাম
ভূতেষু সমং চরন্তম্॥" (ভাঃ ৮।৫।২৯-৩০)

মুচুকুন্দের প্রতি দেবগণের বাক্য—

"বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।৫১।২০)

শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—

"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"

শ্রীব্রহ্মা অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন যেষাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া মুক্তি হয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩১) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—যস্মাৎ (যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ) অপরং (অন্য) কিঞ্চিৎ (কোন বস্তু) ন অস্তি (নাই) যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) অণীয়ঃ (অণুতর) ন [অস্তি] (নাই) জ্যায়ঃ (বৃহত্তর) কঃ চিৎ (কেহই) ন অস্তি (নাই) [এই কারণে তাঁহাকে উপাসনা করিলেই মুক্তি হয়] [তিনি] বৃক্ষ ইব (বৃক্ষের মত) স্তব্ধঃ (স্থির) একঃ (অদ্বিতীয়) দিবি (প্রকাশাত্মক নিজ মহিমায় বা নিজধামে) তিষ্ঠতি (অবস্থিত) তেন পুরুষেণ (সেই অদ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) সর্ব্বং (সমস্ত প্রপঞ্চ) পূর্ণম্ (পরিব্যাপ্ত) [ইহা আমি জানিয়াছি] ॥৯॥

অনুবাদ—কেন যে তাঁহার ধ্যানে মুক্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন —তিনি যে পরাৎপর, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। তাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর কিছু নাই, মহত্তরও কিছু নাই। তিনিই একমাত্র বৃক্ষের মত নিশ্চলরূপে অপ্রচ্যুতস্বভাবে প্রকাশময় নিজ মহিমায় অবস্থান করিতেছেন। এক তাঁহার দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। অতএব তাঁহার উপাসনাই মুক্তির পথ ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নম্ন আত্মজ্ঞানস্যৈব তরতি শোকমাত্মবিদিতি মোক্ষহেতুত্বমুচ্যতে কথমাদিত্যবর্ণপুরুষবিগ্রহজ্ঞানস্যেত্যাশঙ্কাস্যৈব পুরুষস্য পাবকত্বাদাত্মত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—

যস্মাদ্‌পরং অপরং নাস্তি কেনাপি প্রকারেণোৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ভাষিতং ব্যাসার্যৈশ্চ যস্মাদিত্যস্য পরমিত্যনেনান্বয়োস্তু যস্মাদুৎ-কৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ ইত্যাশঙ্ক্য তথা সতি বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ অপরমিতি অস্য ন চ পরং চাপরঞ্চ নাস্তীতি উৎকৃষ্টাপকৃষ্টবস্তু নিষেধ-কত্বং ন শঙ্কনীয়ং আবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ অতো যস্মাদিত্যস্যাপরমিতি অনেনান্বয়ঃ যস্মাদন্যৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টবস্তু নাস্তি ইত্যর্থঃ। আশ্রয়ণে তু তদন্যস্যোৎকৃষ্টস্য বস্তুন এবাভাবাৎ সমাভ্যধিকনিষেধঃ ফলতীতি বর্ণিতং, যদপেক্ষয়াতিশয়েনান্তঃপ্রবেশযোগ্যং বস্তু নাস্তি যস্মাচ্চাধিকং বিবৃদ্ধং কিমপি বস্তু নাস্তি, যশ্চাপ্রাকৃতে লোকে অবাপ্তসমস্তকামতয়া ব্রহ্মাদিকমপি তৃণীকৃত্য বৃক্ষ ইব অপ্রণতস্বভাবস্তিষ্ঠতি, তেন ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি নিরুপাধি চ বর্ত্ততে বাসুদেবে সনাতন ইত্যুক্তপ্রকারেণ পুরুষশব্দিতেন ভগবতা বাসুদেবেন ইদং সর্ব্বং ব্যাপ্ত-মিত্যর্থঃ, অনেন জীবাত্মকেনেতি চিন্তায়া বিস্তারো দর্শিতঃ পূর্ণমিতি ব্যাপ্ত্যা আত্মত্বে কথিতে দেহভূতস্য জীববর্গস্য তদধীনজীবনত্বমুক্তং ভবতি যস্মাদ্ধেতোঃ পুরুষাপেক্ষয়া উৎকৃষ্টং বা সমং বা নাস্তি ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কুতস্তাবৎ তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি ইত্যাশঙ্ক্য যতো নাধিকং ততঃ কিমপি অতস্তদুপাসনমেব সংসার-নিবর্ত্তকমিত্যাহ—যস্মাৎ পরমিত্যাদিনা। যস্মাৎ মহতঃ পুরুষাৎ পরং শ্রেষ্ঠম্ অপরম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ কিমপি ন অস্তি স হি পুরুষোত্তম ইতি, নমু জীবোঽস্তি স এব ধ্যেয়ঃ, নেতি, যস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অণীয়ঃ অণুতরং সূক্ষ্মতরং নাস্তি 'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানিত্যেকবাক্যত্বাৎ। জীবোঽণুঃ পরমাত্মা তু অণুতর ইতি বুদ্ধেরগোচর ইতি যাবৎ, এবং তস্মাৎ জ্যায়ঃ মহত্তরমপি কিঞ্চিদস্তি যোহি সর্ব্বব্যাপকস্তস্যৈব জগৎকর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে আকাশং তথাভূতমপি ন জগৎকর্তৃ তস্য তদধীনত্বাৎ জড়ত্বাচ্চেতিভাবঃ। ইতোঽপিজীবো বা আকাশো বা ন তত্ত্বং যতঃ স হি মহাপুরুষঃ বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ স্থিরস্বভাবঃ অচ্যুত ইত্যর্থঃ, কুত্র? দিবি দ্যোতনাত্মনি স্ব-স্বরূপে স্বধাম্নি বা এক এব অন্যনিরপেক্ষঃ সন্ তিষ্ঠতি সর্ব্বং প্রকাশয়তি। জীবস্তু অন্যসাপেক্ষপ্রকাশনধর্ম্মঃ, আকাশোঽপি ন প্রকাশক ইতি তদ্ব্যাবৃত্তিঃ বৃক্ষদৃষ্টান্তেন একান্তে দ্যোতনাত্মনি স্বরূপে স্থিতস্যাপ্রচ্যুতস্বভাবস্য ফলপুষ্পাদিবদ্ বিচিত্রজগৎপ্রকাশকত্বমিতি সূচ্যতে। অথচ একদেশস্থিতেন তেন পুরুষেণ পুরুষোত্তমেন ইদং প্রবাহরূপেণ স্থিতং সর্ব্বং পূর্ণং ব্যাপ্তমচিন্ত্যশক্তিত্বাদিতিভাবঃ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পরমদেব পরমেশ্বরের স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে পুনরায় বলিতেছেন। সেই পুরুষ সর্ব্বোত্তম। তাঁহা হইতে উত্তম আর কিছুই নাই। তিনি অণু হইতে অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর। তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি বৃক্ষের মত নিশ্চলস্বরূপে অর্থাৎ অপ্রচ্যুতস্বরূপে স্বীয় মহিমায় অর্থাৎ স্বীয় অপ্রাকৃত ধামে অবস্থান করিতেছেন। আবার তিনিই তাঁহার শক্তিপ্রকাশে এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া আছেন,

ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়। তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহার অধিক কেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥"
(গীঃ ১১।৪৩)

আরও পাই,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (গীঃ ৭।৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ" (ভাঃ৫।৩।১৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" (চৈঃ চঃ ২০ পঃ) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—ততঃ (সেই জগতের) যৎ (যাহা) উত্তরতরং (কারণ হইতে অধিক অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণ হইয়াও কারণাতীত) তৎ (সেই বস্তু) অরূপম্ (প্রাকৃত রূপরহিত কিন্তু অপ্রাকৃত রূপবান্) অনাময়ম্ (সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত ত্রিগুণাতীত কিন্তু অপ্রাকৃত নিখিল-কল্যাণগুণবিশিষ্ট) যে (যাঁহারা) এতৎ (এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর-তত্ত্বকে) বিদুঃ (জানেন এবং ভজন করেন) তে (তাঁহারা)

অমৃতা ভবন্তি (মুক্ত হন) অথ (পক্ষান্তরে—আর) ইতরে (যাহারা তাঁহাকে জানে না, তাঁহার উপাসনা করে না) দুঃখমেব (কেবল দুঃখই) অপিযন্তি (প্রাপ্ত হয়, কেবল জন্ম-মরণমালা পরিধান পূর্ব্বক ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করে) ॥১০॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সেই জগৎ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি উত্তরতর অর্থাৎ জগদাদির কারণ হইয়াও যিনি কারণাতীত, সেই পরব্রহ্ম অরূপ অর্থাৎ প্রাকৃতরূপরহিত কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট, তিনি অনাময় অর্থাৎ অবিদ্যাদি-মালিন্যরহিত, ত্রিগুণের অতীত কিন্তু অপ্রাকৃত অশেষকল্যাণগুণশালী, যাঁহারা এই পরব্রহ্ম-পরমেশ্বরতত্ত্বকে জানেন এবং তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন, আর যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানেও না, উপাসনাও করে না, তাহারা কেবল দুঃখই অর্থাৎ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিয়া থাকে ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মাত্তদেব সর্ব্বোত্তরং কর্ম্মকৃত্যরূপরহিতং তৎ-কৃত-তপঃশব্দিত দুঃখশূন্যং চ তজ্‌জ্ঞানমেব মোক্ষসাধনমিতি শ্রুত্রে ততো যদুত্তরতরমিত্যুপসংহরতি—

তথান্যপ্রতিষেধাদিতি শ্রুত্রে ততো যদুত্তরমিতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টপুরুষাদ-ধিকং বস্তু নাস্তি ইত্যুক্ত্বা তর্হি ততো যদুত্তরতরমিতি কিমুচ্যতে ইতি পরিচোদ্য পূর্ব্বত্র 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে'তি পরস্য ব্রহ্মণো মহাপুরুষস্য বেদনমেব অমৃতত্বস্য সাধনং নান্যো অমৃতত্বস্য পন্থা ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায় যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যে-কস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বমিতি পুরুষস্য পরত্বং তদ্ব্যতিরিক্তস্য

পরস্যাসম্ভবঞ্চ প্রতিপাদ্য ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ইতি পূর্ব্বোক্তমর্থং হেতুতো নিগময়তি। যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বং তদেবারূপমনাময়ং যতস্ততো যে এতৎপুরুষতত্ত্বং বিদুস্ত এব অমৃতা ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তীতি ভাষিতং অত্র ততঃ শব্দঃ পূর্ব্বোক্তহেতুপসংহারার্থঃ ন তু পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-পুরুষস্য প্রতিপিপাদয়িষিতবস্তুন্তরাবধিত্বপ্রতিপাদনপর ইতি দ্রষ্টব্যম্ কেচিদাচার্য্যাঃ তেনেদং পূর্ণমিতি পূর্ব্ববাক্যে সর্ব্বমিদমিতি প্রথমান্তনির্দ্দিষ্টতয়া প্রধানস্য জগত এব ততো যদুত্তরতরমিত্যত্র তচ্ছব্দেন গ্রহণমিত্যূচুঃ তদপি যুক্তমিতি বেদার্থসংগ্রহব্যাখ্যানেঽপি উক্তমিতি ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং পরব্রহ্মণ এব সর্ব্বকারণ-কারণত্বং দর্শয়ন্ তজ্জ্ঞানিনামমৃতত্বমিতরেষাঞ্চ সংসারিত্বং প্রতিজানীতে তত ইত্যাদিনা—ততঃ জগতঃ উত্তরেতি দিগ্‌বাচকশব্দযোগে পঞ্চমী তস্যেত্যর্থঃ। যৎ যত্তত্ত্বং পরমেশ্বররূপম্ উত্তরতরম্ অতিশয়েনোত্তরং কারণ-কারণত্বাৎ স্বয়ন্তু কার্য্য-কারণভাববিনির্ম্মুক্তম্। নন্বু পঞ্চভূতানি তথা প্রতীয়ন্তে, নেতি যতোঽরূপম্ অমূর্ত্তং প্রাকৃতরূপরহিতম্ হি তৎ, তর্হি আকাশোঽস্তু 'আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা…তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং তদাত্মা' ইতি শ্রুতেঃ সোঽপি ন তস্য নামরূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বাভাবাৎ অথাকাশ-শব্দেন যদি মুক্তো জীব উচ্যতে তদপি ন মুক্তাবস্থস্য তস্য 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি' নির্দ্দেশান্ন জগৎস্রষ্টৃত্বম্ অথ বদ্ধো জীব-ইত্যপি ন বাচ্যং তত্রহেতুর্যৎ কারণ-কারণং তদনাময়ং তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তম্ অবিদ্যাদিসর্ব্বমালিন্যরহিতম্। এবং পরমাত্মতত্ত্বং যে বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতা মরণধর্ম্মরহিতা মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ, অথ পক্ষান্তরে ইতরে (পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানরহিতাঃ) তে দুঃখমেব কেবলং

তাপত্রয়ং অপিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি, ইণ্ ধাতোর্লটি প্রথমপুরুষ বহুবচনে। অত্রেদমবধেয়ম্—যস্তাপত্রয়বিনির্মুক্তস্তস্যৈবাপরতাপনির্মোচকত্বং সম্ভবতি ন হি বিজ্ঞস্য তস্য তাপানতীতত্বাদিতি অতঃ স এবোপাস্যঃ। কিং তদিতরোপাসনয়েতি ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বমন্ত্রে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অসমোর্দ্ধপুরুষ অরূপ অর্থাৎ প্রাকৃতরূপহীন হইয়াও অপ্রাকৃত নিত্য সচ্চিদানন্দরূপবিশিষ্ট, তিনি অনাময়—সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অতীত, অবিদ্যাদি দোষসম্পর্কশূন্য কিন্তু সর্ব্বদা নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ লীলা-ময় বস্তু, তাঁহার স্বরূপ যাঁহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের কৃপায় মুক্ত হন। আর যাহারা এই পরব্রহ্মকে জানে না বা উপাসনা করে না, তাহারা তাঁহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে।

শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন,—

"বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম-বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৯-১৪২)

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥"

(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবচন)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায়,—

"নির্দ্দোষশুদ্ধগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চহীনঃ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা॥"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পাই,—"যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' —ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

শ্রীমহাপ্রভু ইহাও বলিয়াছেন,—

'অপাদান' 'করণ' 'অধিকরণ'—কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য৬।১৪৪)

শ্রুতি-প্রমাণেও পাওয়া যায়,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"
(তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্)।

শ্রীমহাপ্রভু আরও বলিয়াছেন,—

" 'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,— শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?॥

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫০-১৫৩)

কঠোপনিষদের "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" মন্ত্রটিও এই তাৎপর্য্যে গ্রহণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্তবেও পাওয়া যায়,—

"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারক শক্তিধরঃ।" (ভাঃ ১০।৮৭।২৮)

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"ত্বমকরণঃ আহঙ্কারিক-মনোনেত্র-শ্রোত্রাদিরহিতঃ তর্হীমানি মনোনেত্রশ্রোত্রাদীনি কুতস্ত্যানি ? তত্রাহুঃ—স্বরাট্। স্বৈঃ স্ব-স্বরূপভূতৈরেব নেত্রশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈ রাজসে ইতি স্বরাট্। অতএব অখিলকারক শক্তিধরঃ খিলানি তুচ্ছানি প্রাকৃতানীত্যর্থঃ, অখিলানি খিলভিন্নানি চিদানন্দময়ত্বাৎ স্বরূপভূতানীন্দ্রিয়াণি শক্তিঃ "চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" ইতি শ্রুতেঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ
যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং
তদ্ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্॥" (ভাঃ ৬।৪।৩০)

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥" (ভাঃ ৬।৪।৩৩)

শ্রীভগবানের ভজনকারীর অমৃতত্ব-লাভের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতেও পাই,—

"আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যে-কালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎ-প্রাপ্তিহেতু তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্মে বা মায়িকভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না ॥১০॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবাঁস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর তিনি যে সর্ব্বগত, ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন] স ভগবান্ (সেই ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী শ্রীহরি) সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ (সমস্ত জগতেই যাঁহার মুখ, মস্তক ও গ্রীবা) সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ (সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে যিনি অবস্থিত) [তাই বলিয়া তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন] সর্ব্বব্যাপী (তিনি সর্ব্বগত) [এ কিরূপে সম্ভব ? যিনি জীবের হৃদয়ে থাকেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইবেন কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'স ভগবান্' অর্থাৎ তিনি ষড়্গুণৈ-শ্বর্য্যশালী, অচিন্ত্যশক্তিময়] তস্মাৎ (সেইজন্য) [সঃ—তিনি] শিবঃ (শিবময়—অশেষ কল্যাণপ্রদ অর্থাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বর) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্র আছেন) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরের সকলদিকেই মুখ, মস্তক ও গ্রীবা। তিনি সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহায় (দুষ্প্রবেশ স্থানে) অবস্থান করেন বলিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামী, কেবল সকল প্রাণীতে তাঁহার স্থিতি নহে কিন্তু তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনিই ভগবান্; সেকারণ সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বনিয়ন্তা ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নন্ব তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বমিতি (শ্বেঃ—৩।৯) সর্ব্বশরীরসম্বন্ধাবগমাৎ তস্যাপি হেয়সম্বন্ধোঽবর্জনীয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

সর্ব্বশরীরাণাং তচ্ছরীরত্বেন সর্ব্বাননাদীনাং তদীয়ত্বাৎ সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবত্বং, সর্ব্বভূতহৃদয়গুহাশয়ত্বাৎ সর্ব্বভূতগুহাশয়ত্বং অনেন আকারেণ সর্ব্বব্যাপী স যতো ভগবান্ "জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতে-জাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥" ইতি হেয়প্রতিভটত্ববাচিভগবচ্ছব্দার্থতয়া তস্য পুরুষস্য সর্ব্বগতত্বেঽপি শিবত্বমেব ন তু অশুভসম্বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পরমেশ্বরস্য সর্ব্বগতত্বং সাধয়তি—সর্ব্বানন-েতি সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বাণি আননানি মুখানি শিরাংসি মস্তকানি গ্রীবাঃ কণ্ঠপৃষ্ঠভাগাশ্চ যস্য সর্ব্বত্রাননাদীনি তস্যৈ-বেত্যর্থঃ যদ্বা মুখশিরোগ্রীবকার্য্যং সর্ব্বমেব সর্ব্বত্র তস্য বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হৃদয়গুহায়াং আশেতে তিষ্ঠতি প্রবর্ত্তকরূপেণ যঃ সঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বংব্যাপ্নোতীতি অন্যথা চরাচরস্য প্রপঞ্চস্য স্থিতির্ন স্যাৎ এবংবিধঃ সঃ পুরুষোত্তমঃ ভগবান্ ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী উক্তঞ্চ 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাংভগ ইতীরণা' স ভগঃ অস্তি অস্য নিত্য স্বরূপসম্বন্ধেনেতি ভগবান্ যত এবং তস্মাৎ শিবঃ কল্যাণময়ঃ শ্রীহরিঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্রৈব তিষ্ঠতি ন তদুপাসনার্থং স্থানবিশেষঃ কালবিশেষো-

বাহংশ্রেষ্টব্যঃ স হি সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ, ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানস্থিতিকঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বজ্ঞশ্চ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—শ্রুতি বর্ত্তমানে বলিতেছেন যে, সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের সমগ্র দিকেই মুখ, মস্তক এবং গ্রীবা। এবং সকল মুখ, মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক অঙ্গ দ্বারা সমস্ত ক্রিয়া অবগত থাকেন এবং সকলকে কার্য্য করাইতে সমর্থ। তিনি সমগ্র জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বব্যাপী। তিনি অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। তিনি মঙ্গল-ময়রূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করেন। তিনি সর্ব্বত্র অবস্থান করিলেও হেয়দোষ-বর্জ্জিত। ইহাই তাঁহার ভগবত্তা। শ্রীভাগবতে পাই,—"এতদীশনমীশস্য" (ভাঃ ১।১১।৩৮)।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥"
(গীঃ ১১।৪০)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"সর্ব্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিকমতস্ত্বমেব সর্ব্বঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৫৬)

অর্থাৎ বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন; তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন), সেই কারণে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

আরও পাই,—

"সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥"
(ভাঃ ২।৬।১৬) ॥১১॥

**শ্রুতিঃ—মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥১২॥**

অন্বয়ানুবাদ—পুরুষঃ (পরমপুরুষ পুরুষোত্তম) বৈ (নিঃসন্দেহে) মহান্ (সর্ব্বোত্তম) প্রভুঃ (নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ ইচ্ছামাত্রে নিগ্রহানুগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন) এষঃ (ইনিই) সত্ত্বস্য (সত্ত্বগুণান্বিত অন্তঃকরণের বা বুদ্ধিবৃত্তির) প্রবর্ত্তকঃ (প্রেরক) [কি উদ্দেশ্যে তাঁহার এই প্রেরণা, তাহাই বিবৃত করিতেছেন] সুনির্ম্মলাম্ (বিশুদ্ধ) ইমাং প্রাপ্তিম্ [শান্তিম্] (পরমপদ প্রাপ্তি বা মোক্ষরূপা শান্তি অথবা আমাদের এই যে উৎপন্ন নির্ম্মল তৎপ্রবণতা তাহা তাঁহারই প্রেরণায় সঞ্জাত—এই মঙ্গল প্রদান-উদ্দেশেই তিনি সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক) [যেহেতু তিনি] ঈশানঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা, জীবের স্বাধীন চেষ্টায় ইহা হয় না, সেই প্রেরণার নিয়ন্তা তিনি) জ্যোতিঃ (জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশস্বরূপ) অব্যয়ঃ (অবিনাশী) ॥১২॥

অনুবাদ—সত্ত্বগুণের প্রকর্ষ হইলে জীবের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিরও—সত্ত্বের বা অন্তঃকরণের পরমপদ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রেরণা ভগবদনুগ্রহেই হইয়া থাকে, মন্ত্রদ্রষ্টা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। সেই পুরুষ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী সর্ব্বোত্তম, তিনি সমস্তই করিতে পারেন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কার্য্যে তিনিই একমাত্র সমর্থ, জীবের নিগ্রহানুগ্রহ তাঁহারই অধীন,

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের সুবিশুদ্ধ এই বুদ্ধি বা তৎ-প্রবণতা যে উদিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারই প্রেরণায়, যেহেতু তিনি সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অনুগ্রহব্যতীত ইহা সম্ভব হইত না, যেহেতু সকল বিষয়েরই তিনি নিয়ন্তা, তিনি অবিনাশী, জ্যোতির্ম্ময়, স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। সেই প্রকাশস্বরূপের কৃপাবশেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্‌জ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বমিতি এতদ্‌দ্রঢ়য়তি—

বৈ শব্দোঽবধারণে মহান্ পুরুষ এব প্রভুঃ ফলপ্রদানসমর্থঃ 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' ইত্যুক্তঃ প্রভুঃ ফলপ্রদ ইতি ভগবতা ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতত্বাৎ প্রকৃতে মোক্ষরূপফলস্য প্রস্তুতত্বাৎ মহচ্ছব্দসমভিব্যাহারাচ্চ মহাফলমোক্ষরূপঃ মোক্ষপ্রদঃ স এব ইতি তস্য মোক্ষহেতুত্বং পূর্ব্বোক্তং স্থিরমিতি ভাবঃ, তত্র হেতুমাহ—সত্ত্বস্যৈষ-প্রবর্ত্তক ইতি 'জায়মানো হি পুরুষঃ যং পশ্যেন্মধুসূদনম্ সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বৈ মোক্ষার্থচিন্তকঃ' ইত্যুক্তরীত্যা মোক্ষার্থজ্ঞানহেতুভূত-কটাক্ষশালিতয়া স এব মোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ, অতএব জ্যোতীরূপঃ নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তাদিত্যপুরুষোঽব্যয়ো ভগবানেব সুনির্ম্মলামিমাং মোক্ষরূপাং রাগাদ্যুপদ্রবশান্তিং ঈশান ইষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবৎপ্রবণতারূপবুদ্ধিবৃত্তিলাভেন পরম-কৃতার্থো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির্ভগবদনুগ্রহং স্মরন্ তৎস্বরূপং প্রকাশয়তি—মহানিতি পুরুষঃ জীবস্য হৃদি নিত্যনিবাসী পরমেশ্বরঃ বৈ অব্যভিচারেণ স্বভাবেন বা মহান্ সর্ব্বোত্তমঃ প্রভুঃ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ তথাহ্যুক্তং 'যমেব উন্নিনীষতি তং পুণ্যং কর্ম্মকারয়তীতি'। ন চৈতেন তস্য বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ কর্ম্মসহভাবেন তৎপ্রবৃত্তেরিতি সিদ্ধান্তাৎ। এষঃ পরমেশ্বরঃ সত্ত্বস্য সত্ত্বগুণস্য অন্তঃকরণস্য বা প্রবর্ত্তকঃ জনকঃ প্রেরকো বা

কিমর্থমুদ্দিশ্য ? সুনির্ম্মলাং রাগদ্বেষাদ্যবিদ্যাসম্পর্করহিতাম্ ইমাং সম্প্রত্যুদীয়মানাং প্রাপ্তিং তচ্ছরণাগতিং যথা জীবঃ পরমপদং বা তদ্-ভক্তিং বা প্রাপ্নুয়াৎ তথান্তঃকরণস্য প্রবর্ত্তকঃ, সত্ত্বগুণস্য বা বর্দ্ধকো ভবতি, যতঃ স ঈশানঃ সর্ব্বস্যৈব প্রশাসকঃ, ন কালাদিবৎ শাস্তা কিন্তু জ্যোতীরূপেণেত্যাহ জ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশঃ, অন্যসৌরাদিজ্যোতিরিব ন বিনাশীত্যাহ—অব্যয় ইতি অবিনাশী সর্ব্বদা দ্যোতমান ইত্যর্থঃ।

অথ তস্য করুণাফলং স্মরতি মহানিত্যাদিনা সঃ পুরুষঃ পুরি-শেতে প্রত্যগাত্মা অন্তর্য্যামী বৈ অব্যভিচারেণ মহান্ পরমাত্মরূপেণ স্থিতোঽপি মহান্ বিভুঃ, প্রভুঃ সর্ব্বেষাং নিগ্রহানুগ্রহসমর্থঃ নান্যঃ কোঽপি নিগ্রহীতুমনুগ্রহীতুং বা ঈষ্টে। সহি সুনির্ম্মলাং দোষ-বর্জ্জিতাম্ ইমামিদানীমুদিতাং প্রাপ্তিম্ তৎপ্রবণতাং তচ্ছরণাগতিং বা উদ্দিশ্য সত্ত্বস্য সত্ত্বগুণপরিণামাত্মকস্যান্তঃকরণস্য এষঃ অয়মেব ভগবান্ প্রবর্ত্তকঃ প্রেরকঃ, যতঃ স ঈশানঃ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরঃ তস্যৈব প্রশাসনে জীবস্য বুদ্ধিস্তিষ্ঠতীতি, তথা জ্যোতিঃ প্রকাশস্বরূপঃ বিশুদ্ধো বিজ্ঞানপ্রকাশো বা, অব্যয়ঃ নির্ব্বিকারঃ। সর্ব্বদা জীবমঙ্গলে জাগরূক ইতি ভাবঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন—এই পুরুষই হইতেছেন মহান্ প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রভু, অদ্বিতীয় স্বামী বা আরাধ্য। সকলের প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহে ইনিই সমর্থ। ইনি সকলের সর্ব্বফলপ্রদাতা পরমেশ্বর। ইনিই সত্ত্বগুণের বা অন্তঃকরণের বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। ইনিই অব্যয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ এবং শরণাগতি বা মোক্ষরূপা সুনির্ম্মলা শান্তি ইঁহার কৃপাতেই পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ
আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।

তং নির্বৃতঃ সন্ নিয়তার্থো ভজেত
সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ।" (ভাঃ ২।২।৬)

আরও পাই,—

"স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ।" (ভাঃ ৫।১৮।২০) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মন্বীশো মনসাঽভিক৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (হৃদয়প্রদেশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, তাহা শ্রীভগবানের অভিব্যক্তিস্থান, এজন্য তিনিও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া কথিত) পুরুষঃ (পূর্ণত্বনিবন্ধন অথবা দেহপুরে নিবাসহেতু পরমপুরুষ) [কে তিনি ?] অন্তরাত্মা (সকলের অন্তরে পরমাত্মরূপে স্থিত অন্তর্যামী) সদা (সকল অবস্থায়) জনানাং (প্রাণীদিগের) হৃদয়ে (হৃদয়-মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত) হৃদা (নির্ম্মল হৃদয় দ্বারা) [এবং] মনসা (বিশুদ্ধ মনদ্বারা) অভিক৯প্তঃ (ধ্যানে প্রকাশিত হন) [তিনি] মন্বীশঃ (জ্ঞানের অধীশ্বর) যে (যাঁহারা) এতদ্ (এই তত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (মুক্তিভাজন) ভবন্তি (হন) ॥১৩॥

অনুবাদ—পরমপুরুষের অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়-প্রদেশ, তাহার পরিমাণ প্রত্যেক জীবের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণানুসারে, এজন্য তিনি তথায় অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইল। তিনি পরিপূর্ণ-

স্বরূপ এজন্য এবং দেহরূপ পুরে শয়নকারী অথবা সর্ব্বকামনার পূরক কিংবা সর্ব্বপালক অতএব তিনি অন্তরাত্মা অর্থাৎ জীবের অন্তরে পরমাত্মরূপে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন যেমন জাগ্রদাদি বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন, দেহস্থ পরমাত্মা তাদৃশ নহেন, তিনি সকল কালেই সকল অবস্থাতেই প্রাণীদের হৃৎপুণ্ডরীকে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত। নির্ম্মল হৃদয় এবং বিশুদ্ধ মন দ্বারা তিনি ধ্যানে প্রকাশিত হন। তিনি জ্ঞানের প্রভু। যাঁহারা এই পরমাত্মস্বরূপ অবগত হন তাঁহারা মুক্তিভাজন হইয়া থাকেন॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তজ্জ্ঞানসাধনমাহ—

সর্ব্বেষামন্তরাত্মাসৌ　　হৃদয়গুহানিহিতত্ব-নিবন্ধনাঙ্গুষ্ঠপরিমাণযুক্তঃ পুরুষঃ হৃদা ভক্ত্যা মনীষয়া ধৃত্যা যুক্তেন মনসাঽভিকৢপ্তো গ্রাহ্যঃ হৃন্মনীষাশব্দয়োর্ভক্তিধৃতিপরত্বং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাদিত্যত্র ব্যাসার্য্যৈর্বর্ণিতং, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং ধ্যেয়পরমেশ্বরস্য স্বরূপলক্ষণমাহ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি অঙ্গুষ্ঠং মাত্রা পরিমাণমস্যেতি অঙ্গুষ্ঠমাত্রং যস্য অভিব্যক্তিস্থানং হৃদয়ং তচ্ছিদ্রস্য পরিমাণাপেক্ষয়া সোঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্র উচ্যতে উপচারাৎ। পুরুষঃ পরিপূর্ণত্বাৎ পুরি-শয়নাদ্বা, অন্তরাত্মা সর্ব্বস্যান্তরাত্মভূততয়া স্থিতঃ সদা তিসৃষ্ববস্থাসু জনানাং প্রাণিনাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ মনো যথা সুষুপ্তৌ পুরীততি তিষ্ঠতি, ইন্দ্রিয়াণি জাগ্রদ্দশায়াং বিষয়ানভিবর্ত্তন্তে অন্তর্গতাঽপি বুদ্ধিঃ স্বপ্নৌ লুপ্যতে নায়ং তথেতিভাবঃ। মনীশঃ মন্মূর্জ্ঞানং তস্যাধিপতিঃ, হৃদা মনসা হৃদয়স্থিতেন বিশুদ্ধমনসা অভিকৢপ্তঃ অভি-সমন্তাৎ ধ্যানেন প্রকাশিতঃ যে জনাঃ এতদ্ এবং পরমাত্মস্বরূপং বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাঃ মুক্তা ভবন্তি ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—জীবের হৃদয়ক্ষেত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান। সেই হৃদয়-প্রদেশ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিয়া তথায় অবস্থিত পরমপুরুষ পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হয়। আমাদের জ্ঞানের বা বুদ্ধিবৃত্তির অধীশ্বররূপে তিনি অবস্থিত। নির্ম্মল-হৃদয়ে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা ধ্যানে তিনি প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই পরমাত্ম-তত্ত্ব জানেন ও ধ্যানযোগে উপাসনা করেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এ-বিষয়ে কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্ল৯প্তো" (কঃ ২।৩।৯) এবং "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" (কঃ ২।৩।১৭)। ব্রহ্মসূত্রেও এই বিষয় বিচারিত হইয়াছে—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।২।১)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥" (ভাঃ ২।২।৮)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ ১৮।৬১)

কঠোপনিষদেও পাই,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈতৎ ॥"
(২।১।১২) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিংবিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বশ্রুতিতে তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে কিন্তু তিনি আবার সর্ব্বাত্মা, একথা বলিতেছেন—] সহস্রশীর্ষা (তাঁহার অনন্তমস্তক, কেবল মস্তক নহে অন্যান্য অবয়বও তাঁহার অনন্ত) সহস্রাক্ষঃ (তাহার অনন্তনেত্র অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও অনন্ত) সহস্রপাৎ (তিনি অনন্ত চরণবিশিষ্ট, চরণ-কথায় কর্ম্মেন্দ্রিয়মাত্র ধর্ত্তব্য অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়ও অসংখ্য) [যেহেতু তিনি] পুরুষঃ (পূর্ণ-পুরুষ) সঃ (সেই পরমাত্মা) বিশ্বতঃ (সর্ব্বত্র বাহ্যে ও অন্তরে) ভূমিং (ভুবনকে) বৃত্বা (আবৃত করিয়া, ব্যাপ্ত করিয়া) দশাঙ্গুলং (নাভির উপর দশ অঙ্গুলিপরিমিত স্থান) অত্যতিষ্ঠৎ (অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ হৃদয়দেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন) [অথবা অন্যরূপ অর্থ—তিনি বিশ্বব্যাপিয়া সমস্ত জগতের বাহিরে অনন্ত অপার স্থান অধিকার করিয়া আছেন] ॥১৪॥

অনুবাদ—পুনরায় সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি অনন্ত মস্তক ও অনন্তাবয়ব সমন্বিত, অনন্ত চক্ষুঃ অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়যুক্ত ও অসংখ্য চরণ অর্থাৎ অসংখ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়-বান্, পূর্ণত্বনিবন্ধন তিনি পুরুষ পদবাচ্য। তিনি অন্তরে বাহিরে সমস্ত ভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন তথাপি বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলিপরিমিতস্থানে অর্থাৎ অনন্ত অপার পদে অবস্থিত অথবা জীবদেহের নাভি হইতে ঊর্দ্ধে দশ অঙ্গুলিপরিমিতস্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়দেশে বর্ত্তমান আছেন অর্থাৎ সেই স্থানে তিনি অভিব্যক্ত ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রশব্দশ্রবণকৃত পরিচ্ছেদভ্রান্তিং, ব্যুদস্যতি—অনন্তশিরোনয়নাদিদিব্যবিগ্রহযুক্তবিরাট্‌রূপী সন্ দশাঙ্গুলশব্দেনাবয়বো লক্ষ্যতে ভূমিশব্দেন ব্রহ্মাণ্ডং পঞ্চভূত-পঞ্চতন্মাত্ররূপদশাবয়বযুক্তব্রহ্মাণ্ডমতিক্রম্য পরমপদে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি তস্য সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি সহস্রশীর্ষেতি শীর্ষপদম্ শরীরাবয়বোপলক্ষকম্, সহস্রপদমসংখ্যেয়ার্থকমিতি। সহস্রমনন্তানি শীর্ষাণি মস্তকাদ্যবয়বা যস্য সঃ শীর্ষন্ শব্দস্য বহুব্রীহৌ প্রথমৈকবচনে রূপম্। অসৌ বিশ্বাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ, তথা সহস্রাক্ষঃ সহস্রমক্ষীণি চক্ষূংষি জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষকমিদং যস্য, তথা সহস্রপাৎ সহস্রচরণঃ সহস্রকর্ম্মেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ পূর্ব্ববদুপলক্ষণম্। ন কেবলং জীবমাত্রব্যাপকত্বং কিন্তু বিশ্বব্যাপিত্বঞ্চ তদাহ—স পরমেশ্বরঃ ভূমিং ভুবনং বিশ্বতঃ সর্ব্বতোঽন্তর্বহিশ্চ বৃত্বা ব্যাপ্য দশাঙ্গুলং নাভেরুপরিদশাঙ্গুলিপরিমিতস্থানম্ অতি অতিক্রম্য হৃদয়দেশে ইত্যর্থঃ অতিষ্ঠৎ তিষ্ঠতি অন্তর্য্যামিতয়া। অথবা ভূমিং বৃত্বা অতিক্রম্য সর্ব্বং জগৎ সমধিতিষ্ঠতি, দশাঙ্গুলম্ অনন্তমপারমিত্যর্থঃ। অত্রেয়ং ভাগবতীস্মৃতিঃ—"স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণোবহিশ্চ প্রতপত্যসৌ। এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্বহিঃ পুমানি"তি। প্রতপন্ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—পরমপুরুষকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলায় কেহ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন, সেইজন্য বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি দিব্য অঙ্গবিশিষ্ট বিরাট্‌রূপী হইলেও তাঁহার দশাঙ্গুল পরিমাণ অবয়ব বুঝাইতেছেন। অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব। তিনি অন্তরাত্মরূপে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াও আবার সর্ব্বাত্মরূপে প্রকাশিত হন। সবই তাঁহা হইতে প্রকাশিত বলিয়া সবই তিনি বলা হইলেও সমস্তই তাঁহার অর্থাৎ তাঁহার শক্তিজাত, এই অর্থে বলা হইতে পারে।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ভ্রান্ত বিচার গ্রহণ না করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার গ্রহণ করিলেই শ্রুতির অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।

সেই পুরুষ বিশ্বরূপ, তাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষুঃ, অসংখ্য পাদ। তিনি তাদৃশী বিরাট্ মূর্ত্তি দ্বারা সমগ্র ভুবনকে অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়াও তাঁহার অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়প্রদেশে দশাঙ্গুল-পরিমাণ অতিক্রম করিয়াও প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার অভি-ব্যক্তিস্থান অনন্ত ও অপরিসীম। তবে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশভিন্ন জীব তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার ক্ষুদ্র ভাবের উল্লেখ বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্।" (ভাঃ ৩।৮।২২)

আরও পাই,—

"সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥"
(ভাঃ ২।৬।১৬)॥১৪॥

শ্রুতিঃ—পুরুষ এবেদঁ সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যদ্ (যাহা) ভূতম্ (অতীত) যৎ চ (এবং যাহা) ভব্যং (ভাবী) যৎ [চ] (যাহা অর্থাৎ মনুষ্যাদিতির্য্যক্ পর্য্যন্ত প্রাণী) অন্নেন (খাদ্য বস্তু দ্বারা) অতিরোহতি (বৃদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ বর্ত্তমান জীবজাত) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয়) পুরুষঃ

এব (পরমাত্মস্বরূপই, তদ্ভিন্ন নহে অর্থাৎ তাঁহার শক্তিজাত বলিয়া তদভিন্ন) উত (আর) [তিনি] অমৃতত্বস্য (মুক্তির) ঈশানঃ (প্রভু, অধিপতি, তিনিই মুক্তিদাতা) [অর্থান্তর—অথবা যদন্নেনাধিরোহতি (অন্নসাহায্যে যে মনুষ্যাদি প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে তাহাদেরও) ঈশানঃ (তিনি প্রভু)] ॥১৫॥

অনুবাদ—অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই যাহা কিছু তৎসমুদায়ই সেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, যেহেতু তাঁহার শক্তির পরিণাম। এই বিশ্ব, যদিও আপাততঃ পরিণামকে ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও তাঁহার শক্তি হইতে সমস্ত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে, ইহাই বিবক্ষিত। তিনি এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অতীত, নিত্য আনন্দের অধীশ্বর, অথবা তিনি জীবের কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া জীবকে মুক্তি ও নিত্যানন্দ দান করেন ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মাৎ পুরুষেণ ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বম্ অতো ভূত-পঞ্চোপলক্ষিতং প্রপঞ্চজাতং পুরুষাত্মকমেবেত্যাহ—

অত্র অমৃতত্বশব্দেন মুক্তিবাচিনা মুক্তিস্থানং লক্ষ্যতে অপ্রাকৃত-ভোগ্যভোগোপকরণসমৃদ্ধযদমৃতত্বং পরমপদং অন্নেন প্রকৃতিপ্রাকৃতসম্বন্ধে-নাতিরোহিতেনোৎপদ্যতে তস্যাপ্যমৃতস্যাসাবীশান ইত্যর্থঃ, অতশ্চোভয়-বিভূতিনায়কত্বমুক্তং ভবতি ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্য পরমপুরুষস্য নিত্যমুক্তত্বং সর্ব্বময়ত্বঞ্চ দর্শয়িতুমাহ—পুরুষ এবেতি যদ্ ভূতমতীতং যচ্চ ভব্যম্ ভবিষ্যচ্চ চ-কারাৎ বর্ত্তমানঞ্চ ইদং চরাচরাত্মকং বিশ্বং পুরুষ এব তচ্ছক্তিজাতম্ ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ। তচ্ছক্তিপরিণামত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ 'স বহুধা অজায়তেতি। প্রপঞ্চস্য ন মিথ্যাত্বমি'তি বক্তুমাহ—স ভূমিমিত্যাদি

স পরমেশ্বরঃ, ভূমিং বিশ্বং বৃত্বা ব্যাপ্য দশাঙ্গুলম্ বিতস্তিমধিকং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীত্যাধিক্যমপি বিবক্ষিতং অতএব তস্যাপরিচ্ছিন্নত্বমিতি। অমৃতত্বস্য নিত্যানন্দস্য ঈশানঃ প্রভুঃ, অন্নেনেতি পদং বিভক্তিব্যত্যয়েন মরণধর্ম্মকং কর্ম্মফলমিত্যর্থঃ যৎ যস্মাৎ অতিরোহতি অত্যগাৎ অতিক্রান্তবান্ অতিক্রামতীতি বা জীবস্য কর্ম্মফলং বিনাশ্য অমৃতত্বস্য প্রদাতেত্যর্থঃ অতো ন কেবলং সর্ব্বাত্মকঃ কিন্তু অমৃতত্বস্য নিত্যানন্দস্যাপীশ্বরঃ প্রদানায় প্রভবতীত্যর্থঃ। নম্ন প্রপঞ্চাত্মকস্য কুতো নিত্যমুক্তত্বমিতিচেদচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদিতি ন হ্যচিন্ত্যশক্তিমানীশ্বরে কোহপি বিরোধোহস্তি তথাচ স্মর্য্যতে 'ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈরি'তি ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—এই জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা অতীত অর্থাৎ ছিল এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসমস্তই ভগবদভিন্ন। কারণ শ্রীভগবানের শক্তি হইতেই এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত। এই জগৎস্থষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্‌ই ছিলেন, এখনও তিনি আছেন, ভবিষ্যতেও তিনি থাকিবেন। জগৎ তাঁহার শক্তিদ্বারা সৃষ্ট, পালিত ও সংহারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগন্মিথ্যাত্ববাদ শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তবে জগৎ সত্য কিন্তু অনিত্য, ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত সিদ্ধান্ত। শ্রুতির এই মন্ত্রেও জগন্মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম, তাহাও এই মন্ত্রে বিচারিত হইয়াছে যে, জগৎ শ্রীভগবান্ হইতে জাত হওয়ায়, তাঁহার শক্তির পরিণামবিচারে "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" সিদ্ধান্তেই ব্রহ্মাত্মক বলা হয় এবং শ্রীভগবান্‌কেও সর্ব্বাত্মক বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কিন্তু "জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত" এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক জানিলে আর জগতের মিথ্যাত্ববাদ ও বিবর্ত্তবাদ টিকিতে পারে না।

শ্রীভগবান্‌ও ব্রহ্মাকে নিজ বিজ্ঞানসমন্বিত পরমগুহ্য জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"
(ভাঃ ২।৯।৩২)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"অহঞ্চ তদা আসমেব কেবলং, নচান্যদকরবম্। পশ্চাৎ সৃষ্টের-নন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি। প্রলয়ে যোঽ-বশিষ্যেত সোঽপ্যহমেব, অনেন চানাদ্যনন্তত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরি-পূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমাসমিতি তর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি। এব কারেণান্যযোগব্যবচ্ছেদকেন মদ্বিজাতীয়ং প্রাকৃতং বস্তু কিমপি নাসী-দিতি লভ্যতে—অয়মর্থঃ সংপ্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরম-মনোহরাকারোরূপ-গুণ-মাধুরী-মহোদধিরহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালে-ঽপ্যাসমেব "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ" ইতি, "পুরুষো হ বৈ নারায়ণঃ" ইতি, "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ" ইতি, "পুরুষো হ বৈ নারায়ণো-ঽকাময়ত। অথ নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্" ইতি, একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, "ভগবানেক আসেদম্" (ভাঃ ৩।৫।৫৩), ইত্যাদি—স্মৃতেশ্চ। অত্র বৈকুণ্ঠ-তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদে-নৈব গ্রহণং রাজপুরুষেষু গচ্ছৎসু রাজাসৌ প্রযাতীতিবৎ। অতস্তেষাঞ্চ

তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে।…নমু সৃষ্টেরনন্তরং জগদেব, ন তু ত্বমুপলভ্যসে? তত্রাহ—পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেবেতি বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাত্মাকারেণ, প্রপঞ্চেষন্তর্য্যামিরূপেণ যথাসময়ং মৎস্যাদ্যবতাররূপেণ চ। নমু তর্হি পৃথিব্যাদিকং দেবতির্য্যগাদিকঞ্চ ত্বং ন ভবসীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ? তত্রাহ—যদেতচ্চ ব্যষ্টিসমষ্টিবিরাণ্ময়ং বিশ্বং তদপ্যহমেব, মচ্ছক্তিজন্যত্বান্মমৈব প্রাকৃতং রূপম্; "পরাবরে যথা রূপে জানীয়াম্" (ভাঃ ২।৯।২৫) ইতি ত্বয়া যদবরং রূপং পৃষ্টং তদেবেদং ত্বং জানীহীত্যর্থঃ। তথা যোঽবশিষ্যেত "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ" ইত্যাদ্যুক্তঃ পরমেশ্বরঃ সোঽহমস্মি। তত্র "অহম্" ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা নির্দ্ধারণস্য সূচিতত্বাৎ এতদ্রূপগুণাদিবিশিষ্টস্য মম ত্রৈকালিক-নিত্যস্থিত্যা পররূপত্বং, সৃষ্টি-সংহারয়োর্মধ্যে এব দৃশ্যমিদং মায়িকপ্রপঞ্চজাতমবরং রূপমিতি পরাবররূপয়োর্জ্ঞানমুক্তং, বিজ্ঞানন্ত পররূপস্য প্রথমস্যৈব। তচ্চ তদৈব স্যাদ্ যথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিজন্যপ্রেমভক্ত্যা তদ্রূপগুণাদিমাধুর্য্যমাস্বাদ্যমানং স্যাদিতি চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্তং ভাবি।"

শ্রীভগবান্ যে অমৃতের আধার, প্রভু, ভোক্তা, ভোজয়িতা এবং দাতা সে-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যাগাৎ।
> মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ॥
> পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
> অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥"
>
> (ভাঃ ২।৬।১৮-১৯) ॥১৫॥

**শ্রুতিঃ—সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সকল স্থানে হস্তপদবিশিষ্ট) সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ (সমগ্র জগতে তাঁহার চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ বিরাজমান) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সকল স্থানে তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন) লোকে (এই জগতে) সর্ব্বম্ (সমস্তই) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) [তিনি] তিষ্ঠতি (রহিয়াছেন) ॥১৬॥

অনুবাদ—আবার তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব দেখাইতেছেন—সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বত্র পাণিপাদ অবস্থিত। তিনি সমগ্র জগতে চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট। সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়। তিনি জগতের সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বত্র পাণিপাদাদিকার্য্যকারিত্বাৎ তত্তৎকার্য্য-মুখেন সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, গীতাভাষ্যে চ 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদি'তি শ্লোকব্যাখ্যানসময়ে পরস্য ব্রহ্মণঃ পাণিপাদস্যাপি সর্ব্বতঃ পাণি-পাদাদি কার্য্যকরত্বং শ্রূয়তে প্রত্যগাত্মনো হি পরিশুদ্ধস্য তৎসাম্যাপত্ত্যা সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি শ্রুতিসিদ্ধমেব নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতীতি শ্রূয়তে ইতি ভাষিতং ॥১৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদিভিঃ তস্য সর্ব্বা-ত্মকত্বং বক্তুমাহ—সর্ব্বতঃ পাণীত্যাদি। ব্যাখ্যাতপূর্ব্বম্। শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তম্। আবৃত্য ব্যাপ্যেত্যর্থঃ ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে সেই পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন যে, তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক ও

মুখযুক্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ; জগতে অন্তর্য্যামিরূপে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়াই তিনি অবস্থিত আছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্॥
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীঃ ১৩।১৩)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—

"নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", ইত্যাদি শ্রুতির্বিরুধ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্য্যকারণাতীতত্বেঽপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকরণাত্মকমপি তদিত্যাহ—সর্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাং পাণিপাদবৃন্দৈঃ সর্ব্বত্রদৃষ্টৈরেব তদ্ব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বতোঽক্ষীত্যাদি।"

এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রের তত্ত্বকণা দ্রষ্টব্য॥১৬॥

শ্রুতিঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ (সুহৃৎ)॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[তাঁহার হস্তপদাদি কথিত হইলেও তিনি আমাদিগের মত নহেন। তিনি] সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (তিনি প্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁহার আছে) সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (তাঁহার অপ্রাকৃত প্রত্যেক অবয়বে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে) সর্ব্বস্য প্রভুম্ (সকলের অধিপতি অর্থাৎ সকলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ) ঈশানম্ (সকল বস্তুর নিয়ামক) [অতএব তিনিই—] সর্ব্বস্য শরণম্ (সকলের পরম আশ্রয়), [যেহেতু তিনি] বৃহৎ (সর্ব্বাধিক) [পাঠান্তর—সুহৃৎ (বন্ধু)]॥১৭॥

অনুবাদ—যদি বল, পরমেশ্বরের যখন হস্তপদাদি বর্ত্তমান তখন জীব হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়হীন। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়কার্য্য তাঁহাতে অপ্রাকৃত, তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ পায়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের প্রভু, সর্ব্বনিয়ন্তা, জীবের একমাত্র আশ্রয়, যেহেতু তিনি সর্ব্বোত্তম অথবা তিনি সকলের বন্ধু ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানৈঃ আভাসঃ প্রকাশো যস্য তৎ তথোক্তং ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদি জ্ঞাতুং সমর্থমিত্যর্থঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ত্বমপি ঐচ্ছিকমেব ন স্বাভাবিকমিত্যাহ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত-মিতি, সর্ব্বস্য প্রভুত্বং সর্ব্বফলপ্রদায়কত্বেন ঈশানত্বং নিয়ন্তৃত্বয়েতি দ্রষ্টব্যং, নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ ইতি শ্রুতেঃ নিরবধিক বাৎসল্য-শালিত্বেন প্রাপ্যং চেত্যর্থঃ, অত্র ঈশানশব্দস্য নপুংসকলিঙ্গত্বাৎ ন দেবতাবিশেষ প্রতিপত্তিশঙ্কাবকাশ ইতি ব্যাসার্যৈ বর্ণিতম্ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধনী—সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিবিশেষিতত্বেন তস্য প্রাকৃতেন্দ্রিয়বত্তাশঙ্কা ন কার্য্যা যতঃ স সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেষামি-ন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং অন্তঃকরণয়োর্ব্বুদ্ধিমনসোশ্চ যে গুণাবৃত্তয়ঃ তৈরাভাসতে অপ্রাকৃতস্বরূপানুবন্ধী সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈস্তৎকার্য্যৈশ্চ অবভাসতে কুত এতৎ তদাহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ যতঃ তৎতত্ত্বম্ স্বরূপতঃ প্রাকৃতৈঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ তদ্বৃত্তিভিশ্চ বিবর্জ্জিতম্ নমু বিরুদ্ধমেতৎ ইন্দ্রিয়-রহিতস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণপ্রকাশকত্বং তত্রাহ—সর্ব্বস্য প্রভুম্ সর্ব্বকরণসমর্থম্ এতদচিন্ত্যশক্তিত্বমেব তস্য বিশেষঃ, যতঃ শাসকম্ নিয়ন্তৃ অতএব জীবস্য শরণম্ আশ্রয়ভূতং 'শরণং গৃহরক্ষিত্রো'রিত্যমরঃ। আশ্রিতপালনে তস্যৈব সামর্থ্যং নান্যস্য তথাচ স্মৃতিঃ 'মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ

শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি'। সখলু সর্ব্বেষাং সুহৃৎ পরমবন্ধুঃ। বৃহদিতি পাঠে মহৎ সর্ব্বাধিকমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-রহিত হইয়াও স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত। বিশেষতঃ তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রকাশ পায়। জীবগণের ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও তাঁহারই শক্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের শরীর অপ্রাকৃত সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়গণও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত শরীরাভাব বলিয়াই তাঁহাকে নিরাকার বা নিরিন্দ্রিয় বলিয়া শ্রুতি বর্ণন করেন। কিন্তু পরেই এই অধ্যায়ে 'অপাণিপাদো' শ্রুতিমন্ত্রও দৃষ্ট হইবে। তিনি সকলের প্রভু বা স্বামী, সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনেই সকলে অবস্থিত। তিনিই সকল জীবের পরম আশ্রয়। সকল জীবের তিনিই একমাত্র সুহৃৎ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম তত্ত্বও তিনি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।" (গীঃ ১৩।১৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি" তচ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ; যদ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতি তৎ; তদপি "সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিতং" প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতম্; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি, "পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ—স্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যে পাই,—

"সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্‌বৃত্তিভিরাভাসতে দীপ্যত ইতি তথা সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবর্জ্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শূন্যঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্য্যম্,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" "যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে,—"বুদ্ধিমান্মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ইতি শ্রুতেঃ" ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—স্থাবরস্য (স্থিতিশীল বৃক্ষপর্ব্বতাদির) চরস্য চ (এবং গতিশীল মনুষ্যাদির) সর্ব্বস্য লোকস্য (সকল ভুবনের) বশী (নিয়ন্তা) হংসঃ (অবিদ্যানাশক প্রকাশময় পরমাত্মাই) নবদ্বারে (মস্তকে—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, ও মুখ—এই সাতটি দ্বারযুক্ত ও শরীরের অধোভাগে পায়ু ও উপস্থ—এই দুইটি দ্বারযুক্ত) পুরে (দেহরূপ পুরীমধ্যে) দেহী (অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং এবং বিভিন্নাংশে জীবাত্মরূপে অবস্থিত হইয়া) [তথা] বহিঃ (বহিঃ প্রদেশে) লেলায়তে (বিচরণ করিতেছেন, ক্রিয়ায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন) ॥১৮॥

অনুবাদ—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক, অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সমুদয়ের বিঘাতকত্বনিবন্ধন হংস পরমাত্মা নবদ্বার (মস্তকে দুই চক্ষুঃ, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও মুখ এবং শরীরের অধোভাগে দুইটি বিসর্গ ও আনন্দকর্ম্মা দ্বারের মত বহিঃপ্রদেশে নির্গমদ্বার) সমন্বিত দেহরূপ পুর-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে স্বয়ং এবং বিভিন্নাংশরূপে দেহাভিমানী জীবরূপে থাকিয়া বহির্জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নন্থ সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিকং গীতাদিষু পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপে প্রসিদ্ধং ততশ্চ পরিশুদ্ধস্বরূপস্যৈব সর্ব্বপ্রভুত্বেশানাদিকমবগম্যতে ইতি শিষ্যশঙ্কাং শময়তি—

মলপ্রস্রবণদ্বারতয়া হেয়ৈর্নবভির্দ্বারৈর্যুক্তঃ পুরবৎ স্বাহত্যন্তভিন্নেঽহমিতি অভিমন্যমানো নানাদেহসঞ্চরণতয়া হংসশব্দিতো জীবো দেহেষু উচ্চাবচযোনিষু লেলায়তে গতাগতং কুর্ব্বন্ পরতন্ত্রতয়া এবং ভ্রমতি অতঃ তস্য সর্ব্বপ্রভুত্বে কা প্রসক্তিঃ অতস্ততো বহির্ব্বাহ্য এব স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বলোকসংসারতন্ত্রবাহীত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—একস্যৈব পরমেশ্বরস্য স্বরূপেণ সর্ব্বলোকনিয়ন্তৃত্বং ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিদ্বারা জীবরূপেণ বহির্ব্বিষয়গ্রহণমাহ—নবদ্বার ইতি স্থাবরস্য স্থিতিশীলস্য গিরিবৃক্ষাদেঃ চরস্য গতিমতো মনুষ্যাদি জীবস্য চ এবং সর্ব্বস্য লোকস্য চরাচরাত্মকবিশ্বস্য বশী নিয়ামকঃ হংসঃ হন্ত্যবিদ্যামিতি পরমেশ্বরঃ নবদ্বারে নবদ্বারাণি নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোবর্ত্তীনি অধঃস্থে চ পায়ূপস্থরূপে দ্বে ইতি নবসংখ্যকানি দ্বারাণীব পুরস্য বহির্নির্গমনস্থানানি যস্মিন্, তাদৃশে পুরে দেহপুরে স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপেণ এবং বিভিন্নাংশ-জীবরূপেণ দেহিরূপেণ স্থিত্বা বহিঃ বাহ্যবিষয়গ্রহণায় লেলায়তে চলতীব ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকের নিয়ন্তা এবং জীবের অবিদ্যানিবারক প্রকাশময় শ্রীভগবান্ নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ পুরমধ্যে স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে এবং বিভিন্নাংশ জীবরূপে অবস্থান করেন ও বহির্জগতেও বিচরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ চিজ্জড়াত্মক তত্ত্বসমূহের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥" (গীঃ ১৩।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যোঽবিজ্ঞাতাহৃতস্তস্য পুরুষস্য সখেশ্বরঃ।
যন্ন বিজ্ঞায়তে পুংভির্নামভি র্বা ক্রিয়াগুণৈঃ॥
যদা জিঘৃক্ষন্ পুরুষঃ কার্ৎস্নেন প্রকৃতেগুর্ণান্।
নবদ্বারং দ্বিহস্তাংঘ্রিং তত্রামনুত সাধ্বিতি॥"
(ভাঃ ৪।২৯।৩-৪)

নবদ্বার-সম্বন্ধেও পাওয়া যায়,—

"অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ মুখং শিশ্নগুদাবিতি।
দ্বে দ্বে দ্বারৌ বহির্যাতি যস্তদিন্দ্রিয়সংযুতঃ॥"
(ভ ৪।২৯।৮) ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বে পরমাত্মার সর্ব্বাত্মতা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিমত্তার পরিচয় দিতেছেন] সঃ (তিনি—পরমেশ্বর) অপাণিপাদঃ (প্রাকৃত হস্ত-পদ রহিত হইয়াও) জবনঃ (দ্রুত গতিশীল—সর্ব্বত্র বিচরণকারী) গ্রহীতা (সর্ব্ববস্তুগ্রাহী) অচক্ষুঃ (জীবের ন্যায় প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও) পশ্যতি (সর্ব্বদ্রষ্টা), অকর্ণঃ (প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয়-বিরহিত হইলেও) শৃণোতি (সকলের সব কথা

শুনিয়া থাকেন) [এইরূপে তিনি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য ও কর্ম্মেন্দ্রিয়নিচয়ের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অতঃপর মননাদি কার্য্যও তিনিই করেন তাহা বলা হইতেছে] সঃ (সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত মনো বিরহিত হইয়াও) বেদ্যং (জ্ঞেয় যাহা কিছু সমস্তই) বেত্তি (জানেন) চ (অথচ) তস্য [তু] (কিন্তু তাঁহার) বেত্তা (জ্ঞাতা) ন অস্তি (কেহ নাই) তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) অগ্র্যং (আদিপুরুষ সর্ব্বকারণ-কারণ) মহান্তম্ (সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বোত্তম) পুরুষং (পূর্ণ পুরুষ) আহুঃ (ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন) ॥১৯॥

অনুবাদ—এই পুরুষ—অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; যেহেতু তিনি প্রাকৃত পদরহিত হইয়াও দ্রুত গমন করেন এবং প্রাকৃত হস্তহীন হইয়াও সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাকৃত চক্ষুঃ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, প্রাকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল কথা শ্রবণ করেন। জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, তাহা তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু তাঁহাকে জগতে কেহ জানে না ; এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর অর্থাৎ লোকের প্রাকৃত বাক্য ও মনের অতীত, তিনি সকলের দ্রষ্টা হইলেও প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, ভক্তগণ ভক্তিচক্ষেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে আদিপুরুষ, পূর্ণপুরুষ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন ॥১৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পাণিপাদাদ্যভাবেঽপি তত্তৎ কার্য্যকারী ইতরাবেদ্যঃ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞস্তমাদিকারণং মহাপুরুষং বদন্তি ॥১৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অচিন্ত্যশক্তিমানয়ং পুরুষোঽলৌকিকান্যস্য কার্য্যাণ্যতঃ সর্ব্বাধিকঃ স এব সর্ব্বেষামুপাস্য ইত্যাশয়েনাহ—অপাণিপাদ-

ইতি সঃ পরমেশ্বরঃ অপাণিপাদঃ হস্তপাদেত্যুপলক্ষণম্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাকৃতহস্তপদরহিতোঽপি জবনঃ দ্রুতগামী ইতি চরণকার্য্যং সূচ্যতে, গ্রহীতা সর্ব্বগ্রাহী যদ্বা ধারণকারী অনেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়াবত্ত্বমুচ্যতে, অচক্ষুঃ প্রাকৃতনেত্ররহিতোঽপি পশ্যতি সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাৎ বিজ্ঞানময়ত্বাচ্চেতি-ভাবঃ। অকর্ণঃ প্রাকৃতশ্রোত্রবিহীনোঽপি শৃণোতি সর্ব্বং ভক্তস্তবাদিকমা-কর্ণয়তি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারবত্ত্বমপ্রাকৃতেন্দ্রিয়বত্ত্বং চ সূচয়তীত্যর্থঃ। ন কেবলং বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারবত্ত্বং কিন্তু আন্তরস্যাপি কর্তৃত্বং তদাহ—স বেদ্যং জ্ঞেয়ং কেবলমনঃসাধ্যং স বেত্তি প্রাকৃতমনোরহিতোঽপি জানাতি কিন্তু তস্য বেত্তা জ্ঞাতা কোঽপি নাস্তি 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টে'তিশ্রুতেঃ, দ্রষ্টুর্দৃশ্যত্বাযোগাৎ তস্যৈব সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ, তং পরমেশ্বরম্ অগ্র্যম্ আদি-পুরুষং 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি'তি শ্রুতেঃ, মহান্তং সর্ব্বাতিশায়িনং সর্ব্বব্যাপিনং বা পুরুষং পূর্ণং পুরুষং আহুর্ব্রহ্মবিদ ইতি শেষঃ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্ব্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃতহস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুঃ ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মনন করিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত-হস্ত-চরণ-চক্ষুঃ কর্ণযুক্ত চিন্ময়-রূপবিশিষ্ট, ইহা জীব সসীমবুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম-সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫০-১৫১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)—এই শ্রুতি। আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্তপদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে' এই বাক্য দ্বারা 'অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে' বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি যে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

"অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব চিদানন্দ॥"
"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(পদ্মপুরাণ-বচন)
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৬)

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব-সম্বন্ধে ঈশোপনিষদেও পাই,—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।" (ঈশ-৫)
"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং…" (ঈশ-৮)

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপের বিষয় গোপালতাপনীতে পাওয়া যায়,—

"গোপবেশং—সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥" (পূর্ব্ব ১৩।১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥
যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥"

(ভাঃ ১।৩।৩০-৩১)

প্রাকৃতরূপরহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃতরূপবিশিষ্ট চিদেকরস পরমাত্মার এই প্রাকৃত অনিত্য স্থূলরূপ মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাদিরূপ বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত গুণসমূহ দ্বারা জীব-দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যেরূপ অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু-আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করিয়া থাকেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করেন, সেইরূপ মূঢ় বিবর্ত্তবাদিগণ সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিচ্ছরীর আরোপ করেন॥১৯॥

শ্রুতিঃ—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—[যঃ—যিনি] অণোঃ (সূক্ষ্ম হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) [এবং] মহতঃ (মহৎ পরিমাণ হইতে) মহীয়ান্ (মহত্তর) আত্মা (পরমাত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াং (হৃদয়ে)

নিহিতঃ (অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত) ধাতুঃ (বিধাতার—শ্রীভগবানের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) বীতশোকঃ [সন্] (অবিদ্যাদি ক্লেশশূন্য হইয়া সাধক) অক্রতুং (বিষয়ভোগ-সঙ্কল্পবর্জিত পূর্ণকাম) তং মহিমানং (সেই মহিমান্বিত) ঈশং (পরমেশ্বরকে) পশ্যতি (দেখিতে পায়) ॥২০॥

অনুবাদ—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকল জীবের হৃদয়রূপ গুহাতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহার অনুগ্রহে যাহার ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়-ভোগমালিন্য দূরীভূত হইয়া পরমেশ্বরের সেবায় রতি উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি পূর্ণকাম ও সেই মহিমান্বিত পরমেশ্বরকে দর্শন করেন এবং শোকরহিত হন ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সকলসূক্ষ্মবস্তন্তঃপ্রবেশযোগ্যসূক্ষ্মবান্ নিরতিশয়-বৃহত্ত্বশালী এবম্ভূতোঽস্য জন্তোঃ প্রাণিনো জীবস্য আত্মা প্রেরকঃ সন্ হৃদয়গুহায়ামাস্তে জন্তোরিত্যেতদাত্মেতি তত্রাপি চ সংবধ্যতে আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বাৎ হৃদয়গুহায়ামপি সংবধ্যতে, তাদৃশম্ অক্রতুং কর্ম্মলেশশূন্যং মহাম-হিমশালিনমীশং যদা পশ্যতি তদা ধাতুর্ধারকস্য পরমাত্মনঃ প্রসাদা-দ্বীতশোকো ভবতি, 'প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ' ইতি স্মৃতেঃ ॥২ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দুর্জ্ঞেয়তত্ত্বস্য তস্য সাক্ষাৎকারঃ তদনুগ্রহেণা-বিদ্যাদিক্লেশনাশে সতি ভবতীত্যাহ—অণোরণীয়ানিতি অণোঃ সূক্ষ্মপরিমাণাৎ পরমাণ্বাদের্জ্জীবাত্মা অণীয়ান্ সূক্ষ্মতরঃ, জীবস্য মানসপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বেঽপি পরমাত্মনো ন গ্রাহ্যত্বমিতি ভাবঃ। তথা মহতঃ মহাপরিমাণাৎ আকাশাদেরপি মহীয়ান্ মহত্তরঃ আকাশস্যাপি ব্যাপকত্বাত্তস্য। স কুত্র ধ্যেয়ঃ? জন্তোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য জীবস্য গুহায়াং হৃদয়কন্দরে নিহিতঃ স্থিতঃ গূঢ় ইত্যর্থঃ। ধাতুঃ জগৎস্রষ্টুর্ভগবতঃ

প্রসাদাদনুগ্রহং প্রাপ্য অথবা ধাতুপ্রসাদাদিত্যেকং পদম্, ধাতূনাং শরীরধারকাণামিন্দ্রিয়াণাং প্রসাদাৎ মলবলাদ্যপনয়াৎ অক্রতুং প্রাকৃত-কামবর্জ্জিতং পূর্ণকামমিত্যর্থঃ, তম্ প্রত্যগাত্মানম্ অন্তর্য্যামিনং বীতশোকঃ সন্ বিগতাবিদ্যাদিক্লেশো ভূত্বা পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি, ঈশং সর্ব্বনিয়ন্তারং মহিমানঞ্চ তচ্ছক্তিঞ্চ পশ্যতি অনুভবতি। অথবা মহিমানং ভূমানম্ ঈশম্ নিয়ন্তারমক্রতুং তং পশ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥২০॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের আরও অচিন্ত্যশক্তিত্বের পরিচয় দিতেছেন,—তিনি অণু হইতেও অণুতর অর্থাৎ জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ অণু-পরিমাণ, তদপেক্ষাও অণুরূপে পিপীলিকাদি জীব পর্য্যন্তের অন্তরে প্রবেশ করেন। আবার মহান্ হইতেও মহত্তর অর্থাৎ আমরা আকাশকেই মহান বলিয়া থাকি কিন্তু সর্ব্বব্যাপক আকাশকেও তিনি ব্যাপিয়া থাকেন।

এই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরকে ক্লেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় না। তিনি সকল জীবের অন্তরেই অবস্থান করেন। আমাদের প্রিয় স্ত্রীপুত্রাদিকে আমরা অন্তরের মধ্যে পাই না কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাকে সাধক নিজ অন্তরের মধ্যে দেখিতে পান; তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের কৃপায় জীবের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া তাঁহার ভজনে রত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও অন্তর্যামী পরমাত্মার কোন অনুভব হয় না। সেইজন্য শ্রুতি আমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাও তাৎপর্য্য।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্বরূপ ও মহিমা ভাগ্যবানের দর্শনের বিষয় হয় এবং তিনি ভগবদ্দর্শী হইয়া অবিদ্যাদিনির্ম্মুক্ত ও শোকরহিত হন।

শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব-বিষয়ে কঠোপনিষদেও পাই,—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" (কঠঃ ১।৩।১২)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" (গীঃ ১৮।৬১)

আরও পাই,—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" (গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ।
অন্তর্য্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে স্ফুটম্॥"
(ভাঃ ৫।২০।২৮)॥২০॥

শ্রুতিঃ—বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপ বিশ্বব্যাপী অথচ হৃদয়গুহাগত তাঁহাকে কেহ কি দেখিয়াছে ? তদুত্তরে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন—] বেদাহম্ (আমি জানিয়াছি) এতম্ (ইঁহাকে) [কিরূপ জানিয়াছ ?] অজরং (পরিণামহীন অর্থাৎ জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিকাররহিত) [আর তিনি] পুরাণম্ (পুরাতন হইয়াও নিত্য নবীন) সর্ব্বাত্মানং

(সর্ব্বাত্মা—সকল আত্মার আত্মা) [যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কি পরিচ্ছিন্ন ? না,] বিভুত্বাৎ (যেহেতু তিনি আবার বিশ্বব্যাপক, এইজন্য) সর্ব্বগতং (সকলস্থানেই আছেন, কেবল জীবগুহার মধ্যে নহেন) [জীবের দেহ-পরিগ্রহরূপ জন্ম ও দেহ-সম্পর্কত্যাগরূপ নিরোধ (মরণ) দেখা যায়, এই জন্ম-নিরোধ তাঁহারও জীবের সহিত হইবে কি ? না,] যস্য (যে পরমেশ্বরের) জন্মনিরোধং (জন্ম ও মৃত্যু) প্রবদন্তি (অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে), [কিন্তু] ব্রহ্মবাদিনঃ (ভগবত্তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ) নিত্যং হি (তাঁহার নিত্যত্ব) প্রবদন্তি (প্রকৃষ্টরূপে বলেন অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির দ্বারা প্রমাণিত করেন। অথবা সর্ব্বদা সেই অজ্ঞকল্পিত জন্মনিরোধের কুতর্ক নিরাস করিয়া থাকেন ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন—আমি এই পরমপুরুষকে জানিয়াছি—তিনি জরাদি-পরিণামহীন, তিনি পুরাতন, কিন্তু নিত্য নবীন। তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অনুসন্ধান করিলে এই জীব-হৃদয়মধ্যেই পাওয়া যাইবে, তিনি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মা। তাই বলিয়া তিনি সসীম নহেন, বিশ্বব্যাপকত্বনিবন্ধন তিনি আবার সর্ব্বগত। লোকে যে পরমেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি-বিনাশ কল্পনা করে, তাহা অজ্ঞতানিবন্ধন, অপরাধের পরিচায়ক ; কিন্তু ব্রহ্মবিদ্‌গণ সে-বিষয়ে সর্ব্বদা শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা প্রতিবাদ করেন অথবা তাঁহার স্বরূপের নিত্যত্বই শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্থাপন করেন। অতএব আবির্ভাব ও তিরোভাব তাঁহার স্বেচ্ছাধীন লীলামাত্র ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিত্যং যস্য বিভুত্বেন জন্মাভাবং প্রকর্ষেণ বদন্তি তমজরং পুরাণং সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বাত্মানং অহং বেদ জানে ইত্যেবং ব্রহ্মবাদিনো নিত্যং বদন্তি ইত্যর্থঃ ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং বিরুদ্ধধর্ম্মবতঃ পরমেশ্বরতত্ত্বস্বীকারে মন্ত্রদ্রষ্টুরনুভবং প্রমাণয়তি—বেদাহমিতি অহং মন্ত্রদ্রষ্টা এতং পরমেশ্বর-মেবং বেদ জানে, কথং জানাসি? অজরং জীবদেহেহস্থিতমপি জরাদি-পরিণামরহিতম্। পুরাণং পুরাঽপি নবম্ নূতনম্ শাশ্বতমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ন সর্ব্বজ্ঞেয়স্তত্রাহ—সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বস্যাত্মভূতম্ হৃদ্যন্তঃস্থম্ ভক্তিপূর্ব্বকা-নুসন্ধানেনৈব জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। কিমেষ পরিচ্ছিন্ন আত্মরূপত্বান্নহি নহি সর্ব্বগতম্ সর্ব্বব্যাপিনং তত্রহেতুঃ বিভুত্বাৎ পরমমহৎ-পরিমাণবত্ত্বাদাকাশা-দিবৎ, তস্য সর্ব্বগতত্বাভাবে প্রপঞ্চপ্রকাশো ন স্যাদিতিভাবঃ। যদ্যেবং জীবস্য হৃদয়গতঃ স উপলভ্য ইত্যুচ্যতে 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' তর্হি দেহোৎপত্তিবিনাশাভ্যাং তস্যাপ্যুৎপত্তি-বিনাশৌ স্যাতামিত্যাশঙ্কায়ামাহ—জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্যেতি যস্য পরমেশ্বরস্য জন্মনিরোধং জন্ম চ নিরোধঃ নাশশ্চ তৎ সমাহারে ক্লীবমেকম্ মূঢ়াঃ প্রবদন্তি ন তত্ত্বজ্ঞাঃ অথবা জন্মনোনিরোধঃ অভাবস্তং ষড়্‌বিকারাভাবমিত্যর্থঃ প্রবদন্তি সমর্থয়ন্তি ইত্যর্থং কেচিদাহুঃ তন্ন মনোরমং ক্রিয়াদ্বয়বৈয়র্থ্যাৎ। ব্রহ্মবাদিনঃ পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞাঃ পুনঃ নিত্যং আত্মানমভিবদন্তি শাস্ত্রযুক্ত্যা প্রমাণেন চ সমর্থয়ন্তি তথাচশ্রুতিঃ—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিদি"তি ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ী পরব্রহ্মের প্রামাণিকতা-বিষয়ে সেই পরব্রহ্মপ্রাপ্ত ঋষি বলিতেছেন যে, আমি এই অজর, পুরাণপুরুষ, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের বিষয় জানিয়াছি। তিনি একদিকে যেমন সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী। সকলের অন্তরে থাকিয়া আবার সর্ব্বগত হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার বিভুত্ব। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে তিনি জীব ও জড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়াও জীব ও জড়ের ধর্ম্মাতীত থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥"
(ভাঃ ১।১১।৩৯)

পরব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু নাই। তিনি নিত্যবস্তু। কিন্তু স্বেচ্ছায় আবির্ভাব ও তিরোভাবলীলা প্রকাশ করেন। শ্রীগীতায়ও পাই,—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" (গীঃ ৪।৯)।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের দিব্যজন্মের বিষয় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—"দিব্যম্ অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিসৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকশব্দস্যাপ্রাকৃতত্বমেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ ভগবজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্। তচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে—"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা" ইত্যত্র শ্লোকেশ্রীজীব-গোস্বামিচরণৈরুপপাদিতম্; যদ্বা যুক্ত্যা অনুপপন্নমপি শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য-বলাদতর্ক্যমেবেদং মন্তব্যম্। তত্র পিপ্পলাদশাখায়াং পুরুষবোধিনী শ্রুতিঃ—"একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি তথা জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্ শ্রীভাগবতামৃতে বহুশ এব প্রপঞ্চিতম্।"

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—"তৎকর্ম্ম দিব্যমিব" (ভাঃ ২।৭।২৯)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাই,—"বস্তুতঃ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত।"

কিন্তু মূর্খেরা সর্ব্বভূতের মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহাকে মনুষ্যশরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে। ইহা শ্রীগীতাতেই পাই,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীন্তনুমাশ্রিতম্।" (গীঃ ৯।১১)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই,—

"এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥" (আদি ৩।৫২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২।১৫, ১০।৯।১৩; ১০।১৪।২২ এবং ১১।১০।২৬ দ্রষ্টব্য।

বৃহদ্বৈষ্ণবেও পাওয়া যায়,—

"নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ॥"

পদ্মপুরাণেও পাই,—

"পশ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং" "ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্ঘনং শাশ্বতং শিবম্॥" "অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতি-ভিশ্চাভিধীয়তে॥" "সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ নিজশক্তেঃ প্রভাবেণ স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ!॥"

বাসুদেবোপনিষৎ—(৬।৫) "মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥"

বাসুদেবাধ্যাত্মে—"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্ গুণানাম্ অনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে॥

সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নান্যেব কর্ত্তৃতা।
অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ॥”

নারায়ণাধ্যাত্মে—“নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥”

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—“অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহ-মোচনে॥”

শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।২৩।১১) শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ‘ভাগবত-তাৎপর্য্যে—
“আবির্ভাব-তিরোভাবৌ জ্ঞানস্য জ্ঞানিনোঽপি তু।
অপেক্ষ্যাজ্ঞস্তথা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে॥” ॥২১॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের ‘তত্ত্বকণা’-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমাত্মতত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়, এজন্য পুনঃপুনঃ তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করা উচিত,—এই অভিপ্রায়ে এই অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—] যঃ (যে পরমেশ্বর) একঃ (অদ্বিতীয় অথবা নিরপেক্ষ) অবর্ণঃ (প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও) নিহিতার্থঃ (মনে নিগূঢ় সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া) আদৌ (সৃষ্টির প্রথমে) বহুধা (বহু প্রকার) শক্তিযোগাৎ (স্বীয় শক্তিসহকারে) অনেকান্ (নানাপ্রকার) বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদি জাতি অথবা দেব-মনুষ্য-পশুপক্ষি-প্রভৃতিরূপ) দধাতি (সৃষ্টি করিয়া থাকেন) অন্তে চ (এবং প্রলয়কালে) স দেবঃ (সেই সৃষ্টিকর্ত্তা লীলাময় পরমেশ্বরই) বিশ্বম্ (সেই সৃষ্ট চরাচরাত্মক বিশ্বকে) বি-এতি চ (বিচয় করেন অর্থাৎ নিজেতে লীন করেন) সঃ (সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (মঙ্গলময়ী অর্থাৎ অবিদ্যানাশিনী) বুদ্ধ্যা (মতির সহিত) সংযুনক্তু (সংযোজিত করুন, আমাদিগকে শুভপথে চালিত করুন) ॥১॥

অনুবাদ—যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর লীলাময় শ্রীহরি প্রাকৃতরূপহীন

হইয়াও সৃষ্টির আদিতে সিসৃক্ষা লইয়া অর্থাৎ মনে নিগূঢ় সৃষ্টির সঙ্কল্প লইয়া একাকী অন্যনিরপেক্ষভাবে বহুপ্রকার নিজ-শক্তিযোগে নানাবিধ নামরূপসম্পন্ন বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রলয়-কালে সেই বিশ্বকে উপসংহার করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে সুবুদ্ধি দান করুন, অর্থাৎ বহির্মুখী প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া নিজ ভক্তিতে প্রেরণা দিউন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিধকারণত্বং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ তদ্বিষয়বুদ্ধি-প্রার্থনামন্ত্রমাহ—

অকারো বৈ সর্ব্ববাক্ সৈষাঽস্য শীর্ষাভিব্যজ্যমানবহ্নিরিব নানারূপা ভবতি ইতি ঐতেরেয়শ্রুতেঃ একঃ অ-বর্ণঃ নিহিতার্থঃ অর্থঃ পরং-ব্রহ্ম স্ববাচ্যত্বেন নিহিতোঽস্মিন্নস্তথোক্তঃ পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মবাচকঃ অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ তাদৃশবর্ণঃ সর্ব্বান্ বর্ণান্ দধাতি উৎপাদয়তি, বিশ্বং কৃৎস্নং প্রপঞ্চং চ অন্তকালেঽপ্যেতি নাশয়তি স দেবঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা যোজয়তু অত্র বাচ্যবাচকয়োরভেদোপচারাৎ স দেবঃ ইত্যুক্তিঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দুরূহত্বাদস্য পরমেশ্বরবিষয়স্য ভূয়োভূয়োব্যাখ্যা-নমাবশ্যকমিত্যভিপ্রায়েণায়ং চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র প্রথমতঃ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'য একইদ্বিদয়তে বসুমর্ত্ত্যায় দাশুষে। ঈশানোঽপ্রতি-ষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ' ইতি 'একোবৃষা বিরাজতি' ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিস্তস্যৈকস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমবগম্যতে, ততঃ 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'স ঐক্ষত বহু-স্যাং প্রজায়েয়' ইতি 'নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি 'স একধা বহুধাত্মানং ব্যভজত' ইত্যাদিভিস্তস্যামোঘসঙ্কল্পবশাৎ নানারূপসৃষ্টিরুপলভ্যতে এতৎ

সর্ব্বং মনসি নিধায় মন্ত্রদৃক্ তদনুগ্রহং প্রার্থয়তে য একঃ অদ্বিতীয়ঃ নিরপেক্ষ অবর্ণঃ অরূপঃ প্রাকৃতরূপরহিতঃ আদৌ সৃষ্টেঃ প্রারম্ভে নিহিতার্থঃ নিহিতঃ হৃদিস্থাপিতঃ সঙ্কল্পিত ইত্যর্থঃ অর্থঃ প্রয়োজনং নামরূপব্যাকরণ-রূপং যেন সঃ সন্ বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ প্রকৃতিকালস্বভাবকর্ম্মভূত-রূপৈঃ স্ব-শক্তিযোগাৎ শক্তিসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যাদি স্বশক্তিমবলম্ব্য অনেকান্ বহুবিধান্ বর্ণান্ রূপাণি, বিদধাতি চ সৃজতি, অন্তে চ প্রলয়কালে স দেবঃ লীলাময়ঃ বিশ্বং সৃষ্টং স্থিতিমৎসর্ব্বংবস্তু এতি চ প্রাপ্নোতি চ সংহরতি চেত্যর্থঃ চ দ্বয়েন একস্যৈবোভয়কর্ত্তৃত্বং লীলাপ্রবৃত্তিমত্ত্বং সূচিতম্। দধাতি বিচৈতি চ ইতি ব্যবহিতেন বিনা উপসর্গেণ দধাতেরন্বয়ো বোধ্যঃ। সঃ ভগবান্ নঃ অস্মান্ শুভয়া স্বপ্রবণয়া অবিদ্যাগন্ধরহিতয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু, সংযোজয়ত্বিত্যাশংসা ॥১॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবানের তত্ত্ব পুনরায় বিশদভাবে বর্ণনাভিপ্রায়ে এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে।

পরমেশ্বর অদ্বিতীয় তত্ত্ব। শ্রুতিও বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সেই পরমেশ্বরের শক্তি হইতেই জগতের সমুদয় বস্তু বা পদার্থ সৃষ্ট হয়। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না। তিনি স্বশক্তিমাত্র-সহায়ে আদিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও নিজ শক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বা শুক্লাদি নানাবিধ বর্ণ সকল উৎপাদন করেন। এই বিশ্ব পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃকই রক্ষিত এবং তদ্দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশস্বরূপ ও সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তিনি কৃপা করিলে আমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি লাভ হয়। সেইজন্য এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, হে ভগবন্! আপনি

কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন, যাহাতে আমরা অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আপনার শ্রীচরণ-সেবা করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥" (ভাঃ ৩।৭।৪)

তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পাই,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।"
(তৈঃ ৩।১।১)

শ্রীগীতায় পাই,—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" (গীঃ ১০।৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥" (মধ্য ৬।১৪৩)

বেদান্তসূত্রেও আছে,—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) ॥১॥

**শ্রুতিঃ—তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বাত্মত্ব বলিতেছেন—] তৎ এব (সেই পরব্রহ্মই) অগ্নিঃ (যজ্ঞে দেবতাদের হবির্বাহক, জীব-

শরীরে পাচক—বৈশ্বানর-অগ্নি) তৎ [এব] আদিত্যঃ (তিনিই সূর্য্য) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) বায়ুঃ (জীবন-ধারক প্রাণাদি বায়ু) উ (এবং) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) চন্দ্রমাঃ (স্নিগ্ধতাকারক চন্দ্র) তদেব (সেই পরম ব্রহ্মই) শুক্রং (অন্য নির্ম্মলজ্যোতিঃ নক্ষত্রাদি) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) তদ্ [এব] (সেই পর-ব্রহ্মই) আপঃ (জগৎ-সৃষ্টিকারণ-বীজের পাত্র জল) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) প্রজাপতিঃ (বিরাট্ পুরুষ) ॥২॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর স্ব-শক্তির দ্বারাই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও লয়ের আধার, ইহাই দেখাইতেছেন। সেই পরমেশ্বরই ভূমিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নি, তিনিই আদিত্যরূপে দিবিস্থিত অগ্নি, তিনিই অন্তরীক্ষস্থ প্রবহমান বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা ও অন্যান্য নক্ষত্ররূপে প্রকাশক। তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই প্রথম সৃষ্ট বীজাধার জল, তিনিই বিরাট্ পুরুষ, তিনিই সর্ব্বান্ত-র্য্যামিরূপে সর্ব্বাত্মা বা সর্ব্বময় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্য দেবস্য সার্ব্বাত্ম্যমাহ—

শুক্রং রোচিষ্মন্নক্ষত্রমণ্ডলমিত্যর্থঃ শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যস্মাৎ স এব পরমেশ্বরঃ স্রষ্টা, তস্মিন্নেব সর্ব্বস্য লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সর্ব্বমিত্যাহ—তদেবাগ্নিরিত্যাদি—তদ্ পর-মাত্মতত্ত্বমেব, অগ্নিঃ যাজ্ঞিকানাং যজ্ঞসাধনং, জীবানাং ভুক্তদ্রব্য-পাচকঃ জাঠরঃ এবমন্যার্থসাধকঃ পঞ্চভূতান্যতমোভূতবিশেষঃ, নান্যঃ, তদেব আদিত্যঃ দিবিষ্ঠো জ্যোতির্ব্বিশেষঃ, তদ্ বায়ুঃ অন্তরীক্ষস্থো মরুদ্রূপেণ প্রবহন্ ব্রহ্মজ্যোতির্ব্বিশেষঃ, জীব-দেহধারকঃ প্রাণাদিরূপো বা ব্রহ্মৈব তদু (তদ্ পরমেশ্বরম্) চন্দ্রমা উ চন্দ্রোঽপি জ্যোতীরূপঃ, তদেব শুদ্ধং নির্ম্মলং জ্যোতির্নক্ষত্রাদি, তদেব ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ আদি-স্রষ্টা, তদ্ পরমাত্মতত্ত্বম্ আপঃ নারায়ণশব্দপ্রতিপাদ্য-সৃষ্টিবীজস্যায়নং

নায়ং তথাহ্যুক্তম্ ‘অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ইতি, তদেব প্রজাপতিঃ বিরাড়াত্মা ॥২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বাত্মক তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন। তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্মা, তিনি জল এবং তিনিই প্রজাপতি।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্॥"
(ভাঃ ১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধ-গুণ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ।

আরও পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥" (২।৫।১১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্!
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্॥" (ভাঃ ৭।৯।৪৮)

শ্রীগীতার "যদাদিত্যগতং তেজো............পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্"। (গীঃ ১৫।১২-১৪) শ্লোকসমূহও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের শক্তির মহিমা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র তৎসম্বন্ধই স্থাপিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অগ্নি প্রভৃতি সকলে শ্রীভগবানের সহিত সমান অথবা স্বতন্ত্র শক্তিশালী এইরূপ বুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহারই শক্তির প্রকাশ ও বিভূতিস্বরূপ ॥২॥

শ্রুতিঃ—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে ব্রহ্মন্! হে পরমেশ্বর!] ত্বং স্ত্রী (তুমিই স্ত্রীজাতি) অসি (হইতেছ) ত্বম্ [এব] (তুমিই) পুমান্ (পুরুষজাতি) [অসি— হইতেছ] ত্বম্ [এব] (তুমিই) কুমারঃ (বালক) উত বা (অথবা) কুমারী (বালিকা হইতেছ) ত্বম্ [এব] (তুমিই) জীর্ণঃ (বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহ হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ডের সাহায্যে) বঞ্চসি (গমন করিয়া থাক) [অধিক কি ?] ত্বং বিশ্বতোমুখঃ (তুমি নানারূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত) ভবসি (হইতেছ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বেশ্বর! তুমিই স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেব সার্ব্বাত্ম্যং তৎসম্বন্ধেন আহ—
দণ্ডেনালম্বনেন জীর্ণঃ বৃদ্ধঃ সন্ বঞ্চসি সঞ্চরসি, অত্যল্পমিদমুচ্যতে ত্বমেব সর্ব্বরূপো জাতোঽসি ইত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্য সর্ব্বভূতাত্মত্বং বর্ণয়তি—ত্বং স্ত্রীত্যাদিনা হে পরমেশ্বর! ত্বং স্ত্রী জগদ্‌বীজাধারভূতা অসি, ত্বং পুমান্ বীজপ্রদঃ পুরুষোঽপি ত্বমেব ভবসি, এবং বাল্যাদ্যবস্থাভেদেন ভিন্নস্ত্বমেবাসি 'স্ত্রী-পুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃসিহক্ষয়া প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতাবিতি'মহাকবিঃ। ত্বং কুমারী বালিকা, উত বা অপি চ কুমারঃ শৈশবদশাপন্নঃ ত্বমেব, এবং ত্বং জীর্ণঃ পরিণতঃ বার্দ্ধক্যাবস্থঃ সন্ দণ্ডেন দণ্ডসাহায্যেন বঞ্চসি ভ্রমসি, পুনশ্চ ত্বং জাতো ভবসি যতঃ বিশ্বতোমুখঃ নানাশক্তিসম্পন্নঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—হে ব্রহ্ম! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী; আবার তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বগত সর্ব্বরূপে জাত হও। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের বিশ্বরূপত্বের কথা বর্ণন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥" (ভাঃ ১১।২৮।১৯)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥" (গীঃ ১১।৭)

আরও পাই,—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥" (গীঃ ১৩।১৬)

শ্রুতিতেও পাই,—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং"

স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[ত্বং—তুমি] নীলঃ (কৃষ্ণবর্ণ) পতঙ্গঃ (ভ্রমর) [ত্বমেব]হরিতঃ [পতঙ্গঃ] (তুমিই সবুজবর্ণ শুকপক্ষী) [ত্বং] লোহিতাক্ষঃ (রক্তচক্ষুঃ কোকিল তুমি) ত্বং তড়িদ্গর্ভঃ (অভ্যন্তরে বিদ্যুদ্যুক্ত জলবর্ষক মেঘ) [এইরূপ] ঋতবঃ (বসন্তাদি ছয় ঋতু) সমুদ্রাঃ (সমস্ত সমুদ্র) [ত্বম্] অনাদিমৎ (আদিহীন শাশ্বত ব্রহ্ম তুমিই) বিভুত্বেন (ব্যাপকত্ব বশতঃ, ব্যাপকরূপে) বর্ত্তসে (বর্ত্তমান রহিয়াছ) [কিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ তুমি ?] যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে) বিশ্বা (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত) ভুবনানি (উৎপত্তিশীল বস্তু) জাতানি (জন্মিয়াছে) [হে পরমেশ্বর ! কীট, পতঙ্গ, বিচিত্র বর্ণ পক্ষী, ঋতু, সমুদ্র সমস্তই তোমার শক্তির পরিণাম] ॥৪॥

অনুবাদ—তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী, তুমিই লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যুৎপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নীলহরিতলোহিতাক্ষভেদভিন্নঃ পতঙ্গঃ পক্ষী ত্বমেব, সমুদ্রাশ্চ ত্বমেব, ত্বমেব অনাদি যতো বিশ্বানি ভুবনানি জাতানি তদপি ত্বমেব নিখিলজগৎকারণমপি ত্বমেবেত্যর্থঃ। নীল-পতঙ্গাদ্যাত্মত্বমপি ন স্বরূপেণ অপিতু ব্যাপকত্বেন আত্মত্বাৎ ইতি এতৎ প্রদর্শয়তি বিভুত্বেন বর্ত্তসে ইতি, যতস্ত্বং সর্ব্বং ব্যাপ্য আত্মনা বর্ত্তসে ততঃ সর্ব্বাত্মত্বমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং মনুষ্যাঃ কিন্তুপরেঽপি নিকৃষ্টাঃ প্রাণিনো জড়াশ্চ পদার্থা স্তবশক্তিপরিণামভূতা ইত্যাহ—নীলঃ পতঙ্গ ইত্যাদি। হে পরমেশ্বর! নীলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পতঙ্গঃ পতন্‌গচ্ছতীতি পক্ষী ভ্রমরঃ ত্বমেব, এবং হরিতঃ পলাশবর্ণঃ 'পলাশোহরিতোহরিদিতি' 'কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ' ইতি চামরঃ। পতঙ্গঃ শুকাদিঃ, লোহিতাক্ষঃ রক্তাপাঙ্গনেত্রঃ কোকিলোঽপি ত্বমেব, তড়িদ্গর্ভঃ বিদ্যুৎ-পূর্ণঃ জলবর্ষুকো মেঘোঽপি ত্বমেব এবং রূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈচিত্র্যমুক্ত্বা কালতো বৈচিত্র্যং ভগবত উচ্যতে ঋতব ইতি নানাপ্রকৃতয়ো-বসন্তাদয় ঋতবোঽপি ত্বমেব। আকৃত্যা বৃহত্ত্বং কথয়তি যতঃ সমুদ্রাঃ, এবং সর্ব্বং ব্রহ্মণ এব শক্তিপরিণামভূতমিতি তত্রাহ—ত্বম্ পরমেশ্বরঃ অনাদিমৎ অনাদিব্রহ্মস্বরূপং, যতো বিভুত্বেন ব্যাপকত্বেন বর্ত্তসে বিরাজসি। অথবা হে অনাদিমৎ অজ! ত্বং বিভুত্বেন সর্ব্বময়ত্বেন হেতুনা নীলপতঙ্গাদিরূপেণ বর্ত্তসে, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ বিশ্বা বিশ্বানি জস্‌বিভক্তিস্থানে আচ্‌ ছান্দসঃ। ভুবনানি উৎপত্তিমন্তি বস্তূনি জাতানি অতঃ ত্বমেব জগদ্রূপম্ কার্য্যকারণয়োরভেদোপ-চারাৎ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বের কথাই বলিতেছেন। তুমিই নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমিই

রক্তাপাঙ্গ কোকিলাদি, তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল ঋতু এবং সাগর সমূহ। তুমি অনাদি, তুমি সর্ব্বব্যাপক বিভুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সমগ্র ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। সকলই তোমার শক্তির পরিণাম। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন এইহেতু এবং কার্য্যকারণের অভিন্নতাবশতঃ তোমাকে সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মক প্রভৃতি শব্দে উদ্দেশ করা হয়। বস্তুতঃ তোমার স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত কিন্তু প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চের কোন পদার্থ তোমার আশ্রয়-ব্যতিরেকে নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরচিত জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

"বেদান্তমতে 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক্। কার্য্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য্য, চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার"।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পাওয়া যাইবে,—

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

(শ্বেঃ ৬।১৬)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

"স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব"

(বৃঃ ৪।৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধম্।
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥" (ভাঃ ৩।৯।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মনি রহে স্বরূপ অবিকৃতে" ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাই,—

"একোঽপি স্থাননানাত্বান্নানেব হরিরীয়তে।
সর্ব্বান্তর্য্যামিণস্তস্য ন ভেদো বিদ্যতে ক্বচিৎ" ॥৪॥

**শ্রুতিঃ—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥৫॥**

অন্বয়ানুবাদ—সরূপাঃ (প্রকৃতির নিজের সদৃশ অর্থাৎ ত্রিগুণময়) বহ্বীঃ (বহুপ্রকার) প্রজাঃ (সন্তান অর্থাৎ ভূতসমুদায়) সৃজমানাম্ (সৃজন-কারিণী) লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং (অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা, জলরূপে শুক্লবর্ণা, অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ মিশ্রবর্ণা,—এই তেজ, জল,

পৃথিবীরূপিণী, অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা) একাম্ (অদ্বিতীয়) অজাম্ (উৎপত্তিরহিত—অনাদি দেবাত্মশক্তিকে) হি (নিশ্চয়) জুষমাণঃ (সেবাকারী, ভজনাকারী) একঃ অজঃ (এক বদ্ধজীব) অনুশেতে (অনাদি কাম, কর্ম্ম ও বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকৃতির অনুসরণ করে অর্থাৎ ভোগ করে) অন্যঃ অজঃ (মুক্তজীব) [যিনি আচার্য্যোপ-দেশে জ্ঞানলাভ দ্বারা অবিদ্যান্ধকার দূর করিয়াছেন তিনি] এনাম্ (এই প্রকৃতিকে) ভুক্তভোগাম্ (পূর্ব্বে ভোগ করিয়া হেয় বোধে) জহাতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন না) ॥৫॥

অনুবাদ—অনাদি প্রকৃতিকে অজারূপে কল্পনা করিয়া তাহার অনু-সরণকারী বদ্ধজীবের ও সেই প্রকৃতির সংসর্গরহিত মুক্ত জীবের প্রভেদ বর্ণন করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই ভূতত্রয়রূপা প্রকৃতিই নিজের অনুরূপ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহময় সমস্ত জড়বস্তু সৃষ্টি করে ; বদ্ধজীব সেই প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্য্যোপদেশজনিত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যান্ধকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্ব্বে প্রকৃতি ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা', 'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ' ইতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টচিদচিদীশ্বরবিবেকং দর্শয়তি—

তেজোবর্ণলক্ষণবিকারগত-লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপযুক্তাং স্বসমানরূপ বিবিধভূতভৌতিকসৃষ্টিমুৎপত্তিরহিতাং কাঞ্চন কশ্চিদবিদ্বান্ উৎপত্তি-রাহিত্যেন তৎসমান এব সন্ তত্রাহং বুদ্ধ্যা সেবমানঃ তাং অনুসৃত্য শেতে তিষ্ঠতি, অপরো বিদ্বান্ কশ্চিৎ তাং ভুক্ত্বা উৎপন্নবৈরাগ্য-স্ত্যজতীত্যর্থঃ। নন্বস্মিন্ অজাং ইত্যেতাবানর্থঃ প্রতীয়তে কাংশ্চি-

চ্ছাগীং ত্রিবর্ণাং সরূপবহ্বপত্যকরমেকশ্ছাগঃ প্রীয়মানোঽনুবর্ত্ততে অন্যস্তাং উপভুক্তাং ত্যজতীতি কথং ভবদুক্তং প্রকৃতিরূপার্থগ্রহণং, যদি বা চাধ্যাত্মশাস্ত্রে লৌকিকার্থপ্রতিপাদনানৌচিত্যাদাধ্যাত্মিকার্থপর্য্যবসানং কর্ত্তব্যমিতি তর্হি 'দ্বা সুপর্ণাদি'মন্ত্রে বৃক্ষসুপর্ণপিপ্পলশব্দৈঃ শরীরজীবকর্ম্মফলানাং গৌণবৃত্ত্যা গ্রহণবৎ গৌরনাদ্যন্তবতীত্যত্র গো-শব্দেন গৌণবৃত্ত্যা প্রকৃতিগ্রহণবৎ ইহাপি অজাশব্দেন গৌণবৃত্ত্যা প্রকৃত্যর্থগ্রহণং যুক্তং ন তু যৌগিকার্থগ্রহণং, রূঢ়িপূর্ব্বকলক্ষণাবিশেষরূপ গৌণবৃত্ত্যপেক্ষয়া যোগদৌর্ব্বল্যং স্যাৎ ইতি চেৎ ন, মুখ্যার্থানুপপত্তৌ হি গৌণার্থাশ্রয়ণমুপপদ্যতে চ যৌগিকার্থস্য মুখ্যস্যাজাশব্দার্থস্য সম্ভবে যোগার্থস্ফূর্ত্তেঃ রূঢ্যর্থগ্রহণনিয়ামক শব্দান্তরসমভিব্যাহারাভাবাচ্চ যৌগিকার্থ এব গ্রাহ্যঃ, কিঞ্চ রূঢ্যর্থগ্রহণে সমভিব্যাহৃতানাং 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং' ইত্যাদীনাং সঙ্কোচঃ স্যাৎ প্রকৃতিবৎ সকলপ্রজাস্রষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ সকলপ্রজাসর্গকরপ্রকৃত্যামল্পপ্রজাসর্গকারিচ্ছাগত্বপরিকল্পনস্য বিচ্ছিত্তিবিশেষহেতুত্বাৎ। ন চৈবম্, 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধী'ত্যাদৌ রথরথীত্যাদিকল্পনমপি ন বিচ্ছিত্তিবিশেষজনকং স্যাদিতি বাচ্যং, তত্র রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণবলেন চ বশীকার্য্যতাপ্রতীত্যুপযুক্ততয়া চ রূপণমঙ্গীক্রিয়তে, প্রকৃতে তু রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণাত্তদ্বদত্রোপযোগাভাবাচ্চ ন ছাগত্বপরিকল্পনং, দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রেঽপি বৃক্ষাদি শব্দৈর্যৌগিকার্থস্য স্ফুটপ্রতীতের্যোগ এব গ্রাহ্যঃ, এতৎ সর্ব্বং কল্পনোপদেশাদিতি সূত্রভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ স্পষ্টম্, অনেন প্রকৃতিস্বরূপং বদ্ধমুক্তস্বরূপং চোক্তং, নহু অজাশব্দেনাকার্য্যত্বপ্রতিপাদনাৎ সৃজমানামিতি কর্ত্তরি শানচা স্বাতন্ত্র্যলক্ষণকর্তৃত্বপ্রতীতেরব্রহ্মাত্মিকৈব চ প্রকৃতিরনেন মন্ত্রেণাভিধীয়তামিতি চেদেবমেব সমন্বয়াধ্যায়পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্ত উচ্যতে 'চমসবদবিশেষাৎ'—(ব্রঃ সূঃ ১।৪।৮), 'অর্বাগ্বিলশ্চমস-ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপ'মিতি মন্ত্রে (বৃহঃ ২।২।৩)

অর্বাগ্বিলচমস বাক্যশেষোর্দ্ধবুধ্ন ইতি তির্য্যগ্‌বুধ্নপ্রসিদ্ধচমসব্যাবর্ত্তকস্য শিরসশ্চমসত্ব প্রত্যায়কস্য বাক্যশেষস্য সদ্ভাববদিহ স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপাদকস্য বাক্যশেষস্য অভাবেন স্বতন্ত্রা প্রকৃতিরিহাভিধীয়তে ইতি নির্ণয়াসম্ভবাৎ ব্রহ্মাত্মকত্বেঽপি যোনিরাহিত্যস্যোপপত্তেঃ পরতন্ত্রোঽপি তক্ষা তক্ষতি কাষ্ঠমিতি কত্র্র্থে প্রত্যয়দর্শনেন তাবন্মাত্রেণাপরতন্ত্রপ্রকৃত্যনিশ্চয়াসম্ভবাৎ ; নন্থ ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিগ্রহণেঽপি নিয়ামকাভাবাৎ সন্দেহ এব স্যাৎ তত্রাহ 'জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়তে একে' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৯), 'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে' ইত্যাদৌ জ্যোতিঃ শব্দেন ব্রহ্মনির্দ্দেশদর্শনাৎ ইহ সূত্রেঽপি জ্যোতিঃ শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে উপক্রমশব্দঃ কারণার্থকঃ সন্নাত্মত্বং লক্ষয়তি মৃৎকারণকস্য কাষ্ঠাদেঃ মৃদাত্মকত্বদর্শনাৎ ততশ্চ 'জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মাত্মিকেত্যর্থঃ ব্রহ্মাত্মিকৈবেহ অজা মন্ত্রে গ্রাহ্যা', উপক্রম 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ইতি (শ্বেঃ ১।৩), ব্রহ্মাত্মিকা মায়া প্রতিপাদিতত্বাৎ, তৈত্তিরীয়কে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইতি (তৈঃ নাঃ ১২), ব্রহ্মপ্রস্তুত্য 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' ইতি প্রাণোপলক্ষিতসকলপ্রপঞ্চোৎপত্তিমভিধায় নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণো অপরিণামমিতি সকলপ্রপঞ্চোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি শঙ্কাবারণায় তৈত্তিরীয়ে পঠিতস্যাপ্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিপরস্য বক্তব্যতয়া ইহাপি তথাত্বাবশ্যম্ভবাচ্চ ব্রহ্মাত্মিকৈব প্রকৃতিরজা মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা ; নন্থ আকাশাদীনাং ব্রহ্মোপাদনকত্বেন ব্রহ্মাত্মকত্ববৎ প্রকৃতেরপি ব্রহ্মোপাদানকত্বেনৈব ব্রহ্মাত্মকত্বস্য বক্তব্যতয়া অনুৎপন্নায়াশ্চ তস্যা ব্রহ্মোপাদানকত্বাসম্ভবেন ব্রহ্মাত্মকত্বাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ 'কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১০), কল্পনং সৃষ্টিঃ 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ, 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেতাঃ ৪।৯), ইতি মায়াশব্দশব্দিতপ্রকৃতেব্র্রহ্মোপাদিতপ্রপঞ্চসৃষ্টৌ হেতুত্বাবেদনাদি-

ত্যর্থঃ প্রকৃতেরব্রহ্মাত্মিকত্বে চ তস্যা 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে' ইতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মোপাদানতানির্ব্বাহকত্বাভাবাৎ তস্যাঃ ব্রহ্মাত্মকত্বং সিদ্ধম্ অপৃথক্‌সিদ্ধাধারত্বমাত্রেণ আত্মত্বোপপত্ত্যা অজন্যায়া অপি প্রকৃতেঃ ব্রহ্মাত্মকত্বং সম্ভবত্যেব ইতি ব্রহ্মাত্মকত্বমবিরুদ্ধম্। মধ্বাদিবৎ অত্র মধুশব্দেন 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' (ছাঃ ৩।১।১) ইতি নির্দ্দিষ্ট আদিত্য উচ্যতে যথা আদিত্যস্য 'নৈবোদেতা নাস্তমেতা' ইতি অকার্য্যতয়া শ্রুতস্যৈব 'য আদিত্যে তিষ্ঠন্' ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মকত্বং চ এবং অনাদেরপ্যুপপদ্যতে ব্রহ্মাত্মকত্বমিতিস্থিতম্ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিমজারূপেণ বর্ণয়ন্ তদুপভোক্তারমজং তৎপরিত্যাগিনঞ্চ বিশিনষ্টি। অজামেকামিত্যাদিনা—একাম্ ন তু প্রতিব্যক্তিভেদবতীম্ লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রকৃতিপক্ষে তেজঃসলিলভূমিরূপাং সত্ত্বরজস্তমোরূপাং বা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং বহ্বীঃ অনেকাঃ প্রজাঃ জায়মানাঃ সন্ততীঃ সৃজমানাং সৃজন্তীং প্রসূবতীং, কীদৃশীঃ প্রজাঃ সরূপাঃ স্বসমানধর্ম্মবিশিষ্টাঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, তাদৃশীম্ অজাম্ নিত্যাং, সরূপামিতিপাঠে ধ্যানযোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং সরূপাং সর্ব্বত্র সমানাকারামিত্যর্থঃ, তাং ভোগ্যভূতাম্ একোঽজঃ—স্বরূপতঃ শুদ্ধমুক্তয়োর্জীবয়োরন্যতরো বদ্ধো জীবো অনাদিকামকর্ম্মবিমোহিতঃ আবৃতস্বরূপ ইতি যাবৎ জুষমাণঃ ভুঞ্জানঃ দেহাত্মবুদ্ধ্যানুপ্রেরিতঃ প্রকৃতিং সেবমান ইত্যর্থঃ অনুশেতে অনুসরতি তদনুসরণেন ক্লেশমনুভবতি, অন্যঃ পুনরাচার্য্যোপদেশজনিতপ্রকাশেনাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারঃ মুক্তঃ সন্ জহাতি তত্ত্বজ্ঞানাৎ জাতনির্ব্বেদঃ তৎসংসর্গং ত্যজতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবাত্মশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(শ্বেঃ ১।৩), তাহার কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি

বলিতেছেন যে, সেই দেবাত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী নিজের অনুরূপ বহু-প্রজার জনয়িত্রী, জন্মরহিত অনাদি এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ অর্থাৎ বদ্ধজীব সেবা দ্বারা ভজনা করিয়া থাকে আর অন্য অজ পুরুষ অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায় লব্ধজ্ঞানযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত জীব পূর্ব্বের ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে তবে প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির এই সৃজনশক্তি।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ॥
এব ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ॥"

(ভাঃ ৪।১১।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নি-শক্তে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৬, ৫৯-৬১)

এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পরে পাওয়া যাইবে,—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ…ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।" (শ্বেঃ ৪।৯-১০)

ঐতরেয়োপনিষদেও পাই,—"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐঃ১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"—ব্রঃ সূঃ ২।২।৭ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই মন্ত্রকে সাংখ্যশাস্ত্রের বীজ মনে করেন এবং এই 'অজামেকাং' মন্ত্র আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের দর্শন যে শ্রুতিসম্মত, তাহা সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। সাংখ্য-কারিকার প্রসিদ্ধ টীকাকার তথা অন্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা স্বনামধন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র নিজে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক টীকার প্রারম্ভে এই মন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণরূপে উদ্ধৃত করিয়া এই মন্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির বন্দনা করিয়াছেন। উহাতে কাব্যময়ী ভাষায় প্রকৃতিকে এক ত্রিবর্ণা ছাগীর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যিনি বদ্ধজীবরূপ ছাগের সংযোগ হইতে নিজের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণময় সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে 'অজা'কে ছাগী বলা হয়। ইহার উপযোগ করিয়া প্রকৃতিকে আলঙ্কারিকরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরঙ্গরামানুজ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন,—'অজা' অর্থে ছাগ এই রূঢ়ি অর্থটি গ্রহণ করিলে এই মন্ত্রগত অর্থ পরিস্ফুট হয়

না বলিয়া এস্থলে 'অজা' শব্দে জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি—এই যৌগিক অর্থই গ্রহণীয়। আরও এখানে এই রূঢ়ি অর্থ গ্রহণ করিলে 'বহু সন্তান প্রসবকারিণী' ইত্যাদি শব্দের অর্থ সংকোচ হয়, কারণ ছাগীর পক্ষে প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব নহে, অনন্ত প্রজা সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির পরিবর্তে অল্প সন্তান সৃষ্টিকারিণী প্রাকৃত ছাগীকে কল্পনা করিলে বিচ্ছিত্তিবিশেষ (সীমাবদ্ধ) দোষে দুষ্ট হয়। অতএব এখানে 'অজা' শব্দে ছাগী অর্থ হইতে পারে না। বিস্তারিত বিষয় গ্রন্থে সংযোজিত টীকা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—সযুজা—সযুজৌ (সর্ব্বদা মিলিত) সখায়া—সখায়ৌ (পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন) দ্বা—দ্বৌ (দুইটি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সুপর্ণা—সুপর্ণৌ (শোভনগতি অর্থাৎ শোভন-ক্রিয়া-সম্পন্ন পক্ষী) সমানং (একই) বৃক্ষং (দেহরূপ বৃক্ষকে) পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করিয়াছে), তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) অন্যঃ (একটি পক্ষী অর্থাৎ যে অবিদ্যা-কামবাসনাশ্রয় লিঙ্গদেহধারী সেই জীবাত্মা) স্বাদু (আপাতরম্য সুস্বাদু) পিপ্পলং (কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থের ফল) অত্তি (ভোগ করিয়া থাকে) অন্যঃ (আর একটি পক্ষী যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর তিনি) অনশ্নন্ (কোন ফল না খাইয়াই অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াই নিজানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া) অভিচাকশীতি (সাক্ষি-রূপে সমস্ত দর্শন করেন) ॥৬॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সূত্রভূত দুইটি পদার্থ পরমার্থবস্তু-নির্দ্ধারণের জন্য উল্লেখ করিতেছেন—এই জগতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটি পক্ষী আছে, তাহাদের কার্য্য অতীব বিচিত্র, তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান এবং সখ্যভাবাপন্ন, উভয়ে এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম ও সংস্কারময় লিঙ্গদেহধারী জীবাত্মা, সে স্বাদু—আস্বাদ্য কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থ ফল উপভোগ করিয়া থাকে আর অপর পক্ষীটি যিনি দেহবৃক্ষে থাকিয়াও তাহার ফল কিছুই ভোগ করেন না অর্থাৎ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না কিন্তু সাক্ষিরূপে সমস্ত নিয়মিত করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমনুসরামঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাবিশেষেঽপি জীবস্য ভোক্তৃত্বং ন পরমাত্মন ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তমুখেন প্রদর্শয়তি।

যুজ্যতে ইতি যুক্ শব্দোগুণপরঃ সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসার্যৈর্ব্বিবৃতত্বাৎ সখায়ৌ পরস্পরাবিনাভূতৌ গমনসাধনত্বেন পর্ণশব্দিতপক্ষসদৃশজ্ঞানাদিগুণোপেতৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং শরীরং সমাশ্রিতৌ তয়োর্ম্মধ্যে একো জীবঃ পরিপক্বং পিপ্পলং অশ্বত্থফলসদৃশকর্ম্মফলং অশ্নাতি ইতরবস্তু পরমাত্মা অনশ্নন্নেবাপহতপাপ্মত্বাদি মহামহিমশালী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র শরীর তদাশ্রয় জীবপরবাচি শব্দনিগরণেন বিষয়বাচক বৃক্ষে সুপর্ণাদিশব্দৈ বৃক্ষত্বাদধ্যবসানলক্ষণরূপকাতিশয়োক্তির্ব্বিচ্ছিত্তিবিশেষায় ইতি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং পরমার্থবস্তুনিশ্চয়ার্থং সূত্রভূতৌ দ্বাবাত্মানৌ পক্ষিরূপেণ উপন্যস্যতি—দ্বা ইত্যাদি দ্বা দ্বৌ 'সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণাচ্' ইত্যাদিনা ঔ বিভক্তি স্থানে আচ্। এবম্ উত্তরত্র। সুপর্ণা শোভনপতনৌ 'শোভনগতী ইত্যর্থঃ, পক্ষিরূপৌ কীদৃশৌ সযুজা

সযুজৌ সহ যুক্ (যুজ্ভাবে কিপ্) যোগঃ যয়োস্তৌ সর্ব্বদাসংযুক্তৌ অবিচ্ছিন্নাবিত্যর্থঃ, তথা সখায়ৌ চিদ্রূপত্বাৎ সমানাভিব্যক্তিমন্তৌ তৌ সমানম্ অভিন্নমেকং বৃক্ষং ব্রশ্চনবত্বাৎ বৃক্ষধর্ম্মাণং দেহং পরিষস্বজাতে আশ্রিতবন্তৌ, জীবসাহচর্য্যেণ পরমেশ্বরস্যাপি হৃদয়গুহায়ামবস্থানমুক্তম্। তয়োঃ পরমাত্ম-জীবাত্মনোঃ অন্যঃ একঃ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বাসনা-ময়-লিঙ্গোপাধিকো জীবঃ স্বাদু সুখভোগ্যমাপাতরম্যং পিপ্পলম্ অশ্বত্থফলং কর্ম্মফলমিতিযাবৎ অত্তি উপভুঙ্ক্তেঽবিবেকাদিতিভাবঃ। অন্যঃ অপরঃ পুনঃ পক্ষী পরমাত্মা অনশ্নন্ জীববৎ কর্ম্মফলমভুঞ্জান এব অভিচাকশীতি—সর্ব্বং নিয়ময়তি কশ গতি নিয়মনয়োরিতি ভৌবাদিকস্য যঙ্লুকি ঈড়াগমেন সিদ্ধমিদম্॥৬॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতিরূপ জীবসমুদায় প্রকৃতিভোগে লিপ্ত হওয়ায় মায়াবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মফল ভোগ করে, এক্ষণে সেই বদ্ধজীব কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারে, তাহার বর্ণনাভিপ্রায়ে দুইটি মন্ত্র বলিতেছেন।

শ্রীগীতাতে যেরূপ সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, এস্থলেও শ্রুতি এই প্রথম মন্ত্রটিতে শরীরকে অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পক্ষিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রকার কঠোপ-নিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে হৃদয়গুহা-প্রবিষ্ট ছায়া ও আতপ-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। (কঃ ১।৩।১)। দুই জায়গার ভাব প্রায় একপ্রকার।

বর্ত্তমান মন্ত্রের সারাংশ এই যে, মনুষ্যশরীর যেন একটি পিপ্পল বৃক্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা দুই যেন পরস্পর মিলিতভাবে সখ্যভাবাপন্ন হইয়া দুইটি পক্ষিরূপে এই শরীররূপ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া একই হৃদয়-রূপ গুহাতে বাস করিতেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে জীবরূপ পক্ষীটি

প্রারব্ধরূপ সুখ-দুঃখাত্মক কর্ম্মফল ঐ পিপ্পলবৃক্ষের ফলরূপে ভোগ করিতেছে। দ্বিতীয় পক্ষীটি অর্থাৎ পরমাত্মা ঐরূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন না, জীবকে কেবলমাত্র ভোগ করাইয়া স্বয়ং অভোক্তৃরূপে অর্থাৎ চিদানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়াই সাক্ষিস্বরূপে সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন।

মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রেও অনুরূপ শ্রুতিমন্ত্র পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥" (ভাঃ ১১।১১।৬) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—সমানে (জীব ও পরমেশ্বর উভয়ের একই আশ্রয়) বৃক্ষে (দেহবৃক্ষে থাকিয়া) পুরুষঃ (বিমুখ জীব) নিমগ্নঃ (ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধে ডুবিয়া যায়) [তখন সে] অনীশয়া (মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া তাহা হই'তে উঠিবার সামর্থ্যের অভাবে) মুহ্যমানঃ (মুহ্যমান হইয়া অর্থাৎ'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া) শোচতি (দুঃখ করিতে থাকে) [কিন্তু] যদা (যখন অর্থাৎ অনেক জন্মের অর্জ্জিত সুকৃতিবশে পরম-কারুণিক ভগবদ্ভক্তের দয়ায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তখন) অন্যম্ (সেই

বৃক্ষেই অবস্থিত) ঈশম্ (নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) জুষ্টম্ (নিজানন্দরসে পূর্ণ অথবা ভক্তগণকর্ত্তৃক নিত্য পরিসেবিত) পশ্যতি (সাক্ষাৎ করেন তখন) ইতি (ইহাই) অস্য (এই পরমেশ্বরের) মহিমানম্ (মহত্ত্ব অর্থাৎ তিনি অবিদ্যাদিবিনির্মুক্ত নিরুপাধি স্বরূপানন্দময়—এইভাব বুঝিতে পারেন) বীতশোকঃ [ভবতি] (শোকরহিত হন অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—একই দেহরূপ বৃক্ষে থাকিয়া বিমুখজীব ভোগাসক্ত হইয়া দেহাত্মবোধবশতঃ সংসারে ডুবিয়া যায়, এবং মায়ায় মুহ্যমান হইয়া উদ্ধারের উপায় না পাইয়া দীনতাবশতঃ দুঃখ করিতে থাকে। অতঃপর বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশে যখন ঈশ্বরের অথবা ভক্তের অনুগ্রহ লাভ করেন তখন দেখিতে পান সেই আশ্রিত-দেহবৃক্ষে নিজহৃদয়ে পরমেশ্বর রহিয়াছেন। তিনি নিজ স্বরূপানন্দে নিমগ্ন, ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন এবং নিত্য সেবা করিতেছেন। ইহাই তাঁহার মহিমা যে তিনি সমস্ত পরিচালনা করিয়াও সর্ব্বদা নির্লিপ্ত ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত থাকেন, তাঁহাকে সেবা করিলে জীবও পরমানন্দে থাকিতে পারে, শ্রীভগবানের এই মহিমা দর্শনে জীব শোকরহিত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কেচিৎ বৃক্ষাদিশব্দেন যোগবশাচ্ছরীরাদি প্রতীতিমাহ ইতি অতো—

অনীশয়া ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহ্যমানঃ 'পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতমি'তি (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৫) সূত্রোক্ত ন্যায়েন তিরোহিতপরমাত্মশেষত্বজ্ঞানানন্দলক্ষণস্বস্বরূপঃ সন্ বৃক্ষবচ্ছেদনার্হে একস্মিন্ শরীরে জীবঃ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিতি তদাত্মবুদ্ধ্যা তদেকতামাপন্নঃ সন্ তৎসংসর্গকৃতানি দুঃখানি অনুভবতি, যদাসৌ জীবো নিমগ্নাৎ স্বস্যাধারকত্বনিয়ন্তৃত্বশেষিত্বাদিবিলক্ষণং স্বকর্ম্মভিঃ প্রীতং পরমাত্মানমখিলজগ-

দীশানলক্ষণং অস্য মহিমানং চ পশ্যতি তদা বীতশোকোভবতী-ত্যর্থঃ। কেচিত্তু অনীশয়া অনীশত্বেন অসমর্থত্বেন শোচন্ স্বোদ্ধার সমর্থং স্বয়ং স্বস্মিন্ প্রীতং তদুদ্ধরণমহিমানং চ দৃষ্ট্বা বীতশোকো ভবতি; তৎসমাধিদ্বারানুসন্ধেয়ঃ অনীশয়া প্রকৃত্যেতি ভাষ্যেঽপি অর্থতো ব্যাখ্যা-নপরং ন তু অনীশশব্দার্থতয়েতি বদন্তি ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—জীব-পরমাত্মনোরেকাশ্রয়ত্বেঽপি একস্যাবিদ্যা-জনিতো দেহাদিষু আত্মাভিমানঃ অন্যস্তু তত্র নিরভিমানঃ পরমমুক্তঃ; অভিমানাদেব জীবস্য বন্ধ ইত্যাহ—সমানে বৃক্ষ ইত্যাদিনা সমানে তুল্যে একস্মিন্, বৃক্ষে দেহে স্থিতঃ পুরুষো নিমগ্নঃ অলাবুরিব সমুদ্রজলে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ মায়য়া মুহ্যমানঃ মোহগ্রস্তঃ অনীশয়া অসামর্থ্যেন ন কস্যচিৎসমর্থোঽহং পুত্রো মে নষ্টঃ ভার্য্যা মৃতা হৃতং মে সর্ব্বস্বমিত্যেবং দীনতয়া শোচতি সন্তপ্যতে, অথ কদাচিৎ যদা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতেন সুকৃতেন ঈশ্বরানুগ্রহং ভক্তানুগ্রহং বা লভতে তদা অন্যং তদ্বৃক্ষস্থিতমপরং পক্ষিণং পরমাত্মানং জুষ্টং নিজানন্দেন পূর্ণং ভক্তৈঃসেবিতম্ ঈশং নিয়ন্তারং পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি তদা অস্য পরমাত্মনঃ ইদং স্বপ্রকাশানন্দস্বরূপম্ নিরুপাধিকং নিত্যলীলাময়ং মহিমানং মাহাত্ম্যম্ দৃষ্ট্বা বীতশোকঃ শোকনির্ম্মুক্তো ভবতি ইত্যন্বয়ঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—প্রথমেই বলা হইতেছে যে, শরীররূপ এক বৃক্ষের হৃদয়রূপ গুহাতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সহিত অবস্থিত পরম সুহৃদ্ পরমেশ্বরকে দর্শন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব এই শরীরে আসক্ত হইয়া মায়াভিভূত অবস্থায় সংসার-মোহে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ শরীরে অত্যন্ত মমতাযুক্ত হইয়া শরীরের দ্বারা সংসারের ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিতে থাকে, তাহার ফলে নানা ব্যাপারে অসমর্থ হইয়া দীনতাযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু

যখন বিশেষ সুকৃতিফলে শ্রীভগবানের বা তদীয় ভক্তের অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত হয়, তখনই জানিতে পারে যে, তাহার সহিত স্ব-হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর তাহার পরম সুহৃদ্ ও পরম মিত্র। ভক্তগণ যাঁহার নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন, সেই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মার আশ্চর্য্যময়া মহিমা অনুভব করিয়া যখন তাঁহার সেবাপরায়ণ হন, তখনই জীব শোকরহিত হইয়া ভগবৎপ্রসাদে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।৭)

অর্থাৎ কর্ম্মফলের অভোক্তা পরমাত্মা নিজতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কর্ম্মফলভোক্তা জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যিনি অবিদ্যাযুক্ত তিনি (জীব) নিত্যবদ্ধ এবং যিনি বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ অন্তরঙ্গা চিৎশক্তিযুক্ত তিনি পরমেশ্বর।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র পাই,—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥"
(ভাঃ ১।৭।২৩)

জীবের বন্ধন-সম্বন্ধেও পাই,—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ॥" (ভাঃ ২।৫।১৯)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

" 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ' ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ)

শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষ। জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ এবং বহু। অবিদ্যা দ্বারা জীবের বন্ধন এবং বিদ্যার দ্বারা জীবের মুক্তি লাভ হয়। পূর্ণবস্তু শ্রীভগবানের বন্ধন ও মোক্ষভাবদ্বয় নাই। জীবের প্রতিই অবিদ্যার ও বিদ্যার প্রভুত্ব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥" (আদি ৭ম পঃ)
"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীব-শক্তি'-নাম॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।" (মধ্য ৮পঃ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও পাই,—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্যসংসার'॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি' মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়।"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ) ।৭।

শ্রুতিঃ—ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারীর কৃতকৃত্যতা প্রদর্শিত হইতেছে—] পরমে ব্যোমন্—ব্যোম্নি (পরমব্যোমে অর্থাৎ পরমধামে) অক্ষরে (অপ্রচ্যুতস্বভাব) যস্মিন্ (যে পরমেশ্বরে) ঋচঃ (ঋগাদি বেদসমূহ) বিশ্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবগণ) অধি নিষেদুঃ (আশ্রিত হইয়া আছেন) যঃ (যে ঋগ্ অধ্যায়ী) তং (সেই ঋক্-প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরকে) ন বেদ (জানে না) [সে] ঋচা (বেদ দ্বারা অথবা মন্ত্রোপাসনা দ্বারা) কিং করিষ্যতি (কি করিবে? কি ফল পাইবে? অর্থাৎ তাহার মন্ত্রোপাসনা বৃথা) যে (যাঁহারা) ইৎ (এই প্রকার) তৎ (সেই পরমাত্মতত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তে ইমে (পরমাত্ম সাক্ষাৎ-কারী তাঁহারা) সমাসতে (সম্যক্ প্রকারে তাঁহাতে স্থিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃতার্থ হয়) ।৮।

অনুবাদ—এক্ষণে পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারীর কৃতার্থতা দেখাইতেছেন —যাহাতে মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ পাদে নিবদ্ধ, তাহার নাম ঋক্, সেই ঋক্ ঈশ্বরের তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পরব্যোম-ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিত। অথবা তিনি নিরতিশয় আকাশ-স্বরূপ। কিন্তু প্রাকৃত আকাশ হইতে অতীত, কারণ প্রাকৃত আকাশের

উৎপত্তি ও লয় শ্রুত হয় কিন্তু পরমাত্মা তাহা নহেন, তিনি আকাশের মত নির্লেপ, সর্ব্বাধার, বিশ্বব্যাপক, সত্য ; কিন্তু অপ্রচ্যুত-স্বভাব, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব-স্ব-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি সকলের অধিষ্ঠাতা। যে ব্যক্তি সেই পর-ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল মন্ত্রের উপাসনা করে, তাহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত সংসার-বিমুক্তির কোন আশাই নাই। কিন্তু যাঁহারা এইপ্রকার পরব্রহ্ম-স্বরূপ অবগত হইতেছেন তাঁহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকেন ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং তাদৃশে ঋচঃ ঋক্‌শব্দোপলক্ষিত-বেদজাতস্য পরম ব্যোমন্ পরমাকাশে পরমতাৎপর্য্যবিষয়ে যস্মিন্ অক্ষরে সর্ব্বে দেবাঃ সমাশ্রিতাঃ তদক্ষরং যো ন বেদ সঃ অধীতেন ঋগ্‌বেদাদিনা কিং করিষ্যতি স্থাণুরয়ং ভারবহঃ কেবলোভূত অধীত-বেদো ন বিজানাতি যোঽর্থং, 'এতদ্বৈ তৎ তদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপ-স্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবত্তদে-বাস্য তদ্‌ভবতি' ইতি শ্রুতিঃ (বৃহঃ ৩।৮।১০), যে চ তদক্ষরং জানন্তি তে নিরস্তপ্রতিকূলাঃ সুখমাসত ইত্যর্থঃ। ইমং মন্ত্রং 'বিশ্ব-দেবাঃ' শব্দিতসূর্য্যাশ্রিতপরং স্থানপরতয়াঽপি যোজয়ন্তি তদক্ষরে পরমব্যোমন্নিত্যস্য বেদার্থসংগ্রহে স্থানপরতয়া যোজিতত্বাৎ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারিণঃ কৃতার্থতাং কেবলাং ঋচম্ অধীয়ানস্য তু ব্যর্থশ্রমং দর্শয়তি ঋচ ইত্যাদিনা ঋচঃ মন্ত্রস্য নিয়তপাদোমন্ত্র ঋগুচ্যতে, প্রতিপাদ্যে বেদত্রয়বেদ্য ইতি যাবৎ, অক্ষরে কূটস্থে, পরমে নিরতিশয়ে অপ্রাকৃতে ইত্যর্থঃ প্রাকৃতং ব্যোম হি নাক্ষরং তস্য প্রলয়শ্রবণাৎ, ব্যোমন্ ব্যোম্নি আকাশকল্পে সর্ব্বাধারে নির্লেপে ব্যাপকে চ, ব্যোম্নীতি বক্তব্যে সপ্তম্যা লুকা ব্যোমন্নিতি, বিশ্বে সর্ব্বে ব্রহ্মেশানেন্দ্রাদয়ো দেবাঃ অধি নিষেদুঃ আশ্রিতা উপজীবিন স্তিষ্ঠন্তি।

যঃ কেবলম্ ঋগধ্যায়ী ন তু মন্ত্রপ্রতিপাদ্যপরমেশ্বরোপাসকঃ তং পরমাত্মানং ন বেদ জানাতি ন সাক্ষাৎকরোতি স কর্ম্মোপাসকঃ ঋচা মন্ত্রেণ কিং করিষ্যতি কিং ফলং লপ্স্যতে—কেবল মন্ত্রোপাসকস্য স্বর্গাদি-ফলকত্বাৎ, তচ্চ ক্ষয়িষ্ণুত্বাত্তুচ্ছম্, 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে'তি তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বাবগতেরিতিভাবঃ, যে জনাঃ ইৎ ইত্থং তৎ পরব্রহ্ম বিদুঃ ভক্তিযোগেনাবগচ্ছন্তি তে ইমে ব্রহ্মতত্ত্ববিদঃ সমাসতে সং সুখেন আসতে নিত্যং তিষ্ঠন্তি নিরুদ্বেগাঃ কৃতার্থা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর অপ্রাকৃত দিব্যধামে দিব্যরূপে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিত্য অবস্থিত থাকেন। তিনি আবার আকাশ-স্বরূপ নির্ব্বিকার, নির্লেপ, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত দেবগণ বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার পার্ষদরূপে সেবকস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। এমন কি, বেদসমূহও পার্ষদরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চ-মধ্যেও ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানের নিয়ন্ত্রণা-ধীনতায় স্ব-স্ব-কার্য্য করিয়া থাকেন। ঋগাদি বেদমন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্য যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতঃ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া তুচ্ছ ফল লাভ করে। কিন্তু ঋক্ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, যিনি সমস্ত দেবতা ও বেদাদির আশ্রয়, যাহারা তাঁহার স্বরূপ জানে না, তাহারা বেদ পাঠ বা বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা কি ফল লাভ করিতে পারিবে? যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ যথাযথভাবে জানেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র ভগবদুপাসনা দ্বারা ভগবৎকৃপায় সংসার মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের আশ্রয়ে শ্রীভগবদ্ধামে ভগবৎসেবায় নিত্যকাল পরমসুখে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতা লাভ করেন। আর অনিত্য ফলের আশায় যাহারা ভগবদ্বিমুখ হইয়া সংসারে উচ্চ-নীচ লোকাদিতে গমন করে, তাহারা বাস্তবিকই অকৃতার্থ।

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভান্তে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই, জীবের নিত্য-কল্যাণ লাভ হয়, অন্যথা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥" (ভাঃ ১১।১১।১৮)

অর্থাৎ যিনি কেবল শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা পারঙ্গত হইয়াও পরব্রহ্ম শ্রীভগবানে ধ্যানাদি যোগদ্বারা নিষ্ণাত না হন, তাহা হইলে অধেনু রক্ষার ন্যায় অর্থাৎ দীর্ঘকালে প্রসবশীলা গাভীর রক্ষকের ন্যায় বা যে গাভী দুগ্ধ দেয় না, তাহার পালন-কারীর ন্যায় তাঁহার শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম কেবলমাত্র পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হয় কিন্তু পুরুষার্থপ্রদ হয় না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কিঞ্চ ভগবতি সচ্চিদানন্দময়্যাকারত্বভাবনয়া ভক্তিং কুর্ব্বীত তদৈবায়মুক্তলক্ষণো মুক্তজীবঃ সিদ্ধোঽন্যথা তু পতেদিত্যাহ, শব্দে বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মণি তৎপ্রতিপাদ্যে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতঃ বিশিষ্টজ্ঞানকুশলঃ কিন্তু পরে তাভ্যাং সকাশাদপি পরমাশ্রয়ত্বেন শ্রেষ্ঠে ভগবতি ন নিষ্ণায়াৎ ভক্তিকৌশলবান্ ভবেৎ নিষ্ণাতশব্দস্য কুশলার্থত্বাদ্ভগবতি সচ্চিদানন্দাকারত্বভাবনয়া ভক্তিরেবাত্র কুশলতা। যাং বিনা তস্য শ্রমঃ সাধনশ্রমঃ শ্রমৈকফলো ব্যর্থ এব ন তু পুরুষার্থপ্রাপকঃ"।

গরুড় পুরাণেও আছে,—

সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

শ্রীব্রহ্মাও বেদবিচারের ফল বলিয়াছেন,—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥"
(ভাঃ ২।২।৩৪) ।৮।

**শ্রুতিঃ—ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৯॥**

অন্বয়ানুবাদ—ছন্দাংসি (ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ অথবা গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ) যজ্ঞাঃ (যূপরহিত কেবল হবিঃ-সাধ্য কর্ম্ম) ক্রতবঃ (জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া) ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্ম) ভূতং (অতীত বৃত্তান্ত) ভব্যং (ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত) যচ্চ (এবং যাহাকিছু সেই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমানকেও) বেদাঃ (বেদশাস্ত্র সমুদয়) বদন্তি (প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন) মায়ী (মায়াধীশ ঈশ্বর) অস্মাৎ (মায়াশক্তির দ্বারা) এতৎ (এই পরিদৃশ্যমান) বিশ্বং (চরাচরাত্মক জগৎ) সৃজতে (সৃষ্টি করিয়া থাকেন) চ (এবং) তস্মিন্ (মায়াশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি শক্তিদ্বারা রচিত সেই প্রপঞ্চে) অন্যঃ (মায়ার অধীন জীব) মায়য়া (অবিদ্যাবশে) সন্নিরুদ্ধঃ (বদ্ধ হইয়া আছে) ।৯।

অনুবাদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ অথবা গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, হবিঃসাধ্য যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রতু এবং অন্য দেবযজ্ঞাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত সমুদয়, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং যাহা কিছু বেদশাস্ত্র কর্ত্তব্য ও অনাচরণীয়

বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মায়ার অধীশ্বর প্রকৃতির পরিচালক ভগবান্ মায়াশক্তি দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিতেছেন। তাঁহার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া জীব সেই সৃষ্ট-বিশ্বে দৃঢ়রূপে রুদ্ধ আছে ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদং বৈদিকমর্থজাতং মায়াপ্রেরকঃ পরমাত্মা অস্মাৎ মায়াশব্দিতাৎ সাধনাৎ সৃজতে, অতশ্চ পরিণামিণোঽপ্যপাদানত্বং অবিরুদ্ধম্। নম্ন জীবস্য স্রষ্টৃত্বং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ 'তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' অন্যো জীবঃ তদাশ্রিতমায়য়া মোহিতঃ অতস্তস্য মায়াপ্রেরকত্বাসম্ভবান্ন স্রষ্টৃত্বং ইতি ভাবঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অক্ষরঃ পরমাত্মৈব প্রকৃতিশক্তিদ্বারেণ সর্ব্বং সৃজতি ইত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি—ছন্দাংসি ইত্যাদিনা—ছন্দাংসি বেদাঃ শ্রুতয়ঃ ঋক্-যজুঃ-সামাথর্ব্বাঙ্গিরসাখ্যাঃ, যজ্ঞাঃ দেবযজ্ঞাদয়ঃ যূপসম্বন্ধরহিতা বৈদিকক্রিয়াশ্চ, ক্রতবঃ জ্যোতিষ্টোমাদয়োমখাঃ, ব্রতানি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদীনি তপাংসি, ভূতমতীতং বস্তু ভব্যং ভবিষ্যচ্চ ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু বেদাঃ শাস্ত্রাণি যচ্চ যদ্‌যৎ কর্ম্ম বদন্তি কর্ত্তব্যত্বেন নিষিদ্ধত্বেন চ নির্দ্দিশন্তি, এতৎ পরিদৃশ্যমানং বিশ্বং চরাচরাত্মকং জগৎ, মায়ী মায়াধীশঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ পরমেশ্বরঃ, অস্মাৎ প্রকৃতিশক্তিকাৎ—ল্যবলোপেপঞ্চমী, সৃজতে উৎপাদয়তি, নন্থ কথমবিকারিব্রহ্মণোজগদুৎপত্তিঃ কথং বা বেদানাং নিত্যত্বেন শ্রুতানামুৎপত্তিঃ সম্ভবতি ইতি চেন্নৈবম্ কূটস্থোঽপি পরমেশ্বরঃ স্বীয় প্রকৃতি-শক্ত্যা সর্ব্বং সৃজতীতি নিমিত্তকারণত্বোক্তেঃ। বেদানামাবির্ভাবস্যৈব উৎপত্তিপরত্বাচ্চ ন কিঞ্চিদবদ্যম্। স্মৃতিশ্চাত্র 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদি'ত্যনুসন্ধেয়া। তস্মিন্ প্রপঞ্চে অন্যঃ কৃষ্ণবিমুখঃ জীবঃ মায়য়া অবিদ্যয়া সন্নিরুদ্ধ আবদ্ধোঽবতিষ্ঠতে। বিচিত্রেয়ং ভগবতো মায়াশক্তিঃ, উক্তঞ্চ ভাগবতে "যত্রেমে সদসদ্রূপে

প্রতিবিম্বে স্বসংবিদা। অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্বন্ধদর্শনম্"। অন্যত্র চ 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়ে'তি। সন্নিরুদ্ধ ইত্যনেন নিরোধভঙ্গে মুক্তিরিত্যুচ্যতে ॥৯॥

তত্ত্বকণা—চারিবেদ, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহ, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, অন্যান্য শুভকর্ম্ম, সদাচারাদি ক্রিয়া, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং আরও যাহা কিছু বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করেন, এই সমুদয় বিশ্বপ্রপঞ্চই মায়াধীশ পরমেশ্বর স্বীয় মায়া বা প্রকৃতি-শক্তি হইতে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অন্য একজন অর্থাৎ বদ্ধজীব মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সন্নিরুদ্ধ থাকে। যতদিন জীব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সেবা দ্বারা তাঁহার কৃপা লাভ না করে, ততদিন জীবের মায়ার হাত হইতে নিস্তার হয় না; সুতরাং জীবের ভগবৎ-সম্বন্ধ-লাভের জন্য উৎকট লালসাই ভাগ্যবানের পরিচয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥" (ভাঃ ২।৭।১১)

অর্থাৎ সেই যজ্ঞেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ হয়শীর্ষরূপে আমার যজ্ঞে আবির্ভূত হন। তিনি সুবর্ণকান্তি-বিশিষ্ট, বেদময়, যজ্ঞময়, নিখিল দেবতাগণের ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সেই হয়শীর্ষপুরুষের নিঃশ্বাস-ত্যাগকালে তাঁহার নাসাপুট হইতে কমনীয়া বেদলক্ষণা গাথা-উৎপন্ন হইল।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ছন্দাংসি চ যথাশ্চৈব দেবা লোকাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণৌ স্থিতা যস্মাদতঃ সর্ব্বময়ো হ্যসৌ॥
—ইতি মহাসংহিতায়াম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের স্তবেও পাই,—

"মায়া মনঃ সৃজতি কর্ম্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ॥" (ভাঃ ৭।৯।২১)

অর্থাৎ হে অজ, ত্বদীয় অংশভূত পুরুষ কর্তৃক ঈক্ষণরূপে অনুগৃহীত কালপ্রেরিতা প্রকৃতি অনন্ত বাসনাময় বৈদিক কর্ম্মবহুল দুর্জ্জয় লিঙ্গদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনাতে বিমুখ কোন্ ব্যক্তি আপনার সেই মায়ানির্ম্মিত, ষোড়শ-বিকারবিশিষ্ট সংসারচক্রকে অতিক্রম করিতে পারে? ॥৯॥

শ্রুতিঃ—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মায়া, মায়ী ও জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে—] মায়াং তু (মায়াকেই) প্রকৃতিং (প্রকৃতি শক্তি বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে) মায়িনং তু (আর মায়ার অধীশ্বরকেই) মহেশ্বরং (পরমেশ্বর) [বিদ্যাৎ—অবগত হইবে] তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অবয়বভূতৈঃ তু (অংশস্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীবগণের দ্বারা) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) সর্ব্বম্ (সকল) জগৎ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে) ॥১০॥

অনুবাদ—শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি, যথা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতিশক্তি ও তটস্থাখ্য জীবশক্তি। তন্মধ্যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিতে হইবে, পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। সেই স্বরূপশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ জীবের দ্বারা এই জড়জগৎ ব্যাপ্ত ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ত্রিগুণাত্মিকাং প্রকৃতিং বিচিত্রাশ্চর্য্যসর্গহেতুতয়া মায়াশব্দিতাং বিদ্যাৎ, মায়াপ্রেরকস্তু মহেশ্বর ইত্যর্থঃ ন চ মহেশ্বরশব্দো দেবতান্তরবাচক ইতি শঙ্ক্যং, তৈত্তিরীয়কে 'যদ্বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ' ॥ ইতি অকারবাচ্যস্যৈব নারায়ণস্য মহেশ্বরশব্দার্থত্বাভিধানাৎ তস্যাপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণতয়া তদংশভূতৈর্জীবৈঃ সর্ব্বমচেতনং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ, ততশ্চ জগদন্তর্গতাস্তদপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণতয়া তদংশভূতা ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্বু কেয়ং মায়ানাম যয়া জীবঃ সন্নিরুদ্ধঃ কোবা বিশ্বস্রষ্টা মায়িপদবাচ্যঃ, কিঞ্চ বিশ্বস্বরূপমিত্যাক্ষেপান্ সমাধাতুমাহ—মায়াস্বিত্যাদি মায়াস্তু তু অবধারণে মায়াং প্রকৃতিং জগদুপাদানভূতাম্ ঈশ্বরস্য প্রকৃতিশক্তিং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। সাচ জড়া তস্যা জগৎকর্ত্তৃত্বং মায়িসম্বন্ধাদিত্যাহ—মায়িনন্তু মায়াপ্রেরকম্ এব মহেশ্বরং পরমেশ্বরং জানীয়াৎ, মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতারমেব বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ। তস্য মায়িন ঈশ্বরস্য অবয়বৈঃ অংশভূতৈঃ জীবাত্মভূতৈঃ ইদং পরিদৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং সর্ব্বং বিশ্বং ব্যাপ্তং পূর্ণং সর্ব্বাণি বস্তূনি পরমেশ্বরস্য অবয়বভূতানি ইত্যর্থঃ ন চ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে'তি শ্রুতিব্যাকোপঃ অবয়বাবয়বিনোরভেদাৎ কার্য্যকারণাভেদাচ্চ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে মায়া দ্বারা মায়াধীশ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং জীবগণ সেই মায়া-সন্নিরুদ্ধ হইয়াই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে সেই মায়াকেই প্রকৃতি এবং মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। সেই মহেশ্বরের অবয়বদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অথবা অবয়ব-ভূত বিভিন্নাংশ জীবগণের দ্বারা এই বিশ্ব প্রপঞ্চ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

শ্রীগীতাতেও পাই,—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" (গীঃ ৭।৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫৮-১৬০)

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত জৈবধর্ম্মে পাই,—

"আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তির পতি—শক্তি তাঁহার বশীভূতা দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী—ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু-বিন্দুরূপে থাকিলেও জীব-শক্তির অধীন। 'দশমূলে' মায়া-শব্দে কেবল 'জড়মায়া' নয়, 'মায়া'-শব্দে এথানে 'স্বরূপ'-শক্তি। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই

শরীরে পাচক—বৈশ্বানর-অগ্নি) তৎ [এব] আদিত্যঃ (তিনিই সূর্য্য) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) বায়ুঃ (জীবন-ধারক প্রাণাদি বায়ু) উ (এবং) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) চন্দ্রমাঃ (স্নিগ্ধতাকারক চন্দ্র) তদেব (সেই পরম ব্রহ্মই) শুক্রং (অন্য নির্ম্মলজ্যোতিঃ নক্ষত্রাদি) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) তদ্ [এব] (সেই পর-ব্রহ্মই) আপঃ (জগৎ-সৃষ্টিকারণ-বীজের পাত্র জল) তদ্ [এব] (সেই পরব্রহ্মই) প্রজাপতিঃ (বিরাট্ পুরুষ) ॥২॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর স্ব-শক্তির দ্বারাই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও লয়ের আধার, ইহাই দেখাইতেছেন। সেই পরমেশ্বরই ভূমিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নি, তিনিই আদিত্যরূপে দিবিস্থিত অগ্নি, তিনিই অন্তরীক্ষস্থ প্রবহমান বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা ও অন্যান্য নক্ষত্ররূপে প্রকাশক। তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই প্রথম সৃষ্ট বীজাধার জল, তিনিই বিরাট্ পুরুষ, তিনিই সর্ব্বান্ত-র্য্যামিরূপে সর্ব্বাত্মা বা সর্ব্বময় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্য দেবস্য সার্ব্বাত্ম্যমাহ—

শুক্রং রোচিষ্মন্নক্ষত্রমণ্ডলমিত্যর্থঃ শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যস্মাৎ স এব পরমেশ্বরঃ স্রষ্টা, তস্মিন্নেব সর্ব্বস্য লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সর্ব্বমিত্যাহ—তদেবাগ্নিরিত্যাদি—তদ্ পর-মাত্মতত্ত্বমেব, অগ্নিঃ যাজ্ঞিকানাং যজ্ঞসাধনং, জীবানাং ভুক্তদ্রব্য-পাচকঃ জাঠরঃ এবমন্যার্থসাধকঃ পঞ্চভূতান্যতমোভূতবিশেষঃ, নান্যঃ, তদেব আদিত্যঃ দিবিষ্ঠো জ্যোতির্ব্বিশেষঃ, তদ্ বায়ুঃ অন্তরীক্ষস্থো মরুদ্রূপেণ প্রবহন্ ব্রহ্মজ্যোতির্ব্বিশেষঃ, জীব-দেহধারকঃ প্রাণাদিরূপো বা ব্রহ্মৈব তদ্ (তদ্ পরমেশ্বরম্) চন্দ্রমা উ চন্দ্রোঽপি জ্যোতীরূপঃ, তদেব শুক্রং নির্ম্মলং জ্যোতির্নক্ষত্রাদি, তদেব ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ আদি-স্রষ্টা, তদ্ পরমাত্মতত্ত্বম্ আপঃ নারায়ণশব্দপ্রতিপাদ্য-সৃষ্টিবীজস্যায়নং

নারং তথাহ্যুক্তম্ 'অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ইতি, তদেব প্রজাপতিঃ বিরাড়াত্মা ॥২॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বাত্মক তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন। তিনিই অগ্নি, তিনি আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনি ব্রহ্মা, তিনি জল এবং তিনিই প্রজাপতি।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষ'বিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥"
(ভাঃ ১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধ-গুণ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ।

আরও পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষ'গ্রহতারকাঃ ॥" (২।৫।১১)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ॥
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্!
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥" (ভাঃ ৭।৯।৪৮)

শ্রীগীতার "যদাদিত্যগতং তেজো…………পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্"। (গীঃ ১৫।১২-১৪) শ্লোকসমূহও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের শক্তির মহিমা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র তৎসম্বন্ধই স্থাপিত করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অগ্নি প্রভৃতি সকলে শ্রীভগবানের সহিত সমান অথবা স্বতন্ত্র শক্তিশালী এইরূপ বুদ্ধি করিবে না। সকলই তাঁহারই শক্তির প্রকাশ ও বিভূতিস্বরূপ ॥২॥

শ্রুতিঃ—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে ব্রহ্মন্! হে পরমেশ্বর!] ত্বং স্ত্রী (তুমিই স্ত্রীজাতি) অসি (হইতেছ) ত্বম্ [এব] (তুমিই) পুমান্ (পুরুষজাতি) [অসি—হইতেছ] ত্বম্ [এব] (তুমিই) কুমারঃ (বালক) উত বা (অথবা) কুমারী (বালিকা হইতেছ) ত্বম্ [এব] (তুমিই) জীর্ণঃ (বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহ হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ডের সাহায্যে) বঞ্চসি (গমন করিয়া থাক) [অধিক কি ?] ত্বং বিশ্বতোমুখঃ (তুমি নানারূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত) ভবসি (হইতেছ) ॥৩॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বেশ্বর! তুমিই স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড-সাহায্যে বিচরণ কর, আবার পুনরায় নানারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, অতএব তুমি বিশ্বরূপী ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তদেব সার্ব্বাত্ম্যং তৎসম্বন্ধেন আহ—

দণ্ডেনালম্বনেন জীর্ণঃ বৃদ্ধঃ সন্ বঞ্চসি সঞ্চরসি, অত্যল্পমিদমুচ্যতে ত্বমেব সর্ব্বরূপো জাতোঽসি ইত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্য সর্ব্বভূতাত্মত্বং বর্ণয়তি—ত্বং স্ত্রীত্যাদিনা হে পরমেশ্বর! ত্বং স্ত্রী জগদ্‌বীজাধারভূতা অসি, ত্বং পুমান্ বীজপ্রদঃ পুরুষোঽপি ত্বমেব ভবসি, এবং বাল্যাদ্যবস্থাভেদেন ভিন্নস্ত্বমেবাসি 'স্ত্রী-পুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃসিহক্ষয়া প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতাবিতি'মহাকবিঃ। ত্বং কুমারী বালিকা, উত বা অপি চ কুমারঃ শৈশবদশাপন্নঃ ত্বমেব, এবং ত্বং জীর্ণঃ পরিণতঃ বার্দ্ধক্যাবস্থঃ সন্ দণ্ডেন দণ্ডসাহায্যেন বঞ্চসি ভ্রমসি, পুনশ্চ ত্বং জাতো ভবসি যতঃ বিশ্বতোমুখঃ নানাশক্তিসম্পন্নঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—হে ব্রহ্ম! তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী; আবার তুমিই বৃদ্ধ হইয়া দণ্ডের সাহায্যে গমন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বগত সর্ব্বরূপে জাত হও। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের বিশ্বরূপত্বের কথা বর্ণন করা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥" (ভাঃ ১১।২৮।১৯)

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥" (গীঃ ১১।৭)

আরও পাই,—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥" (গীঃ ১৩।১৬)

শ্রুতিতেও পাই,—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং"

স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্‌রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে॥" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[ত্বং—তুমি] নীলঃ (কৃষ্ণবর্ণ) পতঙ্গঃ (ভ্রমর) [ত্বমেব]হরিতঃ [পতঙ্গঃ] (তুমিই সবুজবর্ণ শুকপক্ষী) [ত্বং] লোহিতাক্ষঃ (রক্তচক্ষুঃ কোকিল তুমি) ত্বং তড়িদ্‌গর্ভঃ (অভ্যন্তরে বিদ্যুদ্‌যুক্ত জলবর্ষক মেঘ) [এইরূপ] ঋতবঃ (বসন্তাদি ছয় ঋতু) সমুদ্রাঃ (সমস্ত সমুদ্র) [ত্বম্] অনাদিমৎ (আদিহীন শাশ্বত ব্রহ্ম তুমিই) বিভুত্বেন (ব্যাপকত্ব বশতঃ, ব্যাপকরূপে) বর্ত্তসে (বর্ত্তমান রহিয়াছ) [কিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ তুমি ?] যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে) বিশ্বা (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত) ভুবনানি (উৎপত্তিশীল বস্তু) জাতানি (জন্মিয়াছে) [হে পরমেশ্বর ! কীট, পতঙ্গ, বিচিত্র বর্ণ পক্ষী, ঋতু, সমুদ্র সমস্তই তোমার শক্তির পরিণাম] ॥৪॥

অনুবাদ—তুমি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর, তুমিই সবুজ বর্ণ শুকাদি পক্ষী, তুমিই লোহিত চক্ষুঃ কোকিল, অভ্যন্তরে বিদ্যুৎপূর্ণ বারিবর্ষণোন্মুখ মেঘ তুমিই, বসন্তাদি সমস্ত ঋতু, সকল সমুদ্র তোমার বিভুত্বের বিকাশ, তোমার আদি নাই, অন্ত নাই, সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমা হইতে এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নীলহরিতলোহিতাক্ষভেদভিন্নঃ পতঙ্গঃ পক্ষী ত্বমেব, সমুদ্রাশ্চ ত্বমেব, ত্বমেব অনাদি যতো বিশ্বানি ভুবনানি জাতানি তদপি ত্বমেব নিখিলজগৎকারণমপি ত্বমেবেত্যর্থঃ। নীল-পতঙ্গাদ্যাত্মত্বমপি ন স্বরূপেণ অপিতু ব্যাপকত্বেন আত্মত্বাৎ ইতি এতৎ প্রদর্শয়তি বিভুত্বেন বর্ত্তসে ইতি, যতস্ত্বং সর্ব্বং ব্যাপ্য আত্মনা বর্ত্তসে ততঃ সর্ব্বাত্মত্বমিত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং মনুষ্যাঃ কিন্তপরেঽপি নিকৃষ্টাঃ প্রাণিনো জড়াশ্চ পদার্থা স্তবশক্তিপরিণামভূতা ইত্যাহ—নীলঃ পতঙ্গ ইত্যাদি। হে পরমেশ্বর! নীলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পতঙ্গঃ পতন্‌গচ্ছতীতি পক্ষী ভ্রমরঃ ত্বমেব, এবং হরিতঃ পলাশবর্ণঃ 'পলাশোহরিতোহরিদিতি' 'কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ' ইতি চামরঃ। পতঙ্গঃ শুকাদিঃ, লোহিতাক্ষঃ রক্তাপাঙ্গনেত্রঃ কোকিলোঽপি ত্বমেব, তড়িদ্গর্ভঃ বিদ্যুৎ-পূর্ণঃ জলবর্ষুকো মেঘোঽপি ত্বমেব এবং রূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈচিত্র্যমুক্ত্বা কালতো বৈচিত্র্যং ভগবত উচ্যতে ঋতব ইতি নানাপ্রকৃতয়ো-বসন্তাদয় ঋতবোঽপি ত্বমেব। আকৃত্যা বৃহত্ত্বং কথয়তি যতঃ সমুদ্রাঃ, এবং সর্ব্বং ব্রহ্মণ এব শক্তিপরিণামভূতমিতি তত্রাহ—ত্বম্ পরমেশ্বরঃ অনাদিমৎ অনাদিব্রহ্মস্বরূপং, যতো বিভুত্বেন ব্যাপকত্বেন বর্ত্তসে বিরাজসি। অথবা হে অনাদিমৎ অজ! ত্বং বিভুত্বেন সর্ব্বময়ত্বেন হেতুনা নীলপতঙ্গাদিরূপেণ বর্ত্তসে, যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ বিশ্বা বিশ্বানি জস্‌বিভক্তিস্থানে আচ্ ছান্দসঃ। ভুবনানি উৎপত্তিমন্তি বস্তূনি জাতানি অতঃ ত্বমেব জগদ্রূপম্ কার্য্যকারণয়োরভেদোপ-চারাৎ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পুনরায় পরব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বের কথাই বলিতেছেন। তুমিই নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমিই

রক্তাপাঙ্গ কোকিলাদি, তুমিই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ, তুমিই সকল ঋতু এবং সাগর সমূহ। তুমি অনাদি, তুমি সর্ব্বব্যাপক বিভুরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তোমা হইতেই সমগ্র ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। সকলই তোমার শক্তির পরিণাম। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন এইহেতু এবং কার্য্যকারণের অভিন্নতাবশতঃ তোমাকে সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মক প্রভৃতি শব্দে উদ্দেশ করা হয়। বস্তুতঃ তোমার স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত কিন্তু প্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চের কোন পদার্থ তোমার আশ্রয়-ব্যতিরেকে নিজ সত্তা রক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরচিত জৈবধর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

"বেদান্তমতে 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' এই উক্তি-বিচারে শ্রুতি-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষ ও শক্তি পরস্পর অপৃথক্। কার্য্যসকল শক্তির পরিচয়; কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা শক্তিমানের পরিচয়। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য্য, চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে নিত্যরূপে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রেরণ করিয়াও তিনি স্বয়ং কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার"।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পাওয়া যাইবে,—

"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"

(শ্বেঃ ৬।১৬)

বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়,—

"স বিশ্বকৃৎ স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তা তস্য লোকঃ স উ লোক এব"

(বৃঃ ৪।৪।১৩)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধম্।
মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥" (ভাঃ ৩।৯।১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মনি রহে স্বরূপ অবিকৃতে" ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাই,—

"একোঽপি স্থাননানাত্বান্নানেব হরিরীয়তে।
সর্ব্বান্তর্য্যামিণস্তস্য ন ভেদো বিদ্যতে ক্বচিৎ" ॥৪॥

শ্রুতিঃ—অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—সরূপাঃ (প্রকৃতির নিজের সদৃশ অর্থাৎ ত্রিগুণময়) বহ্বীঃ (বহুপ্রকার) প্রজাঃ (সন্তান অর্থাৎ ভূতসমুদায়) সৃজমানাম্ (সৃজনকারিণী) লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং (অগ্নিরূপে লোহিতবর্ণা, জলরূপে শুক্লবর্ণা, অন্ন অর্থাৎ পৃথিবীরূপে কৃষ্ণবর্ণা অর্থাৎ মিশ্রবর্ণা,—এই তেজ, জল,

পৃথিবীরূপিণী, অথবা সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা) একাম্ (অদ্বিতীয়) অজাম্ (উৎপত্তিরহিত—অনাদি দেবাত্মশক্তিকে) হি (নিশ্চয়) জুষমাণঃ (সেবাকারী, ভজনাকারী) একঃ অজঃ (এক বদ্ধজীব) অনুশেতে (অনাদি কাম, কর্ম্ম ও বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকৃতির অনুসরণ করে অর্থাৎ ভোগ করে) অন্যঃ অজঃ (মুক্তজীব) [যিনি আচার্য্যোপদেশে জ্ঞানলাভ দ্বারা অবিদ্যান্ধকার দূর করিয়াছেন তিনি] এনাম্ (এই প্রকৃতিকে) ভুক্তভোগাম্ (পূর্ব্বে ভোগ করিয়া হেয় বোধে) জহাতি (ত্যাগ করেন অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ হন না) ॥৫॥

অনুবাদ—অনাদি প্রকৃতিকে অজারূপে কল্পনা করিয়া তাহার অনুসরণকারী বদ্ধজীবের ও সেই প্রকৃতির সংসর্গরহিত মুক্ত জীবের প্রভেদ বর্ণন করিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই ভূতত্রয়রূপা প্রকৃতিই নিজের অনুরূপ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহময় সমস্ত জড়বস্তু সৃষ্টি করে ; বদ্ধজীব সেই প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া পরে অনুতপ্ত হয় কিন্তু যে ব্যক্তি আচার্য্যোপদেশজনিত জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যান্ধকার অপসারিত করিয়াছে, সেই মুক্ত জীব পূর্ব্বে প্রকৃতি ভোগ করিয়া জ্ঞানলাভ হেতু বৈরাগ্যবান্ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হয় না ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা', 'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ' ইতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টচিদচিদীশ্বরবিবেকং দর্শয়তি—

তেজোবর্ণলক্ষণবিকারগত-লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপযুক্তাং স্বসমানরূপ বিবিধভূতভৌতিকসৃষ্টিমুৎপত্তিরহিতাং কাঞ্চন কশ্চিদবিদ্বান্ উৎপত্তিরাহিত্যেন তৎসমান এব সন্ তত্রাহং বুদ্ধ্যা সেবমানঃ তাং অনুসৃত্য শেতে তিষ্ঠতি, অপরো বিদ্বান্ কশ্চিৎ তাং ভুক্ত্বা উৎপন্নবৈরাগ্যস্ত্যজতীত্যর্থঃ। নন্বস্মিন্ অজাং ইত্যেতাবানর্থঃ প্রতীয়তে কাংশ্চি-

চ্ছাগীং ত্রিবর্ণাং সরূপবহ্বপত্যকরমেকশ্ছাগঃ প্রীয়মানোঽনুবর্ত্ততে অন্যস্তাং উপভুক্তাং ত্যজতীতি কথং ভবদুক্তং প্রকৃতিরূপার্থগ্রহণং, যদি বা চাধ্যাত্মশাস্ত্রে লৌকিকার্থপ্রতিপাদনানৌচিত্যাদাধ্যাত্মিকার্থপর্য্যবসানং কর্ত্তব্যমিতি তর্হি 'দ্বা সুপর্ণাদি'মন্ত্রে বৃক্ষসুপর্ণপিপ্পলশব্দৈঃ শরীরজীবকর্ম্মফলানাং গৌণবৃত্ত্যা গ্রহণবৎ গৌরনাদ্যন্তবতীত্যত্র গোশব্দেন গৌণবৃত্ত্যা প্রকৃতিগ্রহণবৎ ইহাপি অজাশব্দেন গৌণবৃত্ত্যা প্রকৃত্যর্থগ্রহণং যুক্তং ন তু যৌগিকার্থগ্রহণং, রূঢ়িপূর্ব্বকলক্ষণাবিশেষরূপ গৌণবৃত্ত্যপেক্ষয়া যোগদৌর্ব্বল্যং স্যাৎ ইতি চেৎ ন, মুখ্যার্থানুপপত্তৌ হি গৌণার্থাশ্রয়ণমুপপদ্যতে চ যৌগিকার্থস্য মুখ্যস্যাজাশব্দার্থস্য সম্ভবে যোগার্থস্ফূর্ত্তেঃ রূঢ্যর্থগ্রহণনিয়ামক শব্দান্তরসমভিব্যাহারাভাবাচ্চ যৌগিকার্থ এব গ্রাহ্যঃ, কিঞ্চ রূঢ্যর্থগ্রহণে সমভিব্যাহৃতানাং 'বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং' ইত্যাদীনাং সঙ্কোচঃ স্যাৎ প্রকৃতিবৎ সকলপ্রজাস্রষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ সকলপ্রজাসর্গকরপ্রকৃত্যামল্পপ্রজাসর্গকারিচ্ছাগত্বপরিকল্পনস্য বিচ্ছিত্তিবিশেষহেতুত্বাৎ। ন চৈবম্, 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধী'ত্যাদৌ রথরথীত্যাদিকল্পনমপি ন বিচ্ছিত্তিবিশেষজনকং স্যাদিতি বাচ্যং, তত্র রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণবলেন চ বশীকার্য্যতাপ্রতীত্যুপযুক্ততয়া চ রূপণমঙ্গীক্রিয়তে, প্রকৃতে তু রূপ্যরূপকবাচিপদদ্বয়াশ্রয়ণাত্তদ্বদত্রোপযোগাভাবাচ্চ ন ছাগত্বপরিকল্পনং, দ্বা সুপর্ণেতি মন্ত্রেঽপি বৃক্ষাদি শব্দৈর্যৌগিকার্থস্য স্ফুটপ্রতীতের্যোগ এব গ্রাহ্যঃ, এতৎ সর্ব্বং কল্পনোপদেশাদিতি সূত্রভাষ্যশ্রুতপ্রকাশিকয়োঃ স্পষ্টম্, অনেন প্রকৃতিস্বরূপং বদ্ধমুক্তস্বরূপং চোক্তং, নন্বজাশব্দেনাকার্য্যত্বপ্রতিপাদনাৎ সৃজমানামিতি কর্ত্তরি শানচা স্বাতন্ত্র্যলক্ষণকর্তৃত্বপ্রতীতেরব্রহ্মাত্মিকৈব চ প্রকৃতিরনেন মন্ত্রেণাভিধীয়তামিতি চেদেবমেব সমন্বয়াধ্যায়পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্ত উচ্যতে 'চমসবদবিশেষাৎ'—(ব্রঃ সূঃ ১।৪।৮), 'অর্বাগ্বিলশ্চমস-ঊর্দ্ধবুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপ'মিতি মন্ত্রে (বৃহঃ ২।২।৩)

অর্বাগ্বিলচমস বাক্যশেষোর্দ্ধবুধ্ন ইতি তির্য্যগ্‌বুধ্নপ্রসিদ্ধচমসব্যাবর্ত্ত-কস্য শিরসশ্চমসত্ব প্রত্যায়কস্য বাক্যশেষস্য সদ্ভাববদিহ স্বতন্ত্রপ্রকৃতি-প্রতিপাদকস্য বাক্যশেষস্য অভাবেন স্বতন্ত্রা প্রকৃতিরিহাভিধীয়তে ইতি নির্ণয়াসম্ভবাৎ ব্রহ্মাত্মকত্বেঽপি যোনিরাহিত্যস্যোপপত্তেঃ পরতন্ত্রোঽপি তক্ষা তক্ষতি কাষ্ঠমিতি কত্রর্থে প্রত্যয়দর্শনেন তাবন্মাত্রেণাপরতন্ত্র-প্রকৃত্যনিশ্চয়াসম্ভবাৎ ; নন্থ ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিগ্রহণেঽপি নিয়ামকাভাবাৎ সন্দেহ এব স্যাৎ তত্রাহ 'জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়তে একে' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৯), 'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে' ইত্যাদৌ জ্যোতিঃ শব্দেন ব্রহ্মনির্দ্দেশদর্শনাৎ ইহ সূত্রেঽপি জ্যোতিঃ শব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে উপক্রমশব্দঃ কারণার্থকঃ সন্নাত্মত্বং লক্ষয়তি মৃৎ-কারণকস্য কাষ্ঠাদেঃ মৃদাত্মকত্বদর্শনাৎ ততশ্চ 'জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মা-ত্মিকেত্যর্থঃ ব্রহ্মাত্মিকৈবেহ অজা মন্ত্রে গ্রাহ্যা', উপক্রম 'দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' ইতি (শ্বেঃ ১।৩), ব্রহ্মাত্মিকা মায়া প্রতি-পাদিতত্বাৎ, তৈত্তিরীয়কে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইতি (তৈঃ নাঃ ১২), ব্রহ্মপ্রস্তুত্য 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' ইতি প্রাণোপলক্ষিতসকলপ্রপঞ্চোৎপত্তিমভিধায় নির্ব্বিকারস্য ব্রহ্মণো অপরি-ণামমিতি সকলপ্রপঞ্চোপাদানত্বং ন সম্ভবতীতি শঙ্কাবারণায় তৈত্তিরীয়ে পঠিতস্যাপ্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মাত্মকপ্রকৃতিপরস্য বক্তব্যতয়া ইহাপি তথাত্বা-বশ্যম্ভবাচ্চ ব্রহ্মাত্মিকৈব প্রকৃতিরজা মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা ; নন্থ আকাশাদীনাং ব্রহ্মোপাদনকত্বেন ব্রহ্মাত্মকত্ববৎ প্রকৃতেরপি ব্রহ্মোপাদানকত্বেনৈব ব্রহ্মাত্মকত্বস্য বক্তব্যতয়া অনুৎপন্নায়াশ্চ তস্যা ব্রহ্মোপাদানকত্বাসম্ভবেন ব্রহ্মাত্মকত্বাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্যাহঃ 'কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।১০), কল্পনং সৃষ্টিঃ 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ, 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেতাঃ ৪।৯), ইতি মায়াশব্দশব্দিতপ্রকৃতের্ব্রহ্মোপাদিতপ্রপঞ্চসৃষ্টৌ হেতুত্বাবেদনাদি-

ত্যর্থঃ প্রকৃতেরব্রহ্মাত্মিকত্বে চ তস্যা 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে' ইতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মোপাদানতানির্ব্বাহকত্বাভাবাৎ তস্যাঃ ব্রহ্মাত্মকত্বং সিদ্ধম্ অপৃথক্‌সিদ্ধাধারত্বমাত্রেণ আত্মত্বোপপত্ত্যা অজন্যায়া অপি প্রকৃতেঃ ব্রহ্মাত্মকত্বং সম্ভবত্যেব ইতি ব্রহ্মাত্মকত্বমবিরুদ্ধম্। মধ্বাদিবৎ অত্র মধুশব্দেন 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' (ছাঃ ৩।১।১) ইতি নির্দ্দিষ্ট আদিত্য উচ্যতে যথা আদিত্যস্য 'নৈবোদেতা নাস্তমেতা' ইতি অকার্য্যতয়া শ্রুতস্যৈব 'য আদিত্যে তিষ্ঠন্' ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মকত্বং চ এবং অনাদেরপ্যুপপদ্যতে ব্রহ্মাত্মকত্বমিতিস্থিতম্ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ছান্দোগ্যোপনিষৎপ্রসিদ্ধাং তেজোঽবন্নলক্ষণাং প্রকৃতিমজারূপেণ বর্ণয়ন্ তদুপভোক্তারমজং তৎপরিত্যাগিনঞ্চ বিশিনষ্টি। অজামেকামিত্যাদিনা—একাম্ ন তু প্রতিব্যক্তিভেদবতীম্ লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং প্রকৃতিপক্ষে তেজঃসলিলভূমিরূপাং সত্ত্বরজস্তমোরূপাং বা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং বহ্বীঃ অনেকাঃ প্রজাঃ জায়মানাঃ সন্ততীঃ সৃজমানাং সৃজন্তীং প্রসূবতীং, কীদৃশীঃ প্রজাঃ সরূপাঃ স্বসমানধর্ম্মবিশিষ্টাঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, তাদৃশীম্ অজাম্ নিত্যাং, সরূপামিতিপাঠে ধ্যানযোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং সরূপাং সর্ব্বত্র সমানাকারামিত্যর্থঃ, তাং ভোগ্যভূতাম্ একোঽজঃ—স্বরূপতঃ শুদ্ধমুক্তয়োর্জীবয়োরন্যতরো বদ্ধো জীবো অনাদিকামকর্ম্মবিমোহিতঃ আবৃতস্বরূপ ইতি যাবৎ জুষমাণঃ ভুঞ্জানঃ দেহাত্মবুদ্ধ্যানুপ্রেরিতঃ প্রকৃতিং সেবমান ইত্যর্থঃ অনুশেতে অনুসরতি তদনুসরণেন ক্লেশমনুভবতি, অন্যঃ পুনরাচার্য্যোপদেশজনিতপ্রকাশেনাবসাদিতাবিদ্যান্ধকারঃ মুক্তঃ সন্ জহাতি তত্ত্বজ্ঞানাৎ জাতনির্ব্বেদঃ তৎসংসর্গং ত্যজতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বে যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবাত্মশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—(শ্বেঃ ১।৩), তাহার কথা বলিতে গিয়া শ্রুতি

বলিতেছেন যে, সেই দেবাত্মশক্তি ত্রিগুণময়ী নিজের অনুরূপ বহু-প্রজার জনয়িত্রী, জন্মরহিত অনাদি এক প্রকৃতিকে এক অজ পুরুষ অর্থাৎ বদ্ধজীব সেবা দ্বারা ভজনা করিয়া থাকে আর অন্য অজ পুরুষ অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায় লব্ধজ্ঞানযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ মুক্ত জীব পূর্ব্বের ভুক্ত ভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতিশক্তি হইতেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়া থাকে তবে প্রকৃতির স্বাধীন ক্ষমতায় কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির এই সৃজনশক্তি।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স এব বিশ্বং সৃজতি স এবাবতি হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ॥
এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ॥"
(ভাঃ ৪।১১।২৫-২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন॥
জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নি-শক্তে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎ কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৬, ৫৯-৬১)

এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেই পরে পাওয়া যাইবে,—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ···ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ।" (শ্বেঃ ৪।৯-১০)

ঐতরেয়োপনিষদেও পাই,—"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐঃ১।১।১)

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"—ব্রঃ সূঃ ২।২।৭ দ্রষ্টব্য।

সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই মন্ত্রকে সাংখ্যশাস্ত্রের বীজ মনে করেন এবং এই 'অজামেকাং' মন্ত্র আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের দর্শন যে শ্রুতিসম্মত, তাহা সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। সাংখ্য-কারিকার প্রসিদ্ধ টীকাকার তথা অন্য দর্শনের ব্যাখ্যাতা স্বনামধন্য শ্রীবাচস্পতি মিশ্র নিজে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক টীকার প্রারম্ভে এই মন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণরূপে উদ্ধৃত করিয়া এই মন্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির বন্দনা করিয়াছেন। উহাতে কাব্যময়ী ভাষায় প্রকৃতিকে এক ত্রিবর্ণা ছাগীর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। যিনি বদ্ধজীবরূপ ছাগের সংযোগ হইতে নিজের অনুরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণময় সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে 'অজা'কে ছাগী বলা হয়। ইহার উপযোগ করিয়া প্রকৃতিকে আলঙ্কারিকরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীরঙ্গরামানুজ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন,—'অজা' অর্থে ছাগ এই রূঢ়ি অর্থটি গ্রহণ করিলে এই মন্ত্রগত অর্থ পরিস্ফুট হয়

না বলিয়া এস্থলে 'অজা' শব্দে জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি—এই যৌগিক অর্থই গ্রহণীয়। আরও এখানে এই রূঢ়ি অর্থ গ্রহণ করিলে 'বহু সন্তান প্রসবকারিণী' ইত্যাদি শব্দের অর্থ সঙ্কোচ হয়, কারণ ছাগীর পক্ষে প্রকৃতির ন্যায় সমস্ত প্রজা অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব নহে, অনন্ত প্রজা সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতির পরিবর্ত্তে অল্প সন্তান সৃষ্টিকারিণী প্রাকৃত ছাগীকে কল্পনা করিলে বিচ্ছিত্তিবিশেষ (সীমাবদ্ধ) দোষে দুষ্ট হয়। অতএব এখানে 'অজা' শব্দে ছাগী অর্থ হইতে পারে না। বিস্তারিত বিষয় গ্রন্থে সংযোজিত টীকা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—সযুজা—সযুজৌ (সর্ব্বদা মিলিত) সখায়া—সখায়ৌ (পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন) দ্বা—দ্বৌ (দুইটি—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সুপর্ণা—সুপর্ণৌ (শোভনগতি অর্থাৎ শোভন-ক্রিয়া-সম্পন্ন পক্ষী) সমানং (একই) বৃক্ষং (দেহরূপ বৃক্ষকে) পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করিয়াছে), তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) অন্যঃ (একটি পক্ষী অর্থাৎ যে অবিদ্যা-কামবাসনাশ্রয় লিঙ্গদেহধারী সেই জীবাত্মা) স্বাদু (আপাতরম্য সুস্বাদু) পিপ্পলং (কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থের ফল) অত্তি (ভোগ করিয়া থাকে) অন্যঃ (আর একটি পক্ষী যিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পরমেশ্বর তিনি) অনশ্নন্ (কোন ফল না খাইয়াই অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ না করিয়াই নিজানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া) অভিচাকশীতি (সাক্ষি-রূপে সমস্ত দর্শন করেন) ॥৬॥

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সূত্রভূত দুইটি পদার্থ পরমার্থবস্তু-নির্দ্ধারণের জন্য উল্লেখ করিতেছেন—এই জগতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটি পক্ষী আছে, তাহাদের কার্য্য অতীব বিচিত্র, তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান এবং সখ্যভাবাপন্ন, উভয়ে এক দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী অবিদ্যা, কামনা, কর্ম্ম ও সংস্কারময় লিঙ্গদেহধারী জীবাত্মা, সে স্বাদু—আস্বাদ্য কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থ ফল উপভোগ করিয়া থাকে আর অপর পক্ষীটি যিনি দেহবৃক্ষে থাকিয়াও তাহার ফল কিছুই ভোগ করেন না অর্থাৎ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না কিন্তু সাক্ষিরূপে সমস্ত নিয়মিত করিতেছেন, তিনি পরমাত্মা ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রকৃতমনুসরামঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাবিশেষেঽপি জীবস্য ভোক্তৃত্বং ন পরমাত্মন ইত্যেতৎ দৃষ্টান্তমুখেন প্রদর্শয়তি।

যুজ্যতে ইতি যুক্ শব্দোগুণপরঃ সমানগুণকঃ সযুগিতি ব্যাসার্য্যৈর্ব্বিবৃতত্বাৎ সখায়ৌ পরস্পরাবিনাভূতৌ গমনসাধনত্বেন পর্ণশব্দিতপক্ষসদৃশজ্ঞানাদিগুণোপেতৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষবচ্ছেদনার্হং শরীরং সমাশ্রিতৌ তয়োর্ম্মধ্যে একো জীবঃ পরিপক্বং পিপ্পলং অশ্বত্থফলসদৃশকর্ম্মফলং অশ্নাতি ইতরবস্তু পরমাত্মা অনশ্নন্নেবাপহতপাপ্মত্বাদি মহামহিমশালী বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র শরীর তদাশ্রয় জীবপরবাচি শব্দনিগরণেন বিষয়বাচক বৃক্ষে সুপর্ণাদিশব্দৈ বৃক্ষত্বাদধ্যবসানলক্ষণরূপকাতিশয়োক্তির্ব্বিচ্ছিত্তিবিশেষায় ইতি ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং পরমার্থবস্তুনিশ্চয়ার্থং সূত্রভূতৌ দ্বাবাত্মানৌ পক্ষিরূপেণ উপন্যস্যতি—দ্বা ইত্যাদি দ্বা দ্বৌ 'সুপাং সুলুক্ পূর্ব্বসবর্ণাচ্' ইত্যাদিনা ঔ বিভক্তি স্থানে আচ্। এবম্ উত্তরত্র। সুপর্ণা শোভনপতনৌ 'শোভনগতী ইত্যর্থঃ, পক্ষিরূপৌ কীদৃশৌ সযুজা

শয় সূক্ষ্ম ও সারস্বরূপ, সেইপ্রকার সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা সারবস্তু কিন্তু তিনি জীবের সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। তাঁহাকে জানিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করা প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবের কৃপাতেই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা। ইহাতে উপায়ান্তর নাই। সেই ভগবান্ পরম মঙ্গলময়, সর্ব্ববিশ্বের একমাত্র আশ্রয় ও গতিস্বরূপ। শ্রীগুরু-কৃপায় তাঁহাকে জানিয়া ভজন করিতে পারিলে সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥" (ভাঃ ১১।৩।২১)

শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশেও পাই,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায় আপনে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥" (ভাঃ ১১।২৯।৬)

মুণ্ডক-শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (মুঃ ১।২।১২) ॥১৬॥

**শ্রুতিঃ—এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—এষ দেবঃ (লীলাময় চিৎস্বরূপ এই পরমেশ্বর) বিশ্বকর্ম্মা (মহদাদিক্রমে বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা) মহাত্মা (মহান্ আত্মাস্বরূপ) সদা (সকল সময়ে) জনানাং (প্রাণীদিগের) হৃদয়ে (হৃৎপদ্ম-মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (সাক্ষিরূপে সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত), হৃদা (হৃদয়ের দ্বারা অথবা অবিদ্যানিবর্ত্তক অতদ্ব্যাবৃত্তিকর 'নেতি' 'নেতি' উপদেশ বাক্যদ্বারা) মনীষা (ভক্তিজনিত বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) মনসা (মনন দ্বারা) অভিকৢপ্তঃ (তিনি প্রকাশিত হন, ব্যক্ত হন) যে (যাঁহারা) এতদ্ (এই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন—সাক্ষাৎ করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (মোক্ষের অধিকারী) ভবন্তি (হইয়া থাকেন) ॥১৭॥

অনুবাদ—বিশ্বস্রষ্টা এই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি গূঢ়রূপে তথায় অবস্থিত আছেন, অতএব হৃদয়স্থিত মনীষা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ বিবেকযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত তাঁহার স্মরণরূপ ভজন করিলে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হন। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন তাঁহারা জন্মমরণ-প্রবাহ হইতে চিরতরে মুক্ত হন ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশ্বং সমস্তং কার্য্যজাতং যস্য স তথোক্তঃ জগৎকর্ত্তা ইত্যর্থঃ। ইতরদুক্তার্থম্ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কথমত্যন্তগূঢ়ঃ স পরমেশ্বরো জ্ঞাতব্যস্তত্রাহ—এষ দেব ইতি এষঃ পূর্ব্বোক্তঃ দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ লীলাময়ঃ বিশ্বকর্ম্মা মহদাদিতত্ত্বাভিব্যঞ্জকঃ সর্ব্বকর্ত্তেতি যাবৎ, মহাত্মা মহাংশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা, সদা তিসৃষু অবস্থাসু, হৃদয়ে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যে সন্নিবিষ্টঃ অপ্রচ্যুতস্বরূপেণান্তর্য্যামী সন্ স্থিতোঽস্তি, অয়ং হৃদা হরতীতি অবিদ্যাদিকং নাশয়তি ইতি হৃৎ তত্ত্বজ্ঞানং তেন মনীষা ভজনসহায়েন মননেন, মনসা অন্তরিন্দ্রিয়েণৈব অভিকৢপ্তঃ প্রকাশিতো ভবতি, যে এতৎ তৎ প্রকাশনতত্ত্বং বিদুঃ জানন্তি অনুশীলয়ন্তি, তে অমৃতাঃ মরণহীনাঃ পুনরাবৃত্তিরহিতা ভবন্তি। অতো ভগবান্ অস্মাকং হৃদয়ে সর্ব্বাসু অবস্থাসু তিষ্ঠতি, তদ্বিজ্ঞানার্থং তৎস্বরূপং সর্ব্বদা ধ্যায়ন্ তং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা মহাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী পরমদেব পরমেশ্বর সর্ব্বদা সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। তাঁহার গুণ-মহিমা শ্রবণকরতঃ দ্রবীভূত ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে নিশ্চয়যুক্ত বুদ্ধি-সহযোগে একাগ্র মনের দ্বারা নিরন্তর ভজনমূলক ধ্যান করিতে থাকিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ-ধ্যানকারীর নিকট প্রকাশিত করেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হন। যে সাধক এই রহস্য জ্ঞাত হইয়া অনুশীলন করেন, তিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহাকে আর জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হইতে হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।

যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।" (ভাঃ ৩।৯।১১)

অর্থাৎ হে নাথ! গুরুমুখে ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজ জনের ভক্তিযোগপূত-হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। হে উত্তমঃশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব-সিদ্ধদেহ-ভাবগত ভাবনানুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—যদা (যে সময়ে অর্থাৎ প্রলয়ে) তমঃ (কেবল অন্ধকারময় অবস্থা ছিল) তৎ (তখন সেই অবস্থা) দিবা ন (দিনও নহে) ন রাত্রিঃ (রাত্রিও নহে) ন সৎ (সৎ অর্থাৎ স্থূল বা মূর্ত্ত নহে] ন চ অসৎ (আবার সূক্ষ্ম কারণও নহে) [তখন কেবল-মাত্র] শিবঃ (মঙ্গলময় পরব্রহ্মই) কেবলঃ (কেবল নিত্যলীলারত থাকেন) তৎ (সেই পরব্রহ্ম) অক্ষরং (অক্ষর বস্তু, তিনি কূটস্থ, নির্ব্বিকার, তাঁহার জন্মাদি কোন বিকার নাই) তৎ (তিনিই) সবিতুঃ বরেণ্যং (সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বরণীয় অর্থাৎ ভজনীয় পুরুষ) তস্মাৎ (তাঁহা হইতেই) পুরাণী (সনাতন, সকল শাস্ত্রের আদিভূত) প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞারূপা শ্রুতির বাণী) প্রসৃতা (আবির্ভূতা হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন) ॥১৮॥

অনুবাদ—সুষুপ্তির মত প্রলয়েও সেই পরমেশ্বরই মাত্র থাকেন। তাহাই বর্ণন করিতেছেন—যে প্রলয়াবস্থায় তমোমাত্র ছিল তখন দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না, কোনও স্থুল পদার্থ এবং অসদ্—সূক্ষ্ম-বস্তুও প্রতীত হয় নাই, সেইকালে একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বর ছিলেন, তিনি নির্ব্বিকার—জন্মাদিবিকাররহিত, অবশ্য তখন তাঁহার স্বরূপশক্তিগত চিল্লীলা বর্ত্তমান থাকে। তিনিই জগৎ-প্রসবকারিণী আদিত্যাভিমানিনী দেবতার পূজনীয় পুরুষ; তাঁহা হইতেই এই সনাতন প্রজ্ঞাসাধন বেদবাক্য আবির্ভূত হইয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মিন্ কালে সদসৎশব্দিত মূর্ত্তামূর্ত্তপ্রপঞ্চং দিবা-রাত্রিবিভাগং চান্তরেণ তমোমাত্রমবস্থিতং তস্মিন্ কালে ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টেষু স্থাবরজঙ্গমেষু একঃ শিষ্যতি সর্ব্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুরিত্যুক্তরীত্যা জ্ঞানসঙ্কোচলক্ষণাশুভমন্তরেণ কেবল শুভতয়াবস্থিতং তদেব ক্ষয়শূন্যবস্তু সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বরণীয়ং ভজনীয়ং চ তদেব। তস্মাদেব সৃষ্টিকালে সঙ্কুচিতজ্ঞানস্য নিত্যস্য প্রসরণমিতি ভাবঃ। প্রজ্ঞা চ তস্মাদিতি অনেন 'ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াদি'ত্যংশপ্রতিপাদ্যত্বমপি তস্যৈবেত্যুক্তং ভবতি' ॥১৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নন্থ ঈশ্বরস্যাস্তিত্বে কিং মানং যেন তস্যাদি-কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ তত্র পূর্ব্বপক্ষত্বেন পূর্ব্বার্দ্ধমাহ—যদা যস্যাং প্রলয়াবস্থায়াং তমঃ সর্ব্বাবরণং শূন্যাপরপর্য্যায়ং তত্ত্বমাসীৎ, তথাচ শ্রুতিঃ 'তমআসী-ত্তমসাগূঢ়ম্' 'তম এবেদমগ্র আসীদিতি চ' পূর্ব্বপক্ষে এতদর্থ এবং তদানীং 'শূন্যমেব তত্ত্বম্ আবরণমাসীৎ' ন চ তস্য তত্ত্বে জ্ঞেয়ত্বাপত্তিরিতি বাচ্যং তমসা অজ্ঞানেন গূঢ়ং তৎ ইত্যুক্তরাৎ, তচ্চ তমঃ সিদ্ধান্তিপক্ষে অনভি-ব্যক্তাবস্থ নামরূপাত্মকম্ প্রপঞ্চমিত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং কিং তত্রাহ নাহো ন

রাত্রিঃ তচ্চ তমঃ ন দিনস্বরূপং প্রকাশময়ত্বাভাবাৎ, নাপি রাত্রিঃ দিবাহ-সত্ত্বে তদ্বিভাগাভাবাৎ, ন সৎ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বাভাবাৎ, নাপি অসৎ তস্য অবিদ্যমানত্বেঽপি শশশৃঙ্গাদিবৎ তুচ্ছত্বাপত্তেঃ, তর্হি কিং বৌদ্ধসম্মতং শূন্যমেব তত্ত্বমিতিচেৎ শূন্যস্য প্রমাণসিদ্ধত্বমস্তি নব ভাবপক্ষে প্রমাণস্য সত্ত্বেন শূন্যত্বভঙ্গাৎ, অভাবপক্ষে তুচ্ছত্বাপত্তিঃ নহি বন্ধ্যাপুত্রঃ জীবতীতি কেনাপ্যঙ্গীক্রিয়তে। তথাহি মানাধীনা মেয়সিদ্ধিরিত্যুক্তেঃ। স্বতঃসিদ্ধৌ চ চিদ্রূপত্বাত্মাপত্তিরিত্যর্থঃ। অতো জগৎস্রষ্টৃত্বেন সতঃ চৈতন্যময়স্য সত্তাস্বীকারঃ কর্ত্তব্যঃ। নাসদাসীন্ন সদাসীৎ তদানীং কিন্তু-ভূত্তমঃ ইতি শ্রুতেস্তু শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাহ্নুপলভ্যপ্রধানপরত্বমসৎকল্পত্বঞ্চ তস্যাভ্যু-পগন্তব্যম্ ইতি নাসদাসীন্নসদাসীত্তদানীং কিন্তুভূত্তমঃ ইতি শ্রুতেশ্চ তথা তাৎপর্য্যমবগন্তব্যম্ ইতি সর্ব্বমবদাতম্। তথাচ বৈষ্ণবে 'নাহো ন রাত্রি-র্ননভো ন ভূমির্নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্নচান্যৎ'। প্রাকৃত শ্রোত্রাদি বুদ্ধ্যাহ্নুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ। নিলীনপ্রধানকং প্রাধানিকং, ব্রহ্ম ব্যাপকং পুমান্ ঈশ্বরঃ প্রপঞ্চাতীতঃ আত্মা তদা আসীদিত্যর্থঃ। ন চ ব্রহ্মণস্তদা সত্ত্বে কিং প্রমাণং প্রলয়স্য সর্ব্বলয়াধারত্বাৎ ইতি বাচ্যং তস্যাক্ষরত্বাৎ কূটস্থত্বাৎ। নন্থ আদিত্যপুরুষ এব জগৎস্রষ্টা ইতি চেন্ন তচ্ছক্তেস্তদ্রূপত্বাদিত্যাহ—তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, বরেণ্যং সর্ব্বপূজ্যং সবিতুঃ আদিত্যস্য তৎ ভর্গঃ পূজনীয়ঃ, ইতোঽপি তদা ঈশ্বরসত্তা অভ্যুপেয়া, প্রজ্ঞা চেত্যাহ—তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ পুরুষাৎ পুরাণী প্রাচীনা আদিভূতা প্রজ্ঞা বিদ্যা বেদশাস্ত্রম্ ইতি যাবৎ প্রসৃতা—আবির্ভূতা তথাচ পারমর্ষসূত্রং 'শাস্ত্রযোনিত্বাদি'তি। শ্রুতিশ্চ 'এতস্যৈব মহতো নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি' স্মৃতিশ্চ 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী'ত্যাদি 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি'ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়শ্চ। অতঃ বেদাধিগম্যং বেদপ্রবর্ত্তকং যদক্ষরং ব্রহ্ম তদুপাস্যম্ ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—যে সময়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে কেবলমাত্র তমঃরূপ অন্ধকার বর্ত্তমান থাকে, দিবা রাত্রির কোন বিভাগ থাকে না, সৎ অর্থাৎ স্থূল এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণ, তাঁহা হইতে ভিন্নরূপে থাকে না, কেবলমাত্র সেই চিল্লীলাময় মঙ্গলস্বরূপ পুরুষোত্তম নিত্যলীলায় রত থাকেন, জগদাদি কিছুই তখন প্রকাশ পায় না। তিনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বরণীয় অর্থাৎ ভজনীয় পুরুষ। তিনিই অক্ষরবস্তু, তাঁহা হইতেই প্রলয়কালীন সঙ্কুচিত নিত্যজ্ঞান সৃষ্টিকালে প্রসারিত থাকে। প্রজ্ঞারূপা সনাতনী শ্রুতির বাণী তাঁহা হইতেই আবির্ভূতা হইয়া বিস্তারিত হয়। ইনিই সেই প্রজ্ঞা জীবকে প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহার বলে জীব তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়। গায়ত্রীর শেষাংশে যে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে উহার তাৎপর্য্যেও ভজনপ্রজ্ঞা-লাভের মূলে এই পুরুষোত্তম তত্ত্বকেই পাই।

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" (গীঃ ১০।১০)

অর্থাৎ সততযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদিগকে আমি সেই-প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভাগবতেও পাই,—"দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্॥" (৪।৩০।১০)

ঐতরেয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—

'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা' (ঐতঃ ১।১)

অর্থাৎ এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন অর্থাৎ সকলেই ভগবানের সহিত একীভূত ছিল। সেই সময় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও

তটস্থাখ্যা জীবশক্তি পরমাত্মাতেই লীন থাকায় এবং চিচ্ছক্তি সদা এক-ভাবে লীলা সম্পাদন করায়, বহির্ব্যাপারবিশিষ্ট অন্য কিছুই ছিল না।

অথর্ব্বশিরাতেও পাই,—

"অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি চ ভবিষ্যামি"।

বৃহদারণ্যকেও পাওয়া যায়,—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ, সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যহরৎ"। (বৃঃ আঃ ১ অঃ ৪র্থ ব্রাঃ)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ"। (গীঃ ১০।২)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

(ভাঃ ২।৯।৩২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি,' 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫ পঃ)

শ্রীভগবান্ হইতেই যে বেদরূপা বাণী প্রকাশিতা তাহা

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

(ভাঃ ১২।১৪।৩)

এতৎপ্রসঙ্গে মুণ্ডকের ১।১।১ এবং ১।২।১২-১৩ শ্রুতি-মন্ত্রসমূহও দ্রষ্টব্য॥১৮॥

শ্রুতিঃ—নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—এনং (এই পরমেশ্বরকে) [কশ্চিৎ—কোন ব্যক্তি] ঊর্দ্ধং (উপরিভাগে অবস্থিতরূপে) ন পরিজগ্রভৎ (প্রাপ্ত হয় নাই) [এইরূপ] তির্য্যঞ্চম্ (বক্রভাবে অবস্থিতরূপে) ন [পরিজগ্রভৎ—দর্শন করে নাই] মধ্যে [অপি] ন (মধ্যদেশেও কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই) [তবে তিনি কোথায় ? যাহা কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, তাহা কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] তস্য (তাঁহার) প্রতিমা (তুলনা অর্থাৎ উদাহরণ) ন অস্তি (নাই), [এ কি কথা, যাঁহার সদৃশ কোন বস্তু নাই ! হাঁ—ইহাই] যস্য (যাঁহার) মহৎ যশঃ (মহা মহিমা, বিশেষত্ব) [অথবা যস্য—যে পরমেশ্বরের] নাম (নাম—পরম মহৎ) [যাঁহার অতুলনীয় নাম ও যশঃ—মহৎ—দিক্, কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ নহে, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ; ইহাই] ॥১৯॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বর ঊর্দ্ধদেশে, বক্রভাবে বা মধ্যদেশে সর্ব্বত্র অবস্থিত কিন্তু ইঁহাকে তত্তদ্দেশস্থিতরূপে কেহই গ্রহণ (জ্ঞান) করিতে পারে না। তাঁহার সদৃশ কোন বস্তুই নাই, যাহার সহিত তিনি তুল্য হইবেন। যে পরমেশ্বরের স্বরূপ, নাম ও যশঃ দিক্‌কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ, ইহাই তাঁহার অতুলনীয় মহিমা ॥১৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ঊর্দ্ধং স্থাবরাদিরূপতয়া তদ্‌বিলক্ষণ-মনুষ্যাদি-রূপতয়া সন্তমপি এনং কোঽপি জনঃ পরিতঃ সমন্তাৎ সম্যক্ ন জগ্রভৎ নাগ্রহীৎ, যদ্বা ঊর্দ্ধং উপরি প্রদেশে বা কোঽপি ন জ্ঞাতবান্ তস্য বিভুত্বাদিতিভাবঃ, যস্য মহদ্‌যশ ইতি নাম যস্ত অপরিচ্ছিন্নকীর্ত্তিঃ প্রসিদ্ধঃ তস্য সদৃশং কিমপি বস্তু নাস্তি ॥১৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্য তস্য ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু কেনাপ্যপরিগ্রাহ্যত্বম্, অদ্বিতীয়ত্বাৎ কেনাপ্যতুলিতত্বং, কালদিগাদ্যনবচ্ছিন্নত্বং তস্য যশোরূপত্বঞ্চাহ—নৈনমূর্দ্ধমিতি—এনং পরমেশ্বরম্ ঊর্দ্ধম্ উপরিদেশস্থিতং কশ্চিৎ কোঽপি তত্ত্বানুসন্ধায়ী ন পরিজগ্রভৎ পরিগ্রহীতুং দ্রষ্টুং ন শক্নুয়াৎ। এবং তির্য্যঞ্চং বক্রভাবেণাবস্থিতং তং ন পরিজগ্রভৎ। ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ গ্রহ্ ধাতোর্লোটি—হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতিহকারস্য ভকারাদেশঃ, শব্ বিকরণশ্চ, লিঙর্থে লেট্, ব্যত্যয়েন দ্বিত্বম্। অথ কীদৃক্ স যো দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্ন ইত্যতআহ—ন তস্য প্রতিমা অস্তি প্রতিমা উপমানং,—যস্য পরমেশ্বরস্য নাম অভিধানং মহৎ দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং যশঃ মহিমা কীর্ত্তিরিত্যর্থঃ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্ববর্ণিত পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে কেহ উর্দ্ধে, পার্শ্বে, মধ্যে অথবা নিম্নভাগে গ্রহণ করিতে পারে না অর্থাৎ দেখিতে পায় না। কারণ তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তু। তাঁহার কোন তুলনা বা উপমা দেওয়া যায় না; কারণ তিনি অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। এইজন্যই তাঁহার নাম মহৎ অর্থাৎ মহামহিমাযুক্ত। তাঁহার নাম আর তিনি অভিন্ন; তাঁহার যশঃ আর তিনি অভিন্ন।

পদ্মপুরাণে পাই,—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এইজন্য নামিরূপ কৃষ্ণের সমস্ত গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনাগপত্নীগণের স্তবে পাই,—

"অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশালিনে॥" (ভাঃ ১০।১৬।৪৭)

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আপনার মহিমা অতর্ক্য। সর্ব্ব-কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতু বলিয়া আপনি অনুমিত হন। পরন্তু সাক্ষাৎকৃত হন না। হে হৃষীকেশ! 'অবাক্যনাদর'—এই শ্রুতি বচনানুসারে আপনি মৌনী ও আত্মারাম, আপনাকে নমস্কার।

শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"
(গীঃ ১১।৪০)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৫৮)

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

"তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ কর্ম্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥" (ভাঃ ৭।৯।৫০) ॥১৯॥

শ্রুতিঃ—ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০॥

অন্বয়ানুবাদ—অস্য (এই পরমেশ্বরের) রূপং (স্বরূপ) সন্দৃশে (প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যতায়) ন তিষ্ঠতি (থাকে না অর্থাৎ

অতীন্দ্রিয়স্বরূপ তিনি) [যেহেতু] কশ্চন (কোন ব্যক্তিই) এনং (এই পরমেশ্বরকে) চক্ষুষা ন পশ্যতি (প্রাকৃত রূপহীনত্ব-নিবন্ধন জড় চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পায় না) [তবে তাঁহার ধ্যান কিরূপ হইবে ?] যে (যাঁহারা অর্থাৎ সদ্গুরু-সাহায্যে শম-দম-তিতিক্ষা ও উপরতি এই সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন সেই যোগাধিকৃত সাধকগণ) হৃদিস্থং (হৃদাকাশ-মধ্যে অবস্থিত) এনং (এই পরমাত্মাকে) হৃদা (বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা) মনসা (নির্ম্মল মনের দ্বারা) এবম্ (এইভাবে) বিদুঃ (জানেন, ধ্যান করেন) তে (তাঁহারা, সেই পরমেশ্বরস্বরূপের ভক্তিযোগে ধ্যানকারী ব্যক্তিগণই) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমৃতত্ব লাভ করেন, মৃত্যুর হেতু অবিদ্যানাশজন্য পুনর্দেহান্তর গ্রহণ করেন না) ॥২০॥

অনুবাদ—এই পরমেশ্বরের স্বরূপ কাহারও প্রাকৃত দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না, কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রাকৃত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা সদ্গুরুর কৃপায় ভক্তিলাভ করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মফল-সমর্পণকারী তাঁহারাই তত্ত্ববিবেক লাভকরতঃ ভক্তিযোগে ভজন করিতে করিতে ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করেন ও মুক্তির অধিকারী হন ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সুগমম্ ॥২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্য ইন্দ্রিয়াগোচরত্বং প্রত্যগাত্মত্বং তন্ম-স্তৃণাং মোক্ষপ্রদত্বঞ্চাহ—ন সন্দৃশে ইতি। অস্য পরমেশ্বরস্য রূপং স্বরূপং সন্দৃশে দৃষ্টিপথে সম্পূর্ব্বক দৃশ্ ধাতোর্ভাবেক্বিপি সপ্তমী স্থানে শে সুপাং সুলুগিত্যাদিনা। ন তিষ্ঠতি বর্ত্ততে। কুতঃ ? যদি রূপং প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারেণ সন্দর্শনযোগ্যং স্যাত্তর্হি কশ্চন এনং প্রাকৃতচক্ষুষা পশ্যেৎ ন তু তথা ইত্যাহ—ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ প্রাকৃত-চক্ষুরিতি বহির্মুখবাহেন্দ্রিয়াণামুপলক্ষকম্। অথ কস্তদা মুক্তেরুপায়

ইত্যুচ্যতে যে ভক্তিযোগেন শমদমাদিসাধনসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ভক্তাঃ, হৃদিস্থং, অনেন হৃদাকাশস্থিতত্বেন ধ্যেয়ত্বমুক্তম্। এনং পরমেশ্বরং হৃদা সদ্গুরুকৃপয়া, ভক্তিযুক্তহৃদয়েন মনসা মননেন বিশুদ্ধমনসা ভজন-বলেন তত্ত্বস্মরণেনেত্যর্থঃ, এবং ইত্থম্, বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাঃ মোক্ষভাজো ভবন্তি ॥২০॥

তত্ত্বকণা—পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাকৃত দৃষ্টিপথে উদয় হয় না। এইজন্যই কেহ প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তাঁহাকে দর্শন করিবার উপায় শ্রুতি বলিতেছেন যে, সাধক সদ্গুরুর কৃপায় যখন শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হৃদয়ের দ্বারা ভক্তিপ্লুত মনে তাঁহার ধ্যানাদি আশ্রয় করেন, তখন সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা স্বয়ং কৃপা পূর্ব্বক যাঁহাকে দর্শন দিবার ইচ্ছা করেন, তিনিই তৎকৃপায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তি ব্যতীত ভগবদ্দর্শনের অন্য পথ নাই।

স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।" (ভাঃ ১১।১৪।২১)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাই,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদা হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৩১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"ভক্ত্যে" কৃষ্ণ বশ হন, ভক্ত্যে তারে ভজি।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৩৬) ॥২০॥

শ্রুতিঃ—অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[শ্রীভগবানেরই অনুগ্রহে অভীষ্টলাভ ও অনিষ্টের পরিহার হয়, এই মনে করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—] [হে] রুদ্র! (হে ভবরোগদ্রবণকারিন্ ভগবন্!) [ত্বম্] অজাতঃ (তুমি জন্ম-মরণাদিরহিত নিত্যপুরুষ) ইতি এবম্ (এইজন্যই) কশ্চিৎ ভীরুঃ (জন্ম-মরণের ভয়ে ভীত হইয়া কোনও লোক) প্রপদ্যতে (তোমার শরণ লয়) [কিন্তু] তে (তোমার) যৎ (যে-টি) দক্ষিণং মুখং (দক্ষিণাভিমুখ মুখ অথবা কল্যাণময় অনুকূল মুখ) তেন (তাহার দ্বারা) নিত্যং (সর্ব্বদা) মাং (আমাকে) পাহি (রক্ষা কর) ॥২১॥

অনুবাদ—হে রুদ্র! হে জীবের অবিদ্যা দুঃখনাশক জ্ঞানদাতা পরমেশ্বর, তুমি অজাত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-রহিত; এইজন্য বিবেকী ব্যক্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; আমিও শরণ লইতেছি, তোমার যে দক্ষিণ-দিগ্‌বর্ত্তীমুখ অর্থাৎ প্রসাদপ্রবণমুখ, তাহা দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর—তোমার ভজনে শক্তি প্রদান পূর্ব্বক জন্মমৃত্যু-প্রবাহ হইতে উদ্ধার কর অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক তোমার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার প্রদান কর ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হে সংসাররুগ্‌দ্রাবক ত্বমজাতঃ জননাদিলক্ষণ-সংসারহীন ইতি মত্বা কশ্চিৎপুরুষঃ অপসদোঽহং দক্ষিণং দাক্ষিণ্যং

প্রপদ্যে, উক্তঞ্চ 'উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুন্তলালকাবলীবন্ধুরকম্বুকন্ধরম্। প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনম্, শুচিস্মিতং কোমলগণ্ডমুন্নসং, ললাটপর্য্যন্ত-বিলম্বিতালকং' মুখং প্রপদ্যে ধ্যায়ামি, তেন ধ্যানেন মাং নিত্যং পাহি নিরস্তসংসারং কুরু, মুখভূতস্তনবৎ মুখভূতং চরণারবিন্দং প্রপদ্যে ইতি বা ॥২১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ভগবদনুগ্রহাদেব জীবস্য ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরীহারৌ ইতি কৃত্বা তমেব মুক্তিং প্রার্থয়তে—হে ভগবন্ রুদ্র! রুৎ দুঃখং সংসারদুঃখং দ্রাবয়তীতি হে অবিদ্যা-দুঃখনাশক! যদ্বা রুৎ জ্ঞানং রাতি দদাতীতি জ্ঞানপ্রদ। শ্রীহরে! ত্বম্ অজাতঃ জন্মরহিতঃ জন্মপদং মরণস্যাপ্যুপলক্ষণং তেন জন্মমরণরহিতস্ত্বম্ ইত্যেবমস্মাৎ-কারণাৎ কশ্চিৎ বিবেকী ন তু সর্ব্বঃ, ভীরুঃ জনন-মরণলক্ষণাৎ সংসারাৎ ভীতঃ সন্ ত্বাং প্রতিপদ্যতে আশ্রয়তি তেনাহমপি আশ্রয়ামীতি ভাবঃ। নন্বু রুদ্রস্য পঞ্চমুখানি সংহারকাণি তথাচ কথস্তে অভীষ্টসিদ্ধিরিত্যা-শঙ্ক্যাহ—যত্তে দক্ষিণং প্রসাদাভিমুখং দক্ষিণদিগভিমুখং বা যন্মুখং নহি সর্ব্বাণি মুখানি সংহারকারকাণি ইতি মত্বা প্রার্থয়তে তেন দক্ষিণমুখেন নিত্যং সর্ব্বদা মাং পাহি নিজভজনং দত্বা সংসারাৎ উদ্ধর ॥২১॥

তত্ত্বকণা—হে সর্ব্বসংহারক রুদ্রদেব ভগবান্ শ্রীহরি! আপনি স্বয়ং জন্মাদিরহিত। সুতরাং অপর জীবকেও জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। কোন কোন ভাগ্যবান্ মনুষ্য ইহা অবগত হইয়া সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আপনার শ্রীচরণে শরণাগত হয়। আপনি ব্যতীত কেহই মুক্তি দিতে পারে না। যেমন শিব ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন,—"মুক্তি-দাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ"।

আপনিও স্বয়ং শ্রীগীতাতে বলিয়াছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" (গী: ৭।১৪)

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (গী: ১৮।৬৬)

অতএব আমিও আপনার অভয় পাদপদ্মে শরণ লইলাম। আপনার ভক্তগণের প্রতি প্রসাদোন্মুখ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কল্যাণময় মুখকমলের দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আমি যেন আপনার কৃপায় আপনার ভজন করিতে পারি।

শ্রীমুচুকুন্দ বলিয়াছেন,—

"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥"

(ভা: ১০।৫১।৫৫)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভা: ১০।১৪।৮) ॥২১॥

শ্রুতিঃ—মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—হে রুদ্র! (হে জীব-দুঃখনাশক পরমেশ্বর!) নঃ (আমাদিগের) তোকে (পুত্রের উপর) মা রীরিষঃ (হিংসা করিও

না অর্থাৎ তাহাদের জীবিত রাখ) নঃ (আমাদের) তনয়ে (বংশ-বিস্তারক পৌত্র-প্রপৌত্রেও) মা [রীরিষঃ—হিংসা করিও না] নঃ আয়ুষি (আমাদের পরমায়ুর উপর) মা [রীরিষঃ—অনিষ্ট করিও না] নঃ গোষু মা (আমাদের গো-পশুতে না) নঃ অশ্বেষু মা (আমাদের অশ্বেতে অর্থাৎ গো-অশ্ব প্রভৃতি পালিত পশুতে না) [রীরিষঃ অর্থাৎ বিনাশ সাধন করিও না], ভামিতঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) নঃ বীরান্ (আমাদের উৎসাহী ভৃত্যবর্গকে) মাবধীঃ (হত্যা করিও না) [যেহেতু আমরা] সদমিৎ (সর্ব্বদাই) হবিষ্মন্তঃ (হবিগ্র্হণ করিয়া) ত্বা (তোমাকে) হবামহে (উপাসনার্থ আহ্বান করিতেছি) ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—হে জীবের অবিদ্যাদি দুঃখনাশক ! পরমেশ্বর ! তুমি আমাদিগের পুত্রের উপর, পৌত্রের উপর, আয়ুষ্কালের উপর, গো-অশ্ব প্রভৃতি পশুর উপর হিংসা (হননানুকূল ব্যাপার) করিও না, আমাদিগের বিক্রমশালী ভৃত্যগণকেও ক্রুদ্ধ হইয়া হত্যা করিও না, যেহেতু আমরা সর্ব্বদাই হবিগ্র্হণ পূর্ব্বক তোমার আহ্বানে রত আছি ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুত্রায়ুর্গবাশ্বাদিপ্রবণতয়া মাং মা হিংসীঃ, রিষি হিংসায়ামিতি হি ধাতুঃ, হে সংসাররুগ্‌দ্রাবক ত্বমস্মদপচারেণ ভামিতঃ কুপিতঃ সন্ বীর্য্যযুক্তান্ জ্ঞানবৈরাগ্যাদীন্ মোক্ষোপয়িকান্ মা বধীঃ মা

হিংসীঃ, পূজোপকরণপুরোডাশাদিলক্ষণহবিরাদিযুক্তাঃ সন্ত এব ত্বাং সদসি হবামহে আরাধয়াম। ইদিত্যবধারণে ॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বং সামান্যতোরক্ষণং প্রার্থিতমস্যাং শ্রুতৌ বিশেষেণ পুত্রাদীনাং রক্ষণং প্রার্থ্যতে। হে ভগবন্! রুদ্র—অবিদ্যাদি দুঃখহারিন্ পরমেশ্বর! নঃ অস্মাকং তোকে পুত্রে তুত্যতে স্তোক ইতি যাস্কঃ, তনয়ে পৌত্রে তনোতেঃ, রীরিষঃ হিংসীঃ রিষহিংসায়াং যঙ্লুকি, মাঙ্যোগেলুঙি চেৎ রঙ্ বাহুল্যাৎ। আয়ুষি আয়ুর্জীবিত কাল ইতি, গোষু অশ্বেষু ইত্যাশ্রিতপশূনামুপলক্ষণম্, তেষ্বপি হিংসাং মা কার্ষীঃ, ভামিতঃ অপরাধাৎ ক্রুদ্ধঃ সন্ ভাম ক্রোধে ইত্যপি ক্ত প্রত্যয়ে সিদ্ধম্, বীরান্ বিক্রমবতোভৃত্যান্ মা বধীঃ মা হিংসীঃ হনোলুঙি বধাদেশে রূপম্। কোলাভোযুষ্মাকং রক্ষণে তদাহ যস্মাৎ বয়ং সদম্ সর্ব্বদা ইৎ অবধারণে সর্ব্বদৈবেত্যর্থঃ, ত্বা ত্বাম্ দ্বিতীয়ায়াং ত্বাম্ স্থানেত্বাদেশঃ, হবিষ্মন্তঃ ভবতে প্রদেয়োপচারবন্ত ইত্যর্থঃ ভবদুপাসকাঃ সন্তঃ ইতি তাৎপর্য্যম্ হবামহে আহ্বয়ামঃ আহ্বানার্থাৎ ভৌবাদিকাদ্হুধাতোর্লটি-রূপম্।২২।

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—হে সর্ব্বসংহারক রুদ্রদেব পরমেশ্বর শ্রীহরে! তুমি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্রে, পৌত্রে বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদের দীর্ঘায়ুকেও হিংসা করিও না। আমাদের জীবনে,

আমাদিগের গো সকলে, অশ্ব সকলেও বিনাশ আনয়ন করিও না। আমাদের বিক্রমশালী ভৃত্যবর্গের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিও না। আমরা হবনীয় দ্রব্যসম্ভার লইয়া তোমার হোম এবং আরাধনা করিতেছি। আমরা সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি।

পরদুঃখ-দূরীকরণে সমর্থ পরমেশ্বর! আপনিই আমাদের রক্ষা করিতে সর্ব্বথা সমর্থ। অতএব আপনার নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, আপনি কখনও আমাদের প্রতি কুপিত হইবেন না। আপনার নিকট আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষাপ্রার্থী। আপনি ব্যতীত আর কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। ইহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। অতএব আপনার প্রসন্নতাই আমাদের কাম্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥
নান্যৎ তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥
নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥"

(ভাঃ ১০।৪৯।১১-১৩)

শ্রীকুন্তীদেবীর বাক্যেও পাই,—

হে মহাযোগিন্, সর্ব্বান্তর্যামিন্, বিশ্বপালক, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, শিশু-পুত্রগণের সহিত ক্লেশগ্রস্তা এই আশ্রিতাকে রক্ষা কর। হে দেব, ঈশ্বরস্বরূপ আপনার মোক্ষপ্রদ-পাদপদ্ম ব্যতীত জন্ম-মরণ-ভীতিগ্রস্ত

মানবগণের অন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাই না। হে দেব, শ্রীকৃষ্ণ, আপনি শুদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মা, যোগেশ্বর এবং জ্ঞানস্বরূপ। আমি আপনার শরণাগত হইতেছি।

শ্রীনাগ-পত্নীগণের স্তবেও পাই,—

"অনুগৃহ্নীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥
বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ॥"

(ভাঃ ১০।১৬।৫২-৫৩)

অর্থাৎ হে ভগবন্, অনুগ্রহ করুন। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্র এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন। আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের আদেশ করুন॥২২॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—যত্র (যে) অক্ষরে (অপ্রচ্যুতস্বভাব) অনন্তে (দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদহীন, অসীম) ব্রহ্মপরে (হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মে) দ্বে (দুই) বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা) গূঢ়ে (নিগূঢ় হইয়া অথবা অপ্রকাশ্যরূপে) নিহিতে (অনভিব্যক্তরূপে স্থিত) [তন্মধ্যে] ক্ষরম্ তু (পরিবর্ত্তনশীল, সংসারকারণ) অবিদ্যা (বিকল্প, বিপর্য্যাস, অজ্ঞান) তু (আর) অমৃতং হি (অমৃতস্বরূপ মোক্ষ-হেতু) বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) [সেই] বিদ্যাবিদ্যে (তত্ত্বজ্ঞান ও অজ্ঞান দুইটিকে) যঃ তু (যিনি কিন্তু) ঈশতে (নিয়মাধীন করিতেছেন, নিয়োগ করিতেছেন) সঃ (তিনি—সেই বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ামক) অন্যঃ (জীব ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন) ॥১॥

অনুবাদ—জগতে দুইটি বস্তু আছে, যথা—ক্ষর অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য্য ভূতবর্গ আর অক্ষর ইহা কূটস্থ, নির্ব্বিকার, মুক্তির কারণ—বিদ্যা, এই দুইটিই ঈশ্বরে নিগূঢ়ভাবে স্থিত। ক্ষর অর্থাৎ প্রকৃতি বা অবিদ্যা এবং অক্ষর অর্থাৎ বিদ্যা মুক্তির কারণ এজন্য মুক্তিনামে অভিহিত, এই

দুইটিই ঈশ্বরাধীন, বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ অক্ষর-ক্ষর, এবং পুরুষ ও প্রকৃতি ঈশ্বরাধীন হইয়া তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে রহিয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় জীব বিদ্যার অধিকারী হয় আবার স্ব-কর্ম্মবশে অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলের ভোগার্থ সংসারে আবদ্ধ হয়। পরমেশ্বর উভয়েরই নিয়ামক, তিনি কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। উভয়ের সাক্ষিরূপে অবস্থিত ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রহ্মপরে ব্রহ্মারাধনারূপে অনন্তে অসংখ্যাত-ব্যক্তিকে নিত্যানিত্যফলসাধনতয়া বিদ্যাঽবিদ্যাশব্দিতে জ্ঞানকর্ম্মরূপে অত্র অক্ষরে আত্মনি দুর্ম্মোচতয়া লগ্নে, সোঽপি অন্যঃ আভ্যাং সমারাধ্যমানস্তৎফলপ্রদোঽন্যশ্চেত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—চতুর্থাধ্যায়-শেষমপূর্ব্বার্থং প্রতিপাদয়িতুং পঞ্চমোঽধ্যায় আরভ্যতে। চতুর্থাধ্যায়-শেষভাগে বর্ণিতো বিষয়োহি অপূর্ব্বার্থপরঃ তং যুক্তিপ্রমাণাভ্যামুপপাদয়তি—দ্বে ইত্যাদিনা। বিদ্যাহি মুক্তি-হেতুঃ অবিদ্যা সংসৃতিকারণম্। এতে দ্বে এব অক্ষরে অপ্রচ্যুতস্বভাবে কূটস্থে অনন্তে দেশাদিনা পরিচ্ছেদহীনে, ব্রহ্মপরে হিরণ্যগর্ভাৎ পরে পরব্রহ্মণি, নিহিতে স্থিতে, নন্থ পরব্রহ্মণি বিদ্যা-বিদ্যয়োঃ স্থিতিরশ্রুতপূর্ব্বা কথমুচ্যতে তত্রাহ অস্তি তত্র বিদ্যা জীবস্য মুক্তিদানার্থম্ অবিদ্যাচ তদধীনা সংসারজননার্থং কিন্তু নিগূঢ়ে পরোক্ষ-ভাবেণ স্থিতে। জীব এব পরমেশ্বরকৃপয়া বিদ্যাধিকারী ভবতি, অবিদ্যাবশগস্তু জীবঃ পুনঃপুনঃ সংসারমাবর্ত্ততে ঈশস্য তু বিদ্যাবিদ্যা-তীতত্বম্। নন্থ কে তে বিদ্যাবিদ্যে তত্রাহ ক্ষরস্ত্ববিদ্যা, সর্ব্বাণি প্রকৃতিঃ সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি, কূটস্থো জীবোঽক্ষরঃ সৈব বিদ্যা উক্তঞ্চ ভগবতা "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যু-

দাহৃত” ইতি। অবিদ্যাকার্য্যং পরিণামীতি ক্ষরমবিদ্যা, বিদ্যাকার্য্যং মুক্তিঃ বিদ্যারূপেণাভিহিতা এতয়োরীশিতা পুরুষোত্তমশব্দেনোচ্যতে ॥১॥

তত্ত্বকণা—যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা হইতেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, সেই অক্ষর, অনন্ত পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটি শক্তি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে অর্থাৎ তদধীন হইয়া অবস্থিত। তন্মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল ও উৎপত্তি-বিনাশশীল মায়িক ক্ষরবস্তুকে অবিদ্যা বলা হয়। কারণ উহা জড়, উহাতে জ্ঞানের সর্ব্বথা অভাব। আর যাহা অমৃত, তাহাই বিদ্যা; অবিনাশী। কূটস্থ তত্ত্বকেই বিদ্যা বলা হয়, কারণ উহা চেতন ও জ্ঞানময়। যিনি এই অবিদ্যা-অর্থে মায়া বা মায়িক জড়ভূতবর্গ এবং বিদ্যা-অর্থে অক্ষর জীবতত্ত্বকে নিয়মিত করিতেছেন বা শাসন করিতেছেন, তিনি এই দুইয়ের স্বামী ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর। এই দুই তত্ত্ব হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণ। শ্রীগীতাতে তাঁহাকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥” (গীঃ ১৫।১৬)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

“ক্ষরঃ স্ব-স্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি ক্ষরো জীবঃ স্ব-স্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব।···ক্ষরাক্ষরয়োরর্থং পুনর্ব্বিশদয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি একো জীব এব অনাদ্যবিদ্যয়া স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্ট্যাত্মকো ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি ভূতানি ভবতীর্থঃ। জাত্যা বা একবচনম্। দ্বিতীয়পুরুষোঽক্ষরস্তু কূটস্থ একেনৈব স্বরূপেণাবিচ্যুতিমত্তা সর্ব্বকালব্যাপী। “একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থঃ” ইত্যমরঃ”।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকায় পাই,—

"শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধোঽচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ; অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তোঽচিৎবিয়োগৈকধর্ম্ম-সম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরৌ স্ফুটয়তি,—সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বা-স্তানি ভূতানি ক্ষরঃ; কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ।"

পরমেশ্বর এই দুই হইতে অতীত ও শ্রেষ্ঠ ইহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন।' "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।"

(গীঃ ১৫।১৭)

শ্রীভগবানের বিদ্যা ও অবিদ্যা-শক্তির বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্ব্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥"

(ভাঃ ১১।১১।৩-৪) ॥১॥

**শ্রুতিঃ—যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্ব্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[তিনি কে? তাঁহার পরিচয় দিতেছেন—] একঃ (অদ্বিতীয়) যঃ (যে পরমেশ্বর) যোনিম্ যোনিম্ (প্রতিকারণ মধ্যে) অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, পরিচালকরূপে আছেন) [তথা] বিশ্বানি (সকল) রূপাণি (শ্বেত-পীতাদি রূপ, অথবা আকৃতি) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) যোনীঃ চ (উৎপত্তি স্থানকে) [অধিতিষ্ঠতি

—অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ নিয়মিত করিতেছেন] যঃ (যে পরমেশ্বর) অগ্রে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রসূতং (নিজদ্বারা উৎপাদিত) ঋষিং (সর্ব্বজ্ঞ) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) কপিলং (হিরণ্যসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাকে) জ্ঞানৈঃ (জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা) বিভর্ত্তি (পূর্ণ করিয়াছেন) জায়মানং চ (সকল বিশ্ব-স্রষ্টা বিধাতাকে উৎপত্তিকালেও) পশ্যেৎ (দেখিয়াছেন) [তিনিই সেই স্বতন্ত্র পুরুষ] ॥২॥

অনুবাদ—যে অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র পরমাত্মা জগৎকারণ সমূহে অথবা পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তর্য্যামিসূত্রে অবস্থান করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া যিনি সকল প্রাণীর মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রথমে যিনি সেই প্রসিদ্ধ হিরণ্যসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সর্ব্বজ্ঞ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য দিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মাকে উৎপত্তিকালে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই সেই পরমেশ্বর ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বাণি সমষ্টিব্যষ্টিরূপাণি তত্তৎ যোনীশ্চ সর্ব্বা যোঽধিতিষ্ঠতি যস্তদগ্রে সৃষ্টিপূর্ব্বসময়ে প্রসূতং কপিলং জ্ঞানাদিযুক্তং বিভর্ত্তি কৃতবান্ অগ্রে জায়মানদশায়াং সানুগ্রহমৈক্ষত সোঽপ্যন্য ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বোদ্দিষ্টোঽন্যঃ পুরুষঃ ক ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতি-র্বর্ণয়তি—যো যোনিমিত্যাদি যঃ পরমাত্মা, যোনিং যোনিং প্রতিকারণং অন্তর্য্যামিরূপেণ অধিতিষ্ঠতি—আশ্রিত্য স্বীকৃত্য শক্তিং সঞ্চারয়তি, যো বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি আকৃতীঃ বর্ণান্ বা সর্ব্বাঃ যোনীশ্চ প্রভব-স্থানানি অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বাণি উদ্ভবক্ষেত্রাণি অন্তর্য্যামিরূপেণ অধিকৃত্য

সর্ব্বাণি রূপাণি চ আশ্রিত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। নমু চতুর্ম্মুখ এব সর্ব্বজগৎ-কারণাদ্যধিষ্ঠাতা ইতি চেৎ সত্যং কিন্তু সোঽপি প্রসূতো ন তু শাশ্বতঃ পুরুষঃ, তস্য সৃষ্ট্যৌপয়িকধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যযোজনং ন স্বাধীনমিত্যাহ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্‌কালে, প্রসূতম্, উৎপাদিতং ঋষিং সর্ব্বজ্ঞং তম্ জগৎ-স্রষ্টৃত্বেন প্রসিদ্ধং কপিলং হিরণ্যবৎ পিঙ্গলবর্ণং ব্রহ্মাণং জ্ঞানৈঃ জ্ঞান-ধর্ম্ম-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ, 'ইত্যাদি বহুবচনান্তা গণস্য সংসূচকাঃ' ইত্যতো জ্ঞান-পদেন ধর্ম্মাদীনাং সঙ্গ্রহঃ, তৈঃ বিভর্ত্তি পুষ্টমকরোৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-তপোভির্ব্বিনা সৃষ্টেরসম্ভবাৎ উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদী'ত্যাদি। 'স তপোঽতপ্যত' 'তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ' ইত্যাদিভির্ধর্ম্মমূলকত্বমেব সৃষ্টেঃ প্রতিপাদিতম্। নমু ব্রহ্মা স্বয়মেব সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন বেদমুপলভতামিতিচেৎ তদানীং পরমেশ্বর-সত্তায়াং কারণান্তরমাহ জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ তাদৃশবেদস্মৃত্যাদি-বিশিষ্টং ব্রহ্মাণং জায়মানং যোঽপশ্যৎ স পরমেশ্বর এব অন্যথা তদানীং তৎসত্তায়াং প্রমাণান্তরাভাব ইতি ভাবঃ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই সংসারে দেব, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, আদি যাবৎ যোনি আছে, তথা প্রত্যেক যোনিতে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অর্থাৎ আকৃতি, এবং সেই সকলের কারণস্বরূপ পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতাদি সমস্ত তত্ত্বের যিনি অন্তর্য্যামী ও একমাত্র অধি-পতি অর্থাৎ সব যাঁহার অধীন, যিনি সর্ব্বাগ্রে নিজ হইতে উৎপন্ন কপিলবর্ণ, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা পুষ্ট করিয়া থাকেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা পোষণ করেন এবং পরেও তাঁহার জায়মান দশায় কৃপাকটাক্ষ করিয়া থাকেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বাধার, সকলের অধিপতি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। তিনি জীব হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্রপুরুষ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের সর্ব্বভূতমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিতির কথা পাওয়া যায়,—

"যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্ ॥"
(ভাঃ ১।২।৩২)

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্ ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥
দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥"
(ভাঃ ২।৫।১১-১৪) ॥২॥

**শ্রুতিঃ—একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ দেবঃ (এই পূর্ব্ববর্ণিত পরমদেব পরমেশ্বর) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই মায়াময় জগতে অথবা শস্যক্ষেত্রের মত ইহাতে) [সৃষ্টিকালে] একৈকং জালং (এক একটি বন্ধনপাশ স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মফল) বহুধা (বহুপ্রকারে, বিস্তৃতভাবে) বিকুর্ব্বন্ (দেব-মনুষ্য-

তির্য্যগাদিরূপে পরিণত করিয়া অথবা পাশ ছড়াইয়া ক্ষেত্রপতি যেমন মৃগ বন্ধন করে, সেইরূপ বন্ধন করিয়া) সংহরতি (উপসংহার করিতেছেন, প্রলয়সময়ে বিনাশ করিতেছেন, জাল গুটাইতেছেন) [এই প্রকার] ঈশঃ (পরমেশ্বর) পতয়ঃ [পতীন্] (মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে) তথা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের মত) ভূয়ঃ (আবার) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) [সংহরতি—উপসংহার করেন] মহাত্মা (মহাশক্তিশালী পরমেশ্বর) সর্ব্বাধিপত্যং (সকলের উপর আধিপত্য—নিয়ন্তৃত্ব) কুরুতে (করিতেছেন) ॥৩॥

অনুবাদ—এই লীলাময় শ্রীহরি এই মায়াময় সংসারে জীবের কর্ম্মফলানুসারে এক একটি বন্ধনপাশ অনেক প্রকারে পরিণত করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া আবার প্রলয়ে গুটাইয়া লন। ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মত এযুগেও আবার সৃষ্টি করিতেছেন আবার উপসংহার করিতেছেন কিন্তু অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী পরমেশ্বর সকলের উপর শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রকৃতিরূপে জালবদ্ধং মহদাদিকার্য্যবর্গং বিবিধতয়া কুর্ব্বন্ পুনশ্চ সংহরতি তস্মিন্ এব প্রকৃতিরূপে ক্ষেত্রে কল্পান্তরেঽপি ভূয়ঃ প্রজাপত্যুপলক্ষিতং প্রজাং প্রপঞ্চং বা পাঠঃ সৃষ্ট্বা সর্ব্বদা সর্ব্বেষাং নিয়ন্তৃতয়া আস্তে, যতোঽসৌ মহামহিমশাল্যাত্মা ইত্যর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্য প্রপঞ্চসৃষ্টিলীলাং মায়াবিরূপেণ ব্যাধদৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—একৈকমিত্যাদিনা এষঃ দেবঃ লীলাময়শ্চেতনঃ পুরুষঃ ব্যাধ ইব অস্মিন্ মায়াময়ে ক্ষেত্রে জগতি শস্যক্ষেত্রে চ ইতি ধ্বনিঃ। একৈকং স্ত্রী-পুত্রাদিরূপং মায়াজালং বন্ধনপাশং কর্ম্মফলং বা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ সুখ-দুঃখ-মোহরূপৈর্দৃঢ়সূত্রবন্ধনাদিরূপৈর্বা বিকুর্ব্বন্ পরিণময়ন্

বিতন্বন্ পুনঃ সংহরতি সংহারকালে উপসংহরতি নাশয়তি বা। ভূয়ঃ স্বয়ং ঈশঃ পুনঃ প্রাচুর্য্যেণ বা পতয়ঃ মরীচ্যাদয়ঃ প্রজাপতয়ঃ, লোক-লোকাধিপতীন্ তান্ তথা পূর্ব্বকল্পবৎ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য জগদিতিশেষঃ সংহরতীতি যোজ্যম্ সংহারকালে বিনাশয়তি ব্যাধপক্ষে পুনরুপ-সংহরতীত্যর্থঃ। মহাত্মা অচিন্ত্যশক্তিশালী পরমেশ্বরস্তু সর্ব্বাধিপত্যং সর্ব্বেষাং প্রজাপতীনাং ব্রহ্মণশ্চ আধিপত্যং নিয়ন্তৃত্বং করোতি ॥৩॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই পরমদেব পরমেশ্বর এই জগৎরূপ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকালে এক এক প্রকার জাল অর্থাৎ মায়াজাল বহুপ্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, নাম ও শক্তিযোজনা করতঃ বিস্তার করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং প্রলয়কালে ঐ সকল উপসংহার করেন। সেই মহামনা পরমেশ্বর পুনরায় সৃষ্টি-কালে পূর্ব্বের মত সমস্ত লোক এবং লোকাধিপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং ঐ সকলের অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে শাসন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের লীলা অতর্ক্য, তর্কের দ্বারা কেহ এই রহস্য জানিতে পারে না। একমাত্র শ্রীভগবানের ভক্তগণই শ্রীভগবানের কৃপায় এই রহস্য বুঝিতে পারেন।

দেবর্ষি নারদের বাক্যে পাই,—

"তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্ব-মায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥" (ভাঃ ১০।৭০।৩৮)

শ্রীদেবগণও বলিয়াছেন,—

"ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্ব্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।

নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥”
(ভাঃ ১১।৬।৮) ॥৩॥

**শ্রুতিঃ—সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪॥**

অন্বয়ানুবাদ—যদ্ উ (যেমন) অনড্বান্ (সূর্য্য) ঊর্দ্ধম্ (ঊর্দ্ধ-দিক্) অধঃ চ (নিম্নদিক্) তির্য্যক্ (পার্শ্বদিক্) সর্ব্বাঃ দিশঃ (সকল দিক্) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশিত করিয়া) ভ্রাজতে (বিরাজ করিতেছেন) এবং (এইপ্রকার) বরেণ্যঃ (সর্ব্বপূজ্য) ভগবান্ (ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী) স দেবঃ (সেই দ্যোতনস্বভাব পরমেশ্বর) একঃ (একাকীই) যোনি-স্বভাবান্ (কারণস্বরূপ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতকে) অধিতিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিয়া আছেন—নিয়মিত করিতেছেন) ॥৪॥

অনুবাদ—যেমন সূর্য্যদেব একাকীই দিক্, বিদিক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বভাগ প্রকাশিত করিয়া নিজ জ্যোতিতে দীপ্যমান, সেইপ্রকার ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী পরমদেব সর্ব্বপূজ্য ভজনীয় ভগবান্ সেই পরমেশ্বর পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের স্বভাবকে নিয়মিত করিতেছেন ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নন্বেকস্য কথং যুগপৎ সর্ব্বযোন্যধিষ্ঠাতৃত্বমুপপদ্যত ইত্যত্রাহ—

কালচক্রপরিবর্ত্তনহেতুতয়া অনডুচ্ছব্দবাচ্যঃ সূর্য্যস্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ যুগপৎ ভাসয়ন্ যথা ভাসতে তথা মুমুক্ষুভির্ব্বরণীয়ো ভজনীয়ো ভগবান্ একঃ সর্ব্বযোন্যধিষ্ঠাতা ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স এব ভগবান্ আদিত্যবৎ এক এব সর্ব্বাণি পৃথিব্যাদিভূতান্যধিতিষ্ঠতীত্যাহ—সর্ব্বা ইত্যাদিনা। যদ্বু ইতি নিপাতদ্বয়-মুপমার্থে যথা অনড্বান্ আদিত্যঃ জগচ্চক্রাম্বুভাবনে যুক্তঃ, সর্ব্বাঃ দিশঃ প্রাচ্যাদীঃ আগ্নেয্যাদীর্বিদিশশ্চ, উর্দ্ধম্ অধশ্চ তির্য্যক্ পার্শ্বতশ্চ প্রকাশয়ন্ দ্যোতয়ন্ ভ্রাজতে বিদ্যোততে এবং তথা স দেবো-দ্যোতনস্বভাবো ভগবান্ ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী বরেণ্যঃ পূজনীয়ঃ এক এব অন্যনিরপেক্ষঃ, যোনিস্বভাবান্ যোনীনাং জগৎকারণানাং পৃথিব্যাদিভূতানাং স্বভাবান্ ধর্ম্মান্ অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—যেরূপ সূর্য্য উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সমস্ত দিক্‌কেই প্রকাশিত করিয়া দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ স্ব-প্রকাশ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ সকলের ভজনীয় পরমদেব পরমেশ্বর একাকীই সমস্তকারণরূপ পৃথিব্যাদি ভূতগণে অধিষ্ঠাতা হইয়া সকলকে পরিচালনা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। সকলে তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে নিজ নিজ কার্য্য করিবার সামর্থ্য লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং পুরুষোঽদ্ভুতদর্পণঃ।
অধ্যাত্মমবুধস্তেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ ॥" (ভাঃ ৬।৫।১৭)

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন,—

"যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥"
(ভাঃ ৩।৯।৩২) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো-
গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—বিশ্বযোনিঃ (জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা) যচ্চ [যশ্চ] (যিনি) স্বভাবং (অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, বায়ুর স্পর্শ প্রভৃতি) পচতি (নিষ্পাদন করিতেছেন) [এবং] যঃ (যে পরমেশ্বর) সর্ব্বান্ পাচ্যান্ চ (পাকের যোগ্য পৃথিবী প্রভৃতিকে) পরিণাময়েৎ (পরিণত করিতেছেন) একঃ [সন্] (এক হইয়া) সর্ব্বম্ এতদ্ (এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত) বিশ্বম্ (জগৎকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালনা করিতেছেন) যঃ (যিনি) সর্ব্বান্ গুণান্ চ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণকে অথবা গুণকার্য্য বুদ্ধ্যাদিকে) বিনিযোজয়েৎ (কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন) [স পরমেশ্বরঃ—তিনিই পরমেশ্বর] ॥৫॥

অনুবাদ—বিশ্বের মূলীভূতকারণ যে ভগবান্ সকল বস্তুর স্বভাব—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শীতলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সেই সেই বস্তুতে নিষ্পাদন করিতেছেন, পাকযোগ্য পরিণামার্হ পদার্থগুলিকে যিনি পাকদ্বারা পরিণত করিতেছেন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক তিন গুণকে জীবের কর্ম্মানুসারে যথাস্থানে বিনিযুক্ত করিতেছেন, একাকী সমস্ত বিশ্বকে অধিকার করিয়া যিনি নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই পরমেশ্বর ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যচ্চেতিলিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ যঃ সর্ব্বেষাং অগ্নি-জলাদিবস্তূনাম্ উষ্ণানুষ্ণস্বভাবং পচতে সঙ্কল্পলক্ষণপাকেন নিষ্পাদয়তি যশ্চ পাচ্যান্ পরিণামযোগ্যান্ পরিণাময়তি সত্ত্বাদিগুণান্ প্রবর্ত্তয়তি সঃ পরমাত্মা প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা ইত্যর্থঃ ।৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ স্বভাবাদিকারণতাবাদিনঃ প্রত্যাহ—যচ্চেতি যচ্চ যশ্চ পরমেশ্বরঃ ছান্দসো লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, বিশ্বযোনিঃ বিশ্বস্য কারণং স্বভাবং অগ্নেরৌষ্ণ্যং জলস্য শৈত্যং বায়োরনুষ্ণাশীতস্পর্শং পৃথিব্যাগন্ধং গগনস্যাবকাশদানঞ্চ ধর্ম্মং পচতি নিষ্পাদয়তি, ন হি স্বভাবাদেবাগ্ন্যাদেরৌষ্ণ্যাদিকং, তথাত্বে অহেতুকমেব তৎস্যাৎ, দৃশ্যতেচ সর্ব্বমেব কারণাপেক্ষি। যদি তদাশ্রয়োঽগ্ন্যাদিরেব তত্র কারণমুচ্যতে তর্হি তেষামপি তৎশক্ত্যাধানে কিং সামর্থ্যম্ জড়ত্বাৎ। বস্তুস্বভাব এব কারণমুচ্যতে চেৎ অনন্তকারণতাপাতঃ, কালাদি-সহকারি কারণতাস্বীকারাবশ্যকত্বেন চ তস্যান্যথাসিদ্ধেঃ। পরমেশ্বরস্তু অচিন্ত্যানন্তশক্তিবলেন বস্তুস্বভাবং তেষু যোজয়তীতি। অথ প্রকৃতিরেব পরিণামিনী সর্ব্বকর্ত্রী তত্রাহ পাচ্যান্ ইতি পাচ্যান্ পাকযোগ্যান্ মহদাদীন্ পরিণামার্হান্ পৃথিব্যাদীন্ বা যঃ পরমেশ্বর এব পরিণময়তি, প্রকৃতেরেকত্বাৎ জড়ত্বাৎ পারতন্ত্র্যাচ্চ ন বিচিত্র-জগৎকারণত্বম্ ইতি ভাবঃ। নন্বু প্রকৃতেগুর্ণা এব বৈচিত্র্যে হেতব-ইতি, তদপি ন, তেষাং কর্ম্মসু যোজকাভাবাৎ, অত আহ গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ সত্ত্বাদিসকলগুণান্, যঃ পরমেশ্বরো বিনিযোজয়েৎ কর্ম্মসু বহুধা বিনিযোজয়তি তচ্চ তস্য পরমচেতনত্বাৎ জীবকর্ম্মফলাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ উপপন্নম্ তদেবাহ সর্ব্বমেতদ্ বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকঃ স খলু এক এব সর্ব্বং জগৎ নিয়ময়তি এবংলক্ষণঃ স ভগবানিতি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—যিনি এই সমগ্র বিশ্বের মূলীভূত কারণ সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সকল বস্তুর স্বভাবকে পাক করেন অর্থাৎ নিষ্পন্ন করেন, যেমন জলের শৈত্য, অগ্নির উষ্ণতা, বায়ুর স্পর্শ, পৃথিবীর গন্ধ ও আকাশের শব্দ প্রভৃতি গুণ বা স্বভাব নিষ্পাদন করেন, পরিণাম-যোগ্য বস্তুসমূহের বিবিধ পরিণাম বিধান করেন, সকলের মধ্যে

অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সকলকে পরিচালনা করেন ও সত্ত্বাদি গুণসমূহকেও বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই পরাৎপরতত্ত্ব।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রটিও আলোচ্য।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥" (গীঃ ১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥
এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ॥"
(ভাঃ ১০।৮৫।৪-৫॥৫॥

শ্রুতিঃ—তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভুবুঃ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—তদ্ (সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বেদগুহ্যোপনিষৎসু (বেদের রহস্যভূত উপনিষদ্‌সমূহে) গূঢ়ম্ (গূঢ়ভাবে স্থিত হইয়া আছে অর্থাৎ বেদেরই গুহ্য-বিষয় উপনিষদে নিবদ্ধ, সেই উপনিষদেও এই পরব্রহ্মতত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে স্থিত) [অতএব অতি দুর্ব্বোধ্য এই পরব্রহ্মতত্ত্ব] ব্রহ্মযোনিম্—(বেদপ্রমাণসিদ্ধ অথবা বেদের প্রভব-

স্থান) তদ্ (সেই পরমেশ্বরকে) ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা) বেদতে (জানেন), [কেবল হিরণ্যগর্ভই নহেন] যে পূর্ব্বদেবাঃ (যে সকল রুদ্রাদি প্রথমোদ্ভূত দেবতা, তাঁহারা) ঋষয়শ্চ (এবং বামদেবাদি ঋষিগণও) তদ্ (সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব) বিদুঃ (জানিয়াছেন) তে (ব্রহ্মবিদ্ সেই দেবগণ ও বামদেবাদি ঋষিগণ) তন্ময়াঃ [সন্তঃ] (ঈশ্বরে তন্ময়তা লাভ করিয়া) অমৃতাঃ বৈ বভূবুঃ (মরণরহিত হইয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকার দ্বারা বর্ত্তমান যুগেও তন্ময়ত্ব ও অমরত্ব লাভ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য) ॥৬॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরতত্ত্ব বেদগুহ্য উপনিষৎসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত আছেন। বেদের উদ্ভবস্থান অথবা বেদপ্রমাণ-জ্ঞেয় তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা জানিয়াছেন। কেবল তিনি নহেন, যে সকল রুদ্র প্রভৃতি আদি দেবতা এবং বামদেবাদি ঋষি তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তেষু প্রসিদ্ধেষু বেদেষু গুহ্যোপনিষৎসু চ, তাৎপর্য্যবিষয়তয়া প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মণো বেদস্য যোনিভূতং তৎ পরংব্রহ্ম সকলবেদপ্রবর্ত্তকো ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো বেদতে জানাতি, অনীদৃশো ন জানাতি, যে চ পূর্ব্বে দেবাঃ ঋষয়শ্চ তজ্জ্ঞানবন্তঃ তে সর্ব্বে সমানাধিকারা মুক্তা বভূবুরিত্যর্থ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নহু সর্ব্বপ্রমাণমূলভূতেষু বেদশাস্ত্রেষু এবং পরমেশ্বরতত্ত্বং নোপলভ্যতে কুত এতৎপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যোচ্যতে তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়মিতি তদ্ যথাবর্ণিতং ব্রহ্মতত্ত্বং ন সর্ব্বত্র কর্ম্মপ্রধানেষু বেদেষু অস্তি কিন্তু বেদগুহ্যাসু উপনিষৎসু অস্তি তত্রাপি ন স্ফুটভাবেন কিন্তু গূঢ়ম্—প্রচ্ছন্নভাবেনস্থিতং অনুসন্ধানলভ্যম্। অথ যদি

গূঢ়ং তর্হি তৎসত্তায়াং কিং প্রমাণমিতিচেৎ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা তজ্জানাতি নতু সর্ব্বৈঃ সুবোধমিত্যাহ ব্রহ্মযোনিম্—ব্রহ্মণঃ বেদস্য যোনিঃ উদ্ভবক্ষেত্রং তম্ অথবা ব্রহ্ম বেদঃ যোনিঃ প্রমাণং যস্য তাদৃশং বেদপ্রমাণকমিত্যর্থঃ তত্তত্ত্বং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বেদতে জানাতি ছান্দসো বিকরণলোপাভাবঃ। হিরণ্যগর্ভস্যৈব বেদনিধিত্বাৎ, ন কেবলং স এব কিন্তু পূর্ব্বে দেবা অপি তত্তত্ত্বং জ্ঞাতবন্তঃ, তদাহ—যে পূর্ব্বদেবাঃ পূর্ব্বে প্রাচীনাঃ দেবাঃ রুদ্রাদয়স্তথা ঋষয়শ্চ বামদেবাদয়ঃ তদ্ ব্রহ্মতত্ত্বং বিদুঃ অজানন্ বিদোলটোবা ইতি লট্, তে তন্ময়াঃ সন্তঃ অমৃতাঃ মরণধর্ম্মরহিতাঃ বভূবুঃ অতএব এতদ্ দৃষ্টান্তেন আধুনিকৈরপি অমৃতত্বকামৈঃ তজ্জ্ঞানার্থং যতিতব্যমিতিভাবঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বেদের রহস্যভূত উপনিষৎসমূহে নিহিত আছেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ গুপ্তভাবেই তথায় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ বেদপ্রমাণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় অথবা বেদের উদ্ভবস্থান যিনি, যাঁহার বিষয় বেদান্তসূত্রের "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (বেঃ সূঃ ১।১।৩) সূত্রে পাওয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের তত্ত্ব ব্রহ্মা ভগবৎকৃপায় অবগত হইয়াছিলেন। যাহা শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" (ভাঃ ১।১।১)। প্রাচীন রুদ্রাদি দেবগণ ও নারদাদি ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়া তন্ময় হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাধার, সকলের অধিপতি পরমেশ্বরকে উক্ত প্রকারে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য তৎপর অর্থাৎ তাঁহার ভজনপরায়ণ হইতে হইবে।

শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"

(গীঃ ১৫।১৫)

শ্রীঈশোপনিষদেও পাই,—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥"

(ঈশ ১৫।১৬ মন্ত্র)

শ্রীভাগবতে রুদ্রগীতেও পাই,—

"পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং
পদংগুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥" (ভাঃ ৪।২৪।৫২)

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও বলিয়াছেন,—

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২২ শ্লোক)

শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (ভাঃ ২।৯।৩১) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[এ-পর্য্যন্ত গ্রন্থে 'তৎ' পদার্থের (পরমাত্মার) বিবৃতি করা হইল, অতঃপর 'ত্বং' পদার্থের (জীবের) বিবৃতি হইতেছে]

যঃ (যে জীবাত্মা) গুণান্বয়ঃ (গুণদ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ-কার্য্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও জ্ঞান-কর্ম্মকৃত সংস্কার দ্বারা অন্বিত—সম্বন্ধযুক্ত) ফলকর্ম্মকর্ত্তা (ফলোদ্দেশে কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী অথবা যে সকল কর্ম্ম ফলজনক তাহাদের আচরণকারী) কৃতস্য (আচরিত) তস্যৈব (সেই ফলজনক কর্ম্মের) উপভোক্তা (ফলভোগী) সঃ (সেই বদ্ধজীব) বিশ্বরূপঃ (দেবমনুষ্যাদি নানা জন্ম প্রাপ্ত হয়) ত্রিগুণঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্ট) ত্রিবর্ত্মা (দেবযান, পিতৃযান ও দংশমশকাদি নীচ যান প্রাপ্ত হয় অথবা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান-ভেদে ত্রিবিধ পথে চলিয়া থাকে) প্রাণাধিপঃ (পঞ্চবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর নিয়ামক সেই জীব) স্বকর্ম্মভিঃ (নিজ কৃত কর্ম্মানুসারে) সঞ্চরতি (ঊর্দ্ধ অধঃ নানা লোকে ভ্রমণ করে) ॥৭॥

অনুবাদ—জীব যখন পরমেশ্বর ও নিজের স্বরূপের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ বুঝিতে পারে তখনই শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হয়। এতাবৎ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে কিন্তু জীব যে ঈশ্বর-বিমুখাবস্থায় কত পরতন্ত্র, কত দুর্ব্বল, কত মূঢ়, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। যেই জীব ভগবদ্বিমুখতাফলে কাম, কর্ম্ম ও সংস্কারের অধীন হইয়া সকাম কর্ম্মই করে, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কর্ম্মাচরণ করে না, সেই জীব কৃতকর্ম্মের ফল সুখ-দুঃখাদি স্বয়ং ভোগ করে। এজন্য তাহাকে নানা দেহ ধারণ করিতে হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম, অধর্ম্মাদি বিভিন্ন পথ ধরে এবং তাহার ফলে দেবযান, পিতৃযান ও নীচযানে গতি লাভ করে। সে শরীরস্থিত পঞ্চবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণাদি বায়ুর অধিপতি, এজন্য প্রশাসক হইয়াও সে সৎপথে চলে না, মায়াবদ্ধ হইয়া নিজ কর্ম্মবশে সংসারে কেবল পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং পরমাত্মস্বরূপং তজ্জ্ঞানস্য অমৃতত্বসাধনত্বং চোক্তং, জীবস্য স্বরূপং শোধয়তি।

সত্ত্বরজস্তমোগুণানামন্বয়ো যস্য স তথোক্তঃ সত্ত্বাদিগুণান্বিতঃ সন্ যৎ ফলসাধনভূতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব তস্যৈব ফলং ভুঙ্‌ক্তে এবং নিয়ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশালি-স্থাবরনরপক্ষ্যাদিরূপযুক্তঃ কামক্রোধলোভ-রূপগুণত্রয়যুক্তঃ দেবযানপিতৃযানকষ্টগতিরূপমার্গত্রয়যুক্তঃ প্রাণসহচরিতঃ সন্ কামপাশবদ্ধঃ সঞ্চরতীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—'তৎত্বমসি' তস্য ত্বমসি ইতি বাক্যার্থঃ, সেব্য-সেবক-ভাবেন ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সিদ্ধান্তঃ, তত্র তদ্বাক্যঘটক-তৎপদার্থমেতাবতা প্রবন্ধেন ব্যাখ্যায় সম্প্রতি ত্বংপদার্থং বিবৃণোতি ত্বংপদার্থো জীবঃ স সর্ব্বথা তৎপদার্থাদ্ভেদলক্ষণ ইতি জ্ঞেয়ম্। তথাহি যঃ গুণান্বয়ঃ গুণৈঃ গুণকার্য্যৈঃ কর্ম্মজ্ঞানজনিতবাসনাময়ৈঃ অন্বয়ঃ অনুগমোযস্য সঃ কর্ম্মজ্ঞানজনিতবাসনান্বিতঃ, ঈশ্বরস্তু নির্গুণঃ ফলকর্ম্ম-ভোক্তা ফলার্থানি কর্ম্মাণি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ ; তেষাং কর্ত্তা যৈঃ কর্ম্মভিঃ সুখদুঃখাদিকং ভবতি তেষামধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরঃ পুনঃ কর্ম্মাতীতঃ স চ সহি জীবাত্মা কৃতস্য স্বয়ংকৃতস্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ উপভোক্তা সুখদুঃখাদিফলভোগী, সঃ বিশ্বরূপঃ কার্য্যকারণোপচিতত্বাৎ নানারূপঃ দেবমনুষ্যাদিনানাদেহভাগিত্যর্থঃ, ঈশ্বরোহি কূটস্থঃ, কর্ম্মফলাসংপৃক্ত ইতি বিশেষঃ, তথা স ত্রিগুণঃ ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণা যস্য সঃ, তথা ত্রিবর্ত্মা ত্রীণি দেবযানাদীনি বর্ত্মানি পন্থানঃ যস্য অথবা ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞানাখ্যানি ত্রীণি সাধনবর্ত্মানি মার্গভেদা অস্যেতি, প্রাণাধিপঃ পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণবায়োঃ অধিপঃ নিয়ন্তা স্বকর্ম্মভিঃ স্বীয়ৈঃ শুভাশুভকর্ম্মভিঃ সঞ্চরতি উর্দ্ধাধোলোকং ভ্রমতি। পরমেশ্বর এভিঃ সর্ব্বৈর্ধর্ম্মৈর্বিহীনঃ ইতিধ্যেয়ম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিমন্ত্রসমূহে ভগবৎ-স্বরূপের বর্ণন পূর্ব্বক সেব্য-সেবক-সম্বন্ধের সহিত শ্রীভগবানের সেবাফলে জীবের মুক্তি অর্থাৎ

শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভকরতঃ নিত্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কথা বিশেষ-ভাবে বর্ণন করিয়া এক্ষণে হরিবিমুখ জীবের কিরূপ গতি হয়, তাহাই বলিতেছেন।

জীবাত্মা শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ; তটস্থাশক্তিপ্রসূত হওয়ায় জীবের ভগবদ্বিমুখতাফলে মায়াবশ হইতে হয়। সেই কালে জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ হইয়াও মায়ার গুণসম্বন্ধ লাভ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণযুক্ত হইয়া নানাবিধ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং স্বয়ং ঐ সকল কৃতকর্ম্মের ভোক্তা হয়। এইরূপে জন্ম-মরণমালারূপ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া জীব দেব-মনুষ্যাদি নানা যোনিতে নানা রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই জীব মৃত্যুর পর নিজ কর্ম্মানুসারে ত্রিবিধ গতি লাভ করে। অর্থাৎ কখনও দেবযানে ব্রহ্মার লোক, কখনও পিতৃযানে স্বর্গাদি লোক, কখনও তৃতীয় পথে কীট পতঙ্গাদি নীচ যোনি লাভ করিয়া থাকে। এ-বিষয় বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে পাওয়া যায়। যতক্ষণ হরিভজনের ফলে জীবের মুক্তি না হয়, ততক্ষণ পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণের অধিপতি হইয়াও মায়াবদ্ধ থাকিয়া নিজ কর্ম্মানুসারে নানা লোকে নানা যোনিতে ভ্রমণ পূর্ব্বক জীব কর্ম্মফল ভোগ করে।

জীবের বিভিন্ন যানে গতি সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের পঞ্চমাধ্যায়ের দশম খণ্ডের ২ হইতে ৭ মন্ত্র এবং বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ১৫ হইতে ১৬ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন গুণান্বিত জীবের গতি-সম্বন্ধে শ্রীগীতাতে পাই,—

"উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥" (গীঃ ১৪।১৮)

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৫।২২)

শ্রীগীতাতে আরও পাই,—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥" (গীঃ ১৩।২১)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥"
(ভাঃ ৩।২৬।৬-৭)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যে আরও পাই,—

"স এষ যর্হি প্রকৃতেগুর্ণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥"
(ভাঃ ৩।২৭।২-৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'প্রেম-বিবর্ত্ত'-গ্রন্থেও পাওয়া যায়,—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি' কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥" ॥৭॥

শ্রুতিঃ—অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে জীবাত্মা) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়াকাশে অবস্থিত বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) রবিতুল্যরূপঃ (স্বরূপতঃ সূর্য্যের মত তেজোময়) [সেই জীবাত্মা বদ্ধাবস্থায়] সঙ্কল্পাহঙ্কার-

সমন্বিতঃ (নানাবিধ মনোরথ ও অহঙ্কারে জড়িত হইয়া) আরাগ্রমাত্রঃ (প্রতোদ—অশ্বতাড়ন দণ্ডের আগায় বদ্ধ লৌহ-কণ্টকের মত ক্ষুদ্র হইয়া) অপরঃ অপি হি (ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) গুণেন (প্রভাবে অথবা বুদ্ধিগুণ—কামসঙ্কল্পাদিগুণবিশিষ্টরূপে) আত্মগুণেন চ এব (এবং আত্মগুণ—শরীরধর্ম্ম জরা-মরণাদিবিশিষ্ট-রূপে) দৃষ্টঃ (প্রতীত হন) ॥৮॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জীবসত্তার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়কন্দরে অবস্থিতি-নিবন্ধন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া উক্ত। স্বরূপতঃ প্রকাশময়, সূর্য্যের তুল্য প্রকাশশীল অর্থাৎ সূর্য্য যেমন স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান হইয়া অপর সকল পদার্থ প্রকাশ করিতেছেন, সেইপ্রকার এই জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া জড় সমস্ত বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়প্রাণাদিকে চেতন করিতেছে। আবার বদ্ধজীব সমস্ত সেই বিষয় কামনা করিতেছে, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কর্ত্তা ইত্যাদি অভিমানে অভিভূত হইতেছে। সে প্রতোদের—চাবুকের অগ্রভাগে নিবদ্ধ অতিসূক্ষ্ম লৌহ-কণ্টকের মত সূক্ষ্মতম অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। জ্ঞানস্বরূপ সেই জীব বদ্ধাবস্থায় শরীরধর্ম্ম—জরামরণাদি-বিশিষ্টরূপে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বুদ্ধেরন্তঃকরণস্য সত্ত্বরজস্তমোলক্ষণগুণকারিতেনা-ত্মধর্ম্মভূত নানাবিধার্থবিষয়কাধ্যবসায়েণ যুক্তঃ তৎকার্য্যেণ তৎফলসঙ্কল্পে-নাঢ্যাভিজনবানস্মীত্যাত্মহঙ্কারেণ যুক্তঃ সন্ আত্মবৎ স্বপ্রকাশঃ, অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাদিত্যুক্তরীত্যা অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ শাস্ত্রেষু দৃষ্টঃ, ততোঽপি অবরঃ হীনপরিমাণ-আরাগ্রমাত্র ইত্যপি দৃষ্টঃ শাস্ত্রেষু দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কিঞ্চ সঃ জীবঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়াবকাশস্থিতত্বাৎ তাবৎ পরিমাণ উপচর্য্যতে। রবিতুল্যরূপঃ রবেঃ সূর্য্যস্য তুল্যং রূপং প্রকাশাত্মকং জ্যোতির্যস্য সঃ রবির্যথা প্রকাশস্বভাবো-জলাদৌ প্রতিবিম্বিতঃ তদ্‌যুক্ত ইব ভবতি তথেতি ভাবঃ, তেন হি উপাধেঃ বুদ্ধেঃ শরীরস্য চ গুণেন যুক্তইব প্রতিভাতীত্যাহ—সঙ্কল্পাহঙ্কার-সমন্বিতো য ইতি সঙ্কল্পঃ কামঃ বুদ্ধিগুণঃ অহঙ্কারঃ শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ তদ্‌যুক্তঃ, সঃ অপরোহি দেহেন্দ্রিয়াদিসকাশাদ্ভিন্নোঽপি হি তথাভূতো-বুদ্ধের্গুণেন সঙ্কল্পাদিনা, আত্মগুণেন চ আত্মনঃ শরীরস্য গুণেন জরামরণাদিনা বিশিষ্টঃ দৃষ্টঃ প্রতীতো ভবতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রুতি এক্ষণে জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছেন। মনুষ্যের হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। আর ঐ হৃদয়ই জীবাত্মার নিবাসস্থান। এই কারণে জীবাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হয়। ঐ জীবাত্মা স্বরূপতঃ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশময় অর্থাৎ বিজ্ঞানময়। কিন্তু কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নানাবিধ ভোগমূল সঙ্কল্প ও প্রাকৃত অহঙ্কার সমন্বিত অহংতা, মমতা ও আসক্তি দ্বারা যুক্ত হওয়ায় অহঙ্কারাচ্ছন্ন হইয়া সংসার পরিভ্রমণ করিতে থাকে। জীবের স্বরূপ সূক্ষ্ম হইলেও অর্থাৎ সূচ্যগ্রপরিমাণ হইয়াও বুদ্ধির ও শরীরের গুণের দ্বারা যুক্ত হইয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥" (গীঃ ১৫।৭)

জীবস্বরূপের অণুত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা" (বৃহদারণ্যক ২।১।২০); "এষোঽণুরাত্মা" (মুণ্ডক ৩।১।৯); শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেরও পরবর্ত্তী শ্লোকে "বালাগ্র-শতভাগস্য" কথা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের দেহান্তর-ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥"

(ভাঃ ১১।২২।৩৭)

অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কারে যুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। জীবাত্মা ইহা হইতে ভিন্ন হইলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অনুগমন করিয়া থাকে।

আরও পাই,—

"দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৪৩) ॥৮॥

**শ্রুতিঃ—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥৯॥**

অন্বয়ানুবাদ—[দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার সেই জীবের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—] যথা (যেমন) বালাগ্রশতভাগস্য (একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে আবার) শতধা-কল্পিতস্য (একশত ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার) ভাগঃ (এক একটি অংশ যে পরিমাণ) জীবঃ (জীবাত্মা) সঃ (সেই পরিমাণ) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে) স চ (কিন্তু সেই জীব) আনন্ত্যায় কল্পতে (স্বরূপতঃ আনন্ত্য ধর্ম্মের অধিকারী হন) ॥৯॥

অনুবাদ—পুনশ্চ অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মাকে দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদ করিতেছেন—একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া,

সেই অংশকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগের যেরূপ পরিমাণ সেইরূপ জীবের পরিমাণ। কিন্তু স্বরূপতঃ সেই জীব স্বীয় ধর্ম্মে আনন্ত্যের অধিকারী, অর্থাৎ ধর্ম্মতঃ সে অনন্তত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ।৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্বমতমুপন্যস্যতি—বালাগ্রাংশাংশশতাংশতুল্যপরিমাণ একো জীবো, মোক্ষে ধর্ম্মভূতজ্ঞানবিকাশেন বিভুত্বলক্ষণানন্ত্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ ।৯।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—দৃষ্টান্তান্তরেণ জীবস্বরূপং বর্ণয়তি—বালাগ্রশতভাগস্য বালাগ্রস্য কস্যচিৎ কেশাগ্রস্য যঃ শতভাগঃ শততমোঽংশঃ বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাবাচকস্য পূরণার্থত্বম্। তস্য পুনঃ শতধা শতখণ্ডৈঃ কল্পিতস্য কৃতস্য যো ভাগঃ একোঽংশঃ স জীবঃ তৎপরিমাণো জ্ঞেয়ঃ স্বরূপতঃ সঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে, স চ স তু জীবঃ, জীবস্বরূপেণ আনন্ত্যায় আনন্ত্যধর্ম্মায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ।৯।

তত্ত্বকণা—জীবের সূক্ষ্মত্বের পরিমাণ দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম-স্বরূপ। জীব চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

এ-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৯)

শাস্ত্রপ্রমাণ,—

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২৬ শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক)

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ।"

['শ্বেতাশ্বতর'-উপনিষন্মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে ৮১ শ্লোক];

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥" (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু' সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরিত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে তাহাদের মত—'মতবাদে' দূষিত।" ॥৯॥

**শ্রুতিঃ—নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ (এই জীব)) স্ত্রী ন এব (নিশ্চয় স্ত্রীলোক নহে) ন পুমান্ (পুরুষও নহে) [আবার স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন জাতি

নপুংসকও নহে,] অয়ং (এই জীব) ন চ এব নপুংসকঃ (ক্লীব জাতিও নহে) [তবে স্ত্রী পুরুষাদিরূপে প্রতীত হয় কেন ? শরীরোপাধির জন্য সেই সেই জাতি বলিয়া মনে হয়] যদ্ যদ্ (যেমন যেমন স্ত্রী বা পুরুষ কিংবা নপুংসক) শরীরম্ (দেহকে) আদত্তে (গ্রহণ করে) তেন তেন (সেই সেই শরীর দ্বারা) সঃ (সেই জীব) রক্ষ্যতে (সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ সেই সেই উপাধি ধারণ জন্য সেই সেই নামে পরিচিত হয়) ॥১০॥

অনুবাদ—লৌকিক ব্যবহারে যদিও দেখা যায়—এই প্রাণীটি স্ত্রীলোক, ইহা পুরুষ ও উহা উভয়ভিন্ন নপুংসকজাতি তথাপি সে সকল ধারণা আত্মগত-বিচারে ভ্রান্তিমাত্র, দেহকে আশ্রয় করিয়া ঐ সব উক্তি, আত্মাকে নহে ; যেহেতু আত্মা প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ নহে। যে শরীরে স্ত্রী লক্ষণ আছে তাহাকেই স্ত্রী জাতি বলা হয়, এইরূপ পুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত দেহ পুরুষ ও উভয় লক্ষণহীন দেহ নপুংসক নামে ব্যবহৃত হয়, বাস্তবিকপক্ষে দেহধারী এই জীব স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয় এবং নপুংসক বলিয়াও ধর্ত্তব্য নহে, উহা সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত দেহেরই পরিচয়, মূলতঃ দেহ ও দেহী (আত্মা) এক নহে, কর্ম্মবশে জীব যখন যে যে শরীর গ্রহণ করে, তখন সেই সেই নামে আখ্যাত হয়, সেই শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে কাজেই শরীর দেখিয়াই লোকের ঐরূপ উক্তি, আত্মার অনুসন্ধান কেহ করে না ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্ত্রীনপুংসকত্বাদিকমপি তস্য তাদৃশশরীরসম্বন্ধকৃতং ন তু স্বাভাবিকম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—লৌকিকব্যবহারে অয়ং পুমান্ ইয়ং স্ত্রীত্যাদি দর্শনাৎ ভিন্নোঽয়ং জীব ইতি নত্বেকরূপ ইতি মন্তব্যং তস্য দেহাশ্রিতত্বাদিত্যাশয়েনাহ—নৈব স্ত্রীত্যাদি। এষঃ জীবঃ নৈব স্ত্রী ন কথমপি

প্রাকৃতস্ত্রীজাতিঃ প্রাকৃতস্ত্রীত্বং তস্য তত্রাভাবাৎ, এবং নাপি পুমান্, ন চ তৃতীয়ো জাত্যা নপুংসক ইতি বাচ্যম্ তস্যাপি জনন-শক্তিরহিতদেহত্বাৎ, প্রাকৃতদেহভিন্নোঽয়মাত্মা ইতি ভাবঃ। তর্হি কথং লৌকিকব্যবহারোপপত্তিস্তত্রাহ—কর্ম্মবশেন যদ্ যৎ শরীরং স্ত্রীপুংসাদিদেহম্ আদত্তে গৃহ্লাতি ফলভোগায়েতি শেষঃ, তেন তেন শরীরেণ সঃ জীবঃ রক্ষ্যতে আব্রিয়তে আবরণধর্ম্মেণ স্ত্রীত্বাদিনা ধর্ম্মী অপি তথোচ্যতে ইতি ভাবঃ। রক্ষ্যতে ইত্যত্র যুজ্যতে ইতি পাঠান্তরম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—জীবাত্মা অবশ্যই প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক নহেন। তিনি বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলে যখন যে শরীর ধারণ করেন, তখন তাহাতেই তাঁহার আত্মাভিমান হয় এবং অন্যেও তাঁহাকে তাদৃশ বলিয়াই মনে করে। আরও লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এই জন্মে যিনি কর্ম্মফলে স্ত্রীদেহ পাইয়াছেন, পর জন্মে হয়তো অন্য দেহ লাভ করিবেন। সুতরাং দেহবিচারে জীবের স্বরূপ-বিচার হইতে পারে না কারণ দেহ হইতে দেহী জীব পৃথক্।

সাধক ভগবদ্ ভজনের ফলে মুক্তাবস্থায় যে পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার স্বরূপগত দেহ ॥১০॥

শ্রুতিঃ—সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[কর্ম্মানুসারে জীব নানা রূপ গ্রহণ করে, সেই কর্ম্মের কারণপরম্পরা আছে—যথা] সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ

চ (প্রথমে মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া সেই বিষয় পাইবার কামনা করে, পরে তাহা স্পর্শ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাতে মনের সংযোগ জন্মায়, ক্রমে তাহা অনুভব করে, পরে তাহাতে মুগ্ধ হয়—এইরূপে ভালমন্দ বিষয় ভোগ করিবার মোহ দ্বারা) দেহী (জীবাত্মা) গ্রাসাম্বু-বৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধি-জন্ম (অন্ন বা খাদ্য ভক্ষণ দ্বারা পুষ্টি ও মেঘ নিঃসৃত বৃষ্টি-যোগে ভূপতিত হইয়া উৎপত্তি যাহাতে যাহাতে আছে সেইভাবে) অনুক্রমেণ (ক্রমানুসারে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের পর সূর্য্য-রশ্মিতে মিলিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়, মেঘ হইবার পর বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইয়া শস্যাদিরূপে পরিণাম লাভ করে, পরে অন্নের ভোজনে-জাতশুক্র-শোণিত সংযোগে দেহধারণ করে এইরূপে) কর্ম্মানুগানি (সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মানুসারে) স্থানেষু (দেবলোক, মনুষ্যলোক অথবা নরকে) রূপাণি (দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি শরীর ও স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকাদি শরীর) অভিসম্প্রপদ্যতে (যথাযথভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥১১॥

অনুবাদ—সাধারণতঃ জীব সঙ্কল্পানুসারে বিষয়সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, পরে ইন্দ্রিয়-সংযোগ দ্বারা তাহার অনুভূতি লাভ করে এবং তাহাতে মত্ত থাকে। তত্ত্বচিন্তা করে না, সে কারণ সে মৃত্যুর পর কর্ম্মানুসারে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতেই দেহের পুষ্টি ও বৃষ্টিসহকারে অধঃপতনের পর শস্যাদি হইতে শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া দেহধারণ করে ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দেহপ্রাপ্তৌ হেতুমাহ—

পুণ্যবিষয়সঙ্কল্পগঙ্গাদিলক্ষণপুণ্যবস্তুস্পর্শতাদৃশবস্তুদর্শনযাগদানহোমাদিভিরাত্মনো বিশুদ্ধিযুক্তং জন্ম উৎকৃষ্টং জন্মেতি যাবৎ অনেন ক্রমেণ

কর্ম্মানুসারি তেষু তেষু ব্রাহ্মণাদিষু যোনিষু পর্য্যায়েণ প্রপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্যসৌ স্বরূপতঃ প্রাকৃতশরীররহিতঃ কথং তর্হি তস্য শরীরপরিগ্রহস্তত্রোচ্যতে—কর্ম্মবশাদেব নানালিঙ্গানি শরীরাণি নানাস্থানেষু গৃহ্লাতি তথাহি—মানসসঙ্কল্পানুসারেণ বিষয়-সৌন্দর্য্যাৎ আকৃষ্টঃ সন্ তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রথমতস্তস্য কামো জায়তে ততঃ সঙ্কল্পসিদ্ধ্যর্থমিন্দ্রিয়ব্যাপারমাচরতি, তেন চ স তং বিষয়মনুভবতি, তদ্রসাস্বাদেন চ তত্র মুহ্যতি এবং শুভাশুভবিষয়ককর্ম্মাচরণেন তৎপরিপাকভূতানি দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিশরীরাণি লভতে। তত্রায়ং ক্রমঃ, তথাহি গোবিন্দভাষ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ—'অথ যত্রৈতস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যেথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে' ইত্যাদি ততশ্চ ভোগান্তে ততঃপতনে এবং ব্যুৎক্রমেণ পতনমুক্তম্। স্মৃতিশ্চ 'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানীতি', তন্মূলীভূতা স্মৃতিঃ পুনঃ 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজে'তি ॥১১॥

তত্ত্বকণা—প্রাকৃত শরীররহিত জীবাত্মার শরীর গ্রহণের হেতু দেখাইতেছেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব ভোগসঙ্কল্প দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাক্রমে স্পর্শ ও দৃষ্টিবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে কর্ম্মানুযায়ী নানাবিধ দেহ প্রাপ্ত হয়, কভু দেব, কভু নর, কভু পশু-পক্ষ্যাদি।

বিবিধ জন্মসম্বন্ধে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মোহপূর্ব্বক সংকল্প, স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের দ্বারা সহবাস হওয়ায় জীব মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, মাতার ভোজন এবং পানাদি দ্বারা উহার শরীর বৃদ্ধি-ক্রমে জন্ম লাভ হয়। বিভিন্ন যোনিতে জীব-শরীরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। অণ্ডজ, স্বেদজ, জড়ায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ-

ভেদে চারিপ্রকার দেহ লাভ দেখা যায়। মূলকথা—কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য বিভিন্ন লোকে গমন করিতে হয় এবং ক্রমশঃ এক এক কর্ম্মে এক এক প্রকার শরীর লাভকরতঃ বারবার জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে পতিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ৩।৩১।১)

গর্ভস্থ ভাগ্যবান্ জীবের বাক্যেও পাই,—

"যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে-
চ্ছন্নোঽযথেন্দ্রিয়গুণার্থচিদাত্মকোঽহম্।
তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেনং
বন্দে পরং প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পুমাংসম্॥" (ভাঃ ৩।৩১।১৪)

দেবর্ষি নারদের বাক্যেও পাই,—

"কর্ম্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্ত্তিনা।
কর্ম্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ॥" (ভাঃ ৭।৭।৪৭) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—দেহী (জীবাত্মা) স্থূলানি (প্রস্তরাদি অথবা কার্য্যাত্মক ব্যক্তরূপ) সূক্ষ্মাণি চ (সূক্ষ্মপরিমাণ কারণাত্মক দুর্জ্ঞেয়) বহূনি (অনেকপ্রকার) রূপাণি (শরীর, আকৃতি সমুদয়) স্বগুণৈঃ (নিজকাম, কৃতকর্ম্ম ও বাসনাবশতঃ) বৃণোতি (প্রাপ্ত হয়);

ক্রিয়াগুণৈঃ (কর্ম্মফলবশতঃ জরামরণাদি শরীর-ধর্ম্ম) আত্মগুণৈঃ চ (এবং আত্মগুণ বুদ্ধিগুণ সঙ্কল্পাদির সহিত) তেষাং (সেইসকল শরীর-ধর্ম্মের) সংযোগহেতুঃ (সংযোজক) অপরঃ অপি (অন্য আত্মা পরমেশ্বরও) দৃষ্টঃ (জীবভিন্নরূপে লক্ষিত হয়। জীব স্বয়ং স্বকৃত প্রাক্তন কর্ম্মফলের ও জ্ঞানাদিগুণের যোজক হইতে পারে না, এজন্য অবশ্যই পরমেশ্বর স্বীকরণীয়) ॥১২॥

অনুবাদ—জীব নিজকর্ম্মফলে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেকপ্রকার শরীর ধারণ করে। কিন্তু পরমেশ্বর সেইসকল শরীরে প্রাক্তন কর্ম্মফল, সংস্কার ও জ্ঞানাদি গুণ যোজনা করিয়া থাকেন, এজন্য তিনিও জীবদেহ-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে আছেন দৃষ্ট হন, কিন্তু পরমেশ্বর কর্ম্মাতীত ও গুণাতীত ; এমন কি, জীবও স্বরূপতঃ গুণাতীত ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যো মশকমাতঙ্গাদি স্থূলসূক্ষ্মরূপাণি বহুবিধান্যপি তত্তৎফলাভিসন্ধ্যাদিলক্ষণরাগাদিরূপাত্মগুণপ্রযুক্তযাগাদিরূপক্রিয়ালক্ষণৈ-র্গুণৈর্হেতুভির্ভজতে তাদৃশাত্মগুণযোগে চ পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মৈব হেতুর্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং জীবস্বরূপং নিরূপ্য তস্য বিবিধশরীর-পরিগ্রহে হেতুং তৎকর্ম্মতৎফলযোজনঞ্চ জীবে পরমেশ্বরকর্ত্তৃকং প্রদর্শ্য তস্যাভ্যুপেয়ত্বং প্রদর্শয়তি—স্থূলানি—ভৌতিকানি, সূক্ষ্মাণি চ লিঙ্গাত্ম-কানি, রূপাণি উপাধীন্, স্বগুণৈঃ স্বস্য কর্ম্মভিঃ বৃণোতি প্রাপ্নোতি, তেষাং স্থূলসূক্ষ্মরূপাণাং ক্রিয়াগুণৈঃ কর্ম্মফলৈঃ, আত্মগুণৈশ্চ জ্ঞানাদিভিঃ সহ সংযোগহেতুঃ সংযোগকারণং অপরোঽপি জীবাত্মভিন্নঃ পৃথগেব পরমেশ্বরো দৃষ্টঃ অনুমিতঃ, শ্রুত্যন্তরঞ্চ 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি ॥১২॥

তত্ত্বকণা—বহির্ম্মুখ জীব নিজকৃত কর্ম্মসংস্কার হইতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় তথা পঞ্চভূতসমুদায় এবং শরীরের ধর্ম্মে যুক্ত হওয়ার দরুণ অহংতা ও মমতা আদি নিজগুণে বশীভূত হইয়া বিভিন্ন শরীর ধারণ করে। অর্থাৎ শরীর-ধর্ম্মে অহংতা ও মমতা পূর্ব্বক তদ্রূপ হইয়া নানাপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম লাভ করে। কিন্তু এইপ্রকার জন্মগ্রহণ-বিষয়ে জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। জীবের সংকল্প ও কর্ম্মানুসারে ইহাকে বিভিন্ন যোনিতে সম্বন্ধযুক্ত করিবার শক্তি অপর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরের আছে। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই রহস্য অবগত থাকেন।

কর্ম্ম-সংস্কারের নাম ক্রিয়াগুণ, সমস্ত তত্ত্বের সমুদায়রূপ শরীরকে দেখা, শুনা ও বুঝা প্রভৃতি শক্তির নাম আত্মগুণ এবং উহার সম্বন্ধ হইতে জীবের যে অহংতা, মমতা, আসক্তি আদি জন্মে উহার নাম স্বগুণ বলা যায়।

শ্রীভগবান্ই একমাত্র কর্ম্মফল-দাতা,—

"যো দুর্ব্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥" (ভাঃ ১০।৪৯।২৯)

অর্থাৎ যিনি অচিন্ত্য-মার্গানুষায়িনী নিজমায়াদ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া জীবের কর্ম্ম ও তৎফল সমূহের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন এবং যাঁহার দুর্জ্জেয় ক্রীড়াই এই সংসার চক্রের আবর্ত্তনের একমাত্র কারণ, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"যস্ত্বত্র বদ্ধ ইব কর্ম্মভিরাবৃতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ীমবলম্ব্য মায়াম্।
আস্তে বিশুদ্ধমবিকারমখণ্ডবোধ-
মাতপ্যমানহৃদয়েঽবসিতং নমামি ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।১৩) ॥১২॥

**শ্রুতিঃ—অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—কলিলস্য (দুর্গম সংসারের) মধ্যে (মধ্যে ব্যাপ্ত) অনাদি (উৎপত্তিহীন) অনন্তম্ (নাশহীন অর্থাৎ কূটস্থ) বিশ্বস্য (চরাচর সমস্ত জগতের) স্রষ্টারং (সৃষ্টিকর্ত্তা) অনেকরূপম্ (বহুরূপে বর্ত্তমান) [তথা] বিশ্বস্য (জগতের) পরিবেষ্টিতারম্ (বেষ্টনকারী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক) একম্ (এক—অদ্বিতীয়) দেবং (দ্যোতনশীল পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (সর্ব্বনিয়ন্তা, অনন্তকরুণাধার, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া জানিলে অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিলে ; সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও বাসনা পাশ হইতে) মুচ্যতে (জীব মুক্ত হয়) ॥১৩॥

অনুবাদ—জীব যখন পরমেশ্বরকে যথার্থ স্বরূপে জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি অনন্যভক্তি আশ্রয় করে, তখনই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জন্মে, সেই প্রেমাধীন ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাহাকে শ্রীচরণে আশ্রয়

দিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন —পরমেশ্বর অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার; জীবের যেরূপ কর্ম্মবশে নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ হয়, তাঁহার তাহা নহে, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন কিন্তু অতি দুর্গম গহন-প্রদেশে তাঁহার স্থিতি অর্থাৎ তিনি সহজে জ্ঞেয় নহেন। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, নানা আকারে জগৎ ব্যাপিয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সমান কেহ নাই, অধিকও নাই, তিনি অদ্বিতীয়, সমস্ত চেতন বস্তুর চৈতন্যাধায়ক, এইভাবে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কথাটি এই—যখন জীব বুঝিতে পারে যে, তাহার কোন স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, পরমেশ্বর ভিন্ন তাহার কোন গতি নাই, একমাত্র তিনিই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, সকল জীবের মধ্যেই তিনি অন্তর্য্যামিরূপে আছেন, যখন জীব নশ্বর বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, এবং শম, দম, তিতিক্ষা লইয়া পরমেশ্বরের ভক্তি লাভকরতঃ তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ক্রমে তাঁহার অনুগ্রহে জীবের সমস্ত পাশ ছিন্ন হয় ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কলিলস্য মধ্যে কার্য্যস্য মধ্যে। শিষ্টং পূর্ব্ববৎ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং স জীবোঽবিদ্যা-কাম-কর্ম্মবাসনাবশাৎ নানাযোনিষু পরিভ্রমন্ যদি কদাচিৎ সাধুসঙ্গবশাৎ ঈশ্বরানুগ্রহাৎ তৎসাধন-ভক্তিসম্পন্নঃ সন্ সাধ্যভক্তিমর্জ্জয়তি তর্হি ভক্ত্যারাধিত-শ্রীহরিকৃপয়া অবিদ্যাদিসংসারপাশবিমুক্তো ভবতীত্যাহ অনাদ্যনন্তমিতি ঈশ্বরস্য স্বরূপবিশেষণম্, বিশ্বস্য স্রষ্টারমিতি তটস্থলক্ষণম্ এবং স্বাতিরিক্তলক্ষণ-বত্ত্বেন জ্ঞাত্বা মুচ্যতে তদেবাহ—কলিলস্য মধ্যে স্থিতমিতি তস্যাশ্রয় উক্তঃ, তত্র সূক্ষ্মে দেশে স্থিতস্যাপি তস্য বিশ্বব্যাপকত্বমচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাৎ—

এবমনেকরূপম্ সর্ব্বত্র তদাত্মকবুদ্ধ্যর্থমিদমুক্তম্, বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারং অন্তর্ব্বহিশ্চ বিশ্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তং, একং সজাতীয়াদিভেদত্রয়রহিতম্, দেবং চৈতন্যাধায়কং সর্ব্বশক্ত্যাধায়কং বা পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা ধ্যাত্বা উপাসনাং কৃত্বেত্যর্থঃ তৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনা-ময়ৈঃ—সংসার-বন্ধনহেতুভিঃ মুচ্যতে পরিহীয়তে ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ স্ববিমুখ জীবগণকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ করান, তিনি স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান, তিনিই আবার সর্ব্ব জগতে পরিব্যাপ্ত থাকেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই অর্থাৎ তিনি উৎপত্তি, বিনাশ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদিরূপ সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত। সর্ব্বদা একরস, তথাপি সমস্ত জগৎ রচনা পূর্ব্বক বিবিধরূপে বিরাজমান থাকেন এবং এই সমস্ত জগৎ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ করেন। সেই একমাত্র সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের নিয়ন্তা বা শাসনকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম-তত্ত্বকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নিজ নিত্য উপাস্য জানিয়া ভজন করিতে পারিলে তাঁহারই কৃপায় সর্ব্বথা সমস্ত মায়িক বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীহরিভজন ব্যতীত জীবের সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণের অন্য পন্থা নাই। শ্রুতিও বলেন—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্র-
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ॥" (ভাঃ ৫।১৮।৩২)

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

"নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ
কর্ম্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥"

(ভাঃ ৭।৯।৪৯-৫০)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়ও পাই,—

"যস্মাদধ্যয়নাদিভিস্তজ্জ্ঞানং ন ভবেত্তস্মাত্তজ্জ্ঞানার্থমাগ্রহং পরিত্যজ্য সর্ব্বপুরুষার্থসারস্য ত্বৎপ্রেম্নঃ সাধনার্থমেব যতেতেত্যাহ—হে অর্হত্তম।"

শ্রুতিও বলেন,—

"কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে"
"নানুধ্যায়াদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।"

(বৃঃ ৪।৪।২১);

স্মৃতিতেও পাই,—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥"

(গীঃ ২।৫২) ॥১৩॥

শ্রুতিঃ—ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[কি উপায়ে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বলিতেছেন—] ভাবগ্রাহ্যম্ (তাঁহাকে একমাত্র ভক্তিদ্বারা পাওয়া যায়) [নতুবা তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই, যেহেতু—] অনীড়াখ্যম্ (তিনি প্রাকৃত শরীররহিত বলিয়া অশরীরী নামে খ্যাত) [অতএব জড়ীয় প্রত্যক্ষপ্রমাণের অতীত, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে ; কি হেতু দ্বারা ?] ভাবাভাবকরম্ (তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা—এই হেতু) [যদি তাহাই হয়, তবে কি তিনি কামনাদির বশীভূত ? না, তাহা নহে ;] শিবম্ (অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য —কামনা-কর্ম্ম বাসনারহিত, কল্যাণময় স্বরূপ), [কাহাদের সৃষ্টি করেন?] কলাসর্গকরম্ (প্রাণ প্রভৃতি নাম পর্য্যন্ত ষোলটি ভাবপদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা) দেবম্ (এবংবিধ চৈতন্যময় অচিন্ত্যশক্তিশালী সেই পরমেশ্বরকে) যে বিদুঃ (যাঁহারা জানিয়াছেন) তে (তাঁহারা) তনুং (এই অবিদ্যাকার্য্য ভৌতিক শরীর) জহুঃ (ছাড়িয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন) ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—তিনি কি উপায়ে গ্রহণীয় হইবেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি ভাবগ্রাহ্য ; একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিদ্বারা গ্রহণীয় অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তের উপর কৃপা করিয়া তিনি আত্মস্বরূপ দর্শন করান। নতুবা তাঁহাকে জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার কোন

উপায় নাই যেহেতু তিনি অনীড়াখ্য অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরাদিরহিত বলিয়া অশরীরী নামে অভিহিত অথবা প্রাকৃত নামরূপহীন। কিন্তু তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যেহেতু তিনিই একমাত্র সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা অথচ অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য কামকর্ম্ম-বাসনাশূন্য, পরম কল্যাণময়স্বরূপ। প্রাণ প্রভৃতি নাম পর্য্যন্ত ষোড়শ বিকারের তিনি উৎপাদক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভক্তবৎসল শ্রীহরিকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারাই জড় শরীরপরিগ্রহরহিত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতিবিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভাবগ্রাহ্যং ভক্তিগ্রাহ্যং অনীড়ত্বেন অনিলয়ত্বে-নানাধারত্বেন খ্যাপ্যমানং বিশ্বস্য ভাবাভাবকরং সর্গসংহারকরং সর্ব্বদা শুভাস্পদং প্রাণাদিনামান্তানাং কলানাং সর্গকারণং যে পূর্ব্বং জ্ঞাতবন্তস্তে প্রকৃতিবিনির্ম্মুক্তা বভূবুরিত্যর্থঃ; দ্বিরুক্তিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থা ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃতা প্রকাশিকা সমাপ্তা ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রত্যক্ষাদিষু প্রমাণেষু কেন প্রমাণেন উপায়েন বা অসৌ গ্রাহ্যস্তদাহ—ভাবগ্রাহ্যমিত্যাদিনা সঃ শুদ্ধয়া ভক্ত্যা দৃশ্যো ভবতীতি নতুবা জড়প্রত্যক্ষাগম্যঃ, নতু যস্য কস্যচিদ্ দৃশ্যস্তদাহ— অনীড়াখ্যম্ নীড়ং শরীরং আখ্যাচ নামচ তদ্রহিতম্ দ্বিধাহি প্রাকৃতবিষয়স্য

প্রত্যক্ষং ভবতি নাম্না রূপেণ চ যথা অয়ং ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদ্যাকার ইতি নাসৌ তথা তস্য প্রাকৃতনামরূপরহিতত্বাৎ। যদি চ তথা তর্হি কথং ভাবগ্রাহ্যঃ ইতি চেৎ ভক্তে করুণয়া স্বেচ্ছয়া হরিস্তং স্বাত্মানং স্বশরীরং অপ্রাকৃততনুং দর্শয়তে ইতি। স জড়প্রত্যক্ষবদনুমানগম্যোঽপি ন, কেন হেতুনা স্বীকর্ত্তব্যম্ কিন্তু সঃ শব্দগম্যঃ যথা 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি ব্রহ্মসূত্রম্ ভাবাভাবকরত্বেন হেতুনা যথা ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ এবং জগৎপ্রলয়ঃ পুরুষবিশেষসাধ্যঃ কার্য্যত্বাদিতি চ অত-এবোক্তং ভাবাভাবকরম্। নন্থ তস্য সৃষ্টিপ্রলয়কর্ত্তৃত্বে শরীরিত্বাপত্তিঃ শরীরাস্তর্ভাবেণ চেষ্টাকৃত্যোঃ সামানাধিকরণ্যাদিতি অতএব সৎপ্রতি-পক্ষঃ ক্ষিতির্নিকর্তৃজন্যা শরীরাজন্যত্বাদিতি চেন্ন তস্য শিবস্বরূপত্বাৎ অপ্রাকৃতশরীরত্বম্ তদাহ—শিবম্ অবিদ্যা-তৎকার্য্য-কামকর্ম্মবাসনা-হীনম্ পরমকল্যাণময়স্বরূপমিত্যর্থঃ। ন চ প্রাণাদীনামেব কর্তৃত্বং কৃতিপ্রযোজকত্বাদিতি বাচ্যম্ 'স প্রাণমসৃজতে'ত্যাদিশ্রুত্যা তস্য প্রাণাদিজনকত্বোক্তেঃ তথাচ কলাসর্গকরং কলানাং প্রাণাদি-নামান্তানাং বিকারাণাং সৃষ্টিকর্ত্তারম্ এতেনাগমগম্যত্বমপি তস্যেতি সূচিতম্। এবম্ প্রাকৃতশরীররহিতস্যাপি সৃষ্টিযোগ্যতা দেবত্বা-দেবেত্যুচ্যতে দেবম্ অচিন্ত্যশক্তিমন্তং চৈতন্যময়মানন্দৈকরসং পরমেশ্বরং যে বিদুঃ জ্ঞাতবন্তঃ ছান্দসোদ্বিত্বাভাবোঽভ্যাসলোপোবা, তেঽপি প্রাকৃতশরীরং জহুঃ পরিহৃতবন্তঃ মুক্তাভূতা ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"
(গীঃ ৪।৯)" ইতি ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়স্য "শ্রুত্যর্থবোধিনী" টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহারে সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পাইবার উপায় বলিতেছেন। 'ভাবগ্রাহ্যম্' অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১), শ্রীগীতাতে তিনি বলিয়াছেন,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" (গীঃ ৮।২২)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—

"যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ" (ভাঃ ৭।৯।৪৭) অর্থাৎ দারুতে অবস্থিত অগ্নি যেরূপ মথনেরই দ্বারা পাওয়া যায় অন্যপ্রকারে নহে, তদ্রূপ বিবেকিগণ ভক্তিযোগ দ্বারা আপনাকে প্রত্যক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাদি দ্বারা নহে।

শ্রীগজেন্দ্রও বলিয়াছেন,—

"তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্॥"
(ভাঃ ৮।৩।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১৭পঃ)

শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মাদি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিতে পারিলে সেই তত্ত্বজ্ঞের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিনি শ্রীভগবান্‌কেই পাইয়া থাকেন ; ইহা শ্রীগীতাতেও পাওয়া যায়,—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।" (গীঃ ৪।৯)

শ্রীভগবানের প্রাকৃত শরীরাদি না থাকিলেও তিনি যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ, স্বমায়য়া তান্যনুকামমৃচ্ছতি॥"
(ভাঃ ৮।৩।৮)

শ্রুতিতেও—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' (শ্বেঃ ৬।১৯); 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' (কঠ ১।৩।১৫)—শ্রীভগবানের নামরূপাদির মায়িকত্ব নিষেধ করিয়া—সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্ব-গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ'—(ছাঃ ৩।১৪।৪)—ঐ সকলের অমায়িকত্ব বিধান করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যে নিজ ভক্তকে কৃপাপূর্ব্বক নিজস্বরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥"
(ভাঃ ৬।৪।৩৩)

ভক্তগণ যে জীবদ্দশায় শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"যান্তি মামেব নির্গুণাঃ" (১১।২৫।২২)।

শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপাদির বিষয় বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১)

আরও বলিয়াছেন,—

"অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব—চিদানন্দ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩৪-১৩৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও স্বীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফলভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশ-বস্তু, নিত্য, চিন্ময় ও আনন্দময়। গুণান্তর্গত জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর জড়ীয় পার্থক্য আছে, একত্ব নাই; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণে তাদৃশ 'ভেদ' নাই।"

শ্রীভগবানের শ্রীরূপ যে স্বপ্রকাশ তাহা কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—"নায়মাত্মা…বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥" (কঠ ১।২।২৩) ॥১৪॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রুতিঃ—স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[কাল, স্বভাব প্রভৃতিকে কেহ কেহ প্রপঞ্চ সৃষ্টির কর্ত্তা মনে করেন, তবে কি জন্য পরমেশ্বরকে কলাসৃষ্টিকর বলা হইল ? এই আশঙ্কার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন] একে (কোন কোন) কবয়ঃ (বিচারনিপুণ প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি) স্বভাবম্, (বস্তু-স্বভাবকে কারণ) বদন্তি (নিরূপণ করেন) তথা (সেই প্রকার) অন্যে (অপর সমীক্ষাকারিগণ) পরিমুহ্যমানাঃ (ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত হইয়া) কালং [কারণং বদন্তি] (কালকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন) তু (কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে) লোকে (এই জগতে) দেবস্য (লীলাময় অনন্তশক্তির আধার শ্রীহরিরই) এষঃ মহিমা (এই মহিমা, এই জগৎসৃষ্টি-কার্য্য মাহাত্ম্যের পরিচয় ; কাল, স্বভাব প্রভৃতির নহে) যেন (যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) ব্রহ্মচক্রম্ (জগৎচক্র) ভ্রাম্যতে (ঘূর্ণিত হইতেছে, আবর্ত্তিত হইতেছে) ॥১॥

অনুবাদ—ঈশ্বরমায়ায় মোহিত কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বস্তুস্বভাব বা বস্তুশক্তিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন, আবার কোন কোন

অবিবেকী ব্যক্তি কালকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহা অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরেরই প্রভাব, যাহা দ্বারা এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎচক্র ঘুরিতেছে ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুনরপি পরমাত্মনো গুণান্ বক্তুম্ অধ্যায়ান্তরারম্ভঃ।

কেচন লোকায়তিকাঃ জগচ্চক্রপরিকৃতিহেতুং স্বভাবং বদন্তি, অন্যে ভগবন্মায়ামোহিতাঃ কালকর্ম্মাদিকং বদন্তি, তদিদমৌপনিষদ-পরমপুরুষ-বরণীয়তাহেতুভূতগুণবিশেষবিরহিতানাং জল্পিতং, পরমাত্ম-মহিম্নৈব ব্রহ্মাশ্রিতং জগচ্চক্রং ভ্রাম্যতে ইত্যর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রথমাধ্যায়ে কালস্বভাবাদীনাং কারণতাবাদঃ প্রস্তুতঃ পরিহৃতশ্চ সঙ্ক্ষেপতঃ 'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামি'ত্যাদিনা। অস্মিংস্তু ষষ্ঠেঽধ্যায়ে পুনর্ব্বিচার্য্যতে স্বভাবমিত্যাদিনা একে কেচিৎ কবয়ঃ প্রতিভাবন্তঃ স্বভাবম্ বস্তুশক্তিং বদন্তি জগৎকারণত্বেন নির্দ্দিশন্তি, তথা তদ্বৎ অন্যে অবিবেকিনঃ পরিমুহ্য-মানাঃ ঈশ্বরমায়য়া অভিভূয়মানাঃ সন্তঃ কালং কারণং বদন্তি 'কালোহি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে' ইতি 'কালঃ কলয়তামহমি'তিচ ভগবদুক্তেঃ'। কালস্বভাবগ্রহণমন্যেষামপি ভূতাদীনামুপলক্ষণম্। তু পূর্ব্বাপরিতোষে, তত্ত্বতঃ পুনঃ দেবস্য অচিন্ত্যানন্তশক্তেঃ পরমেশ্বরস্য এষঃ জগৎসর্গঃ, মহিমা মাহাত্ম্যং লোকে জগতি বরীবর্ত্ততে, যেন দেবেন মহিম্না বা ব্রহ্মচক্রম্—কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্মচক্রং ভ্রাম্যতে আবর্ত্ত্যতে পরিচাল্যতে ইত্যর্থঃ স এব কলাসর্গকর ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥১॥

তত্ত্বকণা—কোন কোন বিদ্বন্মন্য ব্যক্তি জগৎসৃষ্টির কারণরূপে স্বভাবকে বর্ণন করেন অর্থাৎ পদার্থের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে,

যেমন অগ্নির প্রকাশনশক্তি ও দাহশক্তি। আর কেহ কেহ ঈশ্বর-মায়ামোহিত অবিবেকী ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ কালকেই জগৎকারণ বলিয়া থাকেন। কারণ প্রত্যক্ষে দেখা যায় যে, কালে বস্তুগত শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, যেমন বৃক্ষের ফলাদি উৎপন্ন করার শক্তি, স্ত্রীগণে গর্ভাধান শক্তি ঋতুকালেই হইয়া থাকে। ইহারা নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করিয়া জড় বৈজ্ঞানিক মোহে পতিত হইয়া জগৎসৃষ্টির বাস্তবিককারণ জানিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে ইহা অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির কারণ পরমদেব সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের মহিমা। জগতের বিচিত্র রচনা দর্শন পূর্ব্বক উহার বিচার করিলে অচিন্ত্যশক্তিশালী ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ পায়। স্বভাব ও কাল-আদি শক্তিসমূহের অধিপতি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তিনিই সংসারচক্র ঘুরাইতেছেন। যাঁহারা এই রহস্য অবগত হইয়া এই সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে চান, তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীভগবানের শরণ লওয়া।

বেদান্তসূত্রে আছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (বেঃ সূঃ ১।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাহগুণো বিভুঃ॥"
(ভাঃ ১।২।৩০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণকারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ।
প্রকৃতি কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৫।৫৯-৬১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥" (গীঃ ৯।১০)

বেদান্তসূত্রেও পাই,—'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ'। (বেঃ সূঃ ২।২।৪২) ॥১॥

শ্রুতিঃ—যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—যেন (যে ভগবান্ কর্ত্তৃক) ইদং (এই পরিদৃশ্যমান) সর্ব্বং হি (নিশ্চিতভাবে সমস্ত জগৎ) নিত্যং (নিয়ত) আবৃতং (পরিবেষ্টিত—ব্যাপ্ত রহিয়াছে), যঃ (যিনি) জ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ) কালকারঃ (কালের সৃষ্টিকর্ত্তা বা কালের প্রবর্ত্তক) গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন, অথবা জগৎসৃষ্টির হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতা) সর্ব্ববিদ্ (সমস্ত বস্তুর অধিপতি অর্থাৎ সমস্ত বস্তুকে যিনি আয়ত্ত করিয়া আছেন) তেন (তাঁহার দ্বারা) ঈশিতং (পরিচালিত) কর্ম্ম (এই সৃষ্টিকার্য্য) বিবর্ত্ততে (প্রবাহরূপে ঘুরিতেছে) হ (ইহা সুপ্রসিদ্ধ) [সেই কার্য্যই] পৃথ্ব্যপ্‌-তেজোঽনিলখানি (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ স্বরূপ) [ইহা] চিন্ত্যম্ (চিন্তনীয়) ॥২॥

অনুবাদ—যাঁহা কর্ত্তৃক এই চরাচর বিশ্ব নিয়মিতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তিনি স্বভাব নহেন, কারণ—স্বভাব প্রতিবস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আশ্রয় করিয়া আছে সুতরাং উহা অব্যাপক, যিনি ব্যাপক তিনি পরমেশ্বর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই জগৎস্রষ্টা, প্রকৃতি জড় অতএব তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। তিনি কালেরও প্রবর্ত্তক, সুতরাং কালকেও জগৎকর্ত্তা বলা চলে না, তিনি সর্ব্বাশ্রয় ও নিরপেক্ষ অতএব পরতন্ত্র জীব কারণ হইতে পারে না। জীবের অদৃষ্টও কারণ হইতে পারে না যেহেতু ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই তাহা সৃষ্টিরূপে পরিণত হইতেছে। এইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি ভূতপঞ্চকও তাঁহার দ্বারা সুশাসিত হইয়া কার্য্য করিতেছে অতএব পরমেশ্বরই যে সর্ব্বকারণ-কারণ, ইহা চিন্তনীয় ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যো নিত্যং সর্ব্ববস্তুব্যাপকঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কালং স পচতে 'ন কালস্তত্র বৈ প্রভুরিত্যর্থঃ' কালস্যাপি পাচকঃ 'তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ, সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ' ইতি সর্ব্বজ্ঞানপ্রকারবান্, ক্রিয়ত ইতি কার্য্যতয়া কর্ম্মশব্দিতং পঞ্চভূতাত্মকং জগৎ তেন পরমাত্মনা স্যাদিতি সঙ্কল্পমাত্রমাত্মবিষয়ীভূতং সৎ বিবর্ত্ততে নিষ্পদ্যতে, তদেব হৃদি চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ স্বভাবাদিকারণবাদিনঃ প্রত্যাহ—যেনেত্যাদি যেন পরমেশ্বরেণ ইদং সর্ব্বং জগৎ নিত্যং নিয়মেন আবৃতং ব্যাপ্তমেতেন স্বভাবঃ প্রত্যুক্তঃ তস্য নানাত্বাৎ সহকারিকারণসাপেক্ষত্বাৎ অনিয়তত্বাচ্চ। যঃ পরমেশ্বরঃ জ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্, প্রবৃত্তিং প্রতি উপাদানপ্রত্যক্ষস্য কারণত্বাৎ প্রধানস্য জড়ত্বেন তদসম্ভবাৎ, তেন প্রকৃতিবাদঃ খণ্ডিতঃ, কিঞ্চ যঃ কালকারঃ কালস্য কর্ত্তা তথাহ্যুক্তং 'সূর্য্যা-

চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়’দিতি। কালস্য কার্য্যত্বে কারণত্বং ন সম্ভবতি। ইতি কালপ্রতিক্ষেপঃ। গুণী স হি গুণানাম্ অধিষ্ঠাতা এতেন গুণবাদো নিরস্তঃ, কিঞ্চ যঃ সর্ব্ববিদ্—সর্ব্বং বিন্দতি ইতি লাভার্থক বিদেঃক্বিপ্ সর্ব্বাধিপতিঃ স্বতন্ত্র ইতি ন তু জীববৎপরতন্ত্র ইতিজীব-কারণতাবাদো নিরস্তঃ। তেন পরমেশ্বরেণ ঈশিতং নিয়ন্ত্রিতং পরিচালিতং কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং বিবর্ত্ততে পরিণমতি হেতি প্রসিদ্ধমেতৎ ন তু স্বাধীন্-ভাবেন কর্ম্মণঃ পরিণামঃ, ইতি কর্ম্মবাদো ন সঙ্গতঃ তচ্চকর্ম্ম পৃথ্যপ্-তেজোঽনিলখানি ক্ষিত্যাদিপঞ্চকং; ইতি চিন্ত্যম্ বিচারণীয়ম্ এতেন ভূতকারণতাবাদঃ প্রত্যুক্তঃ, অতো ন স্বভাবাদিবাদে ভ্রমিতব্যম্। কিন্তু অপহতপাপ্মত্বানন্তশক্তিকত্বাদ্যষ্টবিধগুণশালী শ্রীহরিরেব জগৎকর্ত্তা ইতিধ্যেয়ম্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—যে জগন্নিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সমগ্র জগৎ নিত্যই ব্যাপ্ত, যিনি কালেরও সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরিচালক, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-প্রকার দিব্যগুণসম্পন্ন চিন্ময়বস্তু, যিনি সর্ব্ববেত্তা অর্থাৎ সমগ্র জগতের জ্ঞাতা হইয়া সমগ্র জগৎ নিজ নিয়মাধীনে পরিচালনা করিয়া থাকেন, পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত যাঁহার সৃষ্ট এবং যাঁহার শক্তিতে ও যাঁহার শাসনে স্ব-স্ব কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, কেনোপনিষদে যক্ষপুরুষের আখ্যান দ্বারা যাঁহা জ্ঞাত, সেই রহস্যময়তত্ত্ব অবগত হইয়া মানবের সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকেই সর্ব্বকারণ-কারণ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

এই শ্রুতি মন্ত্রের দ্বারা স্বভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, কালবাদ, কর্ম্মবাদ, গুণবাদ, জীববাদ, ভূতকারণতাবাদ প্রভৃতি সমস্ত মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে, ইহা বিজ্ঞগণের বিচারণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥"
(ভাঃ ২।৫।১৪)

বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য-প্রারম্ভে,—

"ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে, তেষু বিভু-চৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি, ইত্যাদি।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥" (ভাঃ ২।১০।১২)

পরমাত্ম-সন্দর্ভে ৫৩ সংখ্যায়,—"কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ। স্বভাবো-দ্রব্যক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহঃ প্রবাহস্ত্বন্মায়ৈষ-তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥"　॥২॥

শ্রুতিঃ—তৎকর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্ব্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর চিন্তনীয় বিষয় বলিতেছেন,—] তৎকর্ম্ম (সেই পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য) কৃত্বা (করিয়া) ভূয়ঃ (আবার) [তাহা] বিনিবর্ত্ত্য (প্রত্যবেক্ষণ করিয়া) তত্ত্বস্য (আত্মতত্ত্বের অর্থাৎ চেতনের) তত্ত্বেন (পৃথিব্যাদি তত্ত্বের সহিত) যোগং (সম্বন্ধ)

সমেত্য (যোগ করাইয়া) [কোথায়ও] একেন (একটির সহিত অর্থাৎ কেবল পৃথিবীর সহিত) [আবার কোথায়ও] দ্বাভ্যাং (পৃথিবী ও জল উভয়ের সহিত) [আবার ক্ষেত্রবিশেষে] ত্রিভিঃ (পৃথিবী, জল ও অগ্নি এই তিনটির সহিত) অষ্টভিঃবা (কোথায়ও বা অষ্ট প্রকৃতির সহিত আত্মযোগ করিয়া পরে সেই সব তত্ত্বের) কালেন এব চ (ত্রিবিধ কালের সহিত) [এবং] সূক্ষ্মৈঃ (অপ্রকাশ) আত্মগুণৈঃ চ (কামাদি অন্তঃকরণধর্ম্মের সহিত) [তত্ত্বস্য যোগং সমেত্য—আত্ম-তত্ত্বের যোগ ঘটাইয়া জগৎ রচনা] [অথবা ব্যাখ্যান্তর—এক অবিদ্যার সহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইয়ের সহিত, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সহিত এবং প্রকৃতীভূত আট তত্ত্বের সহিত ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত জীবতত্ত্ব যোগ করিয়া এবং সেই জীবাত্মার কাল, জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষাদি অন্তঃকরণ-ধর্ম্মের সহিত যোগ যিনি করিয়া থাকেন, তিনি চিন্তনীয়—উপাস্য] ॥৩॥

অনুবাদ—পরমেশ্বর পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক জীবাত্মার এক, দুই, তিন অথবা অষ্ট প্রকৃতির (পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) সহিত যোগ সম্পাদন করিলেন পরে কাল ও বুদ্ধি-গুণ ইচ্ছাদির সহিত আত্মার যোগ ঘটাইলেন। অথবা অন্য অর্থও এইরূপ কেহ কেহ করেন। পরমেশ্বর পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে আবার পরস্পর মিলিত করিলেন পরে আত্মার এক অবিদ্যার সহিত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইটির সহিত তথা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সহিত যোগ সম্পাদন করিলেন, ক্রমে নিত্য আত্মার কালসম্বন্ধ হইল ও বুদ্ধির গুণ ইচ্ছাদ্বেষাদির সহিত সংযোগ হইল। ইহাই চিন্তা করিবে ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পূর্ব্বশ্রুত্যুক্তং চিন্তাপ্রকারমাহ—পরমেশ্বর-কৃতং কর্ম্ম—ভূতপঞ্চকং তৎসৃষ্ট্বা পুনঃ স তস্মাৎ বিনিবর্ত্ত্য আত্মানং

কার্য্যান্তরে বিনিযুক্তবান্ ইত্যাহ—তৎকর্ম্মকৃত্বেত্যাদিনা—তৎকর্ম্ম পৃথিব্যাদিলক্ষণং কার্য্যং কৃত্বা উৎপাদ্য ভূয়ঃ পুনরপি তৎ ভূতপঞ্চকং বিনিবর্ত্ত্য পরম্পরং সংযোজ্য, তত্ত্বস্য আত্মনো জীবস্য তত্ত্বেন কচিৎ একেন, কুত্রবা দ্বাভ্যাং কচন ত্রিভিস্তত্ত্বৈঃ অথবা অষ্টভিঃ 'ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ-খংমনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা' ইতি ভগবদুক্তৈরষ্টভিস্তত্ত্বৈঃ সহ যোগং সংযোগং সমেত্য সঙ্গময্য ততঃ কালেন আত্মগুণৈঃ বুদ্ধীচ্ছাদিভিশ্চ আত্মধর্ম্মৈঃ সহ আত্মনঃ সংযোগং কারয়িত্বা তিষ্ঠতীতি চিন্ত্যমিতিশেষঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—পরমেশ্বর আত্মশক্তিভূতা মূল প্রকৃতি হইতে পঞ্চ স্থূল মহাভূত-আদি রচনারূপ কর্ম্ম করিয়া উহার নিরীক্ষণ করতঃ পুনরায় জড় তত্ত্বের সহিত চেতন তত্ত্বের সংযোগ পূর্ব্বক নানারূপে অনুভূত এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন। অথবা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, এক—অবিদ্যা, দুই—পুণ্য ও পাপরূপ সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কার, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই ত্রিগুণ ও এক কাল তথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—অষ্টপ্রকার প্রকৃতিভেদ, এইরূপ সর্ব্বপ্রকার হইতে তথা অহংতা, মমতা, আসক্তি আদি গুণের জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ করতঃ এই জগতের রচনা। অবশ্য এই দুই প্রকার বর্ণনের তাৎপর্য্য একই।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীঃ ৭।৪-৫)

তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাওয়া যায়,—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ; আকাশাদ্বায়ুঃ ইত্যাদি (২।১।৩), ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকেও ইহার বর্ণন পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্কন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে ॥৩॥

শ্রুতিঃ—আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ
কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ (যে জীব) গুণান্বিতানি (বিধিযুক্ত অথবা সুখ, দুঃখ ও মোহের সহিত সম্পৃক্ত) কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদি কার্য্য অথবা ভূতপঞ্চক) আরভ্য (অনুষ্ঠান করিয়া) [তানি—সেগুলিকে] সর্ব্বান্ ভাবান্ চ (এবং সমস্ত পুত্রদারাদি বিষয় চিন্তা) বিনিযোজয়েৎ (ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে) [তাহার] তেষাং (সেইসকল কর্ম্মের ও ভাবের) অভাবে (আত্ম-সম্বন্ধ নষ্ট হইলে) কৃতকর্ম্মনাশঃ (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের নাশ হয়) কর্ম্মক্ষয়ে [সতি] (কর্ম্মক্ষয় ঘটিলে পর) সঃ (সেই ব্যক্তি) যাতি (বৈকুণ্ঠধামে গমন করে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়,) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অন্যঃ (জীবাত্মা—অন্য অর্থাৎ জড়সমুদয় হইতে ভিন্ন) ॥৪॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া সেগুলি এবং সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে, তাহার কর্ম্মের সহিত স্বরূপের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেজন্য কৃতকর্ম্ম সমূহের ক্ষয় হয় এবং

অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য হইতে ঐ যোগী নির্ম্মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করে ও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ' ইতি (নারাঃ উঃ ১৩।১) শ্রুতের্নারায়ণ এব তত্ত্বং ততশ্চ অয়মর্থঃ,—ইতরেভ্যো বিনিবর্ত্ত্য তত্ত্বস্য ভগবতঃ সমারাধনং নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং ভূয়ঃ কৃত্বা একেন জায়মান-দশায়াঃ প্রসূতভগবৎকটাক্ষেণ দ্বাভ্যাং 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ' ইত্যুক্তরীত্যা-দেব-গুরুভক্তিভ্যাং ত্রিভিঃ বাল্যপাণ্ডিত্য-মৌনৈঃ, অষ্টভির্যোগৈঃ সাঙ্গৈশ্চ সহিতঃ সন্ তত্ত্বেন পরমাত্মনা শেষত্বজ্ঞান-লক্ষণযোগং প্রাপ্য প্রারব্ধগুণযুক্তানি কর্ম্মাণ্যবলম্ব্য বর্ত্তমানান্ সর্ব্বান্ ভাবান্ স্বস্মৈব বিনিযোজয়তি ভুঙ্্ক্তে, সতি তেষাং কর্ম্মফলভোগানাং অবসানে ফলাপবর্গিকর্ম্মণাং নাশাৎ 'তস্য তাবদেব চিরং' ইত্যুক্তরীত্যা কর্ম্মক্ষয়ে ব্রহ্ম যাতি প্রাপ্নোতি স তত্ত্বতঃ পরমাত্মনোঽন্যঃ এব অতো-নৈক্যশঙ্কা কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৩-৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইদানীং শরীরধারিণাং জীবানাং বর্ণাশ্রমোচিত-কর্ম্মারম্ভপ্রয়োজনং নির্দ্ধারয়তি—আরভ্যেতি গুণান্বিতানি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থানি বিধিসম্মতানি বর্ণাশ্রমবিহিতাণি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি বৈধ-কর্ম্মাণি বা আরভ্য কৃত্বা তানি ভাবান্ চ কামসঙ্কল্পাদীন্ ভাবান্ পুত্র-দারবিত্তাদীনি বা তত্ত্বানি যঃ যো ভক্তঃ বিনিযোজয়েৎ ঈশ্বরে সমর্পয়তি তস্য তেষাম্ কর্ম্মণাং ভাবানাঞ্চ অভাবে দেহসম্বন্ধাভাবে সতি 'ব্রহ্ম-ণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ম-পত্রমিবাম্ভসা' ইতি ভগবদুক্তেঃ। তথা সতি কৃতকর্ম্মনাশঃ কৃতানাং পুণ্যপাপানাং ক্ষয়ো ভবতি, উক্তঞ্চ ব্রহ্মসূত্রে গোবিন্দভাষ্যকৃতা 'অতি বলিষ্ঠা খলু বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি নিরবশেষাণি দহতি আরব্ধং কর্ম্ম তু ঈশ্বরেচ্ছয়া তিষ্ঠতি অনিচ্ছয়া নৈব তিষ্ঠতী'তি। এবং কর্ম্মলোপে তত্ত্বতঃ

সঃ অন্যঃ তত্ত্বজ্ঞানী দিব্যদেহধারী বিলুপ্তাবিদ্যাতৎকার্য্যঃ, যাতি পরমেশ্বরপাদপদ্মং গচ্ছতি। তথাচ পারমর্ষসূত্রম্—'পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ' সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থোঽতো বিদ্যাত এব স্যাদুক্তশ্রুতেঃ তথাচ কাঠকে 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তদি'তি। যদ্বা ব্যাখ্যান্তরং—কর্ম্মক্ষয়ে সতি বিশুদ্ধঃ সন্ তত্ত্বতঃ জড়তত্ত্বেভ্যঃ অন্যঃ অন্যত্বং ভাবপ্রধাননির্দ্দেশঃ, যাতি গচ্ছতি জড়াতীতো ভবতীত্যর্থঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে আচরণ করিয়াও উহা এবং সর্ব্বপ্রকার অহংতা, মমতা, আসক্তি প্রভৃতি ভাব যদি পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে—তাহার সেই সমর্পণের ফলে কৃতকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এমন কি, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে কর্ম্মক্ষয় হইলে সে ব্যক্তি শীঘ্র পরমেশ্বরের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়। কারণ জীবাত্মা স্বরূপতঃ জড়তত্ত্ব সমুদয় হইতে ভিন্ন এবং অত্যন্ত বিলক্ষণ। কেবল ভগবদ্বৈমুখ্য-ফলে জীবের মায়াবদ্ধাবস্থায় জড়ের সহিত সম্বন্ধ ঘটে, উহা অজ্ঞানজনিত এবং জড়ীয় অহংতা ও মমতা, আসক্তি প্রভৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন হয় মাত্র। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাফলে সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাঁহার আর কর্ম্ম-বন্ধন থাকে না। তিনি অচিরে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥"

(ভাঃ ১১।৩।২৮)

আরও পাই,—

"এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥" (ভাঃ ১।৫।৩৪)

শ্রীগীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥" (গীঃ ৯।২৭)॥৪॥

শ্রুতিঃ—আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্ব্বম্ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[কিরূপে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করা যাইবে, তাহাই বলিতেছেন] সঃ (সেই পরমেশ্বর) আদিঃ (সকলের আদি-কারণ) [যতঃ—যেহেতু] সংযোগনিমিত্তহেতুঃ (চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধের কারণ যে অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য, তাহাদেরও তিনি হেতু) [তিনি সকলের কারণ, কি হেতু ?] [যতঃ—যেহেতু] ত্রিকালাৎ (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের) পরঃ (অতীত—তাহাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন) [এবং] অকলঃ অপি (প্রাকৃত দেহাদিরহিত হইলেও) দৃষ্টঃ (ভক্তগণ কর্ত্তৃক তিনি দৃষ্ট বা অনুভূত) বিশ্বরূপং (তিনি বিশ্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বময়) ভবভূতম্ (তিনি সমস্ত বস্তুর উদ্ভবক্ষেত্র ও সত্যস্বরূপ) [অতএব] ঈড্যম্ (সকলের স্তবার্হ—সর্ব্বপূজ্য) স্বচিত্তস্থং (নিজের অন্তরাকাশে বর্ত্তমান) দেবম্ (চৈতন্যময় পরমদেব) তং (তাঁহাকে) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে কিংবা সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিপুরুষকে)

উপাস্য (উপাসনা করিয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগাশ্রয় পূর্ব্বক) [বিদেম—জানিব অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিব] ॥৫॥

অনুবাদ—তিনি জগতের আদি কারণরূপে স্থিত, অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য দেহাদির সহিত জীবের সম্বন্ধ-যোজক, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিনকালের অতীত অর্থাৎ তদ্দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার কোনও প্রাকৃত দেহাদি নাই, তাহা হইলেও তিনি ভক্তগণ কর্ত্তৃক চিন্ময়স্বরূপে সাক্ষাৎকৃত। সেই সর্ব্বাত্মক, জগতের উৎপত্তি-কারণ, সৎস্বরূপ, সর্ব্বপূজ্য, চৈতন্যাত্মক পরমদেব, সনাতন পুরুষ, নিজ হৃদয়-মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে উপাসনা করিয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগাশ্রয়ে জানিতে পারিবে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স মন্ত্রোক্তজীবঃ সংযোগঃ সমীচীনপরমাত্মযোগ-স্তৎপ্রাপ্তৌ আদিকারণং প্রধানহেতুঃ ইতি যাবৎ 'কালত্রয়পরিচ্ছিন্নাৎ পরত্বেন ভিন্নত্বেন নিরবয়বত্বেন শাস্ত্রদৃষ্টঃ', তং অনন্তশরীরং প্রাপ্ত-সংসারিণাং ঈড্যং স্তুত্যং অপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমিতি যাবৎ অতএব দেবং দ্যোতমানং স্বপ্রকাশজ্ঞানানন্দস্বরূপং স্বহৃদয়স্থং প্রথমতঃ উপাস্য ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উক্তার্থস্য দৃঢ়তায়ৈ উত্তরে মন্ত্রাঃ প্রস্তূয়ন্তে। কথং নাম জীবা বিষয়মদান্ধা ভবন্তি কথং বা তং পরমেশ্বরং জানীয়ু-রিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—আদিঃ স ইত্যাদি। সঃ পরমেশ্বরঃ আদিঃ সর্ব্বেষামাদিভূতঃ সর্ব্বকারণ-কারণমিত্যর্থঃ, স এব সংযোগনিমিত্তহেতুঃ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধস্য যৎ নিমিত্তমবিদ্যা তদ্ধেতুঃ তথাচ শ্রুতিঃ—'এষ এবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি যমুন্নিনীষতি, এষ এবৈনমসাধুকর্ম্ম কারয়তি যমধো-নিনীষতে' অতো বিদ্যাপ্রবর্ত্তকঃ স এবেতি। কথং তস্যাবিদ্যাপ্রব-র্ত্তকত্বমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—পরস্ত্রিকালাৎ স ভূতাদিকালত্রয়াতীতঃ, উক্তঞ্চ 'যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা জ্যোতিষাং

জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্'। কস্মাৎ তস্য কালাতীতত্বম্? উৎপত্তি-বিনাশরহিতত্বাৎ তদুচ্যতে অকলোঽপীতি ন বিদ্যন্তে কালাঃ কলা বা প্রাণাদিনামান্তা অস্যেতি কালবহ্নি কালত্রয়পরিচ্ছিন্নমুৎপদ্যতে বিনশ্যতি চ, পুরুষঃ পুনরকালোনিষ্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চাতীতঃ তস্মাৎ—ন কালত্রয়-পরিচ্ছিন্নঃ উৎপদ্যতে বিনশ্যতি বা। স দৃষ্টঃ ভক্তযোগিভিঃ সাক্ষাৎ-কৃতঃ। অতস্তস্য সাক্ষাৎকারে যত্নঃ করণীয় ইতিভাবঃ কথমিত্যুচ্যতে তমিত্যাদি বিশ্বরূপম্ বিশ্বানি রূপাণ্যস্যেতি সকলজগদাকৃতিম্ এতেন তস্য সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বময়ত্বং সূচিতম্। ভবভূতম্—ভবত্যস্মাদিতি জগদুৎপত্তিস্থানম্ তথা ভূতম্ সত্যস্বরূপম্ 'ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ··· বৃত্তে সত্যে' ইত্যাদি মেদিনী। অতএব ঈড্যং স্তত্যং স্বচিত্তস্থম্—স্বস্য হৃদি এব স্থিতং ন তু দুর্লভং দেবং চৈতন্যময়ং পরমেশ্বরং পূর্ব্বং—পূর্ব্ব-বাক্যার্থজ্ঞানোদয়াৎ উপাস্য আরাধ্য জীবঃ মুচ্যতে ইতি শেষঃ যদ্বা পরতঃ সপ্তম শ্রুতিস্থ 'বিদাম' ইতি ক্রিয়াপদাপকর্ষাৎ তেনান্বয়ঃ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—যিনি সমগ্র জগতের আদিকারণ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমেশ্বর, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের অতীত, প্রাকৃত কলারহিত হইয়াও প্রকৃতির সহিত বদ্ধজীবের সংযোগকারণ অবিদ্যারও মূলীভূত কারণ, তিনি ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তিযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি সকলের স্তবার্হ, স্বহৃদয়ে অবস্থিত সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে ভক্তিযোগে উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বময় এবং সকলের মূলকারণ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ॥"
(ভাঃ ১০।৮৫।৪-৫)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥
তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৫।৩২-৩৩)॥৫॥

**শ্রুতিঃ—স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥৬॥**

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমাত্মা) বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ (বৃক্ষের আকার যেমন অঙ্কুরাদিক্রমে ফল-পুষ্পোদয় ও কালের আকার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ক্ষণ-নিমেষাদি—সে সকল হইতে) পরঃ—(অতীত অর্থাৎ সংসারবৃক্ষের ফল সুখদুঃখ-শোকমোহাদিরহিত এবং কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) [যেহেতু তিনি] অন্যঃ (প্রপঞ্চ-সম্পর্করহিত ও কালদ্বারা অসংস্পৃষ্ট) [তাহার কারণ ?] যস্মাৎ (যে পরমাত্মা হইতে) অয়ং প্রপঞ্চঃ (এই বিশ্বসংসার ও কাল) পরিবর্ত্ততে (জন্মিতেছে, পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে) ধর্ম্মাবহং (ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক) পাপনুদং (পাপনাশক) ভগেশং (ষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালী) বিশ্বধাম (জগতের

আশ্রয়ভূত) আত্মস্থম্ (অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়-মধ্যে স্থিত সেই পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অমৃতং (অমৃতত্ব) [লভতে—লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়] ॥৬॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর বৃক্ষাকার সংসারধর্ম্মের সুখদুঃখাদি ও কালধর্ম্মের অতীতাদি কালব্যবহারের এবং প্রাকৃত শরীরাদির রহিত বলিয়া সে-সমুদয়ের সম্পর্কহীন অর্থাৎ অতীত। তাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, পাপক্ষয়কারী অর্থাৎ অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যের নিবর্ত্তক, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিশ্বের আশ্রয়, শাশ্বতপুরুষ, জীব-হৃদয়মধ্যে বিরাজমান, ইহা জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যস্মাদয়ং চিদচিৎপ্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে স বৃক্ষঃ কালাকৃতিভিঃ পর উৎকৃষ্টঃ। বৃক্ষশব্দেন ছেদনার্হপ্রকৃতি-প্রাকৃতমুচ্যতে। জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকপাপান্যপনুদ্য তদনুকূলপুণ্যপ্রবর্ত্তকং 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাম্ ভগ ইতীরণা।' ইত্যুক্তানাং জ্ঞানাদীনাম্ ঈশ্বরং বিশ্বস্য ধামভূতম্ আধার-ভূতং মরণাদি-অবদ্যশূন্যং স্বাত্মন্যন্তর্য্যামিতয়া বর্ত্তমানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পুনরপি নিঃশ্রেয়সহেতুং জ্ঞেয়ং পরমেশ্বরং বর্ণয়তি—স বৃক্ষেত্যাদিভিঃ—সঃ পরমেশ্বরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ বৃক্ষশ্চ কালশ্চ আকৃতিশ্চ তাভিঃ পরঃ অতীতঃ বৃশ্চ্যতে ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ সংসারঃ উক্তঞ্চ ভগবতা 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়মি'তি। পরমেশ্বরঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপসংসাররহিতঃ কূটস্থত্বাৎ, তথা কালেন

পরঃ নিত্যস্য কালসম্বন্ধাভাবাৎ, আকৃত্যা রূপেণ মূর্ত্ত্যা বা রহিতঃ প্রাকৃতরূপরহিতত্বাৎ। যস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অন্যঃ পৃথগ্‌ভূতঃ অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ প্রপঞ্চঃ চরাচরাত্মকং বিশ্বং পরিবর্ত্ততে পরিণমতি পুনঃ-পুনরাবর্ত্ততে। স জ্ঞেয়ঃ, কথম্? ধর্ম্মাবহম্ ধর্ম্মস্য পুণ্যস্যাবহং প্রযোজকম্ 'স হৈবৈনং পুণ্যং কর্ম্ম কারয়তি যমেষ উন্নিনীষতি' ইতি শ্রুতেঃ, তথা পাপনুদং দুষ্কৃতিনাশিনং 'সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তরতী'তি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। ভগেশং ভগস্য মহিম্নঃ ঈশমধিপং 'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা' ইতি ভগ-শব্দবাচ্যষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালিনম্, অতএব তস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং পাপহরত্বঞ্চ যুজ্যতে। স চ জীবস্য হৃদয়মধ্যে এব অন্তর্য্যামিরূপেণ তিষ্ঠতি নান্বেষ্টব্য ইত্যাহ—আত্মস্থমিতি। তথা বিশ্বধাম—বিশ্বস্যধাম অধিষ্ঠানং—উক্তঞ্চ 'যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষেতি'। অমৃতং অমৃতবদানন্দৈকরসং শাশ্বতং বার্থঃ সত্য-স্বরূপং তং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—যে পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই প্রপঞ্চরূপ সংসার নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ প্রবাহরূপে সর্ব্বদা চলিতেছে, সেই পরমাত্মা এই সংসারবৃক্ষ, কাল এবং জড়ীয় আকৃতি প্রভৃতি হইতে সর্ব্বথা অতীত ও ভিন্ন অর্থাৎ সংসার-সম্বন্ধরহিত, এমন কি, কালও যাঁহার অধীন। তথাপি যাঁহা হইতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি, পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি এবং সমগ্র জগদাধার। বিশ্ব যাঁহার সম্পূর্ণ আশ্রিত এবং যাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, তিনি অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাকে যথার্থস্বরূপে জ্ঞাত হইয়া উপাসনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ জগদাধার,—

"অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো-
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥" (ভাঃ ১০।৫৯।৩০)

শ্রীভগবান্ নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী,—

"জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥
ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥"
(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭)

ভক্তি দ্বারাই বৈকুণ্ঠধাম লাভ,—

"তস্যাত্ম তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্কযোগৈঃ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা
আপুর্ভবদ্ গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥"
(ভাঃ ১০।৮৪।২৬) ॥৬॥

**শ্রুতিঃ—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৭॥**

অন্বয়ানুবাদ—তং (সেই) ঈশ্বরাণাং (ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও) পরমং মহেশ্বরম্ (যিনি পরম মহেশ্বর—নিয়ন্তা) দেবতানাং (ইন্দ্রাদি দেবগণেরও) পরমং দৈবতম্ (যিনি পরমদেবতা—পূজ্য) পতীনাং (প্রজাপতিদিগেরও)

পতিম্ (অধিপতি) চ (এবং) পরস্তাৎ (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) পরমং (যিনি প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) তং (সেই) ভুবনেশম্ (সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা ও অধিপতি) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবং (পরমদেবকে অর্থাৎ পুরুষোত্তম তত্ত্বকে) বিদাম (আমরা আশ্রয় করি—ধ্যান করি) ॥৭॥

অনুবাদ—এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেছেন,—ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণও কাল, কর্ম্ম, স্বভাব প্রভৃতি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু শ্রীভগবান্ তাহাদেরও নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃ-রূপে পরম মহেশ্বর, লোকে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পূজা করে, কিন্তু সেই পূজ্য দেবতাদেরও তিনি পরমপূজ্য, প্রজাপতিগণের তিনি পরমপতি, অক্ষর ব্রহ্মেরও অতীত, সেই সকল-ভুবনাধীশ্বর, স্তবনীয়, সেই পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যানযোগে উপাসনা করিতেছি ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিদাম ইতি জ্ঞানপ্রার্থনা, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বরস্য তস্য বিদ্বদনুভবং প্রমাণমাহ—তমিত্যাদিনা—ঈশ্বরাণাং নিয়ন্তৄণাং কালাদীনাং ব্রহ্মাদীনাং বা পরমম্ মহেশ্বরং শ্রেষ্ঠং নিয়ন্তারং তস্য ব্রহ্ম-কালাদিপরিচালকত্বাদিতি। দেবতানাং পূজ্যানাম্ ইন্দ্রাদীনাং পরমং দৈবতম্ পরমং পূজ্যম্ লোকাঃ স্বাভীষ্টলাভায় ইন্দ্রাদীন্ পূজয়ন্তি, ইন্দ্রাদয়ঃ পুনস্তং পূজয়ন্তীতিভাবঃ, পতীনাং জগৎপালকানাং প্রজাপতীনাং বা পতিম্ পালকমধীশ্বরং, পরস্তাৎ পূর্ব্বস্মাৎ অক্ষরব্রহ্মণঃ পরমং প্রধানম্, অতো ভুবনেশং সকল-বিশ্বনিয়ন্তারম ঈড্যম্ স্তবনীয়ং দেবং দ্যোতনস্বভাবং তং পরমেশ্বরং বিদাম আশ্রয়াম ধ্যানেন সাক্ষাৎ কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম সমস্ত ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর অর্থাৎ লোকপালদিগেরও মহান্ শাসক, দেবতাগণেরও পরম

আরাধ্য, সমস্ত প্রজাপতিগণেরও পরম পতি, যিনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই অখিল ভুবনের অধিপতি, স্তবনীয় পরমদেবকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বিচারে তাঁহার আরাধনার প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পাই,—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"
(গীঃ ১৫।১৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদের টীকার কিয়দংশ উদ্ধার পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদৈরপি "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্। বিহন্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো ততো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥" ইতি, "বংশীবিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥" ইতি, "প্রমাণতোঽপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্। ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ॥" ইত্যুক্তবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ "দ্বৌ ইমৌ" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়ামস্যাম্ অভ্যসূয়া নাবিষ্কর্ত্তব্যা ; নমোঽস্তু কেবলবিদ্ভ্যঃ"॥

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীগীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ের টীকার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

"লোকে পৌরুষেয়াগমে,—"লোক্যতে বেদার্থোঽনেন" ইতি নিরুক্তেঃ। বেদে,—"তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ"

ইত্যাদৌ প্রথিতঃ—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,—"তৈর্ব্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ।"

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

"সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা
সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং
স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ।"

(ভাঃ ৩।৯।২২)

দেবতাগণও শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন,—

"নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি-
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য।" (ভাঃ ১১।৬।১৪)

আরও পাই,—

"যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতা নসি দামযন্ত্রিতাঃ।"

(ভাঃ ৪।১১।২৭)

শ্রীউদ্ধব বিদুরকেও বলিয়াছেন,—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ।" (ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২।১০৬)

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই,—

"হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৪৯) ॥৭॥

**শ্রুতিঃ—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৮॥**

অন্বয়ানুবাদ—[কিরূপে তিনি মহেশ্বর তাহাই শ্রুতি বলিতেছেন,—] তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (শরীর) করণং চ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ন বিদ্যতে (নাই অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই, কিন্তু স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয় সমস্তই বর্ত্তমান) [অতএব] তৎসমঃ চ (তাঁহার তুল্যস্বরূপ) অভ্যধিকঃ চ (এবং তাঁহা হইতে

শ্রেষ্ঠও কেহ) ন দৃশ্যতে (দেখা যাইতেছে না, শোনাও যায় না) অস্য (এই পরমেশ্বরের) পরা শক্তিঃ (দিব্য শক্তি) বিবিধা এব (নানাপ্রকারই) [ইতি] শ্রূয়তে (ইহা বেদাদি শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ) [এবং] জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ (তাঁহার জ্ঞান অর্থাৎ চিৎ বা সংবিৎ, বল অর্থাৎ সৎ বা সন্ধিনী, ও ক্রিয়া অর্থাৎ আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি) স্বাভাবিকী (স্বভাব-সিদ্ধ, স্বরূপানুবন্ধিনী ও নিত্যা) [ইতি শ্রূয়তে—ইহাও বেদ প্রমাণ-সিদ্ধ] ॥৮॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরের কোন প্রাকৃত শরীর নাই, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও নাই, তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে প্রধানও কেহ নাই। ইহার পরা শক্তি বিভিন্নপ্রকার, এবং তাহা স্বরূপানু-বন্ধী, যাহা জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ সংবিদ্, সন্ধিনী, হ্লাদিনীরূপা স্বরূপশক্তি নামে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রুত হইয়া থাকে ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কার্য্যং শরীরং করণমিন্দ্রিয়ং জ্ঞানবলাভ্যাং সহিতা সৃষ্টিসংহারাদিলক্ষণং ক্রিয়া জ্ঞানবলক্রিয়া, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্য মহেশ্বরত্বমেবোপপাদয়তি—তস্য কার্য্যং শরীরং ন বিদ্যতে প্রাকৃতশরীরহীনত্বাৎ প্রাকৃতশরীরং বিনৈব স সর্ব্বং সৃজতি, করণং চক্ষুরাদিকমিন্দ্রিয়ঞ্চ নাস্তি, জ্ঞানসাধনং হি ইন্দ্রিয়ং, তচ্চ দেহাশ্রিতং সৎ বিষয়সম্বন্ধাৎ জ্ঞানং জনয়তি পরমেশ্বরস্য প্রাকৃতশরীরাভাবাৎ প্রাকৃতেন্দ্রিয়মপি নাস্তি, কিন্তু তস্য অপ্রাকৃত-স্বরূপা-নুবন্ধী সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহং নিত্যমস্তি। নন্বু তথা তত্রোচ্যতে, তেন তৎ সতি তস্য কথং জ্ঞানং সৃষ্টিক্রিয়াচ তত্রোচ্যতে পরাঽস্যশক্তিঃ ন তৎসমঃ অয়মেব তস্য বিশেষঃ, তেন তৎ সমানঃ সজাতীয়ঃ কোঽপি ন, উক্তঞ্চ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ" ইত্যাদি

অতএব তদ্বিজাতীয়োঽপি নাস্তি তদেবাহ—নচাভ্যধিকশ্চ শ্রূয়তে, শ্রূয়তে ইত্যনেন সর্ব্বপ্রমাণমূলীভূতশ্রুত্যা তাদৃশশক্তিমান্ পুরুষঃ অন্যো কশ্চিৎ ন বর্ণিত ইতি ভাবঃ। নমু বিচিত্রোঽয়ং বিশেষঃ যৎ প্রাকৃতশরীরম্ ইন্দ্রিয়াদিকং বিনৈব সৃষ্টিকর্তৃত্বমিতিচেদুচ্যতে পরা অস্য শক্তিঃ, এতাদৃশী অস্য শক্তিঃ অতএব পরা সর্ব্বাধিকা, সাচ বিবিধৈব জীব-মায়া-কালস্বভাবাদিনিষ্ঠাঽপি অস্যৈব শক্তিঃ প্রতিবস্তুনিয়ন্তাশক্তিরস্যৈবা-ধীনেতি কৃত্বা অস্যশক্তিরিত্যুচ্যতে। নহি স্বকপোলকল্পিতমেতৎ তদাহ—শ্রূয়তে ইতি বেদাদিষু তথাচ শ্রুতিঃ—'এতাবানস্য মহিমাঽতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষ' ইতি। 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ' ইত্যাদয়শ্চ শ্রুতয়োঽনুসন্ধেয়াঃ। স্মৃতিরপি—'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়-মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ' লোকত্রয়মাবিশ্য পরমাত্মরূপেণ সর্ব্বত্র শক্তিং সংযোজ্য বিভর্ত্তি ধারয়তীত্যর্থঃ। নমু সৃষ্টৌ উপাদানপ্রত্যক্ষমাবশ্যকং তচ্চ শরীরেন্দ্রিয়রহিতস্য কথং সম্ভবেৎ তত্রাহ—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বল-ক্রিয়াচ স্বরূপয়া সর্ব্বস্বদানপ্রবৃত্তিশ্চ স্বাভাবিকী অহৈতুকী, স্বরূপানুবন্ধিনী, অয়ংভাবঃ—সত্যমস্য শরীরেন্দ্রিয়াদিকং নাস্তি তদভাবপ্রতিযোগিশরীরাদিকং অপ্রাকৃতং মন্তব্যম্—স্বরূপতোঽয়ং চতুর্ভুজো যশোদাস্তন্যপায়ী সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমানিতি বোদ্ধব্যম্। উক্তঞ্চ বেদান্তসূত্রীয় গোবিন্দভাষ্যে নিত্যজ্ঞানাদিগুণকঞ্চতৎ। অগ্র্যাঞ্চতাবৎ অস্য নৈসর্গিকী শক্তিরস্তি কীদৃশীত্যাহ—জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ—সম্বিৎ-সন্ধিনী-হ্লাদিনীরূপা ক্রমাৎ সা বোধ্যা ইতি তৎ সূক্ষ্মা টীকা দ্রষ্টব্যা ॥৮॥

তত্ত্বকণা—সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ, সেইজন্য তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলে। অতএব জড় দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য-পরিমিত-সহকারে

এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনধামে নিত্যলীলা-পরায়ণ। তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোনও বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্যশক্তির আধার ও সর্ব্বশক্তিমান্। অন্য যাহা কিছু শক্তি অনুভূত হয়, সকলই তাঁহারই বা তদধীন। তাঁহার এমন অচিন্ত্য-শক্তি, যাহা জীবের পরিমিত বুদ্ধিতে সামঞ্জস্য করিতে পারে না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নামই পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপে সংবিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামে পরিচিতা, ইহা স্বাভাবিকী ও বিবিধা।

এতৎ-সম্বন্ধে এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে, ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নি-শক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

আরও পাই,—

"কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ পঃ)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পাই,—

"হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

(বিঃ পুঃ ১।১২।৬৯)

আরও পাই,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

(বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা॥"

(ভাঃ ২।৯।২৬)

শ্রীসূতবাক্যে পাই,—

"কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্ যমনন্তমাহুঃ ॥"
(ভাঃ ১।১৮।১৯)

শ্রীব্রহ্মার বাক্যেও পাই,—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥"
(ভাঃ ১০।১৪।২১) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[যেহেতু তিনি এইপ্রকার এজন্য] তস্য (তাঁহার) কশ্চিৎ (কোনও) পতিঃ (প্রভু) লোকে (জগতে) ন অস্তি (নাই) ঈশিতা চ (এবং নিয়ন্তাও) ন (নাই); তস্য (তাঁহার) লিঙ্গম্ (অনুমাপক লক্ষণ) ন এব চ (মোটেই নাই), সঃ (তিনি) কারণং (সমস্ত বস্তুর কারণ) করণাধিপাধিপঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাদিগেরও অধীশ্বর) [যেহেতু] অস্য (এই পরমেশ্বরের) কশ্চিৎ জনিতা চ (কোনও উৎপাদকও) ন [অস্তি] (নাই) অধিপঃ চ (অধিপতি, প্রভু বা নিয়ন্তাও) ন চ [অস্তি] (নাই) ॥৯॥

অনুবাদ—এই জগতে সেই পরমেশ্বরের কেহ প্রভু বা পরিচালক নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। যে লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু ধরিয়া তাঁহার অনুমান করিবে, সেরূপ হেতুও নাই। যেহেতু তিনিই সকলের কারণের-কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণেরও তিনি অধিষ্ঠাতা, জীবের যেমন স্বকৃত কর্ম্ম, কালাদি দেহ-গ্রহণের হেতু আছে, তাঁহার সেইরূপ উৎপাদক কেহ নাই, অতএব তাঁহার অধিষ্ঠাতাও কেহ নাই ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—লিঙ্গং জ্ঞাপকহেতুঃ, করণাধিপঃ জীববিশেষঃ ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যস্মাদেবম্ভূতঃ স পরমেশ্বরস্তস্মাদ্ধেতোঃ তস্য কশ্চিৎ পতিঃ প্রভুঃ লোকে জগতি নাস্তি অতএব ঈশিতা নিয়ন্তা নাস্তি, শরীরাদ্যভাবাৎ স ন প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্যঃ, নাপি অনুমেয়ঃ, অনুমানে হি অনুমাপকলিঙ্গং বর্ত্ততে যথা ধূমো বহ্নেঃ, তচ্চ লিঙ্গং কিমপি তস্য নাস্তি, নন্থ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং কর্ত্তৃজন্যং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যনুমানেন যথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদেঃ কর্ত্তৃজন্যত্বমনুমায় স চ কর্ত্তা ঈশ্বর ইতরবাধাদভ্যুপেয়তে তথা পরমেশ্বরোঽনুমেয়ঃ স্যাদিতিচেন্ন যতঃ অনুমিতৌ অনুমাপকঃ, অনুমেয়ম্ অনুমিতিকারণঞ্চ অপেক্ষ্যতে ইতি তস্য অনুমেয়ত্বে কশ্চিৎ অনুমাপকোঽঙ্গীকার্য্যঃ স চ নাস্তি যতঃ স কারণং সর্ব্বেষামুৎপাদকঃ, ন চ জীব এবানুমাপকোঽস্তিতি বাচ্যং জীবস্য তদধীনত্বাৎ ইত্যভিপ্রেত্যাহ—স করণাধিপাধিপঃ জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াণি চালয়ন্ অনুমিনোতি অনুমীয়তে চ ইন্দ্রিয়চালকত্বেন ইতরবাধসহকৃতেনাগমেন বা কিন্তু পরমেশ্বরস্তস্য ইন্দ্রিয়াধিপস্য দেবগণস্যাপি প্রবর্ত্তকঃ; অতোনতয়োরৈক্যম্। নন্থ যঃ ক্ষিত্যাদিকর্ত্তা স এবেশ্বর ইতি চেন্ন, তস্য প্রবৃত্তেঃ কারণসাপেক্ষত্বাৎ ন চ তস্য প্রবর্ত্তকোঽস্তি, কথং তস্য প্রবর্ত্তকো নাস্তি তত্রাহ—কশ্চিৎ অস্য জনিতা দেহপরিগ্রহে হেতুঃ

প্রকাশকো বা নাস্তি কর্ম্মাদ্যভাবাৎ—মাস্তু উৎপাদকঃ, জীবস্যেব পরমাত্মা তন্নিয়ন্তা কশ্চিৎস্যাৎ তদপি ন। যতঃ তস্য অধিপোঽপি নাস্তি সহি সর্ব্বাধিপাধিপঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—জগতে সেই পরমেশ্বরের কেহ পতি বা পরিচালক নাই। সকলেই তাঁহার দাস, তিনি সকলের প্রভু বা স্বামী। তাঁহার শাসক বা নিয়ন্তাও কেহ নাই, তিনিই সকলের শাসক বা নিয়ন্তা। তাঁহার অনুমাপক লিঙ্গও নাই। তিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্ব্বকারণেরও কারণ, সমস্ত অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণেরও অধিপতি অর্থাৎ শাসক।

পরমাত্মা পরব্রহ্মের কোন উৎপাদক নাই বা অধিপতিও নাই। তিনি অজ, সনাতন, সর্ব্বথা স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" (গীঃ ৪।৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহার সর্ব্বকারণত্বের সর্ব্বকারকত্বের বিষয় পাওয়া যায়,—

"যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ (ভাঃ ৮।৩।৩)

শ্রীভগবৎস্বরূপ-সম্বন্ধেও পাই,—

"তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥" (ভাঃ ৮।৩।২১)

শ্রীভগবত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥" (ভাঃ ১০।২।৩৬) ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পরমেশ্বরের নিকট নিজ অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন—] যঃ (যিনি) দেবঃ একঃ (এক অদ্বিতীয় লীলাময়) তন্তুভিঃ (সূত্রদ্বারা) তন্তুনাভঃ ইব (লূতাকীট মাকড়সার মত) প্রধানজৈঃ (স্বীয় স্বরূপভূত পরা শক্তি হইতে উৎপন্ন অনন্তকার্য্য দ্বারা) স্বভাবতঃ (স্বাভাবিকভাবে) স্বম্ (নিজেকে) আবৃণোৎ (আবৃত করিয়া রাখেন), [অথবা] প্রধানজৈঃ (মায়া প্রকৃতি হইতে সম্ভূত) তন্তুভিঃ (তন্তুস্থানীয় নাম, রূপ কর্ম্ম-দ্বারা) স্বভাবতঃ (স্বভাববশতঃ অর্থাৎ নিজের কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই নিরুদ্দেশ্যভাবে) স্বম্ (নিজেকে অর্থাৎ জীবরূপী আত্মাকে) আবৃণোৎ (আবৃত করিয়া থাকেন)] সঃ (সেই পরমেশ্বর)

নঃ (আমাদিগের) ব্রহ্মাপ্যয়ং (ব্রহ্মের সহিত মিলন) দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ যেমন তিনি নিজ হইতে জীবকে বাহির করিয়া বহির্ম্মুখতাবশতঃ সংসারী করতঃ তাহাকে নাম-রূপ-কর্ম্ম দিয়া আবদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ তিনিই আবার তন্তু স্থানীয় নাম-রূপ-কর্ম্ম নাশ করিয়া নিজের আশ্রয়ে আমাদিগকে প্রবেশ করাইয়া মুক্তি দিউন—এবং শ্রীপাদপদ্মের সেবাধিকার প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা ।) ॥১০॥

অনুবাদ—যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সা) নিজদেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহার দ্বারা জাল রচনা করে ও তাহাতেই নিজেকে আবৃত রাখে পরে আবার সেইসব সূত্র নিজমধ্যে গুটাইয়া নিজমধ্যে প্রবেশ করায়, ইহা তাহার স্বভাব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সেইরূপ পরমেশ্বর একাই লীলাবশে যোগমায়া দ্বারা নিজেকে আবৃত রাখেন এবং কৃপাক্রমে ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করেন অথবা মায়া প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত নাম, রূপ, কর্ম্মতন্তুদ্বারা নিজ বিভিন্নাংশে জীব আমাদিগকে বহির্ম্মুখতার ফলে আবৃত বা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তিনিই আবার আমাদের উন্মুখতাদর্শনে তাঁহা হইতে বিচ্ছেদ অপনয়ন করুন অর্থাৎ আমাদিগকে সেই আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া শ্রীচরণ-সেবাধিকার দান করুন ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সূনাখ্যকীটবিশেষঃ স্বসন্নিহিতংতন্তুবিশেষং যথা তন্তুভিরাবৃণোতি এবং প্রকৃতিজৈঃ প্রাকৃততত্ত্বৈঃ স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাতশ্চিদ্-বর্গমাবৃণোতি সুপ্তজ্ঞানং করোতি, দেবোঽস্মাকং ব্রহ্মণি অপ্যয়ং করোতু মুক্তস্য ব্রহ্মণি অপ্যয়ো নাম ভেদাকারাস্ফুরণম্ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মন্ত্রদৃগ্ পরমেশ্বরমাত্মনো মুক্তিং প্রার্থয়তে—যস্তূর্ণনাভ ইত্যাদিনা, তত্র প্রথমং পরমেশ্বরস্য উর্ণনাভবৎ বিভিন্নাংশ জীবরূপেণ স্বস্যাবরণং বিবৃণোতি যস্তু যঃ খলু দেবঃ লীলাময়ঃ পরমেশ্বরঃ

উর্ণনাভঃ লূতাকীট ইব স যথা স্বস্মাৎ শরীরাৎ তন্তূন্ নিষ্কাস্য বিনাকামং তৈঃ পাশং রচয়িত্বা তেনাত্মানমাবৃণোতি পরস্তাচ্চ স এব স্বয়ং তং পাশমামুচ্য স্বস্মিন্নেব স্বনির্গতান্ তন্তূন্ প্রবেশয়তি তথা একো দেবঃ স্বস্মাৎ জীবান্ নিষ্ক্রম্য তান্ নাম-রূপ-কর্ম্মভিরাবৃণোতি ইয়মেব তস্য লীলা, নাত্র কাপি তস্য ফলাকাঙ্ক্ষা ইত্যুপমানোপমেয়য়োঃ সাধারণো ধর্ম্মঃ, তমেব বিবৃণোতি যথা উর্ণনাভঃ প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিরাত্মা তৎসম্ভূতৈঃ তন্তুভিঃ সূত্রৈঃ স্বভাবতঃ স্বভাবেন স্বম্ আত্মানং সমাবৃণোৎ আচ্ছাদয়তি তন্তুভিঃ পাশং রচয়িত্বা, তেন তথৈব পরমেশ্বরঃ স্ব-বিভিন্নাংশরূপং জীবং সৃষ্ট্বা বধ্নাতি প্রধানজৈঃ অব্যক্তসম্ভবৈঃ নামরূপকর্ম্মভিঃ স্বভাবতঃ বিনাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ স্বম্ জীবাত্মানম্ আবৃণোৎ আবৃণোতি—জীবরূপং বিভিন্নাংশম্ আবধ্নাতি সঃ, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা নঃ অস্মাকং ব্রহ্মাপ্যয়ং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ অপ্যয়ং বিচ্ছেদং অদধাৎ কৃতবান্ অতস্তমপ্যয়ং স নাশয়ত্বিতি প্রার্থনা। স নো দধাতু ব্রহ্মাব্যয়মিতি পাঠে স এবার্থঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—উর্ণনাভ যেরূপ স্বশক্তি হইতে উৎপন্ন তন্তুসমূহ দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইপ্রকার অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরও নিজ স্বরূপভূত মুখ্য এবং দিব্য অচিন্ত্যশক্তি হইতে উৎপন্ন অনন্ত কার্য্য দ্বারা স্বভাবতঃ নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। যে কারণ সংসারী জীব উঁহাকে দেখিতে পায় না। সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ সর্ব্বাধার পরমেশ্বর সেবক আমাদিগকে পরম আশ্রয়ভূত পর-ব্রহ্মস্বরূপের সহিত মিলিত করুন অর্থাৎ নিত্য দাস্য প্রদানপূর্ব্বক স্বচরণে আশ্রয় দিউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—

"নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে॥

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥"
(ভাঃ ১০।৮৪।২২-২৩)

আরও পাই,—
"তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপকযোগৈঃ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয় জীবকোশা-
আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥" (ভাঃ ১০।৮৪।২৬)

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—
"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥"
(গীঃ ৭।২৫) ॥১০॥

শ্রুতিঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পুনরায় ঋষি শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক উপদেশ দিতেছেন] [তিনি] একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (দ্যোতনাত্মা পরমদেব পরমেশ্বর) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ঃ (গুপ্ত হইয়া আছেন অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত) সর্ব্বব্যাপী (বিশ্বব্যাপক হইয়াও), সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) কর্ম্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক) সর্ব্বভূতাধিবাসঃ (সকল প্রাণীর নিবাসস্থান) সাক্ষী (সকল বিষয়ের সাক্ষাৎদ্রষ্টা) চেতা (চেতনস্বরূপ বা

চেতয়িতা) কেবলঃ (সর্ব্বথা বিশুদ্ধস্বভাব, প্রাকৃতিক দেহাদি-উপাধিশূন্য) চ (এবং) [তিনি] নির্গুণঃ (প্রাকৃতিক সত্বাদি-গুন-সম্পর্ক রহিত) ॥১১॥

অনুবাদ—সেই পরম পিতার ধ্যান ব্যতীত পরমার্থ লাভের অন্য কোন উপায় নাই। তিনি সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বময় কিন্তু প্রাকৃতিক উপাধিশূন্য, তিনি দ্যোতনস্বভাব অর্থাৎ সকল বস্তুকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, তিনি বিশ্বব্যাপক এবং সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামিস্বরূপ। জীবের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের তিনি নিয়ামক। সকল প্রাণীর স্থিতির কারণ বা সকলের নিবাসস্থান, সকলের সকল কর্ম্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা, তিনি স্বয়ং চেতনস্বরূপ ও সকলের চেতয়িতা এবং প্রাকৃতিক গুণরহিত এজন্য সুখ-দুঃখাদি সম্পর্করহিত ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বভূতেষু অন্তরেঽবিদিততয়া বর্ত্তমানঃ, সর্ব্ব-ব্যাপিতয়া সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তচ্ছরীরেষ্বনুপ্রবিষ্টঃ কর্ম্মসু প্রেরকঃ, চেতা চিত্রচয়নে ইতি ধাতুঃ সকলপ্রপঞ্চনির্ম্মাতা, নির্গুণঃ গুণত্রয়বশ্যতা-ভাবাৎ, ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বাভাবেন কেবল উদাসীনঃ, ঈদৃশঃ 'অপ-হতপাপ্মা দিব্যো দেব এক' ইতি প্রসিদ্ধো দিব্যো দেব এক এবেত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তং সর্ব্বতোদর্শয়ন্ মন্ত্রদৃক্ তদাশ্রয়াৎ পুরুষার্থ-প্রাপ্তিং দর্শয়তি মন্ত্রদ্বয়েন—এক ইত্যাদিনা—একঃ অদ্বিতীয়ঃ, দেবঃ দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বপ্রাণিষু অন্তর্য্যামিরূপেণ তিষ্ঠতি তথাপি যৎ স ন দৃশ্যতে তত্রহেতুঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ প্রচ্ছন্নভাবে-নাবস্থিতঃ ন কেবলং জীবান্তঃস্থঃ স কিন্তু সর্ব্বব্যাপী বিভুত্বাৎ বিশ্ব-

ব্যাপকঃ, তস্য বিশ্বব্যাপ্ত্যভাবে বস্তূনাং ষড়্‌বিকারাসম্ভবঃ নহি চেতনং কিমপি বিনা তেষাং তথা সম্ভবঃ। নহু তর্হি কথং তস্য দৃশ্যত্বং নহি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নস্য দর্শনং সম্ভবতি তত্রাহ—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণিনাং অন্তরাত্মা অন্তর্য্যামীত্যর্থঃ জীবোহি চিদংশঃ স্ফুলিঙ্গ ইবাগ্নেঃ, যদ্বা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি শ্রুত্যা পরমেশ্বরস্য জীবসহভাবেন স্থিতিরুচ্যতে। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ কর্ম্মণাং শুভাশুভানাম্ অধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠাতা পরিচালক ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুত্যন্তরে 'অথ হ স এবৈনং শুভং কর্ম্মকারয়তি যমেবৈষ উন্নিনীষতি' ইত্যাদৌ। সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবসতি যদ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি অধিবাসয়তি পালনাৎ ইতি অতো ন পৌনরুক্ত্যম্। সাক্ষী স সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সর্ব্বকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্দ্রষ্টা—সাক্ষাদ্দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াং দ্রষ্টরি অর্থে সাক্ষাৎ শব্দাৎ ইনি প্রত্যয়েন সিদ্ধম্। চেতা—স্বয়ং চিৎস্বরূপঃ অন্যস্য চেতয়িতা চৈতন্যাধায়কঃ, কেবলঃ নিরুপাধিকঃ, নির্গুণশ্চ সত্ত্বাদিপ্রাকৃতিকগুণরহিতঃ অতঃ স্বরূপানুবন্ধিকারুণ্যাদিগুণবত্ত্বেঽপি ন বিরোধঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—সেই অদ্বিতীয় পরমদেব পরমেশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী আবার সকল প্রাণীর অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। তিনি জীবের সকল কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। তিনি সকলের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা ও সকলের নিবাসস্থান অর্থাৎ আশ্রয়। তিনিই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ। তিনি স্বয়ং পরম চেতন এবং সকলের চৈতন্য বিধায়ক। তিনি সর্ব্বথা বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্লেপ এবং প্রাকৃত গুণাতীত নির্গুণস্বরূপ কিন্তু অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমূদয় সর্ব্বদাই তাঁহাতে অবস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥
ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ।
কালং কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্॥"

(ভাঃ ১০।৫৬।২৬-২৭)

আরও পাই,—

"যো দুর্ব্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহার-তন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায়॥" (ভাঃ ১০।৪৯।২৯) ॥১১॥

শ্রুতিঃ—একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—একঃ (এক অদ্বিতীয় দেবতা পরমেশ্বর) যঃ (যিনি) নিষ্ক্রিয়াণাং (ক্রিয়াহীন কূটস্থ) বহূনাং (বহু জীবের) বশী (শাসক বা প্রভু) [যিনি] একং (এক) বীজং (মূল কারণ প্রকৃতিরূপ বীজকে) বহুধা (দেব-মনুষ্য-পশুপক্ষী প্রভৃতি বহুরূপে) করোতি (পরিণত করিতেছেন) আত্মস্থম্ (হৃদয়স্থিত) তং (সেই পরমদেবতাকে) যে ধীরাঃ (যে সকল ধ্যানকারী ব্যক্তি) অনুপশ্যন্তি (ধ্যানযোগে নিরন্তর দর্শন করেন) তেষাং (সেই পরমাত্মদর্শন-কারীদিগের) শাশ্বতং (নিত্য) সুখং (সুখ অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়)

ইতরেষাম্ (যাহারা সেই পরমাত্মদর্শনরহিত তাহাদের) ন (শাশ্বত সুখ হয় না) ॥১২॥

অনুবাদ—যাহারা জানে যে, একমাত্র পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র, আর সমস্ত জীব তদধীন ; জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ ও কূটস্থ হইলেও ঈশ্বরাধীন চলিতে হয়। জীব ঈশ্বর-বিমুখ হইলে তাহাকে বহুরূপে দেহ ধারণ করিতে হয়, সেই দেহধারণের বীজ এক প্রকৃতি, উহা এক হইলেও জীবের কর্ম্মফল-ভোগের জন্য পরমেশ্বর তাহাকে বহুরূপে পরিণত করিতেছেন, সেই পরমেশ্বর হৃদয়মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ; ইহা যে ধীর ব্যক্তিগণ জানিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিরন্তর দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়, তদ্‌ভিন্ন ভগবদ্বিমুখের এ সুখ দুর্ল্লভ ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিষ্ক্রিয়াণাং স্বতঃ প্রকৃতিরহিতানাং চেতনানাং বশী স্বাধীনসর্ব্বচেতনবর্গ ইতি যাবৎ, একং জগৎবীজং অব্যক্তলক্ষণং মহদহঙ্কারাদিরূপেণ যঃ বহুধা করোতি তম্ আত্মস্থং স্বান্তর্য্যামিণং যে জানন্তি ত এব মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তত্ত্বজ্ঞানপ্রকারমাহ—একো বশীত্যাদিনা বশী স্বতন্ত্রঃ একো দেবঃ পরমেশ্বরঃ নান্যোঽস্তি নিষ্ক্রিয়াণাং প্রাকৃত ক্রিয়ারহিতানাং জীবানাং ক্রিয়াণাং দেহেন্দ্রিয়গতত্বং নাত্মসমবেতত্বং তথাহ্যাত্মা-নিষ্ক্রিয়োনির্গুণঃ কূটস্থঃ অনাত্মধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্য অহংকর্ত্তা ভোক্তা সুখী-দুঃখীত্যভিমন্যতে তেষাং নিয়ামকঃ যঃ একং বীজং প্রকৃতিরূপং বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈঃ দেবমনুষ্যাদিনামরূপৈরিত্যর্থঃ করোতি পরিণময়তি জীবাশ্রয়ভূতানি বহূনি শরীরাণি প্রকৃতিদ্বারেণ সৃজতি। ততশ্চ আত্মস্থং আত্মনি স্থিতং তং পরমাত্মানং যে ধীরাঃ ভক্তাঃ বিবেকিনঃ

অনুপশ্যন্তি অনুক্ষণং ধ্যানযোগেন তস্য দর্শনং কুর্ব্বন্তি তেষাং বিবেকিনাং ভক্তানাং শাশ্বতং চিরন্তনং সুখং মুক্তিরিত্যর্থঃ ভবতীতিশেষঃ, ইতরেষামনাত্মবিদাং অভক্তানাং তন্ন, তেষাং কেবলং দুঃখভাগিত্বমিতি ভাবঃ ॥১২॥*

তত্ত্বকণা—যিনি এক হইয়াও নিষ্ক্রিয় বহু জীবের নিয়ামক বা শাসক হন এবং যিনি এক জীবকে প্রকৃতিরূপ বীজের দ্বারা বহুধা বিভক্ত করিয়া থাকেন, সকল জীবের হৃদয়স্থিত সেই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে যে সকল ভাগ্যবান্ ধীর ভগবদ্ভক্ত অন্তরের মধ্যে অনুক্ষণ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য সুখ লাভ হয়, অন্যের তাহা হয় না অর্থাৎ ভগবদ্দর্শন রহিতের কেবল দুঃখ-ভোগই হইয়া থাকে।

কঠোপনিষদেও এতদনুরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, যথা "একো বশী······ নেতরেষাম্" (কঠ ২।২।১২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥" (ভাঃ ৪।২০।৭)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। তিনি এক, জীব অনেক। তিনি নিত্য শুদ্ধ কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। তিনি নিত্য নির্ম্মল জ্যোতিঃ, জীব স্বরূপভ্রমকালে মলিন হয়। তিনি নির্গুণ কখনই প্রাকৃতগুণ-সঙ্গ করেন না, জীব বাসনাদোষে প্রাকৃত গুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত গুণাভিমানী হইতে

পারেন। তিনি সর্ব্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু, তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্ম বা, জড়াসক্তিশূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি অন্তররহিত-আত্মা, জীব তদাত্মক। তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য।"

আরও পাই,—

"য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ॥"

(ভাঃ ৪।২০।৮) ॥১২॥

শ্রুতিঃ—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[যঃ—যে পরমাত্মা] নিত্যানাং (নিত্য জীবগণেরও) নিত্যঃ (নিত্যতা-বিধায়ক অর্থাৎ যাঁহার নিত্যতায় ইহারা নিত্য) [এইপ্রকার] চেতনানাং (চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তুদিগের) [যিনি] চেতনঃ (চৈতন্যাধায়ক চেতয়িতা), একঃ (অদ্বিতীয় ও অন্যনিরপেক্ষ হইয়াও) যঃ (যিনি) বহূনাং (বহু জীবের) কামান্ (কামনাসমূহ বা কর্ম্মফল-নিমিত্তক ভোগ) বিদধাতি (বিধান করিতেছেন), সাংখ্য-যোগাধিগম্যং (আত্মানাত্মবিবেক ও ভক্তিযোগদ্বারা যিনি লভ্য) তৎ (সেই) কারণং (সকলের কারণীভূত) দেবং (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া ধীরব্যক্তি) সর্ব্বপাশৈঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি সকল বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন) [অতএব সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য] ॥১৩॥

অনুবাদ—জগতে যতপ্রকার নিত্যবস্তু আছে, তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরই নিত্যতম, যেহেতু তিনি সকলের অধিষ্ঠান, তাঁহার নিত্যতাহেতু ঐসকল নিত্যবস্তুর নিত্যতা তাঁহা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইপ্রকার তিনি সকল চেতনপদার্থের চৈতন্যাধায়ক, তিনি পরমচেতন। তিনিইমাত্র সকল জীবের সকল কামনা পূরণ করেন বা প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, অর্থাৎ জীব যে অপরজীবের ভোগ-সম্পাদক বলিয়া প্রতীত হয়, উহা ভ্রমমাত্র, কারণ সে নিরপেক্ষভাবে নিজের কামনা পূরণ বা ভোগ সম্পাদনে সমর্থ নহে, অপরের তো দূরের কথা। তিনি সকলের কারণ, তাঁহাকে সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিযোগ দ্বারা জানিতে পারা যায়, অতএব তত্ত্বজ্ঞান সহকারে ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবে, এইরূপ হইলে অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—নিত্যানাং বহূনাং চেতনানাং নিত্য এক এব চেতনঃ সন্ কামান্ বিদধাতি তজ্জ্ঞানামুক্তিরিত্যর্থঃ, নিত্যচেতনানাং অনিত্যত্বং ধর্ম্মভূতজ্ঞানসঙ্কোচাদিধর্ম্মযোগাদ্ দ্রষ্টব্যং নিত্যানাং মধ্যে নিত্যঃ অন্যনিত্যঃ চেতনানাং মধ্যে চেতনঃ পরমচেতনঃ ইত্যর্থাশ্রয়-ণেঽপি ন দোষঃ সাংখ্যযোগাধিগম্যং সাংখ্যযোগশাস্ত্রয়োস্তাৎপর্য্যবিষয়ং, 'সাংখ্যোযোগঃ পঞ্চরাত্রং দেবাঃ পাশুপতং তথা আত্মপ্রমাণান্যেতানীত্যু-ক্তেরিতি ভাবঃ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতশ্চ স এব ধ্যেয়ঃ—ইত্যাহ—নিত্যো-নিত্যানামিতি—যঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বেষাং নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে নিত্যঃ তদধিষ্ঠানাৎ তেষামপি নিত্যত্ববিধায়কঃ এবং চেতনানাং চেতন-বিশিষ্টানাং চেতনঃ চৈতন্যাধায়কঃ পরমচেতনঃ, যঃ পরমাত্মা একঃ একোঽপি বহূনাং জীবানাং সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ কামান্ কামনাজনিতান্

ভোগান্ বিদধাতি প্রযচ্ছতি। জীবোহি স্বস্যৈব কামস্য পূরণেঽসমর্থঃ, অয়ন্তু একঃ সর্ব্বেষাং সকলভোগানাং পূরক ইতি বিশেষঃ কারণং সর্ব্বেষাং কারণীভূতং, তৎ ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ইতি—পরেণান্বয়ঃ কথং স জ্ঞেয়ঃ তত্রাহ—সাংখ্য-যোগাধিগম্যং সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন, যোগেন চ ভক্তিসমাধিনাচ গম্যং জ্ঞেয়ং তথাচোক্তং শ্রীভগবতা 'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি লভ্যতে' ইতি এবংবিধং দেবং প্রকাশশক্তিমন্তং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য, সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ সংসারবন্ধনৈঃ কর্ত্তৃভিঃ মুচ্যতে পরিহীয়তে ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাবিধানকারী এবং চেতন বস্তুসকলের মধ্যে চেতন অর্থাৎ চৈতন্যপ্রদাতা পরমচেতন এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামসমূহ বিধান করিয়া থাকেন, সাংখ্যযোগাধিগম্য সেই কারণভূত সর্ব্বকারণ-কারণ পরমদেব পরমেশ্বরকে জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিয়া জীব সকল মায়াপাশ হইতে মুক্ত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের "নিত্যো নিত্যানাং" ২।২।১৩ মন্ত্রটিও আলোচ্য।

শ্রীধ্রুবও বলিয়াছেন,—

"ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে ॥" (ভাঃ ৪।৯।১৫)

আরও পাই,—

"প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥" (ভাঃ ১০।৮৫।৬)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনের ফল,—

"দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥"

(ভাঃ ১০।৬৯।১৮)॥১৩॥

শ্রুতিঃ—ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—সূর্য্যঃ (জগতের প্রকাশক) তত্র (সেই পরমাত্মায়) ন ভাতি (প্রকাশক হয় না) [এইরূপ] চন্দ্রতারকং (আলোকদাতা চন্দ্র ও নক্ষত্র ইহারাও) ন (তাঁহাতে প্রকাশ দান করে না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করে না) ইমাঃ (এইসকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎ) ন ভান্তি (আলোকদান করে না অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করে না); অয়ম্ (আমাদের দৃষ্টিগোচর) অগ্নিঃ (অগ্নি) কুতঃ? (কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে?) [অধিক কি?] ভান্তম্ (স্বতঃ প্রকাশরূপতা হেতু দীপ্যমান) তমেব অনু (সেই পরমেশ্বরকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহে) সর্ব্বং (সকল তেজঃ পদার্থ) ভাতি (আলোক দিতেছে) [যেহেতু] তস্য (সেই পরমেশ্বরের) ভাসা (দীপ্তিতে) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় সূর্য্যাদি) বিভাতি (আলোক দিতেছেন) ॥১৪॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বরকে জগৎপ্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না, এইরূপ চন্দ্র, তারকাও তথায় প্রকাশক নহে, এই অগ্নির

কথা আর কি বলিব? স্ব-স্বভাবে দীপ্যমান তাঁহার প্রকাশশক্তি পাইয়াই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন। যেমন অগ্নির সংযোগে লৌহ দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়, সেইরূপ তাঁহার জ্যোতিতে এই সমস্ত চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছে ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অস্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কুতস্তস্য সর্ব্বচেতন-চেতনত্বম্ তত্রাহ—ন তত্রেতি তত্র তস্মিন্ পরমজ্যোতিষি পরমেশ্বরে সর্ব্বাবভাসকোঽপি সূর্য্যো-ন ভাতি ন প্রকাশতে সূর্য্যোহি সর্ব্বাত্মনস্তস্যৈব ভাসা রূপজাতং প্রকাশয়তি নহি তস্য স্বতঃপ্রকাশনসামর্থ্যম্। এবম্ অন্যেঽপি তেজঃ-স্বভাবাগ্রহাঃ তস্যৈব ভাসা ভান্তি ইত্যাহ—ন চন্দ্রতারকম্—চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ ইতি সমাহারে ক্লীবমেকম্ হ্রস্বশ্চ। ইমাঃ প্রকাশশীলাঃ বিদ্যুতঃ ন তত্র ভান্তি, অগ্নেস্তত্রাধিকার এব নাস্তি ইত্যাহ—কুতোঽয়মগ্নিঃ—অয়ম্ অস্মদ্দৃষ্টিগোচরঃ অগ্নিঃ কুতঃ? কথং ভাতু ইত্যর্থঃ সর্ব্বেষামেষাং তদনুগ্রহেণ কালবিশেষমপেক্ষ্য প্রকাশকত্বাৎ অল্পপ্রকাশত্বাচ্চ পরমজ্যোতির্ম্ময়াৎ পরব্রহ্মণোন্যূনত্বমিতিভাবঃ। কিং বহুনা ভান্তম্ স্বয়মেব দীপ্যমানং তম্ পরমাত্মানম্ অনু হেতুরূপেণ লক্ষ্যীকৃত্য 'অনুর্লক্ষণে' ইতি কর্ম্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞায়াং তদ্যোগে দ্বিতীয়া। সর্ব্বং ভাতি দীপ্যতে, তস্য ভাসা জ্যোতিষা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদি ভাতি তথাচ স্মৃতিঃ 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ' ইতি 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি'রিতিচ। শ্রুতিশ্চ 'যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইত্যাদিকা। তং দেবং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—সূর্য্য জগৎপ্রকাশক হইলেও পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারকারও তাঁহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি

নাই, এই বিদ্যুৎসকলও তথায় দীপ্তি পায় না; অতএব অগ্নির কথা আর কি বলিব? স্বতঃ দীপ্তিমান্ পরব্রহ্মের প্রকাশশক্তির কিছু অংশ লাভ করিয়া সকলে অনুদীপ্ত হয়, তাঁহারই দীপ্তিতে এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডল বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এতৎপ্রসঙ্গে কঠোপনিষদের ২।২।১৫ এবং মুণ্ডকের ২।২।১০ মন্ত্র আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥" (ভাঃ ১০।১৩।৫৫)

শ্রীগীতায়ও পাই,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীঃ ১৫।৬)

আরও পাই,—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" (গীঃ ১৫।১২)

এতৎপ্রসঙ্গে বেদান্তসূত্রের "জ্যোতির্দর্শনাৎ" (বেঃ সূঃ ১।৩।৪০) সূত্রের গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমেশ্বরের শরণাগতি ব্যতীত মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তিনিই মাত্র অবিদ্যানাশক, ইহাই এই শ্রুতিতে

অভিহিত হইতেছে] অস্য (এই) ভুবনস্য (উৎপন্ন চরাচর বিশ্বের) মধ্যে (মাঝে অর্থাৎ অন্তরে) একঃ (এক তিনিই) হংসঃ (হংসের মত—হংস যেমন সলিলের উপর বিরাজ করে, তিনিও সেইরূপ বিশ্বের (জীবের) অবিদ্যার হন্তা বলিয়া হংস) সঃ এব (তিনিই—সেই পরমেশ্বরই) সলিলে (জলের পরিণাম শুক্রশোণিতজাত দেহের মধ্যে) সন্নিবিষ্টঃ (নিগূঢ়) অগ্নিঃ (অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য—দেহাদির নাশক হেতু অগ্নিস্বরূপ) [অথচ জলের মধ্যে যেমন বাড়বানল থাকিয়া জলকে শোষণ করে অথচ জলদ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না সেইরূপ দেহ-মধ্যে থাকিলেও তিনি দেহ-ধর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত হন না অথচ দেহাদির কারণ অবিদ্যার নাশ করেন] তম্ (এইরূপ শক্তিমান্ তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (সাক্ষাৎ করিলে অর্থাৎ ভজন-প্রভাবে স্বরূপ জ্ঞাত হইলেই) মৃত্যুং (সংসার—জন্মমৃত্যু-ধারাকে) অতি-এতি (অতিক্রম করে) অয়নায় (পরমপদ পাইবার) অন্যঃ (তদ্‌ভিন্ন অপর কোনও) পন্থাঃ (পথ—উপায়) ন বিদ্যতে (নাই অর্থাৎ—হয় না) ॥১৫॥

অনুবাদ—এই ভুবনের মধ্যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিরাজমান, তিনিই মাত্র হংসপদবাচ্য যেহেতু অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য জন্ম-মরণাদি নাশ করেন। এই সলিলের পঞ্চমী আহুতির পরিণাম দেহ-মধ্যে তিনি নিগূঢ় অগ্নি, শ্রুতি—ঈশ্বরকে ব্যোমাতীত অগ্নি বলিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তিপ্রভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারিলেই মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। এতদ্‌ভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির বা মুক্তির অন্য কোন পথ নাই ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভুবনস্য চিদচিৎপ্রপঞ্চস্য মধ্যে পক্ষিসংঘে হংস-বদ্‌বিরাজমানঃ 'যমন্তঃসমুদ্রে কবয়ো বদন্তি' ইতি সমুদ্রসলিলে সন্নিবিষ্টঃ

স এবাগ্নিঃ অগ্রনেতা মোক্ষপ্রদঃ সংসারপাশদাহক ইতি বার্থঃ, শিষ্টং স্পষ্টম্ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—হংসরূপকেণ অগ্নিরূপকেণ চ তদ্‌গুণান্ বিবৃণোতি। এক ইত্যাদিনা অস্য পরিদৃশ্যমানস্য ভুবনস্য উৎপন্নস্য প্রপঞ্চস্য মধ্যে একঃ এক এব হংসঃ হন্ত্যবিদ্যাদীনীতি হংসঃ পরমাত্মা সূর্য্য ইতি চ ধ্বনিঃ, প্রকাশকরূপেণ বিরাজতি। স এব পরমাত্মা সলিলে 'পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তী'তি শ্রুত্যনুমোদিত প্রক্রিয়য়া শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতে দেহে, সন্নিবিষ্টঃ নিগূঢ়ঃ অগ্নিঃ, 'ব্যোমাতীতো হগ্নিরীশ্বরঃ' ইত্যুক্তেঃ। অতঃ তমেব তাদৃগ্রূপং পরমাত্মানং বিদিত্বা উপাস্য মৃত্যুম্ সংসারম্ অত্যেতি অতিক্রামতি ব্যবহিতেনান্বয়শ্ছান্দসঃ। অয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে, অন্যঃ পন্থা উপায়ঃ নাস্তি ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে একমাত্র প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অবিদ্যাদির নাশকর্ত্তা হংসরূপে—সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, তিনিই জলে অর্থাৎ জলের পরিণাম শরীরে অগ্নিরূপে নিগূঢ় আছেন। যদিও সাধারণজ্ঞানে শীতলস্বভাব জলে উষ্ণস্বভাব অগ্নির অবস্থিতি বুঝা যায় না, তথাপি যাঁহারা শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অদ্ভুতশক্তির রহস্য জানেন, তাঁহারা ইহা অনুভব করিতে পারেন।

প্রাকৃত দৃষ্টান্তে দেখা যায়,—

সমুদ্রে বাড়বানল অগ্নি অবস্থান পূর্ব্বক জল শোষণ করে, কিন্তু জল তাহাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, সেস্থলে অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীভগবানের পক্ষে প্রতিশরীরে অবস্থান পূর্ব্বক শরীরধর্ম্মে লিপ্ত না হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পরমাত্মা জগৎ ও জীব হইতে সর্ব্বথা বিলক্ষণস্বভাব।

এই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বাধার পরমাত্মাকে উপাসনার দ্বারা জানিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিতে পারিলে মনুষ্য মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের পরমধাম লাভ করিতে পারে। সংসার হইতে মুক্তি এবং শ্রীভগবদ্ধাম-প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই, ইহাই শ্রুতি স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন। শ্রুতি 'বিদ্যা'-শব্দে যে ভগবদ্ভক্তিকেই লক্ষ্য করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥"
(ভাঃ ৩।২৫।২৯)

আরও পাই,—

"বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্।
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥"
(ভাঃ ৩।২৫।৪০)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলেন,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥" (ভাঃ ৩।৩২।২৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।১৩৪)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"
(গীঃ ৭।১৪) ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥১৬॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই পরমেশ্বর) বিশ্বকৃদ্ (বিশ্বস্রষ্টা) বিশ্ববিদ্ (সর্ব্বজ্ঞ) আত্মযোনিঃ (নিজেই নিজের প্রাকট্যের হেতু এবং ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তির হেতু, সর্ব্বকারণ-কারণ) জ্ঞঃ (তিনি সর্ব্ববিদ্ ও জ্ঞানস্বরূপ) গুণী (অপহতপাপ্মত্বাদি প্রশস্ত-গুণশালী ও অপ্রাকৃত কল্যাণগুণপূর্ণ) সর্ব্ববিদ্ (নিখিল কলাকুশল ও সর্ব্বজ্ঞাতা) কালকালঃ (কালেরও কাল অর্থাৎ কালেরও নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা), যঃ (যিনি) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ (প্রকৃতি ও জীবাত্মার অধীশ্বর) গুণেশঃ (সত্ত্বাদিগুণের নিয়ন্তা) সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ (সংসারের মুক্তি, পালন ও বন্ধনের কারণ) [ইহার দ্বারা সূচিত হইল যে প্রকৃতি, জীব, কাল, সংসার প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন] ॥১৬॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্ব-কারণ-কারণ, তিনি কালেরও কাল অর্থাৎ কালেরও নিয়ন্ত্রণকারী, অপহত-পাপ্মত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, কারুণ্য প্রভৃতি অসংখ্য দিব্যকল্যাণ-গুণের আশ্রয়, নানাবিধ বস্তুরচনাকুশল ও সর্ব্বজ্ঞাতা, তিনি প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মার অধীশ্বর, তিনিই ভক্তের মুক্তি দান করেন ও ভোগাসক্তের সংসার-বন্ধন করিয়া থাকেন, সমস্ত জগতের তিনি পালক, তাঁহাকে এইভাবে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিলে জীব মুক্ত হয় ॥১৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশ্বকৃৎ সর্ব্বকর্ত্তা বিশ্ববিৎ সর্ব্বপ্রাপ্তা বিদ্‌লাভ ইতি ধাতুঃ, আত্মা যোনিঃ স্থানং যস্য স তথোক্তঃ জীবান্তর্য্যামীত্যর্থঃ

জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কালকালঃ কালস্যাপি নিয়ন্তা সর্ব্ববিদ্ সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকঃ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ শেষী গুণেশঃ জ্ঞানাদিষাড়্‌গুণ্য-পূর্ণঃ সংসারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধলক্ষণস্য মোক্ষে চ তৎস্থিতৌ চ হেতু-রিত্যর্থঃ ।১৬।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য-সর্ব্বকর্তৃত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্য-পুরুষার্থত্ব-বিজ্ঞানস্বরূপত্বং নিরূপ্যতে তথাহি—'ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে তেষু ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশ-নিয়মনাভ্যাং জগদ্ বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি, একোঽপি বহুভাবেন-অভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ প্রতীতের্বিষয়ঃ। অব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখম্। জীবাত্মানো-বহবোঽনেকাবস্থাশ্চ, পরমেশ্বরবৈমুখ্যাৎ তেষাং বন্ধঃ তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপ-তদ্‌গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিপূর্ব্বকতৎস্বরূপসাক্ষাৎকৃতিঃ, প্রকৃতির্গুণত্রয়সাম্যাবস্থা জড়াপি তদীক্ষণপ্রাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রং জগৎ সৃজতি, কালস্তু অতীতাদিব্যবহারহেতুর্জড়দ্রব্যবিশেষঃ। এতেষু ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারো নিত্যাঃ জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যা' ইতি শ্রুত্যর্থসারো বেদান্ত-সূত্রে গোবিন্দভাষ্যকারেণ বিবৃতঃ। বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিরিত্যেকং পদং তদর্থশ্চ বিশ্বকৃতাং বিশ্ববিদাম্ আত্মনাং দ্রুহিণাদীনামুপাদানমিতি ভাবঃ সর্ব্ববিদ্। গুণী—অপহতপাপ্মত্বাদ্যষ্টগুণকঃ। কালকারঃ—কাল-প্রবর্ত্তকঃ সর্ব্ববিদ্ নিখিলকলাকুশলঃ। অন্যদ্ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ ॥১৬॥

তত্ত্বকণা—যাঁহার প্রকরণ চলিতেছে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম। তিনি সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ এবং স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। তিনি কালেরও নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা মহাকালস্বরূপ, তিনি স্বয়ং কালাতীত। কঠোপনিষদেও পাওয়া যায়,—সর্ব্বসংহারক কাল-রূপ মৃত্যুও তাঁহার উপসেচন। (কঠ ১।২।২৫)।

পরমেশ্বর সৌহার্দ্দ, প্রেম, ভক্তবাৎসল্য, দয়া প্রভৃতি অসংখ্য অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আশ্রয়; তিনি প্রকৃতি ও জীবের অধীশ্বর। তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরও অধীশ্বর ও নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা। ইনিই বহির্ম্মুখ জীবকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন, কর্ম্ম-ফল ভোগ করাইয়া পালন করেন, এবং হরিভজন করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। উঁহারই কৃপায় জীবের সংসার হইতে ত্রাণ ঘটে। অতএব ভগবদ্ভজনই সর্ব্বজীবের একমাত্র পরম কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি॥" (ভাঃ ৩।৭।৪)

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃতগুণমণ্ডিত,—

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥" (১১।১৩।৪০)

শ্রীভগবান্ সকলবস্তুর নিয়ামক,—

"অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্॥" (ভাঃ ১১।৬।১৫)

ভক্তিযুক্ত জ্ঞানীরই মঙ্গলোদয়,—

"তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥"

(ভাঃ ১১।১৯।৯) ॥১৬॥

শ্রুতিঃ—স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো-
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেহস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্ব্বিদ্যত ঈশনায় ॥১৭॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ হি (সেই পরমেশ্বরই) তন্ময়ঃ (স্ব-স্বরূপে স্থিত অথবা 'তৎ' পদার্থ পরব্রহ্মস্বরূপ) অমৃতঃ (মরণরহিত—অমৃত-স্বরূপ) ঈশসংস্থঃ (আধিপত্যে স্থিত বা স্বীয় ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত) জ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী) সর্ব্বগঃ (সর্ব্বত্রব্যাপী), অস্য (এই পরিদৃশ্যমান) ভুবনস্য (জগতের) গোপ্তা (পালক) যঃ (যিনি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) নিত্যমেব (সর্ব্বদা—নিয়মিতভাবে) [জগৎকে] ঈশে (নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন) [অতএব] ঈশনায় (জগৎ শাসন করিতে) অন্যঃ (তিনি ভিন্ন অন্য কেহ) হেতুঃ (কারণ) ন বিদ্যতে (নাই) ॥১৭॥

অনুবাদ—সেই পরমেশ্বর সর্ব্বদা স্ব-স্বরূপে স্থিত, অমৃতস্বরূপ, ঈশিতৃত্বস্বরূপে সম্প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, তিনিই এই জগতের গোপ্তা অর্থাৎ পালক, তিনি সর্ব্বদাই এই জগতের শাসন করেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহ জগতের শাসন করিতে সমর্থ নহে ॥১৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স পরমাত্মা তন্ময়স্তৎপ্রচুরঃ তদাত্মক এব অনন্যাত্মকঃ অনন্যপ্রের্য ইতি যাবৎ, অমৃতঃ অসংসারী ঈশসংস্থঃ ঈশন-ব্যাপারে সম্যক্ স্থিতির্যস্য স তথোক্তঃ যঃ ঈশে যঃ নিত্যমীষ্টে যস্য চ ঈশনমনন্যহেতুকং নিত্যং মোক্ষদশায়ামপি অনপায়ীত্যর্থঃ ॥১৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তস্যোপাস্যত্বে হেত্বন্তরং দর্শয়তি—স তন্ময় ইত্যাদিনা নহ্ন 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি বাক্যার্থবোধানন্তরং তৎ-ত্বংপদার্থয়োরৈক্যজ্ঞানান্মুক্তিরুপদিষ্টা তৎ কিমিতি পরমেশ্বরধ্যান-

মুপদিশসি তত্রাহ—স তন্ময়ঃ—সঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ তন্ময়ঃ তৎ-পদ প্রতিপাদ্যস্বরূপঃ নিষ্কলং ব্রহ্মেতি যাবৎ, হি যতঃ অমৃতঃ মরণাদি-বিকারষট্‌করহিতঃ, নন্থ জীবোঽপি স্বরূপতঃ অমৃত ইতি চেৎ সত্যং তথাপি স ন জগন্নিয়ন্তা, পরমেশ্বরোহি ঈশসংস্থঃ ঈশে নিয়ন্তরি সংস্থা সম্যক্ স্থিতির্যস্য অর্থাৎ প্রশাসকস্বরূপঃ, নন্থ কালঃ স্বভাবো বা প্রশাসকোঽস্তি তদ্ব্যাবৃত্তয়ে আহ জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ নহি কালস্বভাবয়োর্জ্ঞাতৃত্বং জড়ত্বাৎ, অথ যোগিবিশেষস্তাদৃশঃ স্যাৎ ইতিচেৎ সঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বব্যাপী কিঞ্চ তাদৃশস্য পুরুষস্য কদাচিৎ সর্ব্বগামিত্বসম্ভবেঽপি ন ঈশ্বরত্বং তদাহ—ভুবনস্যাস্য গোপ্তা নিখিলজগৎপালকঃ, যঃ পরমেশ্বরঃ অস্য জগতঃ গতিমতো বিশ্বস্য কর্ম্মণি ষষ্ঠী বিশ্বমিত্যর্থঃ নিত্যমেব নিয়মেন ঈশে ঈষ্টে পুরুষব্যত্যয়ঃ, নিয়ময়তি তথাচ শ্রুত্যন্তরং 'এতস্যৈব প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচান্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্যৈব প্রশাসনে দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত' ইতি। তস্মাৎ অন্যঃ পরমাত্মনোঽপরঃ কোঽপি কাল-স্বভাবাদি ঈশনায় জগন্নিয়মনায় হেতুঃ ন অন্যৎকিমপি কারণং নাস্তি, অন্যঃ কোঽপি ন সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥১৭॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বমন্ত্রে যাঁহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তন্ময় অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে নিত্যস্থিত, তিনি অমৃতস্বরূপ, একরস, এই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় না। সমস্ত লোকপালের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান পূর্ব্বক লোকপালগণের দ্বারা তিনিই সমস্ত জগৎ পালন করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, পরমেশ্বরস্বরূপে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা-কর্ত্তা, তিনিই সমস্ত জগতের সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রণ ও সংচালন করিয়া থাকেন। তিনি ভিন্ন অপর কেহ সমগ্র জগতের শাসনে হেতু বা সমর্থ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥"
(ভাঃ ৩।২।২১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তার সম, কেহ নাহি আন॥
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর—এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥"
(ভাঃ ২।৬।৩০) ॥১৭॥

শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥১৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরমেশ্বর শ্রীহরিরই আশ্রয়ণীয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন] যঃ (যে পরমেশ্বর) পূর্ব্বং (সৃষ্টির প্রথমে) ব্রহ্মাণং

(বিরিঞ্চিকে) বিদধাতি (সৃষ্টি করিয়াছেন) চ (এবং) যঃ (যে পরমেশ্বর) বৈ (প্রসিদ্ধি আছে) তস্মৈ (সেই সৃষ্ট ব্রহ্মাতে) বেদান্ (চারিবেদ) প্রহিণোতিচ (সঞ্চার করিয়াছেন) দেবং তং হ (সেই দেবতাকেই—পরমেশ্বরকেই) [কিরূপ তিনি ?] আত্মবুদ্ধি-প্রকাশম্ (জীবের আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক ও অবিদ্যাদি-মল-শোধক তাঁহাকে) মুমুক্ষুঃ বৈ (মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া) অহং (আমি) শরণং প্রপদ্যে (শরণ লইতেছি)॥১৮॥

অনুবাদ—যিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদশাস্ত্রগুলি তাহার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করেন, আত্ম-বুদ্ধির প্রকাশক সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরকে আমি সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য শরণ লইতেছি ॥১৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি ভগবদ্বশীকরণোপায়ভূতপ্রপদনমন্ত্রমাহ—

যঃ স্বনাভিপদ্মে ব্রহ্মাণমুৎপাদ্য তস্য বেদপ্রদানেন জগৎসৃষ্টিশক্তি-মাহিতবান্ তং স্ববিষয়বুদ্ধিপ্রকাশহেতুং মুমুক্ষুরহং শরণং প্রপদ্যে ইত্যর্থঃ, আত্মনি অন্তর্য্যামিণি বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধি আত্মবুদ্ধৌ প্রকাশো যস্য স তথোক্তং ॥১৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মুমুক্ষোঃ স এব গতিঃ। ন চ ব্রহ্মাদয়োঽপি সন্তীতি বাচ্যং তেষাং তৎকার্য্যত্বাৎ। তদাহ—যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বং সর্গাদৌ, ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং প্রজাপতিং বিদধাতি সৃষ্টবান্ প্রতিসর্গাভি-প্রায়েণ বর্ত্তমাননির্দ্দেশঃ, বেদসাহায্যেন ব্রহ্মণো জগৎস্রষ্টৃত্বং যদুক্তং তদ্ বেদানামপি তস্মিন্ প্রেরকোঽসৌ পরমাত্মা ইত্যাহ বেদাংশ্চেতি যঃ তস্মৈ তস্মিন্ বেদান্ প্রহিণোতি চ প্রকাশত্বেন প্রেরয়তি তং বেদং

স্মারয়তীতি তথাচ স্মৃতিঃ 'প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি'। 'ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ। ইতি চ' মনুঃ। তং হ ইত্যবধারণে তমেব নান্যং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদং আত্মবিষয়িণী যা বুদ্ধিঃ তাং প্রসাদয়তি অবিদ্যানাশেন নির্ম্মলী-করোতি যঃ তম্, আত্মবুদ্ধিপ্রকাশমিতি পাঠে আত্মবুদ্ধিং আত্মবিষয়কং জ্ঞানং প্রকাশয়তি জনয়তি ইত্যর্থঃ। মুমুক্ষুর্ব্বৈ মুক্তিরিচ্ছুরেব ন তু ফলান্তরমিচ্ছুঃ শরণং রক্ষকং প্রপদ্যে আশ্রয়ে। তস্য শরণং বিনা মুক্তি-র্দুর্ল্লভেত্যর্থঃ ॥১৮॥

তত্ত্বকণা—শ্রীভগবান্‌কে যথাযথরূপে জানা এবং তাঁহাকে পাওয়ার একমাত্র উপায় যে তচ্চরণে শরণাগতি, তাহাই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সেই পূর্ব্বোক্ত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার সার্ব্বভৌম এবং সুগম উপায় তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। যে পরমেশ্বর জগৎসৃষ্টির আদিতে স্বীয় নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে সমগ্র বেদজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধবুদ্ধির উদয় করান, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের শ্রীচরণে একমাত্র শরণাগতিই আমাদের মঙ্গলের উপায়। অন্য কামনাশূন্য হইয়া কেবল তাঁহার শ্রীচরণসেবার নিমিত্তই শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য। মুক্তি-অর্থে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-লাভকেই বুঝায়, যেমন বিদ্যা-অর্থে-ভগবদ্ভক্তিকে বুঝাইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥" (ভাঃ ২।৭।৪২)

শ্রীগীতায়,—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"
(৭।১৪) শ্লোকটীও আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাই,—

"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥" (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪পঃ)

** ভক্তিসম নহে মুক্তিফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদি করে তার সনে॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে, যেই করে ভক্তি॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ পঃ) ॥১৮॥

শ্রুতিঃ—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥১৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সেই শরণ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন] নিষ্কলং (প্রাকৃত অবয়বহীন, অখণ্ড, পূর্ণ) নিষ্ক্রিয়ং

(প্রাকৃত অবয়বহীন বলিয়া প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য) শান্তম্ (সর্ব্ববিধ বিকারবর্জ্জিত) নিরবদ্যং (শুদ্ধ, রাগদ্বেষাদি দোষরহিত) নিরঞ্জনম্ (নির্লিপ্ত) অমৃতস্য (অমৃতত্বের—মুক্তির) পরং (সর্ব্বোত্তম) সেতুম্ (সেতুর মত সংসার-সাগর পার হইবার উপায়) দগ্ধেন্ধনম্ (কাষ্ঠ পুড়িয়া গেলে) অনলমিব (অগ্নি যেরূপ ধূমহীন সমুজ্জ্বল হয়, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ) [তাঁহাকে আমি শরণ লইতেছি] ॥১৯॥

অনুবাদ—শরণ্য সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বাতিশায়ী স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—তিনি নিষ্কল অর্থাৎ প্রাকৃত অবয়বশূন্য, অখণ্ড, এইজন্য প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য, অতএব শান্ত, নির্ব্বিকার, নিরবদ্য—রাগদ্বেষাদি-রহিত, নিরঞ্জন অর্থাৎ প্রকৃতিসঙ্গরহিত এবং মুক্তির পরম সেতু, অর্থাৎ নদীর পরপারে যাইবার উপায় যেমন সেতু, সেইরূপ তিনি সংসার-সাগর পার হইবার পরম সেতু, এ-সেতু লৌকিক সেতুর মত ভঙ্গুর নহে ও সামর্থ্যহীন নহে, ইঁহাকে আশ্রয় করিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। কাষ্ঠদগ্ধ হইবার পর অগ্নির মত তিনি সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ। তাঁহাকে আমি শরণ লইতেছি।১৯।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং তাবৎ-শরণ্যস্য স্বরূপমাহ—নিষ্কল-মিত্যাদিনা নিষ্কলম্ কলাভ্যঃ অংশেভ্যঃ নির্গতং নিরবয়বমিত্যর্থঃ, নিষ্ক্রিয়ং প্রাকৃতহস্তপদাদিরহিতত্বাৎ প্রাকৃতক্রিয়াশূন্যম্, নন্থ ক্রিয়া-শূন্যত্বে সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং কথমুপপদ্যতে ইতি চেৎ ঈক্ষণপ্রেরিতয়া স্ব-প্রধানশক্ত্যেতি উচ্যতে। শান্তং নির্ব্বিকারং, নিরবদ্যং অবদ্যেভ্যঃ দোষদুষ্টেভ্যো নিষ্ক্রান্তম্ অগর্হণীয়ং রাগদ্বেষাদিরহিতত্বাৎ, নিরঞ্জনম্ নির্লেপম্ অবিদ্যারহিতত্বাৎ নিঃসঙ্গমিত্যর্থঃ। অমৃতস্য অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য পরং শ্রেষ্ঠং সেতুম্ সেতুমিব সেতুং সংসারসাগর-তরণোপায়ং, দগ্ধেন্ধ-নম্ দগ্ধানি ভস্মীকৃতানি ইন্ধনানি যেন তাদৃশম্ অনলং বহ্নিমিব, সমুজ্জ্বলং জ্যোতির্ম্ময়ং দেবং শরণমহং প্রপদ্যে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥১৯॥

তত্ত্বকণা—সেই পরমেশ্বর-তত্ত্ব নির্গুণ ও নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত আকাররহিত বা প্রাকৃত কলারহিত, তিনি প্রাকৃত ক্রিয়াশূন্য কিন্তু নিত্য অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসপরায়ণ। তিনি পরমশান্ত অর্থাৎ নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাদি-দোষরহিত। তিনি অমৃতস্বরূপ এবং মোক্ষের পরমসেতু অর্থাৎ উপায়। যাঁহার আশ্রয়ে মনুষ্য অনায়াসে সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমন করিতে সমর্থ হয়। ইন্ধন অর্থাৎ কাষ্ঠরাশি দগ্ধীভূত হইবার পর যেরূপ ধূমরহিত হইয়া অগ্নি উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি পরমোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ। তাঁহার এতাদৃশ স্বরূপ চিন্তন পূর্ব্বক তাঁহার শরণ লওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম অপবর্গস্বরূপ,—

"দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥" (ভাঃ ১০।৬৯।১৮)

শ্রীভগবান্—গুণ-জন্ম-ক্রিয়া দ্বারা নিরূপণের অযোগ্য—

"ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥"
(ভাঃ ১০।২।৩৬)

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও পাই,—

"নির্দ্দোষশুদ্ধগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা॥"

শ্রুতিতেও পাই,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"
(শ্বেঃ ৩।১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি, করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪১) ॥১৯॥

**শ্রুতিঃ—যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥২০॥**

অন্বয়ানুবাদ—[ক্ষুদ্র চর্ম্মকে যেমন সঙ্কুচিত করিয়া বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী আকাশকে বেষ্টন করা দুঃসাধ্য ; তদ্রূপ অন্য উপায়ে মুক্তিলাভও অসম্ভব ; ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যতিরেক মুখে বলিতেছেন] মানবাঃ (মানবগণ) যদা (যখন) চর্ম্মবৎ আকাশম্ (চর্ম্মের মত আকাশকে) বেষ্টয়িষ্যন্তি (ঘিরিবে অর্থাৎ ক্ষুদ্রচর্ম্মের মত বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঘিরিতে পারিবে!) তদা (তখন) দেবম্ (দ্যোতনশীল পরমাত্মাকে) অবিজ্ঞায় (না জানিয়া) [তাঁহার] দুঃখস্য (ত্রিবিধ দুঃখের অর্থাৎ সংসারের) অন্তঃ (অবসান—মুক্তি) ভবিষ্যতি (হইবে)। [কথাটি এই—ক্ষুদ্রচর্ম্মের মত আকাশকে ঘিরিবার চেষ্টার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত-উপায়ে মুক্তি লাভের চেষ্টা ব্যর্থ] ॥২০॥

অনুবাদ—মানবগণ যখন ক্ষুদ্র চর্ম্মের মত বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঘিরিতে পারিবে তখন সেই দ্যোতনশীল পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান-ব্যতীতই মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে! কথাটি এই,—দেহকে চর্ম্ম ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া পরমব্যোমাধার পরমেশ্বরকে দেহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, ইহা মনে করা ভুল, তিনি শরীর-মধ্যে অন্তর্যামিরূপে থাকিলেও দেহাবৃত হন না, তাঁহার প্রাকৃত শরীরাদি নাই, তিনি প্রাকৃত ক্রিয়া-রহিত, প্রাকৃত দেহাদির মত বিকার তাঁহার নাই, রাগ-দ্বেষাদি

নাই, তিনি নিঃসঙ্গ। তাঁহার এই স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিলেই মুক্তি হইবে, অন্যথা মুক্তিলাভ দূরের কথা, অবিদ্যাজনিত মোহ, রাগ-দ্বেষাদি ও বিষয়াসঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধনই হইবে এবং তাহাতে জন্মমৃত্যু-ধারা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব ॥২০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আকাশস্য চর্ম্মকটাদিবৎ বেষ্টনং যদা অল্পশক্তয়ো-মনুষ্যাঃ করিষ্যন্তি তদা নিষ্কলং নিরবয়বং নিষ্ক্রিয়ং কৃতকৃত্যং শান্তমশ-নায়াদ্যূর্ম্মিষট্‌করহিতং নিরবদ্যং আশ্রিতপরাত্মসুখত্বাবদ্যরহিতং নিরঞ্জনং অসঙ্গস্বভাবং অমৃতস্য মোক্ষস্য মুখ্যং সেতুং দগ্ধেন্ধনবৎ স্বপ্রকাশং দেবম-বিজ্ঞায় দুঃখনাশো ভবিষ্যতি, যথা আকাশস্য চর্ম্মবৎ বেষ্টনং সম্ভাবিতং এবং পরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ মোক্ষো সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ ॥১৯-২০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ তত্ত্বজ্ঞানং বিনা অন্যৈর্যাগাদিভিরুপায়ৈ-র্মুক্তিলাভো দুঃশক্য এবেত্যাহ, চর্ম্মবদিত্যাদিনা—কর্ম্মবাদিনঃ প্রত্যুক্তি-রিয়ম্ যদা যস্মিন্ কালে মানবাঃ প্রাণিনঃ চর্ম্মবৎ চর্ম্মের আকাশং সর্ব্বব্যাপিনম্ বেষ্টয়িষ্যন্তি পরিবরিষ্যন্তি চর্ম্মণঃ সঙ্কোচ ইব ব্যাপিন আকাশস্য বেষ্টনমশক্যং এতৎ যদি কুর্য্যুস্তর্হি তত্ত্বজ্ঞানং বিনৈব মুক্তিং লভেরন্ ন তু তথেতি ভাবঃ। অতএবোক্তং 'ন প্রজ্ঞয়া ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুরিতি ॥২০॥

তত্ত্বকণা—চর্ম্মকে সঙ্কুচিত করিয়া যেরূপ আবৃত করা যায়, সেইরূপ যদি মানুষ কখনও আকাশকে চর্ম্মের ন্যায় আবৃত করিতে পারে, তখন সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে না জানিলেও দুঃখের অবসান হইবে অর্থাৎ ব্যাপক আকাশকে যেমন চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিয়া কখনও দুঃখের অবসান অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিতে পারে যে, যখন পরমাত্মা আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত, তখন তাঁহাকে আয়ত্ত করা কঠিন কি? কিন্তু পরমাত্মা দেহের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও তাঁহার স্বরূপ নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, ইহা পূর্ব্বের শ্রুতিমন্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া তাঁহার যথাযথ উপাসনার ফলে তাঁহার কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং মুক্তি সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে ইহা সম্ভব নহে, ইহাই এস্থলে শ্রুতির মর্ম্মার্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ ॥
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥
য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥"

(ভাঃ ৪।২০।৭-৮) ॥২০॥

শ্রুতিঃ—তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥২১॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর এই ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়-পরম্পরা বর্ণন করিতেছেন] শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতরনামক ঋষি) তপঃপ্রভাবাৎ (চিত্তের একাগ্রতা-লক্ষণ তপস্যা অনুষ্ঠানের প্রভাবে) দেব-প্রসাদাৎ চ (এবং ভক্তিলাভের উদ্দেশে বহুজন্ম ধরিয়া সম্যক্ আরাধিত পরমেশ্বরের অনুগ্রহে) ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) হ (এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) বিদ্বান্ (জানিয়া, গুরুমুখ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিয়া

নিরন্তর মনন, নিদিধ্যাসনরূপ যত্ন প্রভৃতিদ্বারা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া) অথ (অনন্তর) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (আশ্রমাতীত পরমহংসদিগকে) পরমং পবিত্রং (উৎকৃষ্টতম সকল কল্যাণাধার-সুখৈকরস প্রাকৃতমলবিনির্ম্মুক্ত) ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং (মহর্ষিগণসেবিত) [ব্রহ্ম—পরমেশ্বরস্বরূপ] সম্যক্ (যথাযথভাবে) প্রোবাচ (বর্ণন করিয়াছিলেন) ॥২১॥

অনুবাদ—অতঃপর এই উপনিষদের প্রবর্ত্তক, অধিকারী ও এই বিদ্যালাভের উপায় বর্ণন করিতেছেন—মহর্ষি পরমভাগবত শ্বেতাশ্বতর—যাঁহার ইন্দ্রিয়াশ্ব অতিশয়শুদ্ধ—শুভ্র, এইজন্য তদাখ্যায় প্রসিদ্ধ, তিনি বহুকাল ধরিয়া ভগবানের করুণা লাভের জন্য বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মাচরণের ফলে শ্রীভগবানের করুণা লাভ করেন, পরে সেই অনুগ্রহবশে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমভাগবত ঋষি-সঙ্ঘের সভায় সাক্ষাৎকৃত শ্রীহরির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, যাহা সনকসনন্দাদি-সেবিত নারদ-প্রহ্লাদাদি-ক্রমে প্রাপ্ত এবং সর্ব্বপাপ-নাশক তত্ত্ব, তাহাই বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, গুরূপাসনা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে ভগবৎপ্রেমের সহিত তদ্ভিন্ন-বিষয়ে বৈরাগ্য আবশ্যক, ক্রমে শম, দম, তিতিক্ষা সহকৃতবৈরাগ্য দ্বারা ভগবৎপ্রেম প্রগাঢ় হইলে পরম করুণাধার ভক্তবৎসল শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া আত্মসাক্ষাৎ-কার তাহাকে দিয়া থাকেন ॥২১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—'মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চৈকাগ্র্যং পরমং তপ' ইত্যুক্তশ্চিত্তৈকাগ্র্যলক্ষণতপঃপ্রভাবশ্চ সম্পন্নজ্ঞানঃ শ্বেতাশ্বতরনামা ঋষিঃ অত্যাশ্রমিভ্যঃ অতিপূজায়াং পূজ্যাশ্রমযুক্তেভ্যঃ পরমহংসবৈষ্ণবেভ্যঃ ঋষিসঙ্ঘৈর্ব্বামদেবাদিভির্দেবৈর্জুষ্টং সেবিতং পরমং পবিত্রং ব্রহ্ম প্রোবা-চেত্যর্থঃ ॥২১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সম্প্রদায়পরম্পরয়া প্রাপ্তায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষ-ফলপ্রদত্বং দর্শয়িতুং সম্প্রদায়-সেবাধিকারিত্বঞ্চ দর্শয়তি—তপঃপ্রভা-বাদিত্যাদিনা—শ্বেতাশ্বতরঃ তদাখ্যো মহামুনিঃ, এতদুপনিষদঃ প্রবক্তা, কথং তস্য এতদ্বিদ্যায়া অধিগমস্তদাহ—তপঃপ্রভাবাৎ শ্রবণাদি-ভেদেন নবধা বিভক্তস্য ভক্তিযোগস্য চ শম-দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যান্বিতস্য প্রভাবাৎ মহিম্না দেবপ্রসাদাচ্চ বহুষু জন্মসু ভগবৎপ্রীত্যর্থম্ ঐকান্তিক-ভাবেন সম্যগারাধিতস্য শ্রীহরেঃ প্রসাদাৎ অনুগ্রহাচ্চ ব্রহ্ম পরমেশ্বরং বিদ্বান্ সাক্ষাৎকৃত্য অথ অনন্তরম্ অত্যাশ্রমিভ্যঃ অত্যন্তং পূজ্যতমেভ্যঃ আশ্রমিভ্যঃ অথবা আশ্রমিণঃ অতিক্রান্তেভ্যঃ কেবলং ভগবৎসেবা-পরায়ণেভ্যঃ বৈরাগ্যপুষ্কলবদ্ভ্যঃ পরমভাগবতেভ্যঃ তানুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ, ব্রহ্ম পরমেশ্বরস্বরূপং যৎখলু পরমং সর্ব্বাধিকপূজ্যতমং পরমপ্রেমাস্পদং পবিত্রং পাপনাশকম্ ঋষিসঙ্ঘজুষ্টং সনক-নারদ-প্রহ্লাদাদিভিরৈকান্তিকৈঃ সেবিতং এতেন গুরুসেবাপূর্ব্বকত্বং শ্রীকৃষ্ণভক্তেঃ সূচিতম্, তৎ পরমেশ্বরতত্ত্বং প্রোবাচ বর্ণিতবান্ এতেনাস্য শাস্ত্রস্য সর্ব্বথা প্রামাণ্যং প্রত্যক্ষপূর্ব্বকত্বাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

তত্ত্বকণা—ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্বেতাশ্বতর ঋষি ভগবদ্ভজনরূপ তপস্যার প্রভাবে এবং ভগবদনুগ্রহের ফলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ঋষিকুলসেবিত পরম পবিত্র পরব্রহ্মতত্ত্ব আশ্রমাতীত পরম-হংসগণকে বর্ণন করেন।

এই মন্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবত্তত্ত্ববেত্তা ভগবদ্দর্শী পুরুষই ভগবত্তত্ত্ব-বর্ণনের উপযুক্ত অধিকারী এবং দেহাভি-মানশূন্য ভক্তিমান্ সাধকই সেই তত্ত্ব শ্রবণ ও অবধারণ করিবার যোগ্যপাত্র। আরও জানা যায় যে, গুরু-পরম্পরাক্রমেই পরমসত্যস্বরূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব ভূতলে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেভিরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ॥" (ভাঃ ২।৫।২০)

অর্থাৎ সেই মায়াশক্তিমান্ অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানের তত্ত্ব, জীবের অবর উপাধিস্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা লক্ষিত হয় না। কেবল তাঁহার প্রণত ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। হে ব্রহ্মন্! তিনি আমার এবং সকলের ঈশ্বর।

অন্যত্রও শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।" (ভাঃ ৩।৯।১)

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায়-সম্বন্ধে শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন,—

"স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো-
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃত-তত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥" (ভাঃ ৪।২০।২৫) ॥২১॥

**শ্রুতিঃ—বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥২২॥**

অন্বয়ানুবাদ—[ইদং তত্ত্বং—এই পরমেশ্বরতত্ত্ব] বেদান্তে (সকল বেদান্তশাস্ত্র-মধ্যে) পরমং গুহ্যম্ (অতিশয় গুপ্ততম রহস্য, গুরূপদেশ ব্যতীত আপাতদৃষ্টিতে ইহার উপলব্ধি হয় না) [তবে ইহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন] পুরাকল্পে (পুরাকালে) প্রচোদিতং

(ইহা ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভাবিত, শ্বেতাশ্বতর ঋষির হৃদয়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তাহাই তিনি ব্রহ্মর্ষিদের সভায় ব্যক্ত করিলেন। যে কোন ব্যক্তি ইহার উপদেশের পাত্র নহে) [ইদং—ইহা] অপ্রশান্তায় (শমদমাদিরহিত ব্যক্তিকে) ন দাতব্যম্ (উপদেশ দিবে না) [এইরূপ] অপুত্রায় (পুত্র ভিন্ন ব্যক্তিকে) [ন দাতব্যম্—দিবে না] বা অশিষ্যায় (অথবা শিষ্যভিন্ন ব্যক্তিকেও ইহা) ন পুনঃ [দাতব্যম্] (দিবে না) [পুত্র কিংবা শিষ্য, যদি শমদমাদিরহিত বা অভক্ত হয়, তবে তাহাদিগকে এই বিদ্যাদান করিবে না। কারণ তাহারা এই বিদ্যার অনধিকারী] ॥২২॥

অনুবাদ—এই ভগবদুপাসনাতত্ত্ব সকল বেদান্তের সার, পরম নিগূঢ়,—ইহা পূর্ব্বকালে শ্বেতাশ্বতর ঋষির আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব যে কোন ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ভগবদ্ভক্ত নহে, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু রাগদ্বেষাদিমলে পূর্ণ-হৃদয়, অশান্তচিত্ত এবংবিধ যে কোন ব্যক্তিকে ইহা উপদেশ্য নহে। তবে প্রশান্ত ভগবদ্ভক্ত পুত্র বা শিষ্যকে ইহা উপদেশ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্নেহবশে নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ের উৎপত্তি হইবে ॥২২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বেদান্তেষু অতিরহস্যতয়া নিগূঢ়ং পুরাকল্পে ব্রহ্মণ উপদিষ্টমেতদ্বিজ্ঞানং শান্তেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ এব ব্রূয়াৎ নান্যেভ্য ইত্যর্থঃ ॥২২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শ্রীভগবত্তত্ত্বং বেদান্তেষু সর্ব্বত্র প্রায়েণ নিগূঢ়-স্বরূপং তদ্ গুরুকৃপয়া জ্ঞায়তে অতএব সর্ব্বত্রৈতৎ ন প্রকাশ্যং, শ্রদ্ধাহীনায়াজিতেন্দ্রিয়ায় বিষয়প্রবণায় ন বক্তব্যম্। এতদ্ ভগবদু-পাসনাপ্রকাশকং শাস্ত্রং সর্ব্বেষু বেদান্তেষু নিগূঢ়ম্। পুরাস্মষ্টৌ

ভগবদারাধনায়াং প্রবৃত্তস্য বিষয়বিরক্তস্য শ্রীহরিপ্রেমমাত্রপ্রার্থিনঃ, শ্বেতাশ্বতরস্য মনসি ভগবানাবির্ভূয় বা মনসা বা বেদান্তসারং গুহ্যমেতদ্রহস্যং প্রচোদিতবান্ তদাহ—'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্'। অতএব বহুসাধনাসাধ্যং ভগবদ্দর্শনোপায়ভূতমেতদ্ যস্মৈ-কস্মৈচিৎ ন প্রকাশ্যং তথাচোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীমুখেন "ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"ইতি কিন্তু শ্রদ্ধালবে সদাচারপূতায় ভগবৎপ্রেমরসাপ্লুতহৃদয়ায় বক্তব্যম্—তথাচ-স্মৃতিঃ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" সদাচারৈর্নিত্যনৈমিত্তিকৈর্ভগবৎ-প্রীত্যর্থকসকলকর্ম্মভির্যস্য হৃদয়ং পূতং তাদৃশায় পুংসে বক্তব্যম্। ভক্তি-সদাচারাভ্যাং বিনা রাগদ্বেষাদিনিবৃত্তির্নভবতীতি তথাহি আচারঃ প্রথমোধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুত ইতি। পুত্রঃ শিষ্যো বা প্রায়েণ পিতুর্গুরোশ্চ স্বভাবমাপ্নোতীতি কৃত্বা তস্মৈ তস্মৈ দাতব্যম্, পুনঃ স্বকর্ম্মবশেন অশান্তশ্চেৎ তস্মৈ ন দাতব্যম্ ইতি হৃদয়ম্ ॥২২॥

তত্ত্বকণা—পরমপুরুষার্থরূপ পরমরহস্যময়-তত্ত্ব অতিশয় গুহ্যভাবে বেদের সারভাগ উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, উহাই কল্পে কল্পে গুরু-পরম্পরাক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পরমভক্ত শ্বেতাশ্বতর মুনির ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সেই তত্ত্ব প্রকট করিয়াছিলেন এবং তিনি শ্রদ্ধালু ভক্তিমান্ ঋষিগণকে উহা বর্ণন করিয়াছিলেন। এই কারণেই কঠোপনিষদের ন্যায় তাঁহার নামে এই উপনিষদ্ খানি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কাহাদের নিকট ঔপনিষদার্থ উপদেষ্টব্য, তাহার বিচার এই মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। একমাত্র যোগ্য শিষ্য বা পুত্রকেই এই তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করা যাইতে পারে কিন্তু অযোগ্য পুত্র বা অযোগ্য শিষ্যকে ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ অযোগ্য পাত্রে উহা প্রদত্ত হইলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলিয়া থাকে।

শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্॥
এতৈর্দোষৈর্ব্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৩০-৩১)

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ॥
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি॥"
(ভাঃ ৩।৩২।৩৯-৪০)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥" (গীঃ ১৮।৬৭)

শ্রীবেদান্তসূত্রেও পাই,—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ।" (৩।৪।৫০) ॥২২॥

শ্রুতিঃ—যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—যস্য (যে ব্যক্তির) দেবে (পরমদেব পরমেশ্বরে) পরা ভক্তিঃ (ঐকান্তিক, অপ্রতিহত সর্ব্বোত্তম ভক্তি আছে) [এবং]

যথা দেবে (পরমেশ্বরে যেমন) তথা গুরৌ (সেই প্রকার গুরুর প্রতিও ভক্তি বিরাজমান) এতে (এই উপনিষদুক্ত) কথিতাঃ (শ্বেতাশ্বতর ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট) অর্থাঃ (রহস্যময় বিষয়গুলি) তস্য মহাত্মনঃ হি (সেই—পরমপ্রেমিক, বিষয়বিরক্ত, শান্ত-হৃদয় ব্যক্তির নিকটেই) প্রকাশন্তে (স্ফুরিত হয়, অন্যের নিকট নহে) (পুনরুক্তি আদর ও সমাপ্তি-সূচক) [অন্যের নিকট উহা প্ররোচনা বাক্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু কথাটি এই,—যেমন সন্তপ্তমস্তকব্যক্তির জলরাশির অন্বেষণ ব্যতীত মস্তক শীতল করিবার অন্য কোন উপায় নাই, কিংবা যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজন-ভিন্ন অন্য কিছু ভাল লাগে না, সেইরূপ যাহারা ত্রিতাপক্লিষ্টাবস্থায় বিষয়-বৈরাগ্যবান্ হইয়া ভক্তিপথ আশ্রয় পূর্ব্বক মুক্তির সন্ধান করে, তাদৃশব্যক্তিদের এই উপনিষদ্ বাক্যগুলি শান্তির উপায় জানিবে] ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অন্বয়ানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুবাদ—যে ভাগ্যবান্ পুরুষের অখণ্ডৈকরস আনন্দময় পরমেশ্বরে পরা ভক্তি আছে এবং ভগবানের মত গুরুদেবের উপরও পরা ভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই উপনিষদে মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর-বর্ণিত রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি প্রতিভাত হইবে, অন্যের কাছে নহে। ভগবদ্ভক্তি ও গুরুভক্তি ব্যতীত ইহার নিগূঢ়ার্থ-বোধ কাহারও পক্ষে সুলভ নহে ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ভগবদ্বিষয়ে গুরুবিষয়ে চ উৎকৃষ্টভক্তিশূন্যানাং উক্তার্থা উপদিষ্টা অপি জ্ঞানায় ন প্রকাশন্তে ইত্যাহ—

যস্য ভগবতি উৎকৃষ্টা বুদ্ধিস্তত্তুল্যা গুরৌ অপি ভক্তিস্তস্যৈব মহাত্মন এতেঽর্থা ভাসন্তে, নেতরেষামিত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থম্ ।২৩।

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়স্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[আমাদের এই গ্রন্থখানিতে যে শ্রীশ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজাচার্য্য-মুনীন্দ্র-বিরচিত-ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে, উহা শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য-সম্পাদিত শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান (প্রকাশনী বিভাগ) খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণ দাস রামানুজদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ভাষ্যম্' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজাচার্য্য স্বামিকৃত পরিশিষ্টভাষ্যটিও ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। এই পরিশিষ্টভাষ্য-মধ্যে শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজাচার্য্য মুনি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রাপ্ত কতিপয় বাক্যে কাহারও কাহারও যে সকল সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, পূর্ব্বপক্ষ হিসাবে সেইগুলি উত্থাপনকরতঃ শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক পরব্রহ্মই যে অদ্বিতীয় বস্তু ও একমাত্র প্রাপ্য বস্তু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে

প্রাপ্ত আত্মা, শিব, ঈশ, ঈশান, রুদ্রাদি কতিপয় শব্দেরও যে অসাধারণ তাৎপর্য্য রহিয়াছে অর্থাৎ শ্রীনারায়ণেই প্রযুজ্য, তাহাও শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-বচনের দ্বারা বিচার পূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

শ্রীরঙ্গরামানুজকৃত-পরিশিষ্টভাষ্যম্—তৃতীয়াধ্যায়ে উভয়লিঙ্গপাদে বেদান্তে জগৎকারণতয়া প্রতিপাদ্যস্যাত্মনঃ 'অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ' (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি সেতুত্বশ্রবণাৎ সেতোশ্চ প্রাপ্যান্তরপ্রাপকত্বস্যৈব দর্শনেন ব্রহ্মণো প্রাপ্যান্তরপ্রাপকতা এব প্রতীয়তে, ন তু স্বয়ং প্রাপ্যতা, কিঞ্চ এতৎ সেতুং তীর্ত্ত্বা ইতি তরিতব্যাভিধানেন এতস্য প্রাপ্যত্বাভাবাবিষ্করণাৎ বেদান্তেষু 'চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৮।২) 'ষোড়শকলম্' (প্রঃ ৬।৯) ইত্যুন্মানশ্রবণান্নেদমপরিমিতং অপরিমিতস্যোন্মানাসম্ভবাৎ, অতো বেদান্তেষ্বপরিমিতত্বেন প্রতীয়মানমন্যদেবেতি প্রতীয়তে, কিঞ্চ 'অমৃতস্য পরং সেতুম্' (শ্বেতাঃ ৬।১৯) অমৃতস্য বস্ত্বন্তরস্য প্রাপ্যপ্রাপকত্বলক্ষণসম্বন্ধঃ ষষ্ঠ্যা প্রতীয়তে, ন হি স্বস্মিন্নেব প্রাপ্যপ্রাপকলক্ষণঃ সম্ভবতি। কিঞ্চ 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্' (শ্বেঃ ৩।৯) ইতি প্রতিপাদিতপুরুষাদপি 'ততো যদুত্তরতরম্' (শ্বেঃ ৩।১০) ইতি অধিকস্য নির্দ্দেশাৎ পরস্মাদপি ব্রহ্মণঃ পরমন্যদ্ব্যপদিশ্যতে, অত এভ্যো হেতুভ্যঃ পরস্মাদপি ব্রহ্মণোঽন্যৎ পরমভ্যুপগন্তব্যমিতি 'পরমতসেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০) ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে উচ্যতে 'সামান্যাত্তু' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১) 'য আত্মা সেতুঃ' (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি ব্যপদেশ 'এষাং লোকানামসম্ভেদায়' (ছাঃ ৮।৪।১) ইতি বাক্যশেষশ্রুতাসঙ্করকারিত্বলক্ষণধর্ম্ম-সামান্যনিবন্ধনঃ, ন তু প্রাপ্যান্তরপ্রাপকত্বলক্ষণধর্ম্মনিবন্ধনঃ 'এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা' ইতি অত্র তরতিশ্চ

প্রাপ্তিবচনঃ 'বেদান্তং তরতি' ইতিবৎ, নোল্লঙ্ঘনবচনঃ, যদুক্তং উন্মান-ব্যপদেশাদস্য পরিমিতত্বং প্রতীয়তে তত্রাহ 'বুদ্ধ্যর্থপাদবৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩২) যথা 'মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত' ইতি অধ্যাত্মম্ 'তদেতচ্চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, মনঃ পাদঃ' (ছাঃ ৩।১৮।২) ইতি অধ্যাত্মমিত্যত্র ব্রহ্মপ্রতীকভূত-মন-আদৌ বাগাদি পাদব্যপদেশ উপাসনার্থঃ ন তাত্ত্বিকঃ, মনসো বাগাদিপাদত্বা-সম্ভবাৎ, এবমপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ প্রাচী দিক্ কলা প্রতীচী দিক্ কলা দক্ষিণা দিক্ কলা উদীচী দিক্ কলা এষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো-ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নামেত্যুক্তদিগাদিলক্ষণচতুষ্কলপাদসম্বন্ধাসম্ভবাৎ উপাস-নার্থ এব।

নহু স্বয়মনুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানতাপ্রতীতিস্তত্রাহ 'স্থানবিশেষাৎপ্রকাশবৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৩), যথাকাশাদেরপরিচ্ছিন্ন-স্যাপি বাতায়নাদ্যুপাধিবশেন পরিচ্ছিন্নতানুসন্ধানম্ এবমিহাপ্য-ভিব্যক্তিস্থানভূতবাগাদ্যুপাধিবশেনোন্মিতস্যানুসন্ধানমুপপদ্যতে, যদুক্তং 'অমৃতস্য পরং সেতুম্' (মুণ্ডঃ ২।২।৫) ইতি সম্বন্ধব্যপদেশেন অমৃতা-ত্তেদোঽধিগম্যতে ইতি তত্রাহ 'উপপত্তেশ্চ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৪) 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' (মুণ্ডঃ ৩।২।৩) ইতি স্বপ্রাপ্তেঃ স্বয়মেব সাধনতয়োদ্‌ঘুষ্যমাণে ব্রহ্মণি স্বেনৈব প্রাপ্যপ্রাপকত্বলক্ষণসম্বন্ধব্যপ-দেশস্যাপি নানুপপত্তিঃ, যদুক্তং 'ততো যদুত্তরতরং' ইতি অধিকং বস্তু প্রতিপাদ্যত ইতি তত্রাহ 'তথান্যপ্রতিষেধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৫) 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি' (শ্বেঃ ৩।৯) ইতি তদতিরিক্তোৎকৃষ্টবস্তু-নিষেধেন তদ্বিরুদ্ধতয়া ততো যদুত্তরতরমিতি বাক্যে তদধিকবস্তু-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ ততো যদুত্তরতরমিত্যেতৎপূর্ব্বপ্রতিপাদিতস্য পুরুষস্য উপসংহাররূপঃ, এতচ্চ পূর্ব্বত্র মন্ত্রে (শ্বেঃ ৩।৯) ব্যাখ্যায়াং স্পষ্টীকৃতং, 'অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৬) অনেন ব্রহ্মণঃ

সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বস্য জগতো ব্যাপ্তত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে আয়ামশব্দস্তাবৎ 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং' (শ্বেঃ ৩।৯) 'অন্তর্ব্বহিশ্চেতৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ' (নারাঃ উঃ ১৩।১) আদি শব্দেন 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্' ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে, অতো ন ব্রহ্মণোঽন্যৎ প্রাপ্যমস্তীতি স্থিতম্ ।

তদুচ্যতে প্রথমদ্বিতীয়খণ্ডয়ো 'দেবাত্মশক্তিং' (শ্বেঃ ১।৩) 'ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ' (শ্বেঃ ১।৮) 'যদাত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং জ্ঞাত্বা দেবং' (শ্বেঃ ২।১৫) 'এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বা' (শ্বেঃ ২।১৬) ইতি দেবাত্মেশব্রহ্মশব্দৈঃ পরমাত্মা নির্দ্দিশ্যতে, তে চ শব্দাঃ 'অপহতপাপ্মা দিব্যদেব একো নারায়ণঃ' (ছাঃ ৮।১।৫) 'বিশ্বং নারায়ণোদেব আত্মা নারায়ণঃ পরঃ' (নারাঃ উঃ ১৩।১) 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষোমধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি' (কঠঃ ২।৪।১২,১৩) 'ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ' 'যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্' (মুণ্ডঃ ১।২।১৩) ইত্যাদিবাক্যগতনারায়ণপ্রত্যভিজ্ঞাপকাঃ ।

অত্র ঈশশব্দশ্চ ন রূঢ্যাপ্রযুক্তঃ অপি তু গুণযোগাৎ, 'অনীশশ্চাত্মা' (শ্বেঃ ১।৮) 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' (শ্বেঃ ১।৯) 'ঈশঃ সর্ব্বস্য' ইতি প্রতিসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাপকত্বাৎ ।

'অনন্তশ্চ আত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা' (শ্বেঃ ১।৯) ইতি অত্র 'অনন্ত' শব্দো যোগরূঢ্যা বিবক্ষানিমিত্ত প্রতিযোগিকেনির্দ্দেশাভাবাৎ, তৃতীয়খণ্ডে 'য এক ঈশতে ঈশনীভিঃ ...য একৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' (শ্বেঃ ৩।১) 'অন্তসি পারে' ইত্যুক্ত অনুবাকঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্যতে, স হি পরমপুরুষবিষয়ঃ, এবমুপক্রমোভগবদ্বিষয়ঃ ।

'একো হি রুদ্রঃ' (শ্বেঃ ৩।২) ইত্যারভ্য অনন্তরং 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুঃ' (শ্বেঃ ৩।৩) ইতি মন্ত্রশ্চ ভগবৎপ্রত্যভি-

জ্ঞাপকঃ তস্য বিদ্যুৎবর্ণপুরুষবিষয়ত্বাৎ, 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ জনয়ন্ দেব একঃ' (নারাঃ উঃ) ইতি চ 'শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত পদ্ভ্যাং ভূমিঃ' (পুঃ সূক্ত) 'ইত্যস্য প্রত্যভিজ্ঞাপকঃ' 'যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্' (শ্বেঃ ৩।৪), ইতি এতত্তু যচ্ছব্দানুবাদরূপতয়া প্রমাণান্তরসাপেক্ষতয়া দুর্ব্বলমিদং রুদ্রস্য শতপথব্রাহ্মণাবগতহিরণ্যগর্ভজন্যত্ববিরোধিহিরণ্যগর্ভজনকত্বং ন প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতি হিরণ্যগর্ভস্রষ্টৃত্বং রুদ্রশব্দরূঢ়ার্থস্য প্রতিপাদ্যতে, সুবালোপনিষদি 'ললাটাৎ ক্রোধজো রুদ্রো জায়তে' ইতি নারায়ণাৎ উৎপন্নত্বং প্রতীয়তে, নারায়ণোপনিষদি 'নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে', মহোপনিষদি 'নারায়ণঃ সোঽকামো মনসা ধ্যায়ত, তস্য ধ্যানস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে' ইতি বৃহদারণ্যকে 'ব্রহ্ম বা ইদমিতি' ব্রহ্ম প্রস্তুত্য 'ইন্দ্রবরুণসোমোরুদ্রঃ' ইতি ইন্দ্রাদিতুল্যতয়া রুদ্রস্যাপি ব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে, সাম্নি চ 'বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে ব্রহ্মণঃ পুত্রায়' ইতি ব্রহ্মপুত্রত্বং প্রতীয়তে, 'সোঽব্রবীদ্ বরং বৃণে অহমেব পশুপতি রসানী'তি তস্মাদ্ রুদ্রঃ পশূনাং অধিপতিবর-দানলব্ধপশুপতিভাবঃ শ্রূয়তে। বিষ্ণোরেবাস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ, বিধেহি রুদ্রারুদ্রোঽয়ং মহত্ত্বমিতি বিষ্ণোরারাধনলব্ধং হি মহত্ত্বং রুদ্রস্য শ্রূয়তে, অতো হিরণ্যগর্ভজন্যত্বেন নারায়ণজন্যত্বেন চ শ্রুতস্য রুদ্রস্য তদ্বিরুদ্ধহিরণ্যগর্ভজনকত্বস্য অবতারোৎপত্তিরিতি বিরোধপরিহারস্যা-সম্ভবাৎ।

কল্পভেদেন একস্যৈব রুদ্রস্য হিরণ্যগর্ভরূপাৎ স্বস্মাদুৎপত্তিঃ কল্পান্তরে রুদ্ররূপাৎ স্বস্মাৎ হিরণ্যগর্ভতয়া উৎপত্তিরিতি কল্পনস্যাপি কার্য্যত্বেন কর্ম্মবশ্যত্বেন প্রতিপাদিতে তস্মিন্নসম্ভবাৎ, ততশ্চ রুদ্রশব্দস্য কার্য্যরুদ্রব্যতিরিক্তবিষয়ত্বে সতি অস্য বাক্যস্য অনুবাদরূপতয়া 'নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে' ইত্যাদি যোগার্থপ্রাপকবাক্যার্থানুগুণ্যেন

ভগবৎপরত্বনিশ্চয়ঃ। অতো রুদ্রশব্দো ভগবৎপরঃ, রুদ্রবহুশিরা ইতি বিষ্ণুসহস্রনামপাঠাৎ। 'যা তে রুদ্র শিবাতনুঃ' (শ্বেঃ ৩।৫) ইতি অস্যানন্তরং 'ততঃ পরং বৃহন্তং' (শ্বেঃ ৩।৭) বাক্যং নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম ইতি নারায়ণোপনিষদ্প্রত্যভিজ্ঞাপকম্।

'ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি' (শ্বেঃ ৩।৭) ইতি অত্র ঈশশব্দঃ পূর্ব্ববৎ যৌগিকবৈরূপ্যাযোগাৎ 'বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ ৩।৮), ইতি অনন্তরবাক্যস্থৈতচ্ছব্দপূর্ব্বরুদ্রশব্দবাচ্যস্য মহাপুরুষত্বমবগময়তি প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ, 'ততো যদুত্তরতরং' (শ্বেঃ ৩।১০) ইতি বাক্যমপি 'পরমতঃ সেতুন্মান' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩০), ইতি অত্রোপাদিতরীত্যা প্রকৃতোপসংহারপরং 'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবত্বং (শ্বেঃ ৩।১১), চ পুরুষসূক্তার্থস্মারকং, সর্ব্বব্যাপী পদং তু 'ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ' ইতি এতৎ স্মারয়তি, 'ভগবৎ' শব্দস্তু (শ্বেঃ ৩।১১), 'ভগবান্ পবিত্রো বাসুদেবঃ যে ভগবন্তং বাসুদেবং এবং বিদুঃ' ইতি বাসুদেবাসাধারণঃ, অতএব হি স্মর্য্যতে 'এবমেষ শব্দো মৈত্রেয় ভগবানিতি, পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যৎ' (বিষ্ণুপুরাণ) ইতি, 'সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ' (শ্বেঃ ৩।১২), ইতি সত্ত্বপ্রবর্ত্তকং চ ভগবত ইতি স্থিতং, 'যো হ খলু বাব অস্য সাত্ত্বিকোঽংশঃ অসৌ স এব বিষ্ণুঃ' ইতি মৈত্রায়ণীয়শ্রুতেঃ, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা' (শ্বেঃ ৩।১৩) ইতি অন্তরাত্মত্বং সুবালোপনিষৎপ্রত্যভিজ্ঞাপকং, অনন্তরং (৩।১৪।১৫) 'সহস্রশীর্ষে'ত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ম্ অধীতং, 'সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং' (৩।১৭) ইত্যেতন্নপুংসকত্বাদ্যৌগিকমেব ন তু রূঢ়ং পুংলিঙ্গত্বাপ্রসঙ্গাৎ, 'সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ' (৩।১৭) ইত্যেতত্তু 'নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতির্নারায়ণঃ' ইতি (সুবাল উঃ ৬) শ্রুতিমন্ত্রাভিজ্ঞাপকং, 'তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্' (৩।১৯) ইতি মহাপুরুষ এব স্পষ্টমুক্তং, 'ধাতুঃ' শব্দমপি মহাপুরুষশব্দেন একার্থয়তি 'অণোরণীয়ান্' (৩।২০) ইতি মন্ত্রঃ।

চতুর্থে খণ্ডে 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি (৪।৬।৭) বাক্যদ্বয়ং মুণ্ডকোপনিষদৈকার্থ্যাৎ (৩।১।১) পরমপুরুষপরং, অতো 'মায়িনং তু মহেশ্বরং' (৪।১০) ইত্যত্রোক্তো মহেশ্বরশব্দো মায়াপ্রেরকত্বপরঃ 'সর্ব্বলোকমহেশ্বরং ক্ষীরদস্যোত্তরে তীরে জন্তুর্লোকহিতার্থিনং' ইত্যাদিষু মহেশ্বরশব্দো ভগবতি প্রযুক্তঃ, 'যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ব্বম্' (৪।১১) ইতি প্রকৃতং সর্ব্বস্য নিয়ন্তৃত্বমেব, 'তমীশানং বরদং' ইতি।

'য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদস্তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' (৪।১৩) ইত্যত্রাপি ভগবৎপরত্বং প্রতীয়তে, 'এবং ভগবৎপরানেকোপনিষদৈকার্থ্যপ্রতীতেঃ' 'জ্ঞাত্বা শিবং' (৪।১৪) 'শিব এব কেবলঃ' (৪।১৮) ইতি শিবশব্দদ্বয়ং তৎপরং, এবং মুহুরভ্যস্যমানস্যাপি শিবশব্দস্য 'আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি' 'আকাশোহ্যেতেভ্যো জ্যায়ান্' ইত্যত্রাভ্যস্তাকাশস্যেব রূঢ়ার্থত্যাগ উপপন্নঃ।

কিঞ্চ 'সর্ব্বব্যাপী চ ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ' (৩।১১) ইত্যয়ং 'শিব' শব্দঃ প্রাকরণিকঃ, শিবশব্দানাং মাঙ্গল্যপরত্বমেব সূচয়তি সর্ব্বগতত্বেহপি ভগবৎশব্দবাচ্যত্বান্নির্দোষ ইতি হি তস্য বাক্যস্যার্থঃ অন্যথা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগতপদয়োঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ।

'তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যমি'তি (৪।১৮) অনেন 'অক্ষরং পরমং প্রভুঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ধ্রুবমচলং বিষ্ণুসংজ্ঞং সর্ব্বাধারং ধাম' ইতি শ্রুতিদ্বয়ৈকার্থ্যমবগম্যতে, হৃদা মনীষা (৪।১৭) ইতি 'নৈবমূর্দ্ধং ন তির্যঞ্চ' (৪।১৯) ইতি মন্ত্রদ্বয়মধ্যগতবাক্যস্য শিবশব্দস্য পরমপুরুষবিষয়তাং গময়তি, অতো 'মা ন স্তোক' (৪।২২) ইতি মন্ত্রস্থরুদ্রশব্দোহবয়বশক্ত্যা পর্য্যাবসানবৃত্ত্যা বা ভগবদ্বিষয়ঃ।

পঞ্চমাধ্যায়ে 'ভাবকরং শিবং' (৫।১৪) ইতি 'শিব' শব্দো ব্যাখ্যাতঃ।

ষষ্ঠে চ 'কালকাল' (৬।২) ইতি কালস্য অপি পরিচ্ছেদকঃ কাল উক্তো ন তু অয়মন্তকঃ, 'ভগেশং' (৬।৬) ইতি অনেনাপি ভগবৎশব্দবাচ্যানামৈশ্বর্য্যাদীনাং ষণ্ণামীশ্বরত্বেব প্রতীয়তে, ঐশ্বর্য্যনির্ব্বাহকত্বস্য নিরঙ্কুশত্বমেবোক্তং 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' (৬।৭) ইতি প্রতিসম্বন্ধিনির্দ্দেশাৎ মহেশ্বরপদে রূঢ়ি ন শক্যশঙ্কা, 'দেবতানাং পরমদেবতা' মিতি (৬।৭) অনন্তরনির্দ্দেশাৎ তদ্ধি বাক্যং দেবতাপারম্পরং, তত্র দেবপতিশব্দো ন ক্বচিদ্দেবতাবিশেষে রূঢ়ৌ তৎস্থানীয়শ্চ মহেশ্বরশব্দঃ, অতোঽত্র ন রূঢ়োন্মেষঃ, 'ন তৎসমশ্চ............পরাস্য শক্তিঃ' (৬।৮) ইত্যাদ্দিভিশ্চ তৎপারম্যোপপাদনং, 'একো দেবঃ' (৬।১০) অনেন 'দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ' (সুবাল উঃ ৬) ঐকার্থ্যাৎ, 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি' (৬।১৪) মন্ত্রশ্চ কঠবল্ল্যধীতত্বাৎ বিষ্ণোঃ প্রত্যভিজ্ঞাপকঃ, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে' (৬।১৫) ইতি পুরুষসূক্তং স্মারয়তি। 'ঈশাদি' শব্দস্য (৬।১৭) যৌগিকত্বম্ 'ঈশান' (৬।১৭) শব্দস্য নিরুপাধিকত্বং চ দর্শয়তি ঈশেঽস্য (৬।১৭) ইতি, 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং.........শরণং প্রপদ্যে' (৬।১৮) ,'অমৃতস্য পরং সেতুং' (৬।১৯) ইতি নির্দ্দেশাশ্চ নারায়ণত্বসাধকা ইত্যনুবাদ পূর্ব্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো ভগবন্নাভিসম্ভবস্য প্রমাণপ্রতিপন্নত্বাৎ 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ গতির্নারায়ণঃ' (সুবাল উঃ ৬) ইতি শ্রুতেঃ 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' মুণ্ডকে (২।২।৫) শ্রবণাৎ, 'যদা চর্ম্মবৎ' (৬।২০) ইতি বাক্যং উপায়ান্তরাভাবপরং 'নান্যঃ পন্থাঃ' (৬।১৫) ইত্যুক্তার্থবিবরণরূপম্।

এবং উপক্রমোপসংহারাদিভির্ভগবৎপরত্বাবগমাৎ বহূপনিষৎ-শ্রুত-যোগ্যার্থাসাধারণাভ্যস্তনারায়ণশব্দানুরোধেনৈব শিবাদিশব্দানাং নেয়ত্বাচ্চাস্যা উপনিষদো ভগবৎপরত্বং সিদ্ধমিতি।

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-পরিশিষ্টভাষ্যং সমাপ্তম্॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পরমেশ্বর-গুরু-ভক্তিমতামেব সা বিদ্যা প্রসীদতীত্যাহ—যস্য দেব ইত্যাদিনা। যস্য ভাগ্যবতোজনস্য দেবে অখণ্ডৈকরসে শ্রীহরৌ পরা অব্যভিচারিণী দৃঢ়া ভক্তিঃ, ন কেবলং শ্রীহরৌ গুরাবপি দেববৎ পরা ভক্তিঃ ন কেবলং ভক্তিরচাঞ্চল্যং শ্রদ্ধাচোভে বর্ত্তেতে তস্য মহাত্মনোঽন্যান্বেষণং বিহায় যথা সাধনান্তরং নাস্তি যথা বা বুভুক্ষিতস্য ভোজনাদন্যৎ ক্ষুধানিবর্ত্তকং নাস্তি এবং গুরুকৃপাম্ ঈশ্বরানুগ্রহঞ্চ বিনা ব্রহ্মবিদ্যা সুদুর্লভা সা চ গুরুকৃপা শ্রদ্ধয়া শুশ্রূষয়া চ লভ্যা ঈশানুগ্রহশ্চ ইতরবৈরাগ্যসহকৃতয়া পরয়া ভক্ত্যা প্রাপ্যতে।

ন চ তত্র ভক্তির্নাম পূজ্যেষ্বনুরাগ ইতি সামান্যলক্ষণম্—সা চ ভক্তির্নবলক্ষণা যথা শ্রীভাগবতে 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা'। তত্র শ্রবণং নাম বিষ্ণোর্নামরূপগুণাদি শ্রবণম্, কীর্ত্তনং তদুচ্চৈঃ পাঠঃ, স্মরণং বিষ্ণোঃ নামরূপগুণাদি-স্বরূপধ্যানম্, পাদসেবনম্ শ্রীহরেশ্চরণপরিচর্য্যা বিষ্ণুভক্তানাম্ সাধূনাঞ্চ পরিচর্য্যা, অর্চ্চনম্ শ্রীহরেঃ প্রতিমালেখ্যাদিমূর্ত্তিপূজা, বন্দনং প্রতিমাদেঃ প্রণামঃ, দাস্যং দাসবৎ প্রভৌ কর্ম্মার্পণং, সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি, আত্মনিবেদনম্ দেহসমর্পণম্ যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপোষণচিন্তা ন স্যাৎ তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তদ্ভরণচিন্তাবর্জ্জনম্। এষা চ নবাত্মিকা ভক্তিঃ 'সত্ত্বএবৈকমনসোবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী'। অতএব আত্মারামাহি মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহি সঃ। ভক্তিযোগোপায়োঽপি তত্রৈব বর্ণিতঃ যথা 'অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি। ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যাচ নয়েদ্বশম্॥' যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যস্যন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথাশ্রবণেন চ। সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ মৌনেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।

যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্ মুনিঃ। বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্। সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্নকুর্ব্বন্নসদাগ্রহম্। জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ। সোঽয়ং ভক্তিযোগো সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রিবিধোঽপি কার্য্যতো বহুবিধ উচ্যতে। তত্র তামসো যথা 'অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব চ। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ'। এবং রাজসাদিস্বরূপং দ্রষ্টব্যম্। পরা ভক্তিস্তু আত্যন্তিকশব্দেনোচ্যতে—তল্লক্ষণন্তু 'অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে। সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এব ভক্তিযোগোঽয়মাত্যন্তিক উদাহৃতঃ'॥ এবমস্য বিস্তারো ভাগবতেঽনুসন্ধেয় ইতি।

মুনিগূঢ়ার্থশ্বেতাশ্বতরোপনিষদো বচঃ।
ব্যাখ্যাতং লেশতো যত্তু শ্রীহরেঃ করুণৈব সা॥

তাভ্যাং বিনা ন কস্যচিৎ ঔপনিষদধর্ম্মাঃ প্রকাশন্তে, প্রকাশন্তে তু মহাত্মনঃ তদুভয়ান্বিতস্য প্রশান্তস্যাধিকারিণ উত্তমস্য পুরুষস্য, অস্যাং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি শ্বেতাশ্বতরেণ মহাত্মনা কৃতভগবৎসাক্ষাৎকারেণ কথিতা উপদিষ্টাঃ অর্থাঃ বিষয়াঃ প্রকাশন্তে স্বানুভবায় কল্পন্তে। দ্বির্ব্বচনং সুখবিশেষতৎসাধনাদিদুর্লভত্বস্য প্রদর্শনার্থমধ্যায়সমাপ্ত্যর্থম্ আদরার্থঞ্চ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়স্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-টীকা সমাপ্তা॥

তত্ত্বকণা—উপনিষদে বর্ণিত-বিষয়ের গূঢ়তাৎপর্য্য কাহার নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাই বর্ত্তমান মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাঁহার

পরমেশ্বর শ্রীহরিতে পরা ভক্তি বর্ত্তমান এবং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেবেও তদ্রূপ পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই সকল শ্রুতিতে উপদিষ্ট-বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় বা অনুভবের বিষয় হয়।

আদর ও সমাপ্তি-দ্যোতনার্থ দ্বিরুক্তি।

পরমারাধ্যতম শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্রচিত 'জৈবধর্ম্মে' লিখিয়াছেন,—

" 'পরা ভক্তি' শব্দের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাহি না, আপনি বুঝিয়া লইবেন। সংক্ষেপ বাক্য এই যে, যাঁহার অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদ অধ্যয়নের অধিকারী। যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎসর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন-বলেই বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।" ॥২৩॥

ইতি—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। স হ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ইতি—ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ইতি—সমাপ্তেয়ম্ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।